পত্রাবলী

প্রথম ভাগ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর
শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য
ইকনমিক প্রেস
২৫, রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬১

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পত্রের নম্বরের পাশে ইং লেখা থাকিলে উহা
ইংরেজী পত্রের অনুবাদ বুঝিতে হইবে।

পাঁচ টাকা

নিবেদন

পত্রাবলীর পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা দুই ভাগে সমাপ্ত হইবে। পূর্ব্ব সংস্করণের পত্রাবলী ছোট ছোট পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ ছিল; কিন্তু উহা নিঃশেষিত হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই স্বামীজীর অনেক অপ্রকাশিত ইংরেজী এবং বাংলা পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি 'উদ্বোধন' এবং 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেইগুলি পত্রাবলীর বর্ত্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত হইল। এই সংস্করণের প্রথম ভাগে ১৬৬ খানি পত্র স্থান পাইয়াছে। উহাদের মধ্যে ৬৮ খানি বাংলা এবং ৯৮ খানি ইংরেজীর অনুবাদ। দ্বিতীয় ভাগে ১৬১ খানি পত্র প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্ব সংস্করণে পত্রের তারিখ প্রতি খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে থাকিলেও একত্র পাঁচ খণ্ডে ছিল না। এই সংস্করণে পত্রগুলি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তারিখ অনুযায়ী সাজাইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংরস্কণে অনেক স্থলেই পত্রোল্লিখিত ব্যক্তিগণ জীবিত থাকায় তাঁহাদের নামের আদ্য অক্ষর মাত্র দেওয়া হইয়াছিল। এই সংস্করণে অনিবার্য্য স্থল ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্র সমগ্র নামই প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে অনুবাদ অধিকতর মূলানুগামী করা হইয়াছে। পূর্ব্ব সংস্করণগুলিতে পত্রের কতক অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল; এই সংস্করণে উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই চিঠিগুলিতে আমরা স্বামীজীকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার মহাসমাধির (১৯০২, ৪ঠা জুলাই) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নানাবিধ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাই। ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে ইহার মূল্য

কম নহে। এতদ্ব্যতীত তিনি কিরূপ সাধনা এবং মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া সাফল্যের চরম শিখরে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারও আভাস এইগুলির মধ্যে আমরা পাই।

আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, স্বামীজীর অগ্নিময়ী বাণীগুলি তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া ভারতের জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। আরও বলি যে, ইহা ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল উন্মোচন করিবার পক্ষে বহুল পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে।

কেবল পরাধীন ভারতেই যে স্বামীজীর বাণীর স্বার্থকতা ছিল তাহা নহে, স্বাধীন ভারতেও উহার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতের তথা বিশ্বের ভাবী সমাজ কিভাবে গঠিত হইবে, তাহার কি রূপ হইবে এবং তাহার জন্য কি কি উপাদানেরই বা প্রয়োজন, পত্রগুলিতে তাহার যথেষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে। সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন একদল ত্যাগী, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক। সেই যুবকদল ভারতকে তাঁহার পরিকল্পিত ছাঁচে ঢালিয়া গড়িয়া তুলিবে এবং বিশ্ব সভ্যতার দরবারে ভারতের জন্য যে মহিমময় সিংহাসন নির্দ্দিষ্ট আছে সেইখানে তাহাকে বসা বে। ইহাই জগতে শান্তি এবং ঐক্য-স্থাপনের উপায়। স্বামীজীর প্রথম এবং শেষ কথা—"মানুষ চাই।" আমরা দেশবাসীকে তাঁহার এই ঐকান্তিক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করিতেছি

মহালয়া, ১৩৫৫ প্রকাশক

নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

পত্রাবলী প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। ইংরেজীর অনুবাদ ৩৩ খানা নূতন পত্র ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে ; এইগুলি পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে মোট ১৯৬ খানা পত্র স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত পত্রই তারিখ অনুযায়ী সাজান হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ প্রকাশক

পত্রাবলী

(১)*

বৃন্দাবন

১২ই আগষ্ট, ১৮৮৮

মান্যবরেষু,

শ্রীঅযোধ্যা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে পৌঁছিয়াছি। কালাবাবুর কুঞ্জে আছি—শহরে মন কুঞ্চিত হইয়া আছে। শুনিয়াছি রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। তাহা শহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। শীঘ্রই হরিদ্বার যাইব, বাসনা আছে। হরিদ্বারে আপনার আলাপী কেহ যদি থাকে, কৃপা করিয়া তাঁহার উপর এক পত্র দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়। আপনার এস্থানে আসিবার কি হইল? শীঘ্র উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলমধিকেনেতি

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

বৃন্দাবন

২০শে আগষ্ট, ১৮৮৮

ঈশ্বরজ্যোতি মহাশয়েষু,

আমার এক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা সম্প্রতি কেদার ও বদরিকাশ্রম দেখিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ হয়।

* ১ হইতে ৫, ৭ হইতে ১৬ ; ১৮ ২০ ২৪ ২৬ হইতে ৩০ ; ৩৩, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৪৩, এবং ৪৫ হইতে ৪৮ সংখ্যক পত্রগুলি কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত।

গঙ্গাধর দুইবার তিব্বত ও ভুটান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অতি আনন্দে আছে। তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। শীতকালে কন্‌খলে ছিল। আপনার প্রদত্ত করোয়া তাহার হস্তে আজিও আছে। সে ফিরিয়া আসিতেছে—এই মাসেই বৃন্দাবন আসিবে। আমি তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশায় হরিদ্বার গমন কিছুদিন স্থগিত রাখিলাম। আপনার সমীপচারী সেই শিবভক্ত ব্রাহ্মণটিকে আমার কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিবেন ও আপনি জানিবেন। অলমিতি

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(৩)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

বরাহনগর মঠ

৫ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১২৯৫

১৯শে নভেম্বর, ১৮৮৮

পূজ্যপাদ মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পুস্তকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যুদার হৃদয়ের উপযুক্ত পরিচায়ক অদ্ভুত স্নেহরসাপ্লুত লিপি পাঠ করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়াছি। মহাশয় আমার ন্যায় একজন ভিক্ষাজীবী উদাসীনের উপর এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের সুকৃতিবশতঃ সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রেরণ দ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু ভগবান রামকৃষ্ণের সমুদায় সন্ন্যাসিশিষ্যমণ্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনতমস্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইতেছেন। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত

EAST INDIA POST CARD

Brinda ban
12th Augt
1888

Babu Pramada Das Muttra

Benaras

এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব, পাণিনিকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না হইলে বৈদিকভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। লঘু অপেক্ষা আমাদের বাল্যাধীত মুগ্ধবোধ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যাহা হউক, মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং এবিষয়ে আমাদের সদুপদেষ্টা, আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এ বিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি। মহাশয়কে আমার গুরুমহারাজের দুইখানি ফটোগ্রাফ এবং তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় উপদেশের কিয়দংশ কোনও ব্যক্তি সঙ্কলিত করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন—তাহা দুখ খণ্ড প্রেরণ করিলাম। আশা করি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। আমার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে—ভরসা দুই-তিন মাসের মধ্যে মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া সার্থক হইব। কিমধিকমিতি

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(৪)

শ্রীশ্রীদুর্গা

বরাহনগর, কলিকাতা

২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৮

প্রণাম নিবেদনমিদং—

মহাশয়ের প্রেরিত পাণিনি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি—আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। আমি পুনরায় জ্বরে পড়িয়াছিলাম—তজ্জন্য শীঘ্র উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। মহাশয়ের শারীরিক এবং মানসিক কুশল মহামায়ার নিকট প্রার্থনা করি। ইতি

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(৫)

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর

২৩শে মাঘ

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯

নমস্য মহাশয়,

কতকগুলি কারণবশতঃ অদ্য আমার মন অতি সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এমন সময়ে আপনার আমাকে অপার্থিব বারাণসীপুরীতে আবাহনপত্র আসিয়া উপস্থিত। ইহা আমি বিশ্বেশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সম্প্রতি আমার গুরুদেবের জন্মভূমিদর্শনার্থ গমন করিতেছি, তথায় কয়েক দিবসমাত্র অবস্থিতি করিয়া ভবৎসমীপে উপস্থিত হইব। কাশীপুরী ও কাশীনাথদর্শনে যাহার মন বিগলিত না হয়, সে নিশ্চিত

পাষাণে নির্ম্মিত। আমার শরীর এক্ষণে অনেক সুস্থ। জ্ঞানানন্দকে আমার প্রণাম। যত শীঘ্র পারি মহাশয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব। পরে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। কিমধিকমিতি। সাক্ষাতে সমুদয় জানিবেন।

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(৬) ইং

(শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে (মাষ্টার মহাশয়) লিখিত)

আঁটপুর[১] (হুগলী জেলা)

২৬ মাঘ, ১২৯৫

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯

প্রিয় ম—,

মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে!

আপনার

নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—যে উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করিবে, কোন ব্যক্তিকে যখন তাহার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাই না কেন—তাহাই আশ্চর্য্য!

---

১ স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। স্বামীজী ও তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

(৭)

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর
১১ই ফাল্গুন
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯

মহাশয়,

৺কাশীধামে যাইবার সংকল্প ছিল এবং আমার গুরুদেবের জন্মভূমি পরিদর্শনান্তর কাশীধামে পৌছিব—(এইরূপ কল্পনা ছিল); কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ উক্ত গ্রামে যাইবার পথে অত্যন্ত জ্বর হইল এবং তৎপরে কলেরার ন্যায় ভেদবমি হইয়াছিল। তিন-চারি দিনের পর পুনরায় জ্বর হইয়াছে—এক্ষণে শরীর এ প্রকার দুর্ব্বল যে, দুই কদম চলিবার সামর্থ্যও নাই। অতএব বাধ্য হইয়া এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না, কিন্তু আমার শরীর এ পথের নিতান্ত অনুপযুক্ত। যাহা হউক, শরীর বিশেষ বড় কথা নহে। কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই মহাশয়ের চরণ দর্শন করিবার অভিলাষ আছে। বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে, আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন। জ্ঞানানন্দ ভায়াকে আমার প্রণাম ও মহাশয়ও জানিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্র

(৮)

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা

২১শে মার্চ্চ, ১৮৮৯

পূজনীয় মহাশয়,

কয়েক দিবস হইল আপনার পত্র পাইয়াছি—কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। শরীর এক্ষণে অত্যন্ত অসুস্থ, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, কিন্তু প্লীহাদি কোন উপসর্গ নাই—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতেছি। অধুনা কাশী যাইবার সংকল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীর গতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন হইবে। জ্ঞানানন্দ ভায়ার সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন—যেন তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকেন। আমার যাওয়া বড়ই অনিশ্চিত। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও জ্ঞানানন্দকে দিবেন। ইতি

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(৯)

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

বরাহনগর

২৬শে জুন, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,

বহুদিন আপনাকে নানা কারণে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধুনা গঙ্গাধরজীর সংবাদ পাইয়াছি এবং আমার

কোন গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা দুইজনে উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন। আমাদের এস্থান হইতে চারি জন উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন, গঙ্গাধরকে লইয়া পাঁচ জন। শিবানন্দ নামক আমার একজন গুরুভ্রাতার সহিত ৺কেদারনাথের পথে শ্রীনগর নামক স্থানে গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গাধর এইস্থানে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি প্রথম বৎসরে তিব্বত প্রবেশের অনুমতি পান নাই, পরের বৎসর পাইয়াছিলেন। লামারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তিনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিব্বতের শতকরা ৯০ জন লামা, কিন্তু তাহারা এক্ষণে তান্ত্রিক মতের উপাসনাই অধিক করে। অত্যন্ত শীতল দেশ—আহারীয় অন্য কিছু নাই—কেবল শুষ্ক মাংস। গঙ্গাধর তাহাই খাইতে খাইতে গিয়াছিল! আমার শরীর মন্দ নাই, কিন্তু মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর!

দাস
নরেন্দ্র

(১০)

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা
৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,

কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনাকে পত্র লিখিতে গঙ্গাধরকে অনুরোধ করিতে যে আপনি লিখিয়াছেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কারণ তাঁহারা আমাদের পত্র দিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ২।৩ দিবস কোথাও রহিতেছেন না, অতএব আমাদের কোনও পত্রাদি পাইতেছেন না। আমার পূর্ব্ব অবস্থার কোন

আত্মীয় সিমুলতলায় (বৈদ্যনাথের নিকট) একটি বাংলা ক্রয় করিয়াছেন। ঐস্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বিধায় আমি সেস্থানে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায় পলাইয়া আসিলাম।

৺কাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব। এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না. কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়—আর মহাশয়ের সহিত এক দিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্ম্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"—শকুন্তলা

ভূয়োদর্শন এবং সাধনের ফলস্বরূপ মহাশয়ের যে উপদেশ তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। নানা প্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।

কিন্তু এবার অন্যপ্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন

কোন গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা দুইজনে উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন। আমাদের এস্থান হইতে চারি জন উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন, গঙ্গাধরকে লইয়া পাঁচ জন। শিবানন্দ নামক আমার একজন গুরুভ্রাতার সহিত ৺কেদারনাথের পথে শ্রীনগর নামক স্থানে গঙ্গাধরের সাক্ষাৎ হয়। গঙ্গাধর এইস্থানে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি প্রথম বৎসরে তিব্বত প্রবেশের অনুমতি পান নাই, পরের বৎসর পাইয়াছিলেন। লামারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তিনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিব্বতের শতকরা ৯০ জন লামা, কিন্তু তাহারা এক্ষণে তান্ত্রিক মতের উপাসনাই অধিক করে। অত্যন্ত শীতল দেশ—আহারীয় অন্য কিছু নাই—কেবল শুষ্ক মাংস। গঙ্গাধর তাহাই খাইতে খাইতে গিয়াছিল! আমার শরীর মন্দ নাই, কিন্তু মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর!

দাস
নরেন্দ্র

(১০)

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা
৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,

কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনাকে পত্র লিখিতে গঙ্গাধরকে অনুরোধ করিতে যে আপনি লিখিয়াছেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কারণ তাঁহারা আমাদের পত্র দিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা ২।৩ দিবস কোথাও রহিতেছেন না, অতএব আমাদের কোনও পত্রাদি পাইতেছেন না। আমার পূর্ব্ব অবস্থার কোন

আত্মীয় সিমুলতলায় (বৈদ্যনাথের নিকট) একটি বাংলা ক্রয় করিয়াছেন। ঐস্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বিধায় আমি সেস্থানে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায় পলাইয়া আসিলাম।

৺কাশীধামে গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব। এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়—আর মহাশয়ের সহিত এক দিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্ম্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।"—শকুন্তলা

ভূয়োদর্শন এবং সাধনের ফলস্বরূপ মহাশয়ের যে উপদেশ তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। নানা প্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।

কিন্তু এবার অন্যপ্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫।৭ বৎসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও কোন-

উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতেছে, আর একটি ছোট।

ইঁহাদের অবস্থা পূর্ব্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত বড়ই দুস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা, দুর্ব্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটির অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তর।

কখন কখন কলিকাতার নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্য্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c [১]

আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান হয় এবং সকলপ্রকার মায়া আমা হইতে দূরপরাহত হইয়া যায়— For "we have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and

১ আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥—গীতা, ২।৭০

—যেমন সমুদ্রে বহু নদনদী হইতে অবিশ্রান্ত জল প্রবেশ করে, অথচ তাহাতে সমুদ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, তেমনি সমস্ত কামনা যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, যাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিলাভ করেন : যিনি কামনাপূর্ব্বক কার্য্য করেন তিনি নহেন।

grant us strength that we bear it unto death. Amen."[১]
—Imitation of Christ.

আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। আমার ঠিকানা—বলরাম বসুর বাটী, ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

দাস
নরেন্দ্র

(১১)

ঈশ্বরো জয়তি

সিমলা, কলিকাতা
১৪ই জুলাই, ১৮৮৯

পূজ্যপাদ মহাশয়,

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। এরূপ স্থলে অনেকেই সংসারের দিকে টলিতে উপদেশ দেন। মহাশয় সত্যগ্রাহী এবং বজ্রসার-সদৃশ হৃদয়বান—আপনার উৎসাহবাক্যে পরম আশ্বাসিত হইলাম। আমার এ স্থানের গোলযোগ প্রায় সমস্ত মিটিয়াছে—কেবল একটি জমি বিক্রয় করিবার জন্য দালাল লাগাইয়াছি—অতি শীঘ্রই বিক্রয় হইবার আশা আছে। তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া একেবারে ৺কাশীধামে মহাশয়ের সন্নিকট যাইতেছি।

আপনি ২০৲ টাকার এক কেতা নোট পাঠাইয়াছিলেন। আপনি অতি মহৎ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য মহাশয়ের প্রথমোদ্দেশ্য পালনে আমার

১ —কারণ আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি; হে পিতঃ, তুমি উহা আমাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও—যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি। ওঁ শান্তিঃ! —ঈশা-অনুসরণ

মাতা ভ্রাতাদির সাংসারিক অহংকার প্রতিবন্ধক হইল; কিন্তু দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অর্থাৎ আমার কাশী যাইবার জন্য, ব্যবহার করিয়া চরিতার্থ হইব। ইতি

দাস

নরেন্দ্র

(১২)

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর, কলিকাতা

৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

প্রায় এক সপ্তাহের অধিক হইল আপনার পত্র পাইয়াছি, সেই সময়ে পুনরায় জ্বর হওয়ায় উত্তরদানে অসমর্থ ছিলাম, ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মাস দেড়েক ভাল ছিলাম, কিন্তু পুনরায় ১০।১২ দিন হইল জ্বর হইয়াছিল, এক্ষণে ভাল আছি। গুটিকতক প্রশ্ন আছে, মহাশয়ের বিস্তৃত সংস্কৃতশাস্ত্র-জ্ঞান—উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। সত্যকাম জাবালি এবং জানশ্রুতির কোন উপাখ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সওয়ায় বেদের অন্য কোন অংশে আছে কি না?

২। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যের অধিকাংশ স্থলেই স্মৃতি উদ্ধৃত করিতে গেলেই মহাভারতের প্রমাণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু বনপর্ব্বে অজগরো-পাখ্যানে এবং উমা-মহেশ্বর-সংবাদে, তথা ভীষ্মপর্ব্বে, যে গুণগত জাতিত্ব অতি স্পষ্টই প্রমাণিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন পুস্তকে কোন কথা বলিয়াছেন কি না?

৩। পুরুষসূক্তের জাতি পুরুষানুগত নহে—বেদের কোন্ কোন্ অংশে ইহাকে ধারাবাহিক পুরুষানুগত করা হইয়াছে ?

৪। আচার্য্য, শূদ্রে যে বেদ পড়িবে না—এ প্রকার কোন প্রমাণ বেদ হইতে দিতে পারেন নাই। কেবল "যজ্ঞেঽনবকপ্তঃ" ইহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, যখন যজ্ঞে অধিকার নাই, তখন উপনিষদাদি পাঠেও অধিকার নাই। কিন্তু "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এস্থলে ঐ আচার্য্যই বলিতেছেন যে, অথ শব্দ "বেদাধ্যায়নাদনন্তরম্"—এ প্রকার অর্থ নহে, কারণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ না পড়িলে যে উপনিষদ্ পড়া যায় না, ইহা অপ্রামাণ্য, এবং কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতি এবং জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতিতে কোন পৌর্ব্বাপর ভাব নাই। অতএব যজ্ঞাত্মক বেদ না পড়িয়াই উপনিষদ্-পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। যদি যজ্ঞে ও জ্ঞানে পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকিল, তবে শূদ্রের বেলা কেন "ন্যায়পূর্ব্বকম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আচার্য্য আপনার বাক্যকে ব্যাহত করিতেছেন ? কেন শূদ্র উপনিষদ্ পড়িবে না ?

মহাশয়কে একখানি কোনও খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত 'Imitation of Christ' (ঈশা অনুসরণ) নামক পুস্তক পাঠাইলাম। পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য্য। খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বোধ হয় আপনি এ পুস্তক পূর্ব্বে পড়িয়া থাকিবেন, না পড়িয়া থাকেন ত পড়িয়া আমাকে চিরকৃতার্থ করিবেন। ইতি

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(১৩)

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর

১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

মহাশয়ের শেষ পত্রে আপনাকে উক্ত অভিধান দেওয়ায় কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছেন! কিন্তু তাহা আমার দোষ নহে, মহাশয়ের গুণের। পূর্ব্বে এক পত্রে আপনাকে লিখিয়াছিলাম যে, মহাশয়ের গুণে আমি এত আকৃষ্ট যে, বোধ হয় আপনার সহিত জন্মান্তরীণ কোন সম্বন্ধ ছিল। আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। প্রার্থনা করি, আজিকালিকার মানভিখারী, পেটবৈরাগী এবং উভয়ভ্রষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমীদের মধ্যে লক্ষের মধ্যেও যেন আপনার ন্যায় মহাত্মা একজন হউন। আপনার গুণের কথা শুনিয়া আমার সকল ব্রাহ্মণ-জাতীয় গুরুভ্রাতাও আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

মহাশয় আমার প্রশ্ন কয়েকটির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধে আমার ভ্রম সংশোধিত হইল। মহাশয়ের নিকট তজ্জন্য আমি চির-ঋণবদ্ধ রহিলাম। আর একটি প্রশ্ন ছিল যে, ভারতাদি পুরাণোক্ত গুণগত জাতি সম্বন্ধে আচার্য্য কোন মীমাংসাদি করিয়াছেন কি না? যদি করিয়া থাকেন, কোন্ পুস্তকে? এতদ্দেশীয় প্রাচীন মত যে বংশগত, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, এবং স্পার্টান্‌রা যে প্রকার হেলট্ অথবা মার্কিন-দেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর জাত্যাদি

সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম—গুণ এবং কর্ম্ম-প্রসূত। যিনি নৈষ্কর্ম্ম্য ও নির্গুণত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জাত্যাদি ভাব মনে আনিলেও সমূহ ক্ষতি। এই সকল বিষয়ে গুরুকৃপায় আমার এক প্রকার বুদ্ধি আছে, কিন্তু মহাশয়ের মতামত জানিলে কোন স্থানে সেই সকলকে দৃঢ় এবং কোন স্থানে সংশোধিত করিয়া লইব। চাকে খোঁচা না মারিলে মধু পড়ে না—অতএব আপনাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; আমাকে বালক এবং অজ্ঞ জানিয়া যথাযথ উত্তর দিবেন, রুষ্ট হইবেন না।

১। বেদান্তসূত্রে যে মুক্তির কথা কহে, তাহা এবং অবধূত-গীতাদিতে যে নির্ব্বাণ আছে, তাহা এক কি না?

২। "সৃষ্টিবর্জ্জং" ইত্যাদি সূত্রে পুরো ভগবান্ কেহই হয় না, তবে নির্ব্বাণ কি?

৩। চৈতন্যদেব পুরীতে সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে ব্যাসসূত্র আমি বুঝি, তাহা দ্বৈতবাদ, কিন্তু ভাষ্যকার অদ্বৈত করিতেছেন, তাহা বুঝি না—ইহা সত্য নাকি? প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যদেবের সহিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এ বিষয়ে অনেক বিচার হয়, তাহাতে চৈতন্যদেব জয়ী হন। চৈতন্যের কৃত এক ভাষ্য নাকি উক্ত প্রকাশানন্দের মঠে ছিল।

৪। আচার্য্যকে তন্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছে। প্রজ্ঞাপারমিতা নামক বৌদ্ধদের মহাযান গ্রন্থের মতের সহিত আচার্য্য-প্রচারিত বেদান্তমতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য আছে। পঞ্চদশীকারও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ শূন্য ও আমাদিগের ব্রহ্ম একই ব্যাপার—ইহার অর্থ কি?

৫। বেদান্তসূত্রে বেদের কোনও প্রমাণ কেন দেওয়া হয় নাই? প্রথমেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদ-প্রামাণ্য "পুরুষ-

'নিঃশ্বসিতম্" বলিয়া ; ইহা কি পাশ্চাত্ত্য ন্যায়ে যাহাকে Argument in a circle'[১] বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে ?

৬। বেদান্ত বলিলেন—বিশ্বাস করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায় অথবা সাংখ্যাদির অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, তখনই তর্কজালে তাহাদিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন ? আর বিশ্বাসই বা করি কাকে ? যে যার আপনার মতস্থাপনেই পাগল ; এত বড় "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ"[২] তিনিই যদি ব্যাসের মতে অতি ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও ভ্রান্ত নহেন, কে বলিল ? কপিল কি বেদাদি বুঝিতেন না ?

৭। ন্যায়-মতে "আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ" ; ঋষিরা আপ্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতিষিক-তত্ত্বে অজ্ঞ বলিয়া আক্ষিপ্ত কেন হইতেছেন ? যাঁহারা বলেন—পৃথিবী ত্রিকোণ, বাসুকি পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাদি, তাঁহাদের বুদ্ধিকে ভবসাগর-পারের একমাত্র আশ্রয় কি প্রকারে বলি ?

৮। ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে যদি শুভাশুভ কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় আমার লাভ কি ? নরেশচন্দ্রের একটি সুন্দর গীত আছে—

"কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে (মা)
জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা বলে কেন ডাকা তবে ॥"

৯। সত্য বটে, বহু বাক্য এক আধটির দ্বারা নিহত হওয়া অন্যায্য। তাহা হইলে চিরপ্রচলিত মধুপর্কাদি প্রথা[৩] "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং

---

১ 'চক্রক'—যাহার বলে সিদ্ধান্ত করা হইবে, তাহাকেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থন করা।

২ সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল—গীতা, ১০।২৬

৩ মধুপর্ক বৈদিক প্রথা—ইহাতে গোবধের প্রয়োজন হইত।

পলপৈতৃকম্” ইত্যাদি[১] দুই-একটি বাক্যের দ্বারা কেন নিহত হইল? বেদ যদি নিত্য হয়, তবে ইহা দ্বাপরের, ইহা কলির ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনের অর্থ এবং সাফল্য কি?

১০। যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শুনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?

১১। তন্ত্র বলেন—কলিতে বেদমন্ত্র নিষ্ফল; মহেশ্বরেরই বা কোন্ কথা মানিব?

১২। বেদান্তসূত্রে ব্যাস বলেন যে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্ব্যূহ উপাসনা ঠিক নহে—আবার সেই ব্যাসই ভাগবতাদিতে উক্ত উপাসনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন; ব্যাস কি পাগল?

আরও এই প্রকার অনেক সন্দেহ আছে, মহাশয়ের প্রসাদে ছিন্নদ্বৈধ হইব আশা করিয়া পরে সেগুলি লিখিব। এ সকল কথা সাক্ষাৎ না হইলে সমস্ত বলা যায় না এবং আশানুরূপ তৃপ্তিও হয় না। গুরুর কৃপায় শীঘ্রই ভবৎচরণসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিবার বাসনা রহিল। ইতি

শুনিয়াছি, বিনা সাধনায় শুদ্ধ যুক্ত্যাদি-বলে এ সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কিন্তু কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হওয়া প্রথমেই বোধ হয় আবশ্যক। কিমধিকমিতি—

দাস
নরেন্দ্র

---

১ অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অশ্বমেধ, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন—কলিকালে এই পাঁচটি ক্রিয়া বর্জ্জন করিবে।

(১৪)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

বাগবাজার, কলিকাতা
২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

মহাশয়ের দুইখানি পত্র কয়েক দিবস হইল পাইয়াছি। মহাশয়ের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যে তর্কযুক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাহা অতি যথার্থ বটে এবং প্রত্যেক জীবনেরই উদ্দেশ্য তাহাই—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি[১]। তবে কি না আমার গুরু মহারাজ যে প্রকার বলিতেন যে, কলসী পুরিবার সময় ভক্ ভক্ ধ্বনি করে, পূর্ণ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমার পক্ষে সেইরূপ জানিবেন। বোধ হয়, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব—ঈশ্বর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি

দাস
নরেন্দ্র

১ ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ —মুণ্ডকোপনিষৎ, ২,২।৮

—সেই পরাবর পুরুষকে দর্শন করিলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

(১৫)

ঈশ্বরো জয়তি

বাগবাজার
৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

অনেকদিন আপনার কোনও পত্রাদি পাই নাই; ভরসা করি, শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছেন। সম্প্রতি আমার দুইটি গুরুভ্রাতা ৺কাশীধামে যাইতেছেন। একটির নাম রাখাল ও অপরটির নাম সুবোধ। প্রথমোক্ত মহাশয় আমার গুরুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। যদি সুবিধা হয়, ইঁহারা যে কয়দিন উক্ত ধামে অবস্থান করেন, কোন সত্রে বলিয়া দিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমার সকল সংবাদ ইঁহাদের নিকট পাইবেন। আমার অসংখ্য প্রণামের সহিত

দাস
নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—

গঙ্গাধর এক্ষণে কৈলাসাভিমুখে যাইতেছেন। পথে তিব্বতীরা তাঁহাকে ফিরিঙ্গীর চর মনে করিয়া কাটিতে আসে—পরে কোন কোন লামা অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া দেয়—এ সংবাদ তিব্বতযাত্রী কোন ব্যবসায়ী হইতে পাইয়াছি। লাসা না দেখিলে আমাদের গঙ্গাধরের রক্ত শীতল হইবে না। লাভের মধ্যে শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে—একরাত্রি তিনি অনাচ্ছাদনে বরফের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিশেষ কষ্ট হয় নাই। ইতি

নরেন্দ্র

(১৬)

ঈশ্বরো জয়তি

বরাহনগর, কলিকাতা
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম—পরে রাখালের পত্রে তাঁহার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও জানিলাম। আপনার রচিত pamphlet (পুস্তিকা) পাইয়াছি। Theory of Conservation of Energy (জগতে শক্তির অপক্ষয় নাই—এই মতবাদ) আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপে এক প্রকার Scientific (বৈজ্ঞানিক) অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু তাহা পরিণামবাদ। আপনি ইহার সহিত শঙ্করের বিবর্ত্তবাদের যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতি উত্তম। জর্মাণ Transcendentalistদের[১] উপর স্পেন্সারের যে বিদ্রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না; তিনি স্বয়ং উহাদের প্রসাদভোজী। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গাফ্ (Gough) সম্যক্‌রূপে হেগেল বুঝেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আপনার উত্তর অতি pointed (তীক্ষ্ণ) এবং thrashing (অকাট্য)।

দাস
নরেন্দ্রনাথ

১ যাঁহারা বলেন—ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ আরও একরূপ জ্ঞান আছে।

(১৭)

(শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)

রামকৃষ্ণো জয়তি

বৈদ্যনাথ

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯

নমস্কারপূর্ব্বকম্—

বৈদ্যনাথে পূর্ণ বাবুর বাসায় কয়েকদিন আছি। শীত বড় নাই, শরীরও বড় ভাল নহে—হজম হয় না, বোধ হয় জলে লৌহাধিক্যের জন্য। কিছুই ভাল লাগিল না—স্থান, কাল ও সঙ্গ। কাল কাশী চলিলাম। দেওঘরে অচ্যুতানন্দ —র বাসায় ছিল। সে আমাদের সংবাদ পাইয়াই বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বড় জিদ্ করে। শেষে আর একদিন দেখা হইয়াছিল—ছাড়ে নাই। সে বড় কর্ম্মী, কিন্তু সঙ্গে ৭।৮টা স্ত্রীলোক বুড়ী, জয় রাধে কৃষ্ণই অধিক—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা! তাহার কর্ম্মচারীরাও আমাদের অত্যন্ত ভক্তি করে। তাহারা কেহ কেহ উহার উপর বড় চটা—তাহারা তাহার নানাস্থানের দুষ্কর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে আমি —র কথা পাড়িলাম। তোমাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রম বা সন্দেহ আছে—তজ্জন্যই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি। তাঁহাকে এখানকার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরাও বড় মান্য ও ভক্তি করে। তিনি অতি বালিকা-অবস্থায় —র কাছে আসিয়াছিলেন, বরাবর স্ত্রীর ন্যায় ছিলেন। এমন কি, —র মন্ত্রগুরু ভগবানদাস বাবাজীও জানিতেন যে, তিনি উহার স্ত্রী। তাহারা বলে, উঁহার মা তাঁহাকে —র কাছে দিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার এক পুত্র হয় ও মরিয়া যায় এবং সেই সময়ে—কোথা হইতে একটা জয়

রাধে কৃষ্ণ বামনী আনিয়া ঘরে ঢোকায়, এই সকল কারণে তিনি তাহাকে ফেলিয়া পলান। যাহা হউক, সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, তাঁহার চরিত্রে কখন কোনও দোষ ছিল না, তিনি অতি সতী বরাবর ছিলেন এবং কখন স্ত্রী স্বামী ভিন্ন —র সহিত অন্য কোনও ব্যবহার বা অন্য কাহারও প্রতি কু-ভাব ছিল না। এত অল্প বয়সে আসিয়াছিলেন যে, সে সময়ে অন্য পুরুষ-সংসর্গ সম্ভবে না। তিনি —র নিকট হইতে পলাইয়া যাইবার পর তাহাকে লেখেন যে, আমি কখনও তোমাকে স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যবহার করি নাই, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সহিত আমার বাস করা অসম্ভব। ইহার পুরাতন কর্ম্মচারীরাও ইহাকে সয়তান ও তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে ও বলে, তিনি যাবার পর হইতেই ইহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

এসকল লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার বাল্যকালসম্বন্ধী গল্পে আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না। এসকল ভাব, সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে না, তাহার মধ্যে এত পবিত্রতা—আমি romance (কাল্পনিক গল্প মাত্র) মনে করিতাম, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি—সকল ঠিক। তিনি অতি পবিত্র, আবাল্য পবিত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সকল সন্দেহের জন্য তুমি আমি সকলেই তাঁহার নিকট অপরাধী। আমি তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি মিথ্যাবাদিনী নহেন। তাঁহার ধর্ম্মে ঐকান্তিকী আস্থাও চিরকাল ছিল, একথাও শুনিলাম।

এক্ষণে ইহাই শিখিলাম, ঐ প্রকার তেজ মিথ্যাবাদিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে না।

আপনার পীড়া এখনও আরাম হইতেছে না। এখানে খুব পয়সা খরচ

না করিতে পারিলে রোগীর বিশেষ সুবিধা বুঝি না। যাহা হয় বিবেচনা করিবেন। সকল দ্রব্যই অন্যত্র হইতে আনাইয়া লইতে হইবে।

বশম্বদ

নরেন্দ্রনাথ

(১৮)

ঈশ্বরো জয়তি

বৈদ্যনাথ

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

বহু দিবস চেষ্টার পর বোধ হয় এতদিনে ভবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। দুই-এক দিনেই ৺কাশীধামে ভবৎচরণসমীপে উপস্থিত হইব।

এ স্থানে কলিকাতার একজন বাবুর বাসায় কয়েক দিবস আছি—কিন্তু কাশীর জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল।

ইচ্ছা আছে, তথায় কিছুদিন থাকিব এবং আমার মন্দ ভাগ্যে বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা কি করেন, দেখিব। এবার "শরীরং বা পাতয়ামি, মন্ত্রং বা সাধয়ামি" ("মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন") প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(১৯)

(শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)

রামকৃষ্ণো জয়তি

এলাহাবাদ

৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯

শ্রীচরণেষু,

গুপ্ত আসিবার সময় একটা শ্লিপ ফেলিয়া আসিয়াছিল এবং পরদিবসে একখানি যোগেনের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ এলাহাবাদে যাত্রা করি। পরদিবস পৌঁছিয়া দেখিলাম, যোগেন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। পানিবসন্ত (দুই-একটা 'ইচ্ছা'ও ছিল) হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু অতি সাধু ব্যক্তি এবং তাঁহাদের একটি সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা অতি ভক্ত ও সাধুসেবাপরায়ণ। ইঁহাদের বড় জিদ—আমি এ স্থানে মাঘ মাস থাকি, আমি কিন্তু কাশী চলিলাম। গোলাপ মা, যোগীন মা এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জনও বোধ হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না। আপনি কেমন আছেন?

ঈশ্বরের নিকট সপরিবারে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুলসীরাম, চুনীবাবু প্রভৃতিকে আমার নমস্কারাদি দিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

নরেন্দ্রনাথ

(২০)

ঈশ্বরো জয়তি

৺প্রয়াগধাম
১৭ই পৌষ
৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯

পূজ্যপাদেষু,

দুই-এক দিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলিয়া আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? যোগেন্দ্র নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করিয়া এস্থানে আসিয়া বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন সংবাদ পাই, তাহাতে তাঁহার সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। এখানের কয়েকটি বাঙ্গালী বাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অনুরাগী, তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহ যে, আমি এই স্থানে মাঘ মাসে কল্পবাস করি। আমার মন কিন্তু 'কাশী কাশী' করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আপনাকে দেখিবার জন্য মন অতি চঞ্চল। দুই-চারি দিবসের মধ্যে ইঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইয়া যাহাতে বারাণসীপুরপতির পবিত্র রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। অচ্যুতানন্দ সরস্বতী নামক আমার কোন গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসী যদি আপনার নিকটে আমার তত্ত্ব লইতে যান, বলিবেন যে, শীঘ্রই আমি কাশী যাইতেছি। তিনি অতি সজ্জন এবং পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বাঁকীপুরে ফেলিয়া আসিয়াছি। রাখাল ও সুবোধ কি এখনও কাশীতে আছেন? এ বৎসর কুম্ভের মেলা হরিদ্বারে হইবে কি না, ইহার তথ্য লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। কিমধিকমিতি।

অনেক স্থানে অনেক জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু ও পণ্ডিত দেখিলাম, অনেকেই অত্যন্ত যত্ন করেন, কিন্তু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, আপনার সঙ্গে কেমন প্রাণের টান আছে—অত ভাল আর কোথাও লাগে না। দেখি কাশীনাথ কি করেন।

দাস
নরেন্দ্র

ঠিকানা—ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাটী, চক, এলাহাবাদ।

(২১)

(শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

এলাহাবাদ
৫ই জানুয়ারী, ১৮৯০

নমস্কার নিবেদনঞ্চ—

মহাশয়ের পত্রে আপনার পীড়ার সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বৈদ্যনাথ change (বায়ুপরিবর্ত্তন) সম্বন্ধে আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্ব্বল অথচ অত্যন্ত নরম-শরীর লোকের অর্থব্যয় অধিক না করিলে উক্ত স্থানে চলা অসম্ভব। যদি পরিবর্ত্তনই আপনার পক্ষে বিধি হয় এবং যদি কেবল সস্তা খুঁজিতে এবং গয়ং গচ্ছ করিতে করিতে এতদিন বিলম্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। . . .

বৈদ্যনাথ হাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু জল ভাল নহে, পেট বড় খারাপ করে—আমার প্রত্যহ অম্বল হইত। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে এক

পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing (বিনা মাশুলে প্রেরিত) দেখিয়া the devil take it[1] করিয়াছেন? আমি বলি change (বায়ুপরিবর্ত্তন) করিতে হয় ত শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy (ভগবৎকৃপায়ই সব হয়) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান তাহাকেই দয়া করেন)! আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান Lord (ভগবান) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (বায়ুপরিবর্ত্তন) করাইবেন? যদি এতই Lord-এর উপর নির্ভর করেন, ডাক্তার ডাকিবেন না।... যদি আপনার suit না করে (সহ্য না হয়) কাশী যাইবেন—আমিও এতদিন যাইতাম, এখানকার বাবুরা ছাড়িতে চাহে না, দেখি কি হয়।...

কিন্তু পুনর্ব্বার বলি, change-এ (বায়ুপরিবর্ত্তনে) যদি যাওয়া হয়, কৃপণতার জন্য ইতস্ততঃ করিবেন না। তাহা হইলে তাহার নাম আত্মঘাত। আত্মঘাতীর গতি ভগবানও করিতে পারেন না। তুলসী বাবু প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কারাদি দিবেন। ইতি

নরেন্দ্রনাথ

১ 'যা শত্রু পরে পরে।' ভাবার্থ: গ্রহণ না করিয়া ফেরৎ দিয়াছেন।

(২২)

(শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যকে লিখিত)

এলাহাবাদ

৫ই জানুয়ারী, ১৮৯০

প্রিয় ফকির,

একটি কথা তোমাকে বলি—উহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে পারে—নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্য্যন্ত রাখিও না। ধর্ম্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্য্যন্ত পাপচিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্ম্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে। যেন কাপুরুষতা, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্ব্বলতা একদম না থাকে, বাকি আপনা আপনি আসিবে। রামকে কখনও থিয়েটার বা কোনরূপ চিত্তদৌর্ব্বল্যকারক আমোদ-প্রমোদে লইয়া যাইও না, বা যাইতে দিও না।

তোমার

নরেন্দ্রনাথ

(২৩)

এলাহাবাদ

৫ই জানুয়ারী, ১৮৯০

প্রিয় রাম, কৃষ্ণময়ী ও ইন্দু,

বৎসগণ, মনে রাখিও, কাপুরুষ ও দুর্ব্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর। ইতি

তোমাদের

নরেন্দ্রনাথ

(২৪)

ঈশ্বরো জয়তি

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী

গোরাবাজার, গাজীপুর

শুক্রবার, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

অদ্য তিন দিন যাবৎ গাজীপুরে পৌঁছিয়াছি। এস্থানে আমার বাল্য-সখা শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি; স্থানটি অতি মনোরম। অদূরে গঙ্গা আছেন, কিন্তু স্নানের বড় কষ্ট—পথ নাই, এবং বালির চড়া ভাঙ্গিতে বড় কষ্ট হয়। আমার বন্ধুর পিতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যে মহানুভবের কথা আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম —এস্থানে আছেন। অদ্য ইনি ৺কাশীধামে যাইতেছেন, কাশী হইয়া কলিকাতা যাইবেন। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, ইঁহার সঙ্গে পুনর্ব্বার কাশী

যাই। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি—অর্থাৎ বাবাজীকে[১] দেখা—তাহা এখনও হয় নাই! অতএব দুই-চারি দিন বিলম্ব হইবে। এস্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় Westernized (পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন); আর দুঃখের বিষয় যে আমি Western idea (পাশ্চাত্ত্যভাব) মাত্রেরই উপর খড়্গহস্ত। কেবল আমার বন্ধুর ওসকল idea (ভাব) বড়ই কম। কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি materialistic (জড়-ভাবের) ধাঁধাই লাগাইয়াছে! বিশ্বনাথ এইসকল দুর্ব্বলহৃদয়কে রক্ষা করুন। পরে বাবাজীকে দেখিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিব। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ

পুঃ—ভগবান্ শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে লোকে পাগলামী ও পাপ মনে করে; অহো ভাগ্য!

(২৫)

(শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

গাজীপুর

৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আমি এক্ষণে গাজীপুরে সতীশবাবুর নিকট রহিয়াছি। যে কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিয়াছি তন্মধ্যে এইটি স্বাস্থ্যকর। বৈদ্যনাথের জল বড় খারাপ, হজম হয় না। এলাহাবাদ অত্যন্ত ঘিঞ্জি—কাশীতে যে কয়েকদিন ছিলাম দিনরাত জ্বর হইয়া থাকিত—এত ম্যালেরিয়া। গাজীপুরের

১ গাজীপুরের বিখ্যাত যোগী পওহারী বাবা।

বিশেষতঃ আমি যে স্থানে থাকি, জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পওহারী বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজী বাঙ্গলার মতন্, ভিতরে বাগান আছে, বড় বড় ঘর, chimney &c. (চিমনি ইত্যাদি)। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতিমধ্যে বাবাজীর সহিত দেখা হইল ত হইল—নহিলে এই পর্য্যন্ত। প্রমদা বাবুর বাগান সম্বন্ধে কাশী হইতে স্থির করিয়া লিখিব। কালী ভট্টাচার্য্য যদি একান্ত আসিতে চাহে ত আমি কাশীতে রবিবার যাইলে যেন আসে—না আসিলেই ভাল। কাশীতে তুই-চারি দিন থাকিয়া শীঘ্রই হৃষীকেশ চলিতেছি—প্রমদা বাবুর সঙ্গে যাইলেও যাইতে পারে। আপনারা এবং তুলসীরাম সকলে আমার যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন ও ফকির, রাম, কৃষ্ণময়ী প্রভৃতিকে আমার আশীর্ব্বাদ।

দাস

নরেন্দ্র

পুঃ—আমার মতে আপনি কিছুদিন গাজীপুরে আসিয়া থাকিলে বড় ভাল—এখানে সতীশ বাঙ্গলা ঠিক করিয়া দিতে পারিবে ও গগনচন্দ্র রায় নামক একটি বাবু—আফিম আফিসের head (বড় বাবু), তিনি যৎপরোনাস্তি ভদ্র, পরোপকারী ও social (মিশুক)। ইহারা সব ঠিক করিয়া দিবেন। বাড়ী ভাড়া ১৫৲।২০৲ টাকা; চাউল মহার্ঘ, দুগ্ধ ১৬।২০ সের, আর সকল অত্যন্ত সস্তা। আর ইহাদের তত্ত্বাবধানে কোনও ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কিছু expensive (বেশী খরচ) ৪০৲।৫০৲ টাকার উপর পড়িবে। কাশী বড় damned malarious (কাশীতে ভয়ানক ম্যালেরিয়া)।

প্রমদা বাবুর বাগানে কখনও থাকি নাই—তিনি কাছ ছাড়া করিতে দেয় না। বাগান অতি সুন্দর বটে, খুব furnished (সাজান গোজান) এবং বড় ও ফাঁকা। এবার যাইয়া থাকিয়া দেখিয়া মহাশয়কে লিখিব। ইতি

নরেন্দ্র

(২৬)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

বাবাজীর সহিত দেখা হওয়া বড় মুস্কিল, তিনি বাড়ীর বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান-সমন্বিত এবং চিমনিদ্বয়-শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের ইচ্ছা নাই। লোকে বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন; কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা দেখিব। রবিবার ৺কাশীধামে যাত্রা করিব—এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজী দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে। অদ্যই চলিয়া যাইতাম; যাহা হউক, রবিবার যাইতেছি। আপনার হৃষীকেশ যাইবার কি হইল?

দাস

নরেন্দ্র

পুঃ—গুণের মধ্যে স্থানটি বড় স্বাস্থ্যকর।

নরেন্দ্র

(২৭)

ওঁ বিশ্বেশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্রও পাইয়াছি এবং বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। .অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এস্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিলাম না, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।

দাস

নরেন্দ্র

পুঃ—এ পত্রের বিষয় গোপন রাখিবেন। ইতি

নরেন্দ্র

(২৮)

বিশ্বেশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। বাবাজী আচারী বৈষ্ণব; যোগ, ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্ত্তি বলিলেই হয়। তাঁহার কুটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়েকটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন; যখন উপরে আসেন তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন। কি খান, কেহই জানে না, এইজন্যই পওহারী বাবা বলে। মধ্যে একবার ৫ বৎসর একবারও গর্ত্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে, শরীর ছাড়িয়াছেন; কিন্তু আবার উঠিয়াছেন। এবার কিন্তু দেখা দেন না, তবে দ্বারের আড়াল হইতে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা আমি কখন শুনি নাই। কোন direct (সোজাসুজি) প্রশ্নের উত্তর দেন না, বলেন 'দাস ক্যা জানে?' তবে কথা কহিতে কহিতে আগুন বাহির হয়। আমি খুব জেদাজিদি করাতে বলিলেন যে, "আপনি কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" এপ্রকার কখন কহেন না; ইহাতেই বুঝিলাম, আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং যখনই পীড়াপীড়ি করি, তখনই বলেন, কিছুদিন থাকুন। এই আশায় আছি। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্ম্মকাণ্ড করেন—পূর্ণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত হোম হয়। অতএব ইহার মধ্যে গর্ত্তে যাইবেন না নিশ্চিত। অনুমতি কি লইব, Direct উত্তর দিবেন না।

"দাসকে ভাগ্য" ইত্যাদি ঢের বলিবেন। আপনার ইচ্ছা থাকে, পত্রপাঠ চলিয়া আসুন। ইঁহার শরীর যাইলে বড় আপশোষ থাকিবে—দুদিনে দেখা অর্থাৎ আড়াল হইতে কথা কহিয়া যাইতে পারিবেন। আমার বন্ধু সতীশবাবু অতি সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করিবেন। আপনি পত্রপাঠ চলিয়া আসুন, ইতিমধ্যে আমি বাবাজীকে বলিব। দাস

নরেন্দ্রনাথ

পুঃ—ইঁহার সঙ্গ না হইলেও, এপ্রকার মহাপুরুষের জন্য কোনও কষ্টই বৃথা হইবে না নিশ্চিত। অলমতিবিস্তরেণ। দাস

নরেন্দ্র

(২৯)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার শারীরিক অসুস্থতা শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। আমারও কোমরে একপ্রকার বেদনা হইয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং যাতনা দিতেছে। বাবাজীকে দুই দিন দেখিতে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে আমার খবর লইতে এক ব্যক্তি আসিয়াছিল—অতএব আজ যাইব। আপনার অসংখ্য প্রণাম দিব। আগুন বাহির হয়, অর্থাৎ অতি অদ্ভুত গূঢ় ভক্তির কথা এবং নির্ভরের কথা বাহির হয়—এমন অদ্ভুত তিতিক্ষা এবং বিনয় কখনও দেখি নাই। কোনও মাল যদি পাই, আপনার তাহাতে ভাগ আছে নিশ্চিত জানিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

নরেন্দ্র

(৩০)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

গতকল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে শরৎ ভায়ার পত্রখানি পাঠাইতে বলিতে ভুলিয়াছি বোধ হয়; অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। গঙ্গাধর ভায়ার একখানি পত্র পাইয়াছি। তিনি এক্ষণে কাশ্মীর, রামবাগ সমাধি, শ্রীনগরে আছেন। আমি Lumbagoতে (কোমরের বাতে) বড় ভুগিতেছি। ইতি

দাস

নরেন্দ্র

পুঃ—রাখাল ও সুবোধ ওঁকার, গির্ণার, আবু, বম্বে, দ্বারকা দেখিয়া এক্ষণে বৃন্দাবনে আছে।

নরেন্দ্র

(৩১)

(শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোরাবাজার, গাজীপুর

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার আপশোষ পত্র পাইয়াছি। আমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি না, বাবাজীর অনুরোধ এড়াইবার যো নাই। সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপশোষ করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ

নহে বটে। Ideal bliss-এর (আদর্শ আনন্দ) দিকে চাহিতে গেলে একথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার 'কি হইল', 'কি হইল' অতি ভাল—উন্নতির আশাস্বরূপ—নহিলে কেহ উঠিতে পারে না। "পাগ্‌ড়ি বেঁধেই ভগবান" যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম্। আপনার সর্ব্বদাই যে মনে পড়ে "কি হইল", আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।

গিরিশবাবুর সহিত মাতাঠাকুরাণীকে আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে—গিরিশবাবু লিখিয়াছেন—সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে আপনি অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি—কার্য্যসিদ্ধির প্রধান উপায় যে ধৈর্য্য—এ আপনি ঠিক বুঝেন, সে বিষয়ে চপলমতি আমরা আপনার নিকটে বহু শিক্ষার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। কাশীতে আমি—যোগীন্ মাতার ঘাড় না ভাঙ্গা যায় এবিষয়ে একদিন বাদানুবাদ ছলে কহিয়াছিলাম। তৎসওয়ায় আর আমি কোনও খবর জানি না এবং জানিতে ইচ্ছাও রাখি না। মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কথা কহি? যোগীন্ মাতাকে যে বারণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি দোষের হইয়া থাকে, তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সদ্বিবেচক—আপনাকে কি বলিব? কান দুটো, কিন্তু মুখ একটা; বিশেষতঃ আপনার মুখ বড় কড়া এবং ফস্ ফস্ করিয়া large promises (বেশী বেশী অঙ্গীকার বাক্য) বাহির হয় না বলিয়া আমিও আপনার উপর অনেক সময়ে বিরক্ত হই, কিন্তু বিচার করিয়া দেখি যে, আপনিই সদ্বিবেচনার কার্য্য করেন। "Slow but sure" (মন্দগতি, কিন্তু নিশ্চিতগামী)।

What is lost in power is gained in speed (আপাততঃ যে পরিমাণ শক্তির অপচয় বোধ হয়, গতির পরিমাণে তাহা পুষাইয়া যায়) যাহাই হউক, সংসারে কথা লইয়াই কাজ। কথার ছাল ছাড়াইয়া (তাতে আপনার কৃপণতার আবরণ—এত ছাড়াইয়া) অন্তর্দৃষ্টি সকলের হয় না এবং বহু সঙ্গ না করিলে কোনও ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। ইহা মনে করিয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণীকে স্মরণ করিয়া নিরঞ্জন যদি আপনাকে কিছু কটুকাটব্য বলিয়া থাকে ক্ষমা করিবেন। ধর্ম্ম দলে নহে, হুজুগে নহে, ৺গুরুদেবের এই সকল উপদেশ ভুলিয়া যান কেন? আপনার যা করিবার সাধ্য করুন, কিন্তু তাহার কি ব্যবহার হইল কি না হইল, ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার আমাদের বোধ হয় নাই। দলের idea (ভাব) যতক্ষণ থাকিবে, পরমহংসের শিষ্যের উপর বিশেষত্ববোধ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা হইবে এবং ততদিন ঝগডাঝাটি উত্তরোত্তর বাডিবে বই কমিবে না। আপনাকে অধিক কি লিখিব—এ সকল সম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে না লিখেন, এই প্রার্থনা। গিরিশবাবু যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে এ সময়ে মাতা-ঠাকুরাণীর সেবায় তাঁহার বিশেষ শান্তিলাভ হইবে। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি বিচার করিব। আর ৺গুরুদেব আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। আপনার বাটী ভিন্ন কোথাও অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না এবং শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরাণীও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—এই সকল মনে করিয়া আমাদের ন্যায় চপলমতি বালকদিগের (নিজ পুত্রের কৃত অপরাধের ন্যায়) সকল অপরাধ সহ্য ও ক্ষমা করিবেন —অধিক কি লিখিব।

জন্মোৎসব কবে হইবে পত্রপাঠ লিখিবেন। আমার কোমরে একটা

বেদনায় বড় অসুস্থ করিয়াছে। আর দিন কয়েক বাদে এস্থানে বড় শোভা হইবে—ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী গোলাপফুলের মাঠে ফুল ফুটিবে। সেই সময়ে সতীশ কতকগুলা তাজাফুল ও ডাল মহোৎসব উপলক্ষে পাঠাইবে বলিতেছে। যোগেন কোথায়, কেমন আছে? বাবুরাম কেমন আছে? সারদা কি এখন তেমনি চঞ্চলচিত্ত? গুপ্ত কি করিতেছে? তারক দাদা, গোপাল দাদা প্রভৃতিকে আমার প্রণাম। মাষ্টারের ভাইপো কতদূর পড়িল? রাম ও ফকির ও কৃষ্ণময়ীকে আমার আশীর্ব্বাদাদি দিবেন। তাহারা পড়াশুনা কেমন করিতেছে? ভগবান্ করুন, আপনার ছেলে যেন মানুষ হয়—না-মরদ না হয়। তুলসী বাবুকে আমার লক্ষ লক্ষ সাদর সম্ভাষণ দিবেন এবং এবারে একলা সাণ্ডেলও নিজের খাটনি খাটিতে পারিবে কিনা? চুনীবাবু কেমন আছেন? . . . বলরামবাবু, মাতা-ঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।

(পরের পত্রখানি) গুপ্তকে দেখাইবেন।

দাস

নরেন্দ্র

(৩২)

(স্বামী সদানন্দকে লিখিত)

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

কল্যাণবরেষু,

বোধ করি শারীরিক কুশলে আছ। আপনার জপতপ সাধন ভজন করিবে ও আপনাকে দাসানুদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুমি যাঁহাদের কাছে আছ, আমিও তাঁহাদের দাসানুদাস ও চরণরেণুর যোগ্য

নহি—এই জানিয়া তাঁহাদের সেবা ও ভক্তি করিবে। ইহারা গালি দিলে বা খুন করিলেও ক্রুদ্ধ হইও না। কোন স্ত্রীসঙ্গে যাইও না—Hardy (কষ্টসহিষ্ণু) হইবার অল্প অল্প চেষ্টা করিবে এবং সইয়ে সইয়ে ক্রমে ভিক্ষা দ্বারা শরীর ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়, সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্ত্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর কথা শুনিবে। গুরুনিষ্ঠা ও অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ব্যতিরিক্ত কিছুই হইবে না—নিশ্চিত, নিশ্চিত জানিবে। Strict morality (খাঁটি নীতিপরায়ণতা) চাহি—একটুকু এদিক্ ওদিক্ হইলে সর্ব্বনাশ। ইতি

নরেন্দ্রনাথ

(৩৩)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

গঙ্গাধর ভায়াকে আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়া ও কোন স্থানে বসিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া এবং তিব্বতে কি কি সাধু দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের আচার ব্যবহার কি প্রকার, সবিশেষ লিখিতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অত্র পত্রের সহিত আপনার নিকট পাঠাইতেছি। কালী (অভেদানন্দ) ভায়ার হৃষীকেশে পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতেছে—তাঁহাকে এস্থান হইতে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি—উত্তরে যদি আমার যাওয়ার আবশ্যক তিনি বিবেচনা করেন, এস্থান হইতে একেবারেই হৃষীকেশে যাইতে বাধ্য হইব,

নতুবা দুই এক দিনের মধ্যেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। মহাশয় হয় ত এই মায়ার প্রপঞ্চ দেখিয়া হাসিবেন—কথাও তাই বটে। তবে কি না লোহার শিকল ও সোনার শিকল—সোনার শিকলের অনেক উপকার আছে—তাহা হইয়া গেলে আপনা আপনি খসিয়া যাইবে। আমার গুরুদেবের পুত্রগণ আমার অতি সেবার পাত্র—এই স্থানেই একটু duty (কর্ত্তব্য) বোধ আছে। সম্ভবতঃ কালী ভায়াকে এলাহাবাদে অথবা যেস্থানে সুবিধা হয়, পাঠাইয়া দিব। আপনার চরণে আমার শত শত অপরাধ রহিল,—পুত্রস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।[১] কিমধিকমিতি।

দাস

নরেন্দ্র

(৩৪)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর

ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

প্রাণাধিকেষু,

তোমার পত্র পাইয়া অতি প্রীত হইলাম। তিব্বত সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছ, তাহা অতি আশাজনক, আমি সে স্থানে যাইবার একবার চেষ্টা করিব—সংস্কৃততে তিব্বতকে উত্তরকুরুবর্ষ কহে—উহা ম্লেচ্ছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমি এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে। তিব্বতী লোকদিগের আচার ব্যবহার তুমি ত কিছুই লিখ নাই—যদি এত আতিথেয়, তবে

১ আমি আপনার পুত্র, আপনার শরণাগত, আমাকে উপদেশ দিন।

কেন তোমাকে যাইতে দিল না? সবিশেষ লিখিবে—সকল কথা খুলিয়া, একখান বৃহৎ পত্রে। তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহাই হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।

তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা। ঐ সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর (উহাতে ব্যভিচার অতি মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল), এবং ঐ প্রকার immorality (চরিত্রহীনতা) দ্বারা যখন (বৌদ্ধগণ) নির্ব্বীর্য্য হইল, তখনই কুমারিল ভট্ট দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাউলরা মহাপ্রভুকে secret (গোপনে) স্ত্রীসম্ভোগী, সুরাপায়ী ও নানাপ্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern (আধুনিক) তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং প্রজ্ঞাপারমিতোক্ত তত্ত্ব-গাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কুৎসিৎ ব্যাখ্যা করে; ফল এই হইয়াছে যে, এক্ষণে বৌদ্ধদের দুই সম্প্রদায়; বর্ম্মা ও সিংহলের লোক প্রায় তন্ত্র মানে না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীও দূর করিয়াছে ও উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধেরা যে "অমিতাভ বুদ্ধম্" মানে, তাহাকেও ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়াছে। ফল কথা এই, উত্তরের লোকেরা যে "অমিতাভ বুদ্ধম্" ইত্যাদি মানে, তাহা প্রজ্ঞাপারমিতাদিতে নাই, কিন্তু দেবদেবী অনেক মানা আছে। আর দক্ষিণীরা জোর করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া দেবদেবী বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে Everything for others ("যাহা কিছু সব পরের জন্য"—এইমত) তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছ, ঐ Phase

of Buddhism (বৌদ্ধধর্ম্মের ঐ ভাব) আজকাল ইউরোপকে বড় strike করিয়াছে (ইউরোপের বড় মনে লাগিয়াছে)। যাহা হউক, ঐ Phase (ভাব) সম্বন্ধে আমার বলিবার অনেক আছে—এ পত্রে তাহা হইবার নহে। যে ধর্ম্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্ব্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্ম্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গুরুত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect (বুদ্ধি) এবং heart (হৃদয়), যাহা জগতে আর হইল না।

বেদের যে কর্ম্মবাদ, তাহা Jew (য়াহুদী) প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ, অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধি করা—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব the first man (প্রথম ব্যক্তি), যিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু ভাব ঢং সব পুরাতনের মত রহিল, সেই তাঁহার অন্তঃকর্ম্মবাদ—সেই তাঁহার বেদের পরিবর্ত্তে সূত্রে বিশ্বাস করিতে হুকুম। সেই জাতিও ছিল, তবে গুণগত হইল (বুদ্ধের সময় জাতিভেদ যায় নাই), সেই যাহারা তাঁহার ধর্ম্ম মানে না, তাহাদিগকে পাষণ্ড বলা। [পাষণ্ডটা বৌদ্ধদের বড় পুরাণ বোল, তবে কখনও বেচারীরা তলোয়ার চালায় নাই, এবং বড় toleration (উদারভাব) ছিল।] তর্কের দ্বারা বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্ম্মের প্রমাণ?—বিশ্বাস কর!!—যেমন সকল ধর্ম্মের আছে, তাহাই। তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেই জন্যই তিনি অবতার হন। তাঁহার মায়াবাদ কপিলের মত। কিন্তু শঙ্করের how far more grand and rational (কত মহত্তর

এবং অধিকতর যুক্তিপূর্ণ)! বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন—জগতে দুঃখ দুঃখ—পালাও পালাও। সুখ কি একেবারে নাই? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ—এও সেই প্রকার কথা। দুঃখ তা কি করিব? কেহ যদি বলে যে সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে? শঙ্কর এ দিক্ দিয়ে যান না—তিনি বলেন, সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব,—দুঃখ আছে কি, কি আছে; জুজুর ভয়ে আমি পালাই না। আমি জানিব জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ, তা ত প্রাণভরে গ্রহণ করিতেছি—আমি কি পশু যে ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব—জানিবার জন্য জান দিব—এজগতে জানিবার কিছুই নাই—অতএব যদি এই relative এর (মায়িক জগতের) পার কিছু থাকে—যাকে শ্রীবুদ্ধ প্রজ্ঞাপারম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যদি থাকে, তাহাই চাই। তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে **I do not care** (আমি গ্রাহ্য করি না)। কি উচ্চভাব! কি মহান্ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর, বুদ্ধের আশ্চর্য্য **heart** (হৃদয়) অণুমাত্র পান নাই; কেবল **dry intellect** (শুষ্ক জ্ঞানবিচার)—তন্ত্রের ভয়ে, **mob**এর (ইতর লোকের) ভয়ে, ফোড়া সারাতে গিয়ে হাত শুদ্ধ কেটে ফেল্লেন। এ সকল সম্বন্ধে লিখ্‌তে গেলে পুঁথি লিখ্‌তে হয়—আমার তত বিদ্যা ও আবশ্যক, দুইয়েরই অভাব।

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরেরও আপনাকে **limited** (সীমাবদ্ধ) করিবার

শক্তি নাই। তুমি যে "সুত্তনিপাত" হইতে গণ্ডারসুত্ত তর্জ্জমা লিখিয়াছ, তাহা অতি উত্তম! ঐ গ্রন্থে ঐ প্রকার আর একটি ধনীর সুত্ত আছে, তাহাতেও প্রায় ঐ ভাব। ধম্মপদ মতেও ঐ প্রকার অনেক কথা আছে। কিন্তু সেও শেষে যখন "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ"[১]—যাহার শরীরের উপর অণুমাত্র শারীর-বোধ নাই, তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী এক জায়গায় বসিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলে তখন ঐ প্রকার আচরণ করিবে—সে দূর—বড় দূর।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুসক্তবাহ্য॥
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥[২]

১ গীতা, ৬।৮

২ শঙ্করাচার্যকৃত 'বিবেকচূড়ামণি', ৫৩৮-৪০

—ব্রহ্মজ্ঞের ভোজন, চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়—যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে, কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন এবং যে পথে যাইতে বেদ শেষ হইয়াছে, তথায় সঞ্চরণ করিতেছেন। আকাশের ন্যায় তাঁহার শরীর, বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত; তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তমবস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্ত, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছেন।—শঙ্করাচার্য্য

গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ ভ্রমণ কর। ইতি

বিবেকানন্দ

(৩৫)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

Lumbago (কোমরের বাতে) বড় ভোগাইতেছে, নহিলে ইতিপূর্ব্বেই যাইবার চেষ্টা দেখিতাম। এস্থানে আর মন তিষ্ঠিতেছে না। তিন দিন বাবাজীর স্থান হইতে আসিয়াছি, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া প্রায় প্রত্যহই আমার খবর লয়েন। কোমর একটু সারিলেই বাবাজীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতেছি। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। ইতি

দাস

নরেন্দ্র

(৩৬)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর

মার্চ্চ, ১৮৯০

প্রাণাধিকেষু,

কল্য তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখানে পওহারিজী নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ঘরের বাহির হন না—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্ত্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইনি মাস মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্ত্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল বদ্‌খত দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা ত Gymnastics (কসরৎ)। এইজন্য এই অদ্ভুত রাজযোগীর নিকট রহিয়াছি—ইনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সুন্দর বাঙ্গলা ঘর আছে ; ঐ ঘরে থাকিব এবং উক্ত বাগান বাবাজীর কুটীরের অতি নিকট। বাবাজীর একজন দাদা ঐখানে সাধুদের সৎকারের জন্য থাকে, সেই স্থানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রঙ্গ কতদূর গড়ায়, দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্ব্বতারোহণ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। এবং কোমরে দুমাস ধরিয়া একটা বেদনা—বাত (Lumbago)—হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ে উঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজী কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক।

আমার motto (মূলমন্ত্র) এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরাহনগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্‌গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।

তুমি যদি গাজীপুরে আইস, গোরাবাজারের সতীশ বাবু অথবা গগন বাবুর নিকট আসিলেই আমার সন্ধান পাইবে। অথবা পওহারী বাবা এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যে, ইঁহার নাম মাত্রেই সকলেই বলিবে, এবং তাঁহার আশ্রমে যাইয়া পরমহংসজীর খোঁজ করিলেই সকলে বলিয়া দিবে। মোগলসরাই ছাড়াইয়া দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া **Branch Railway** (শাখা রেল) একটু আছে ; তাহাতে তারিঘাট—গাজীপুরের আড়পারে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হয়।

এক্ষণে আমি গাজীপুরে কিছুদিন রহিলাম ; দেখি বাবাজী কি করেন। তুমি যদি আইস, দুইজনে উক্ত কুটীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে পাহাড়ে বা যেথায় হয়, যাওয়া যাইবে। আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরাহনগরে কাহাকেও লিখিও না। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

নরেন্দ্র

(৩৭)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনি জানেন না—কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। একটুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি। এবার বড় কঠোর হইয়া নিজের চেষ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলাম—এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অমনি ছুটিতে হইল। আবার এই হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে। শরৎকে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি, আজিও উত্তর আইসে নাই—এমন স্থান, টেলিগ্রাম আসিতেও এত দেরী! কোমরের বেদনা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, বড় যন্ত্রণা হইতেছে। পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি "উল্টা সমঝ্লি রাম!"—কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন! বোধ হয়, ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি; এবং বিদায় লইয়া শীঘ্রই প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল

করিয়াছেন! বাবাজী ছাড়েন না, আবার গগন বাবু (ইঁহাকে আপনি বোধ হয় জানেন, অতি ধার্ম্মিক, সাধু এবং সহৃদয় ব্যক্তি) ছাড়েন না। টেলিগ্রামে যদ্যপি আমার যাইবার আবশ্যক হয়, যাইব; যদ্যপি না হয়, দুই চারি দিনে কাশীধামে ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। আপনাকে ছাড়িতেছি না—হৃষীকেশে লইয়া যাইবই, কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। শৌচের কথা কি বলিতেছেন? পাহাড়ে জলের অভাব—স্থানের অভাব!! তীর্থ এবং সন্ন্যাসী কলিকালের!! টাকা খরচ করিলে, সত্রওয়ালারা ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া দেয়, স্থানের কা কথা!! কোনও গোল নাই, এত দিনে গরম আরম্ভ হইয়াছে, তবে কাশীর গরম হইবে না—সে ত ভালই। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা চিরকাল, তাহাতে নিদ্রা উত্তমরূপ হইবারই কথা।

আপনি অত ভয় পান কেন? আমি guarantee (দায়ী), আপনি নিরাপদে ঘরে ফিরিবেন এবং কোনও কষ্ট হইবে না। ব্রিটিশ রাজ্যে কষ্ট ফকিরের, গৃহস্থের কোনও কষ্ট নাই, ইহা আমার experience (অভিজ্ঞতা)।

সাধ করে বলি—আপনার সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ? এক চিঠিতে আমার সকল resolution (সঙ্কল্প) ভেসে গেল, আবার সব ফেলে গুটি গুটি কাশী চলিলাম। ইতি

গঙ্গাধর ভায়াকে ফের এক চিঠি লিখিয়াছি, এবার তাঁহাকে মঠে যাইতে বলিয়াছি। যদি যান, অবশ্যই কাশী হইয়া যাইবেন ও আপনার সহিত দেখা হইবে। আজকাল কাশীর স্বাস্থ্য কেমন? এস্থানে থাকিয়া আমার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সকল (উপসর্গ) সারিয়াছে, কেবল কোমরের বেদনায় অস্থির, দিন রাত কন্ কন্ করে এবং জ্বালাতন করিতেছে—

কেমন করিয়া বা পাহাড়ে উঠিব, ভাবিতেছি। বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।

দাস
নরেন্দ্র

পুঃ—আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—

"আপনাতে আপনি থেকো, যেও না মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

ইতি শ্রীরামপ্রসাদ।

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই, সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধজীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন; অথবা বেদান্তদর্শনে যাহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা।[১]

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে,

১ পাতঞ্জলে ঠিক এই সূত্রটি নাই। "বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং" সূত্রটির তাৎপর্য্য এইরূপ।

ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ অন্তর্য্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি,—হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবান্, কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দাস

নরেন্দ্র

পুনঃ—পত্রপাঠ উত্তর দিবেন।

নরেন্দ্র

(৩৮)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

৮ই মার্চ্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র পাইলাম, অতএব আমিও প্রয়াগ যাইতেছি। আপনি প্রয়াগে কোথায় থাকিবেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। ইতি

দাস

নরেন্দ্র

পুঃ—দুই এক দিনের মধ্যে অভেদানন্দ যদ্যপি আইসেন, তাঁহাকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

নরেন্দ্র

(৩৯)

(শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর

১২ই মার্চ্চ, ১৮৯০

বলরাম বাবু,

Receipt (রসিদ) পাবামাত্র লোক পাঠাইয়া Fairlie Place (ফেয়ালি প্লেস) রেলওয়ে গুদাম হইতে গোলাপ ফুল আনাইয়া শশীকে পাঠাইয়া দিবেন। আনাইতে বা পাঠাইতে বিলম্ব না হয়।

বাবুরাম Allahabad (এলাহাবাদ) যাইতেছে শীঘ্র—আমি আর এক জায়গা চলিলাম।

নরেন্দ্র

P. S দেরী হলে সব খারাপ হইয়া যাইবে—নিশ্চিত জানিবেন।

নরেন্দ্র

(৪০)

(শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত)

রামকৃষ্ণো জয়তি

গাজীপুর

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র কল্য পাইয়াছি। সুরেশ বাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আপনারও পীড়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয়। অহংবুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন চেষ্টার ত্রুটি হইলে তাহাকে আলস্য এবং দোষ এবং অপরাধ

বলা যায়। যাঁহার উক্ত বুদ্ধি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে তিতিক্ষাই ভাল। জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর কর্ম্মের সাধন স্বরূপ—ইহাকে যিনি নরককুণ্ড করেন, তিনি অপরাধী এবং যিনি অযত্ন করেন, তিনিও দোষী। যেমন সামনে আসিবে খুঁৎ খুঁৎ কিছুমাত্র না করিয়া তেমনই করিয়া যাউন।

"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

—যেটুকু সাধ্য সেটুকু করা, মরণও ইচ্ছা না করিয়া এবং জীবনও ইচ্ছা না করিয়া—ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কাশীতে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে—প্রমদা বাবু প্রয়াগে গিয়াছেন। বাবুরাম হঠাৎ এস্থানে আসিয়াছে—তাঁহার জ্বর হইয়াছে—এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। কালীকে ১০৲ টাকা পাঠান গিয়াছে—সে বোধ হয় গাজীপুর হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাইবে। আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম। কালী আসিয়া আপনাদের পত্র লিখিলে যাহা হয় করিবেন। আমি লম্বা। আর পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এস্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবেন।

. ফুল বোধ হয় রিসিট (রসিদ) প্রাপ্তিমাত্রই আনাইয়া লইয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সমদৃষ্টি হয়—সহজাত বন্ধন ছাড়াইয়া পাতান বাঁধনে আবার যেন না ফাঁসি। যদি কেহ মঙ্গলকর্ত্তা থাকেন এবং যদি তাঁহার সাধ্য এবং সুবিধা হয়, আপনাদের পরম মঙ্গল হউক—ইহাই আমার দিবারাত্র প্রার্থনা। কিমধিকমিতি— দাস

নরেন্দ্র

(৪১)

(শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষকে লিখিত)

গাজীপুর

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯০

অতুল বাবু,

আপনার মনের অবস্থা খারাপ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম—যাহাতে আনন্দে থাকেন তাহাই করুন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।

দাস
নরেন্দ্র

পুঃ—আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম—দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।

(৪২)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর

মার্চ্চ, ১৮৯০

প্রাণাধিকেষু,

এইমাত্র তোমার আর একখানি পত্র পাইলাম—হিজিবিজি বহু কষ্টে বুঝিলাম। পূর্ব্বের পত্রে সমস্ত লিখিয়াছি। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তুমি যে নেপাল হইয়া তিব্বতের পথ বলিয়াছ, তাহা আমি

জানি। যে প্রকার তিব্বতে সহজে কাহাকেও যাইতে দেয় না, ঐ প্রকার নেপালেও কাটামুণ্ড রাজধানী ও দুই এক তীর্থ ছাড়া কাহাকেও কোথাও যাইতে দেয় না। কিন্তু আমার একজন বন্ধু এক্ষণে নেপালের রাজার ও রাজার স্কুলের শিক্ষক—তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, বৎসর বৎসর যখন নেপাল হইতে চীন দেশে রাজকর যায়, সে সময় লাসা হইয়া যায়। একজন সাধু যোগাড় করিয়া ঐ রকমে লাসা, চীন এবং মাঞ্চুরিয়ায় [North of China (উত্তর চীন)]—তারাদেবীর পীঠ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। উক্ত বন্ধু চেষ্টা করিলে আমরাও মান্য ও খাতিরের সহিত তিব্বত, লাসা, চীন সব দেখিতে পারিব। অতএব তুমি অবিলম্বে গাজীপুরে চলিয়া আইস। এথায় আমি বাবাজীর কাছে কিছুদিন থাকিয়া, উক্ত বন্ধুকে চিঠি পত্র লিখিয়া নেপাল হইয়া নিশ্চিত তিব্বতাদি যাইব। কিমধিকমিতি। দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া গাজীপুরে আসিতে হয়। দিলদারনগর মোগলসরাই ষ্টেশনের তিন-চার ষ্টেশনের পর। এথায় ভাড়া যোগাড় করিতে পারিলে, পাঠাইতাম; অতএব তুমি যোগাড় করিয়া আইস। গগন বাবু—যাঁহার আশ্রয়ে আমি আছি—এত ভদ্র, উদার এবং হৃদয়বান্ ব্যক্তি যে কি লিখিব। তিনি কালীর জ্বর শুনিয়া হৃষীকেশে তৎক্ষণাৎ ভাড়া পাঠাইলেন এবং আমার জন্য আরও অনেক ব্যয় করিয়াছেন। এ অবস্থায় আবার তাঁহাকে কাশ্মীরের ভাড়ার জন্য ভারগ্রস্ত করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে জানিয়া নিরস্ত হইলাম। তুমি যোগাড় করিয়া পত্রপাঠ চলিয়া আইস। অমরনাথ দেখিবার বাতিক এখন থাক। ইতি

নরেন্দ্র

(৪৩)

ঈশ্বরো জয়তি

গাজীপুর

৩১শে মার্চ্চ, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আমি কয়েক দিবস এস্থানে ছিলাম না এবং অদ্যই পুনর্ব্বার চলিয়া যাইব। গঙ্গাধর ভায়াকে এস্থানে আসিতে লিখিয়াছি। যদি আইসেন, তাহা হইলে তৎসহ আপনার সন্নিধানে যাইতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ এস্থানের কিয়দ্দূরে এক গ্রামে গুপ্তভাবে কিছুদিন থাকিব, সে স্থান হইতে পত্র লিখিবার কোনও সুবিধা নাই। এইজন্যই আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। গঙ্গাধর ভায়া বোধ করি আসিতেছেন, না হইলে আমার পত্রের উত্তর আসিত। অভেদানন্দ ভায়া কাশীতে প্রিয় ডাক্তারের নিকট আছেন। আর একটি গুরুভাই আমার নিকটে ছিলেন, তিনি অভেদানন্দের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার পৌছান সংবাদ পাই নাই। তাঁহারও শরীর ভাল নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। তাঁহার সহিত আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি। কি করি, আমি বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই মায়াসমাচ্ছন্ন—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল, কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাবাজী মিষ্ট মিষ্ট বুলি বলেন, আর আটকাইয়া রাখেন। আপনাকে কি বলিব, আমি আপনার চরণে শত শত অপরাধ করিতেছি—অন্তর্দাতনায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তির

কৃত বলিয়া সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। অভেদানন্দের রক্তামাশয় হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি তাঁহার তত্ত্ব লন এবং যিনি এস্থান হইতে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যদি মঠে ফিরিয়া যাইতে চান, পাঠাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমার গুরুভ্রাতারা আমাকে অতি নির্দ্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্রি কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আমার হয়। আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন।

দাস

নরেন্দ্র

পুঃ—প্রিয় বাবু ডাক্তারের বাটী সোনারপুরাতে অভেদানন্দ আছেন। আমার কোমরের বেদনা সেই প্রকারই আছে।

দাস

নরেন্দ্র

(৪৪)

(স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

গাজীপুর

২রা এপ্রেল, ১৮৯০

ভাই কালী,

তোমার, প্রমদাবাবুর ও বাবুরামের হস্তাক্ষর পাইয়াছি। আমি এস্থানে একরকম মন্দ নাই। তোমার আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আমারও বড় ঐরূপ হয়, সেই ভয়েই যাইতে পারিতেছি না—তার উপর বাবাজী বারণ করেন। দুই চারি দিনের বিদায় লইয়া যাইতে চেষ্টা

করিব। কিন্তু ভয় এই—তাহা হইলে একেবারে হৃষীকেশী টানে পাহাড়ে টেনে তুলবে—আবার ছাড়ান বড় কঠিন হইবে, বিশেষ আমার মত দুর্ব্বলের পক্ষে। কোমরের বেদনাটাও কিছুতেই সারে না—**cadaverous** (জঘন্য)। তবে অভ্যাস পড়ে আস্‌ছে। প্রমদা বাবুকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবে, তিনি আমার শরীর ও মনের বড় উপকারী বন্ধু ও তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। যাহা হয় হইবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

নরেন্দ্র

(৪৫)

গাজীপুর

২রা এপ্রেল, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

মহাশয়, বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহা কোথায় পাইব? তাহারই চেষ্টায় ভবঘুরেগিরি করিতেছি। যদি কখনও যথার্থ বৈরাগ্য হয়, মহাশয়কে বলিব; আপনিও যদি কিছু পান, আমি ভাগীদার আছি মনে রাখিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

নরেন্দ্র

(৪৬)

রামকৃষ্ণো জয়তি

বরাহনগর
১০ই মে, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

বহুবিধ গোলমালে এবং পুনরায় জ্বর হওয়ায় আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। অভেদানন্দের পত্রে আপনার কুশল অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গঙ্গাধর ভায়া বোধ হয় এতদিনে ৺কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ স্থানে এ সময়ে যমরাজ বহু বন্ধু এবং আত্মীয়কে গ্রাস করিতেছেন, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছি। নেপাল হইতে আমার কোন পত্রাদি বোধ হয় আইসে নাই। বিশ্বনাথ কখন এবং কিরূপে আমাকে rest (বিশ্রাম) দিবেন জানি না। একটু গরম কমিলেই এ স্থান হইতে পলাইতেছি, কোথা যাই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি আমার জন্য ৺বিশ্বনাথ সকাশে প্রার্থনা করিবেন, শূলী যেন আমাকে বল দেন। আপনি ভক্ত, এবং "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ" ইতি ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে বিনয় করিতেছি। কিমধিকমিতি—

দাস
নরেন্দ্র

(৪৭)

ঈশ্বরো জয়তি

৫৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,
বাগবাজার, কলিকাতা
২৬শে মে, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

বহু বিপদঘটনার আবর্ত্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তাযুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে "দেই তুলসি তিল দেহ সমর্পিনু" করিয়াছি। তাঁহার নিদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদ্যপি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিবান্ হইয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। আমার উপর তাঁহার নিদেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।

৩। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা—কিন্তু সে বেড়ান মাত্র—তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে।

যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা আপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

৪। অতএব উক্ত নিদেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ এবং বাটী ভাড়া দিতেন।

৫। ভগবান্ রামকৃষ্ণের শরীর নানা কারণে (অর্থাৎ খৃষ্টিয়ান রাজার অদ্ভুত আইনের জ্বালায়) অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির এবং প্রতিকৃতির যথানিয়মে আমাদিগের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্য্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজাদির ব্যয়ও উক্ত দুই মহাত্মা করিতেন।

৬। যাঁহার জন্মে আমাদিগের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্ত্য বাক্ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী University men (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ) হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে ?

৭। পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে তাঁহার একটি জমি ক্রয় করিয়া অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন ; এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরাম বাবুর মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব্ব হইতেই জানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই (বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন)। তাঁহারা সন্ন্যাসী ; তাঁহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত ; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। ১০০০৲ টাকায় কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে জমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অন্যূন ৫।৭ হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

১০। আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যথেষ্ট ; আমি প্রার্থনা করিতেছি যে যদি আপনার অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্ম্মিক ধনবানদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য্যনির্ব্বাহ হওয়ান আপনার উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। যদি ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্য্যের জন্য, আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত

নহি। বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুধাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান, সংকুলোদ্ভূত যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের Ideal (আদর্শ) ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের "অহো দুর্দ্দৈবম্"।

১১। যদি বলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?"—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধনভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অণুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি। আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এইজন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি, আপনার বিচারে যাহা হয় করিবেন।

১২। যদি বলেন যে ৺কাশী আদি স্থানে আসিয়া করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার জন্মভূমে এবং সাধনভূমে তাঁহার সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! এবং বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে, এদেশের লোকে স্বপ্নেও ভাবে না, কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান এদেশে বৈরাগ্য ও অসংসারিত্ব প্রেরণ করুন। এদেশের লোকের কিছুই নাই, পশ্চিম দেশের লোকের, বিশেষ ধনীদিগের, এসকল কার্য্যে অনেক উৎসাহ—আমার বিশ্বাস। যাহা বিবেচনায় হয় উত্তর দিবেন। গঙ্গাধর আজিও পৌছান নাই—কালি হয়ত আসিতে পারেন। তাঁহাকে দেখিতে বড়ই উৎকণ্ঠা। ইতি—

দাস

নরেন্দ্র

পুনঃ—উল্লিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

(৪৮)

রামকৃষ্ণো জয়তি

বাগবাজার, কলিকাতা
৪ঠা জুন, ১৮৯০

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার পরামর্শ অতি বুদ্ধিমানের পরামর্শ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—বড় ঠিক কথা। আমরাও এস্থানে ওস্থানে দুই চারিজন করিয়া ছড়াইতেছি। গঙ্গাধর ভায়ার পত্র দুইখানি আমিও পাইয়াছি—ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া গগন বাবুর বাটীতে আছেন এবং গগন বাবু তাঁহার বিশেষ সেবা ও যত্ন করিতেছেন। আরোগ্য হইয়াই আসিবেন। আপনি আমাদের সংখ্যাতীত দণ্ডবৎ জানিবেন। ইতি

দাস
নরেন্দ্র

অভেদানন্দ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন। ইতি

নরেন্দ্র

(৪৯) ইং

(স্বামী সারদানন্দকে লিখিত)

বাগবাজার, কলিকাতা
৬ই জুলাই, ১৮৯০

প্রিয় শরৎ ও কৃপানন্দ,

তোমাদের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শুনিতে পাই, আলমোড়া এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, তথাপি তোমার জ্বর হইয়াছে; আশা করি, ম্যালেরিয়া নহে। গঙ্গাধরের নামে যাহা লিখিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে যে তিব্বতে যাহা তাহা খাইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা

কথা। . . . আর টাকা তোলার কথা লিখিয়াছ—সে ব্যাপারটা এই—তাহাকে মাঝে মাঝে উদাসী বাবা নামে এক ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করিতে এবং তাহার রোজ বার আনা, এক টাকা করিয়া ফলাহার যোগাইতে হইত। গঙ্গাধর বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ব্যক্তি একজন পাকা মিথ্যাবাদী, কারণ, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত প্রথম যায়, তখনই সে তাহাকে বলিয়াছিল যে, হিমালয়ে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। আর গঙ্গাধর এই সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস এবং স্থান না দেখিতে পাইয়া তাহাকে পুরাদস্তুর মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিল। তা— ইহার সাক্ষী। বাবাজীর চরিত্র সম্বন্ধেও সে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ পাইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার এবং তা—র সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইতেই সে উদাসীর উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল এবং এই জন্যই উদাসী প্রভুর এত রাগ। আর পাণ্ডারা—সে পাজীগুলো একেবারে পশু; তুমি তাহাদের এতটুকুও বিশ্বাস করিও না।

আমি দেখিতেছি যে, গঙ্গাধর এখনও সেই আগেকার মত কোমল-প্রকৃতির শিশুটিই আছে, এই সব ভ্রমণের ফলে তাহার ছট্‌ফটে ভাবটা একটু কমিয়াছে; কিন্তু আমাদের এবং আমাদের প্রভুর প্রতি তাহার ভালবাসা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। সে নির্ভীক, সাহসী, অকপট এবং দৃঢ়নিষ্ঠ। শুধু এমন একজন লোক চাই, যাহাকে সে আপনা হইতে ভক্তিভাবে মানিয়া চলিবে, তাহা হইলেই সে একজন অতি চমৎকার লোক হইয়া দাঁড়াইবে।

এবারে আমার গাজীপুর পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না, অথবা কলিকাতা আসিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কালীর পীড়ার সংবাদে

আমাকে কাশী আসিতে হইল এবং বলরাম বাবুর আকস্মিক মৃত্যু আমায় কলিকাতায় টানিয়া আনিল। সুরেশ বাবু ও বলরাম বাবু দুই জনেই ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন! গিরিশচন্দ্র ঘোষ মঠের খরচ চালাইতেছেন এবং আপাততঃ ভালয় ভালয় দিন গুজরান হইয়া যাইতেছে। আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা যোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল ধ্যানে মগ্ন হইবার ইচ্ছা; গঙ্গাধর আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।

আমার মনে হয়, তোমাদের কলিকাতা আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে; কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা এ পর্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটি তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটিই কর নাই, অর্থাৎ কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা এমন কিছু সহজ জিনিস নয় যে, তাকে "ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে" বলে জাগিয়ে দিলেই হল। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই মুষ্টিমেয় লোকের অধিক কেহ জ্ঞানলাভ করে না; এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত; তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরাণ চাল, জানই ত। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের নামে যে ঠকবাজী চলিতেছে, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক এবং বীর্য্যবান্ হও। রাখাল লিখিতেছে যে, দক্ষ তাহার সঙ্গে বৃন্দাবনে আছে এবং সে সোনা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে শিখিয়াছে, আর একজন পাকা জ্ঞানী হইয়া

উঠিয়াছে! ভগবান্ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তোমরাও বল শান্তিঃ! শান্তিঃ!

আমার স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল, আর গাজীপুর থাকার ফলে যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা কিছুকাল থাকিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। গাজীপুর হইতে যে সকল কাজ করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা শেষ করিতে কিছুকাল লাগিবে। সেই আগেও যেরূপ বোধ হইত, আমি এখানে যেন কতকটা ভীমরুলের চাকের মধ্যে রহিয়াছি। এক দৌড়ে আমি হিমালয়ে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এবার আর পওহারী বাবা ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। একেবারে উপরে যাইতেছি।

আলমোড়ার জল-হাওয়া কিরূপ লাগিতেছে? শীঘ্র লিখিও। সারদানন্দ, বিশেষ করিয়া তোমার আসিয়া কাজ নাই। একটা জায়গায় সকলে মিলিয়া গুলতোন করায় আর আত্মোন্নতির মাথা খাওয়ায় কি ফল? মূর্খ ভবঘুরে হইও না,—উহা ভাল বটে, কিন্তু বীরের মত অগ্রসর হও। "নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ" ইত্যাদি।[১] ভাল কথা, তোমার আগুনে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা হইল কেন? যদি দেখ যে, হিমালয়ে সাধনা হইতেছে না, আর কোথাও যাও না।

---

১ নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

—যাঁহাদের অভিমান ও মোহ অপগত হইয়াছে, যাঁহারা আসক্তিরূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান, যাঁহাদের কামনাসকল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সকল বিগতমোহ ব্যক্তিই সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন। —গীতা, ১৫।৫

এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহাতে তুমি যে নামিয়া আসিবার জন্য উতলা হইয়াছ, শুধু মনের এই দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। শক্তিমান্, ওঠ এবং বীর্য্যবান্ হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হও। অলমিতি।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল, শুধু বাবুরামের একটু জ্বর হইয়াছে।

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

(৫০) ইং

(লালা গোবিন্দ সহায়কে লিখিত)

আজমীঢ়
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

. . . পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও—উহাতেই সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত। . . .

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

(৫১) ইং

আবু পাহাড়
৩০শে এপ্রিল, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

তুমি কি সেই ব্রাহ্মণ বালকটির উপনয়ন সম্পন্ন করিয়াছ? তুমি সংস্কৃত পড়িতেছ কি? কতদূর অগ্রসর হইলে? আশা করি প্রথমভাগ নিশ্চয়ই শেষ করিয়া থাকিবে। . . . তুমি শিবপূজা সযত্নে করিতেছ ত? যদি না করিয়া থাক ত করিতে চেষ্টা করিও। "তোমরা প্রথমে

ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই সব পাইবে।" ভগবানকে অনুসরণ করিলেই তুমি যাহা কিছু চাও পাইবে। . . . কমাণ্ডার সাহেব-দ্বয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইবে; তাঁহারা উচ্চপদস্থ হইয়াও আমার ন্যায় একজন দরিদ্র ফকিরের প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করিয়া-ছিলেন। বৎসগণ, ধর্ম্মের রহস্য শুধু মতবাদে নহে, পরন্তু সাধনার মধ্যে নিহিত। সৎ হওয়া এবং সৎ কর্ম্ম করাতেই সমগ্র ধর্ম্ম পর্য্যবসিত। "যে শুধু 'প্রভু, প্রভু' বলিয়া চীৎকার করে সে নহে, কিন্তু যে সেই পরম-পিতার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে সেই ধার্ম্মিক।" তোমরা আলোয়ারবাসী যে কয়জন যুবক আছ, তোমরা সকলেই চমৎকার লোক, এবং আশা করি যে অচিরেই তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির কল্যাণের হেতুভূত হইয়া উঠিবে। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

পুঃ—যদিই বা মাঝে মাঝে সংসারের এক আধটু ধাক্কা খাও তথাপি বিচলিত হইও না; নিমিষেই উহা চলিয়া যাইবে এবং পুনরায় সব ঠিক-ঠাক হইয়া যাইবে।

(৫২) ইং

আবু পাহাড়, ১৮৯১

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

মন যে দিকেই যাউক না কেন, নিয়মিত জপ করিতে থাকিবে। হরবক্সকে বলিও যে, সে যেন প্রথমে বাম নাসায় পরে দক্ষিণ নাসায়, এবং পুনরায় বাম নাসায়, এইক্রমে প্রাণায়াম করে। বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সংস্কৃত শিখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(৫৩) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আমার স্বাস্থ্য ও সুখ-সুবিধার সংবাদ লইতে আপনি যে একজন লোক পাঠাইয়াছেন ইহা আপনার অপূর্ব্ব সহৃদয়তা এবং আপনার পিতৃসুলভ চরিত্রের একটুখানি পরিচয় মাত্র। আমি এখানে বেশ আছি। আপনার সহৃদয়তায় এখানে আর আমার কিছুরই অভাব নাই। আমি দু-চার দিনের মধ্যেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। এখান হইতে নামিবার সময় আমার কোন যানবাহনের প্রয়োজন নাই। অবরোহণ কষ্টসাধ্য ; কিন্তু অধিরোহণ তদপেক্ষাও কষ্টসাধ্য এবং একথা জগতের সব কিছু সম্বন্ধেই সমভাবে সত্য। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। ইতি

চির বিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ

(৫৪) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

বরোদা

২৬শে এপ্রিল, ১৮৯২

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি এখানেই পেয়ে ভারী আনন্দ হল। নারিয়াদ ষ্টেশন থেকে আপনার বাড়ী যেতে আমার মোটেই অসুবিধা হয় নি। আপনার ভাইদের কথা কি আর বলিব? আপনার ভাইদের যেমনটি হওয়া উচিত তাঁরা ঠিক তাই! ভগবান্ আপনার পরিবারের

উপর তাঁর অশেষ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। আমার সমস্ত পরিব্রাজক-জীবনে এমন পরিবার ত আর দেখলাম না। আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত মণিভাই আমার সব রকম সুবিধা করে দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে মেলা-মেশার সুযোগ এইটুকু হয়েছে যে, আমি তাঁকে মাত্র দুবার দেখেছি —একবার এক মিনিটের জন্য, আর একবার খুব বেশী হয় ত দশ মিনিটের জন্য। দ্বিতীয়বারে তিনি এই অঞ্চলের শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করেছিলেন। তবে আমি পুস্তকালয় ও রবিবর্ম্মার ছবি দেখেছি; আর এখানে দেখবার মত এই ত আছে! সুতরাং আজ বিকালে বোম্বে চলে যাচ্ছি। এখানকার দেওয়ানজীকে (বা আপনাকেই) তাঁর সদয় ব্যবহারের জন্য আমার ধন্যবাদ জানাবেন। বোম্বে হতে সবিশেষ লিখব। ইতি

আপনার স্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—নারিয়াদে শ্রীযুক্ত মণিলাল নাভুভাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি অতি বিদ্বান ও সাধুপ্রকৃতির ভদ্রলোক। তাঁর সাহচর্য্যে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি।

(৫৫) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

পুণা

১৫ই জুন, ১৮৯২

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনার শেষ চিঠি পাবার পর দীর্ঘকাল কেটে গেল; আশা করি, আমি আপনার কোনরূপ বিরাগ ঘটাই নি। আমি ঠাকুরসাহেবের সহিত

মহাবালেশ্বর হতে এখানে এসেছি এবং তাঁরই বাড়ীতে আছি। এখানে আরো দু-এক সপ্তাহ থাকবার ইচ্ছা আছে; তারপর হায়দরাবাদ হয়ে রামেশ্বর যাব।

ইতিমধ্যে জুনাগড়ে আপনার পথের সমস্ত কণ্টক হয়ত দূর হয়ে গেছে—অন্ততঃ আমার আশা তাই। আপনার স্বাস্থ্যের—বিশেষতঃ সেই মচ্‌কানোটার—খবর পেতে বিশেষ আগ্রহ হয়।

ভাওনগরের রাজকুমারের শিক্ষক ও আপনার বন্ধু সেই সুত্তি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তিনি অতি সজ্জন। তাঁর পরিচয়লাভে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি; তিনি বড়ই অমায়িক ও উদার-প্রকৃতির লোক।

আপনার মহামনা সহোদরগণকে এবং আমাদের ওখানকার বন্ধুবর্গকে আমার অকৃত্রিম অভিনন্দন জানাবেন। বাড়ীতে পত্র লেখার সময় দয়া করে শ্রীযুক্ত নাভুভাইকে আমার ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন। আশা করি, সত্বর উত্তর দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

আপনার ও আপনার পরিবারের সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং সকলের মঙ্গল কামনা করছি। ইতি

বিবেকানন্দ

(৫৬) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

বোম্বে

(১৮৯২)

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

এই পত্রের বাহক বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ আমার বিশেষ বন্ধু। সে কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তার পরিবারকে আমি যদিও পূর্ব্ব হতেই জানি, তবু তাকে দেখতে পাই খাণ্ডোয়াতে এবং সেখানেই আলাপ-পরিচয় হয়।

সে খুব সৎ ও বুদ্ধিমান ছেলে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট। আপনি জানেন যে, আজকাল বাঙ্গলাদেশের অবস্থা কি কঠিন; তাই এই যুবকটি চাকরির অন্বেষণে বেরিয়েছে। আমি আপনার স্বভাবসুলভ সহৃদয়তার সহিত পরিচিত আছি; তাই মনে হয় যে, এ যুবকটির জন্য কিছু করতে অনুরোধ করে আমি নিশ্চয়ই আপনাকে উত্যক্ত করছি না। অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। আপনি দেখতে পাবেন যে, সে সৎ ও পরিশ্রমী। যদি আপনার সমপর্য্যায়ের কোন জীবের প্রতি একটু দয়া দেখালে তার জীবন সুখময় হয়ে উঠতে পারে, তবে এ বালকই তার উপযুক্ত পাত্র—আর আপনি হচ্ছেন মহৎ ও দয়ালু।

আশা করি আমার এই অনুরোধে আপনি বিরত বা উত্যক্ত হচ্ছেন না। এই আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ এবং বিশেষ ঘটনাচক্রে এটা করতে হল। এখন আপনার দয়ালু প্রাণই, আমার আশা ও ভরসা। ইতি

ভবদীয়

বিবেকানন্দ

(৫৭) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

বোম্বে

২২শে আগষ্ট, ১৮৯২

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আমার পত্র পেয়ে—বিশেষতঃ উহাতে আমার প্রতি আপনার পূর্ব্বানুরূপ স্নেহ আছে, ইহার প্রমাণ পেয়ে—আমি খুবই কৃতার্থ হলাম।

আপনার ইন্দোরের বন্ধু —কারের . . . সহৃদয়তা ও সৌজন্য সম্বন্ধে বেশী কিছু না বলাই ভাল। তবে অবশ্য সব দক্ষিণীই কিছু সমান নয়। আমি শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গকে যখন পত্রে জানিয়েছিলাম যে, আমি লিম্‌ডির ঠাকুর সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখন তিনি তার উত্তরে মহাবালেশ্বরে আমায় যা লিখেছিলেন, তা উদ্ধৃত করলেই আপনি বিষয়টা বুঝতে পারবেন—

"আপনি লিম্‌ডির ঠাকুরকে ওখানে পেয়েছেন জেনে বড়ই খুশী হলাম; নতুবা আপনাকে বড়ই মুস্কিলে পড়তে হত; কারণ আমরা মারাঠারা গুজরাতীদের মত তেমন অতিথিপরায়ণ নই।" . . .

আপনার গাঁটের ব্যথা এখন প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়েছে জেনে খুব সুখী হলাম। দয়া করে আপনার ভাইকে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের জন্য মাপ করতে বলবেন। আমি এখানে কিছু সংস্কৃত বই পেয়েছি এবং অধ্যয়নের সাহায্যও জুটেছে। অন্যত্র এরূপ পাবার আশা নাই; সুতরাং শেষ করে যাবার আগ্রহ হয়েছে। কাল আপনার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনঃসুখারামের সঙ্গে দেখা হল; তিনি তাঁর এক সন্ন্যাসী বন্ধুকে বাড়ীতে রেখেছেন। তিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয়; তাঁর পুত্রও তাই।

এখানে পনর-কুড়ি দিন থেকে রামেশ্বর যাবার বাসনা আছে। এবং ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করব নিশ্চিত।

আপনার ন্যায় উচ্চমনা, মহাপ্রাণ ও দয়াশীলদের দ্বারাই জগতের প্রকৃত উন্নতি হয়। অন্যেরা সংস্কৃত কবিদের ভাষায় 'ভারবর্দ্ধক' মাত্র।

আমার প্রতি আপনার পিতৃসুলভ স্নেহ ও যত্ন আমি মোটেই ভুলতে পারি না; আবার আমার মত একজন ফকির আপনার ন্যায় একজন মহাশক্তিমান মন্ত্রীর উপকারের কী প্রতিদান দিতে পারে? আমি শুধু এইটুকু প্রার্থনা করতে পারি যে, সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা ভগবান আপনাকে ইহলোক-বাঞ্ছিত সমস্ত ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করুন; আর আপনাকে অতি দীর্ঘায়ু দান করে অবশেষে আপনাকে তাঁর অনন্ত মঙ্গল ও শান্তিময় পবিত্র কোলে টেনে নিন। ইতি

ভবদীয়

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—একটি বিষয় অতি দুঃখের সহিত উল্লেখ করছি—এ অঞ্চলে সংস্কৃত ও অন্যান্য শিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব। এতদঞ্চলের লোকদের মধ্যে ধর্ম্মের নামে পানাহার ও শৌচাদি বিষয়ে একরাশ কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার আছে—আর উহাই যেন তাদের কাছে ধর্ম্মের শেষ কথা! হায় বেচারারা! দুষ্টু ও চতুর পুরুতরা তাদের যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলোকেই বেদের ও হিন্দুধর্ম্মের সার বলে তাদের শেখায়; কিন্তু একথা মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্টু পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃ-পিতামহগণ গত চারশত পুরুষ ধরে একখণ্ড বেদও দেখে নি। সাধারণ লোকেরা সবই প্রতিপালন করে আর নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষসদের কাছ থেকে ভগবান তাঁদের বাঁচান!

আমি আপনার কাছে একটি বাঙ্গালী ছেলেকে পাঠিয়েছি। আশা করি, তার প্রতি একটু সদয় ব্যবহার করবেন। ইতি

বি

(৫৮) ইং

(খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে লিখিত)

বোম্বাই

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯২

প্রিয় পণ্ডিতজী মহারাজ,

আমি যথাসময়ে আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি প্রশংসার উপযুক্ত না হইলেও, আমাকে কেন যে প্রশংসা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রভু যীশুর কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, 'ভাল একজন মাত্রই আছেন—স্বয়ং প্রভু ভগবানই একমাত্র ভাল।' অপর সকলে তাঁহারই হস্তের যন্ত্রমাত্র। 'মহতো মহীয়ান্', পরমধামাধিষ্ঠিত ঈশ্বর এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণই গৌরবপাত্র, আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তি নহে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে 'ভৃত্যটি মজুরীলাভের উপযুক্তই নহে;' বিশেষতঃ, ফকিরের কোনরূপ প্রশংসা-লাভের অধিকার নাই। আপনার ভৃত্য যদি শুধু নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করে, তবে কি আপনি তাহাকে তজ্জন্য প্রশংসা করেন?

আশা করি, আপনি সপরিবারে সম্পূর্ণ কুশলে আছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজী ও মদীয় অধ্যাপক[১] যে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এখন আপনাকে আমি অন্য এক বিষয় বলিতে চাই:—হিন্দুগণ চিরকালই সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা

১ স্বামীজী খেতড়িতে জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাণিনি শিক্ষা করেন। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া 'মদীয় অধ্যাপক' বলিতেছেন।

করিয়াছেন, কিন্তু কখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সত্যের বিচার দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের সকল দর্শনেই আমরা দেখিতে পাই,—প্রথমে একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা ধরিয়া লইয়া, তারপর চুলচেরা বিচার চলিতেছে; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটিই হয়ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত। কেহই এই সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান করে নাই। সুতরাং আমাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্যই আমাদের দেশে পর্য্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ (Generalisation—বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্তাভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটি কারণ আছে:—প্রথমতঃ, এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্তাধিক্য হেতু আমাদিগকে কর্ম্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তাপ্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্রযাত্রা করিতেন না। সমুদ্র-যাত্রা করিতে বা দূরভ্রমণ করিতে লোকে যে যাইত না, তাহা নহে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বণিকগণের সংখ্যাই অধিক ছিল—পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ইহাদিগের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রোধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত না হইয়া উহার অবনতিই হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ সদোষ ছিল, এবং তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ এতই অত্যুক্তিপূর্ণ ও কাল্পনিক হইত যে, বাস্তবের সঙ্গে তাহার মোটেই মিল থাকিত না।

সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে,

অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন কি হাস্যকর অবস্থায়ই না উপনীত হইয়াছি, ভাঙ্গীরূপে যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে; কিন্তু যখনই পাদ্রী সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা (যতই ছিন্ন ও জর্জ্জরিত হউক) জামা পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়। আমি ত এমন লোক দেখিতে পাই না, যে তখন ভরসা করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ার দিতে ও তাহার সহিত সপ্রেম করমর্দ্দনে অস্বীকার করিতে পারে!! ইহার চেয়ে আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে? এখন এই পাদ্রীরা দক্ষিণে কি করিতেছে, দেখিবেন, আসুন দেখি। উহারা লাখ্ লাখ্ নীচ জাতকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিতেছে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, এবং স্ত্রীলোকেরা, এমন কি রাজবংশীয়া মহিলাগণ পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকি ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাহাদের দোষও দিতে পারি না। তাহাদের আর কোন্ বিষয়ে কি অধিকার আছে বলুন? হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইয়ের ন্যায় দেখিবে?

আপনারই

বিবেকানন্দ

(৫৯)

(শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত)

মাড়গাঁও, ১৮৯৩

কল্যাণবরেষু,

আপনার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম। আমি এ স্থানে নিরাপদে পৌছি ও তদনন্তর পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই—অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছি। গোকর্ণ, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম। কল্য প্রাতঃকালের ট্রেণে ধারবাড় যাত্রা করিব। যষ্টি আমি লইয়া আসিয়াছি। ডাক্তার যুগড়েকরের মিত্র আমায় অতিশয় যত্ন করিয়াছেন। ভাটেসাহেব ও অন্যান্য সকল মহাশয়কে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইবেন। ঈশ্বর আপনার ও আপনার পত্নীর সকল কল্যাণ করুন। পঞ্জেম সহর বড় পরিষ্কার। এখানকার খ্রীষ্টিয়ানেরা অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ। ইতি

সচ্চিদানন্দ[১]

(৬০) ইং

(শ্রীআলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত)

C/o বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র
খাৰ্ত্তাবাদ, হায়দরাবাদ
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার বন্ধু সেই যুবক গ্রাজুয়েটটি ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন—একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এসেছিলেন। এখন আমি ঐ

১ আমেরিকা-যাত্রার কিছু পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা যাত্রা পর্যান্ত স্বামীজী 'সচ্চিদানন্দ' নামে নিজেকে পরিচিত করিতেন।

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির কাছেই রয়েছি—কাল তোমার যুবক বন্ধুটির কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবো; তারপর এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখা হয়ে গেলে কয়েক দিনের মধ্যেই মান্দ্রাজে ফিরছি। কারণ আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমায় জানাচ্ছি যে, আমি এখন আর রাজপুতানায় ফিরে যেতে পারবো না—এখানে এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে; জানি না রাজপুতানায় আরও কি ভয়ানক গরম হবে, আর আমি গরম আদপে সহ্য করতে পারি না। সুতরাং এরপর আমাকে ব্যাঙ্গালোরে যেতে হবে, তারপর উতকামন্দে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাব। গরমে আমার মাথার ঘিটা যেন ফুটতে থাকে।

ফলতঃ আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল; আর এই জন্যেই আমি গোড়াতেই মান্দ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। তা করতে পারলে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্যে আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতুম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ, এই গরমে আমি ঘুরে বেড়াতে পারব না—আমি তা করতে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ, আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্ত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং আমার মতলব ছিল আমার বন্ধুদের অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা। কিন্তু মান্দ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুণ আমার সব আশাভরসা চুরমার হয়ে গেছে; এখন আমি অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলুম—ঈশ্বরের যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নেই। তবে তুমি এক রকম নিশ্চিতই জেন যে, কয়েকদিনের মধ্যেই দু-এক দিনের জন্য মান্দ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ব্যাঙ্গালোরে

যাব, আর তথা হতে উতকামন্দে গিয়ে দেখব যদি ম — মহারাজ আমায় পাঠায়। 'যদি' বলছি, তার কারণ, আমি কোন ডি— রাজার অঙ্গীকার-বাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না। তারা ত আর রাজপুত নয়—আর রাজপুত বরং প্রাণ দেবে, কিন্তু কখনও কথার খেলাপ করবে না। যাই হোক, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—অভিজ্ঞতাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

"স্বর্গে যেরূপ মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, কারণ, অনন্তকালের জন্য তোমারই মহিমা জগতে ঘোষিত হচ্ছে এবং সবই তোমারই রাজত্ব।"

তোমরা সকলে আমার শুভেচ্ছা জানবে। ইতি

তোমাদের

সচ্চিদানন্দ

(৬১) ইং

(ডাঃ নাঞ্জণ্ড রাওকে লিখিত)

খেতড়ি, রাজপুতানা,

২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৩

প্রিয় ডাক্তার,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি আপনার প্রীতির জন্য আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। বালাজী বেচারার পুত্রের দেহত্যাগ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলাম। "প্রভুই দিয়া থাকেন আবার প্রভুই গ্রহণ করেন—প্রভুর নাম ধন্য হউক।" আমরা কেবল জানি, কিছুই নষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। আমাদিগকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে তাঁহার নিকট হইতে যাহাই আসুক না কেন, মাথা

পাতিয়া লইতে হইবে। সেনানী যদি তাঁহার অধীনস্থ সেনাকে কামানের মুখে যাইতে বলেন, তাহার তাহাতে অভিযোগ করিবার বা ঐ আদেশ পালন করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিবার অধিকার নাই। বালাজীকে প্রভু এই শোকে সান্ত্বনা দান করুন আর এই শোক যেন তাহাকে সেই পরম করুণাময়ী জননীর বক্ষের নিকট হইতে নিকটতর দেশে লইয়া যায়।

মান্দ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার যো নাই, কারণ, আমি পূর্ব্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিবেন, রাজা[১] অথবা আমার গুরুভাইগণের আমার সংকল্পে বাধা দিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর আমার প্রতি ত অগাধ ভালবাসা।

একটা কথা—চেটির উত্তরটি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমি বেশ ভাল আছি। দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বোম্বাই রওনা হইতেছি।

সেই সর্ব্বশুভবিধাতা আপনাদের সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুন, ইহাই **সচ্চিদানন্দের** নিরন্তর প্রার্থনা।

পুঃ—আমি জগমোহনকে আপনার নমস্কার জানাইয়াছি। তিনিও আমাকে, আপনাকে তাঁহার প্রতিনমস্কার জানাইতে বলিতেছেন।

১ খেতড়ির রাজা।

(৬২) ইং

(শ্রীযুক্ত ডি. আর. বালাজী রাওকে লিখিত)

১৮৯৩

প্রিয় বালাজী,

'আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়; প্রভু দিয়াছিলেন, তিনিই আবার গ্রহণ করিলেন; প্রভুর নাম ধন্য হউক'—যখন সেই প্রাচীন য়াহুদিবংশসম্ভূত মহাত্মা, মনুষ্যের অদৃষ্টচক্রে যতদূর দুঃখ-কষ্ট আসিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া উপরোক্ত বাণী নির্গত হইয়াছিল, আর তিনি মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার এই বাণীর মধ্যেই জীবনের গূঢ় রহস্য নিহিত। সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গমালা নৃত্য করিতে পারে, প্রবল ঝটিকা গর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ বিরাজমান। 'শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে;' কারণ, ঐ মহাবিপদের দিনে, যখন পিতামাতার কাতর ক্রন্দনে উদাসীন করাল কালের পেষণে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, যখন দুঃখ ও নিরাশার গভীর ভারে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। যখন দুঃখ বিপদ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যায়, আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।

যখন জীবনভার এত দুর্ব্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই প্রতিভাবান্ বীরহৃদয় ব্যক্তি সেই অনন্ত

পূর্ণ নিত্যানন্দময় সত্তামাত্রস্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত। তখনই, যে শৃঙ্খল তাহাকে এই দুঃখময় কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সেই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া শেষে সেই প্রভুর সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হয়, 'যেখানে অত্যাচারীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না, যেখানে পরিশ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করে।'

ভ্রাতঃ! দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

'কেন—প্রশ্নে আমাদের নাই অধিকার।
কাজ কর, ক'রে মর—এই হয় সার॥'

হে প্রভো! তোমার নাম—তোমার পবিত্র নাম ধন্য হউক এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। হে প্রভো! আমরা জানি যে, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অধীনে চলিতে হইবে—জানি প্রভো, মা-র হাতেই মার খাইতেছি; কিন্তু 'মন বুঝিলেও প্রাণ যে বুঝে না!' হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি যে একান্ত আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিতেছ, হৃদয়ের জ্বালা ত তাহা করিতে দিতেছে না।

হে প্রভো! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয়স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এসো প্রভো, এস হে আচার্য্যচূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এস প্রভো, এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে তুমি যেমন একসময়ে

থাকিবার স্থানের জন্য লিখিয়াছিলেন, চিঠির মারফৎ তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার বাটী পূর্ব্ব হইতেই অতিথি-অভ্যাগতে ভর্ত্তি এবং তন্মধ্যে অনেকে আবার অসুস্থ; সুতরাং আমার জন্য স্থানসঙ্কুলান সেখানে সম্ভব নয়—সেজন্য তিনি দুঃখিত। তবে, আমরা বেশ একটি সুন্দর ও খোলা জায়গা পাইয়াছি। . . . খেতড়ির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ও আমি বর্ত্তমানে একত্র আছি। আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহৃদয়তার জন্য আমি যে কত কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। রাজপুতানার জনসাধারণ যে শ্রেণীর লোককে 'তাজিমি সর্দ্দার' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে এবং যাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং রাজাকেও আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে হয়, ইনি সেই সর্দ্দারশ্রেণীর লোক। অথচ ইনি এত অনাড়ম্বর এবং আমাকে এমনভাবে সেবা করেন যে, আমি সময়ে সময়ে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করি। . . .

এই ব্যবহারিক জগতে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় যে, যাঁহারা খুব সৎলোক তাঁহারাও নানা প্রকার দুঃখ ও আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হন। ইহার রহস্য দুর্জ্ঞেয় হইতে পারে; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, এজগতের সব কিছুই মূলতঃ সৎ—উপরের তরঙ্গমালা যে আকৃতিরই হউক, বাহ্য আবরণের অন্তরালে, গভীরতম প্রদেশে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের এক শাশ্বত ক্ষেত্র বিরাজিত। যতক্ষণ সেই ক্ষেত্রে আমরা পৌঁছিতে না পারি ততক্ষণই অশান্তি; কিন্তু যদি একবার সে শান্তি-মণ্ডলে পৌঁছান যায় তবে ঝঞ্ঝার গর্জ্জন ও বায়ুর তর্জ্জন যতই হউক—পাষাণ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত গৃহ তাহাতে কিছুমাত্র কম্পিত হয় না।

আর, আমি একথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, আপনার ন্যায় পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি—যাঁহার সমগ্র জীবন অপরের কল্যাণসাধনেই নিযুক্ত

হইয়াছে তিনি—গীতামুখে শ্রীভগবান যাহাকে 'ব্রাহ্মীস্থিতি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—সেই শাশ্বত, অক্ষয় ক্ষেত্রে অবশ্যই স্থিতি লাভ করিয়াছেন।

যে আঘাত আপনি পাইয়াছেন তাহা আপনাকে সেই বিরাট সত্তারই সমীপবর্ত্তী করুক—যিনি এ-লোক কিংবা পরলোক—উভয় লোকেই একমাত্র প্রেমের আস্পদ। আর তাহা হইলেই—তিনিই যে সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে সর্ব্বভূতান্তরাত্মারূপে অধিষ্ঠিত এবং তাঁহাতেই সব কিছু স্থিত ও লুপ্ত হইয়া থাকে তাহা আপনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ওঁ শান্তি।

আপনার স্নেহের

বিবেকানন্দ

(৬৫) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

খেতড়ি

মে, ১৮৯৩

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনি পত্র লেখার পূর্ব্বে আমার পত্র নিশ্চয়ই পৌঁছায় নি। আপনার পত্র পড়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ হল। হর্ষ এ জন্য যে আপনার ন্যায় হৃদয়বান, শক্তিমান ও পদমর্য্যাদাশালী এক জনের স্নেহলাভের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে; আর বিষাদ এ জন্য যে, আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আপনার আগাগোড়াই ভুল ধারণা হয়েছে। আপনি বিশ্বাস করুন যে, আমি আপনাকে পিতার ন্যায় ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি এবং আপনার ও আপনার পরিবারের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অসীম। সত্য কথা এই—আপনার হয়ত স্মরণ আছে যে, আগে থেকেই আমার চিকাগো যাবার অভিলাষ ছিল; এমন সময় মান্দ্রাজের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এবং মহীশূর ও রামনাদের মহারাজার সাহায্যে আমাকে পাঠাবার সব রকম

আয়োজন করে ফেলল। আপনার আরও স্মরণ থাকতে পারে যে, খেতড়ির রাজা ও আমার মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম বিদ্যমান। বরাবরকার মত আমি তাঁকে লিখেছিলাম যে, আমি আমেরিকায় চলে যাচ্ছি। এখন খেতড়ির রাজা মনে করলেন যে, যাবার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; আরও বিশেষ কারণ এই যে, ভগবান তাঁকে সিংহাসনের একটি উত্তরাধিকারী দিয়েছেন এবং তজ্জন্য এখানে খুব আমোদ আহ্লাদ চলেছে। অধিকন্তু আমার আসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্য তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে অতদূর মান্দ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই আমার মনে হল, আমার যাওয়া অনিবার্য্য। ইতিমধ্যে নারিয়াদে আপনার ভাইকে টেলিগ্রাম করে জানতে চাইলাম যে, আপনি সেখানে আছেন কি না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তর পেলাম না। এদিকে বেচারা প্রাইভেট সেক্রেটারীর মান্দ্রাজ যাতায়াতে খুবই কষ্ট হয়েছিল, আর তার নজর ছিল শুধু একটা জিনিসের দিকে—আমরা জলসার আগে খেতড়ি না পৌঁছালে তাঁর রাজা ভয়ানক অসুখী হবেন; সুতরাং সে তখনি জয়পুরের টিকেট কিনে বসল। পথে রতিলালের সঙ্গে আমাদের দেখা হয় এবং তিনি আমাকে জানালেন যে, আমার টেলিগ্রাম পৌঁছেছিল, যথাকালে উত্তরও দেওয়া হয়েছিল, আর শ্রীযুক্ত বিহারীদাস আমার জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। এখন আপনিই বিচার করুন; কারণ এ যাবৎ আপনি সর্ব্বদা সুবিচার করাকেই নিজের কর্ত্তব্যরূপে গ্রহণ করেছেন। আমি এ বিষয়ে কী করতে পারতাম আর কী করা উচিত ছিল? আমি নেমে পড়লে খেতড়ির উৎসবে যথাসময়ে যোগ দিতে পারতাম না; প্রত্যুত আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণার সৃষ্টি হত। কিন্তু আমি আপনার ও আপনার ভায়ের ভালবাসা জানি; তাছাড়া আমার ইহাও জানা ছিল যে, চিকাগো

যাবার পথে আমাকে দিন কয়েকের মধ্যেই বোম্বে যেতে হবে। আমি ভেবেছিলাম যে, আপনার ওখানে যাওয়াটা আমার ফেরার পথের জন্য রেখে দেওয়াই উত্তম সিদ্ধান্ত হবে। আপনি যে মনে করেছেন যে, আপনার ভাইরা আমার দেখাশুনা না করায় আমি অপমানিত হয়েছি—এটা আপনার একটা অভিনব আবিষ্কার বটে ! আমি ত এ কথা স্বপ্নেও ভাবি নি ; অথবা আপনি হয়ত মানুষের মনের কথা জানার বিদ্যা শিখে ফেলেছেন—ভগবান জানেন ! ঠাট্টা ছেড়ে দিলেও দেওয়ানজী সাহেব, আমার কৌতুকপরায়ণতা ও দুষ্টামি আগেরই মত আছে ; কিন্তু আপনাকে আমি ঠিক বলছি যে, জুনাগড়ে আমায় যেরূপ দেখেছিলেন, আমি এখনও সেই সরল বালকই আছি এবং আপনার প্রতি আমার ভালবাসাও পূর্ব্ববৎই আছে—বরং শতগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে ; কারণ আপনার ও দক্ষিণদেশের প্রায় সকল দেওয়ানের মধ্যে মনে মনে তুলনা করার সুযোগ আমি পেয়েছি এবং ভগবান জানেন, আমি প্রত্যেক দক্ষিণদেশের রাজদরবারে আপনার কিরূপ শতমুখে প্রশংসা করেছি। অবশ্য আমি জানি যে, আপনার সদ্‌গুণরাশির ধারণা করার পক্ষে আমি কত অযোগ্য। এতেও যদি ব্যাপারটার যথেষ্ট ব্যাখ্যা না হয়ে থাকে, তবে আপনাকে অনুনয় করছি যে, আপনি আমাকে পিতার ন্যায় ক্ষমা করুন ; আমি আপনার ন্যায় উপকারীর প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞ হয়েছি, এই ধারণার কবলে পড়ে আমি যেন উৎপীড়িত না হই। ইতি

ভবদীয়

বিবেকানন্দ

আপনার ভায়ের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে সেটা সরাবার জন্য, এবং আমি যদি স্বয়ং সয়তানও হই তবু তাঁদের দয়া ও আমার প্রতি বহু

প্রকার উপকারের কথা আমি ভুলতে পারি না—এ কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য, আমি আপনাকে ভার দিচ্ছি।

অপর যে দুজন স্বামীজী গতবারে জুনাগড়ে আপনার নিকট গিয়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাঁরা আমার গুরুভাই এবং তাঁদের একজন আমাদের নেতা। তাঁদের সঙ্গে তিন বৎসর পরে দেখা হয় এবং আমরা সকলে আবু পর্য্যন্ত এক সঙ্গে এসে ওখানেই ওদের ছেড়ে এসেছি। আপনার অভিলাষ হলে বোম্বে যাবার পথে আমি তাঁদের নারিয়াদে নিয়ে যেতে পারি। ভগবান আপনার ও আপনার পরিবারের সকলের মঙ্গল করুন।

বি

(৬৬)

(শ্রীমতী ইন্দুমতী মিত্রকে লিখিত)

বম্বে, ২৪ মে, ১৮৯৩

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজীর পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্ব্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে যাইতে পারি না, কারণ ৩১ তারিখে এখান হইতে আমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায় পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকামাত্র। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনোবাক্যেতেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম।

নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি ইন্দুমতী 'দাসী' কেন লিখিয়াছ? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 'দেব' ও 'দেবী' লিখিবে, বৈশ্য ও শূদ্রেরা 'দাস' ও 'দাসী' লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস, অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা যথা—ইন্দুমতী মিত্র ইত্যাদি। আর কি লিখিব মা, সর্ব্বদা জানিবে যে, আমি নিরন্তর তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি তুমি শীঘ্রই পুত্রবতী হও। আমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্য্যবিবরণপূর্ণ পত্র আমি মধ্যে মধ্যে তোমায় লিখিব। এক্ষণে আমি বম্বেতে আছি। ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত থাকিব। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। কিমধিকমিতি—

আশীর্ব্বাদক

সচ্চিদানন্দ

(৬৭) ইং

(আমেরিকার পথে—ওরিয়েণ্টাল হোটেল, রেষ্টুর‍্যাঁ ফাক্কেই)

ইয়োকোহামা

১০ই জুলাই, ১৮৯৩

প্রিয় আলসিঙ্গা, বালাজী, জি. জি. ও অন্যান্য মান্দ্রাজী বন্ধুগণ,

আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্ব্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তা করি নি, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়। বিশেষতঃ আমার ত কখন নানা জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এই সব যা সঙ্গে

নিতে হয়েছে, তার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হচ্ছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট!

বোম্বাই ছেড়ে এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌছলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে ছিল। এই সুযোগে আমি নেমে সহর দেখতে গেলাম। গাড়ী করে কলম্বোর রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম। সেখানকার মধ্যে কেবল বুদ্ধ-ভগবানের মন্দিরটির কথা আমার স্মরণ আছে; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ পরিনির্ব্বাণ-মূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় রয়েছে। আমি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাঁরা সিংহলী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না বলে আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। এখান হতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যে অবস্থিত কাণ্ডি সহর সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার সেখানে যাবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ, কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেই মৎস্যমাংস-ভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মান্দ্রাজীদেরই মত। তাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; তবে উচ্চারণ শুনে বোধ হয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগল; উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটি ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। উহা খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু অন্যান্য সুনির্ম্মিত নগরীর ন্যায় খুব পরিষ্কার-ঝরিষ্কার। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে এরা সওদাগরি জাহাজসমূহের বিশেষ ভীতির কারণ—বিখ্যাত জলদস্যু। কিন্তু এখানকার বুরুজওয়ালা যুদ্ধজাহাজের প্রকাণ্ড কামানের চোটে মালয়বাসিগণকে অপেক্ষাকৃত কম হাঙ্গামার কাজ করতে বাধ্য করেছে।

পিনাং হতে সিঙ্গাপুর চললাম। পথে দূর হতে উচ্চশৈল সমন্বিত সুমাত্রা দেখতে পেলাম; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালে জলদস্যু-গণের কয়েকটি আড্ডা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখাতে লাগলেন। সিঙ্গাপুর প্রণালী-উপনিবেশের রাজধানী। এখানে একটি সুন্দর উদ্ভিদুদ্যান আছে, তথায় অনেক জাতীয় ভাল ভাল 'পাম' (Palm) সংগৃহীত আছে। 'ভ্রমণকারীর পাম' নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্য্যাপ্ত জন্মায়, আর 'রুটিফল' (bread fruits) বৃক্ষ ত এখানে সর্ব্বত্র। মান্দ্রাজে যেমন আম অপর্য্যাপ্ত, বিখ্যাত ম্যাঙ্গোষ্টিনও এখানে তদ্রূপ অপর্য্যাপ্ত; তবে আমের সঙ্গে আর কিসের তুলনা হতে পারে? এখানকার লোকে মান্দ্রাজী লোকের অর্দ্ধেক কালও হবে না; যদিও এস্থান মান্দ্রাজ অপেক্ষা বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী। এখানে একটি সুন্দর যাদুঘরও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পট্য অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় বিরাজমান, ইহাই এখানকার ইউরোপীয় উপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্ত্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক নাবিক নেমে এরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, যেখানে সুরা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে। থাক সে কথা।

তারপর হংকং। সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপের অন্তর্গত হলেও, সেখান থেকেই মনে হয় যেন চীনে এসেছি—চীনের ভাব সেখানে এতই প্রবল—সকল মজুরের কাজ, সকল ব্যবসা-বাণিজ্য বোধ হয় যেন তাদেরই হাতে। আর হংকং ত খাঁটী চীন; যাই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনে নৌকা এসে ডাঙ্গায় নিয়ে যাবার জন্য তোমায় ঘিরে ফেলবে। এই নৌকাগুলো একটু নূতন রকমের—প্রত্যেকটিতে দুটি করে হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকাতেই বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির

স্ত্রীই হালে বসে থাকে, একটি হাল দু হাত দিয়ে ও অপর হাল এক পা দিয়ে চালায়। আর দেখা যায় যে, শতকরা নব্বই জনের পিঠে একটি কচি ছেলে এরূপভাবে একটি থলির মত জিনিস দিয়ে বাঁধা থাকে, যাতে সে হাত-পা অনায়াসে খেলাতে পারে। চীনে-খোকা কেমন মায়ের পিঠে সম্পূর্ণ শান্তভাবে ঝুলে আছে আর ওদিকে মা কখন তাঁর সব শক্তি প্রয়োগ ক'রে নৌকা চালাচ্ছেন, কখন ভারি ভারি বোঝা ঠেলছেন অথবা অত্যদ্ভুত তৎপরতার সহিত এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছেন—এ এক বড় মজার দৃশ্য! আর এত নৌকা ও ষ্টিম-লঞ্চ ভিড় করে ক্রমাগত আস্‌ছে যাচ্ছে যে, প্রতিমুহূর্ত্তে চীনেখোকার টিকি-সমেত ছোট মাথাটি একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে; খোকার কিন্তু সে দিকে খেয়ালই নেই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্ম্মজীবনের কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু এক খানা চালের পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার অঙ্গব্যবচ্ছেদ নিয়েই সন্তুষ্ট।

চীনে-খোকা একটি রীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থিরভাবে কাজ করতে যায়। সে বিশেষরূপেই প্রয়োজনীয়তার দর্শন শিখেছে। চীন ও ভারতবাসী যে 'মমিতে' পরিণতপ্রায় এক প্রাণহীন সভ্যতার স্তরে আটকে পড়েছে, অতি দারিদ্র্যই তার অন্যতম কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তার প্রাত্যহিক অভাব এতই ভয়ানক যে, তাকে আর কিছু ভাববার অবসর দেয় না।

হংকং অতি সুন্দর সহর। উহা পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্ম্মিত; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে; উহা সহর অপেক্ষা অনেক

ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে প্রায় খাড়াভাবে ট্রাম গিয়েছে। উহা তারের দড়ির সংযোগে বাষ্পীয় বলে উপরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমরা হংকঙে তিন দিন ছিলাম। সেখান থেকে ক্যাণ্টন দেখতে গিয়েছিলাম, হংকং হতে একটি নদী ধরে ৮০ মাইল উজিয়ে ক্যাণ্টনে যেতে হয়। নদীটি এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যেতে পারে। অনেকগুলো চীনে জাহাজ হংকং ও ক্যাণ্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বিকেলে একখানি জাহাজে চড়ে পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পৌছলাম। প্রাণের স্ফূর্ত্তি ও কর্ম্মব্যস্ততা মিলে এখানে কি হৈ চৈ! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলে দিয়েছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রয়েছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাদের মধ্যে অনেকগুলো অতি সুন্দর, অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলো দুতলা তেতলা বাড়ীস্বরূপ—চারিদিকে বারাণ্ডা রয়েছে—মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে; কিন্তু সব জলে ভাসছে !!

আমরা যেখানে নামলাম, সেই জায়গাটুকু চীন গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করবার জন্য দিয়েছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল জুড়ে এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মানুষ বাস করছে, জীবন-সংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলে ফেলে চলেছে —প্রাণপণে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার চেষ্টা করছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হোক, এখানকার কর্ম্মপ্রবণতা যতই হোক, আমি এর মত ময়লা সহর দেখি নি। তবে ভারতবর্ষের কোন সহরকে যে হিসেবে আবর্জ্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসেবে বলছি না—চীনেরা ত এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট হতে দেয় না—সে হিসেবে নয়; চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই

আমি বলছি—তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন স্নান করবে না। প্রত্যেক বাড়ীখানি এক একখানি দোকান—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলো এত সরু যে, রাস্তা দিয়ে চল্‌তে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চল্‌তে না চল্‌তে মাংসের দোকান দেখ্‌তে পাবে; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর-বেরালের মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গরীবেরাই কুকুর-বেরাল খায়।

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দ্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখন দেখ্‌তে পায় না, চীনা মহিলাদেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সাম্‌নে বেরোয়। এদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটি স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট খোকার পায়ের চেয়ে ছোট; তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ্‌ থপ্‌ ক'রে চলেছে।

আমি কতকগুলি চীনে মন্দির দেখতে গেলাম। ক্যাণ্টনে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটি আছে, তা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট এবং সর্ব্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্ত্তি; তাঁর নীচেই সম্রাট বসেছেন—আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্ত্তি—সব মূর্ত্তিগুলোই কাঠে সুন্দররূপে ক্ষোদিত।

ক্যাণ্টন হতে আমি হংকঙে ফিরলাম। সেখান থেকে জাপানে গেলাম। নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগ্‌লো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ থেকে নেমে সহরের মধ্যে গাড়ী করে বেড়ালাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার জাত আছে, জাপানীরা তার অন্যতম। এদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলো প্রায় সবই চওড়া সিধে ও বরাবর সমানভাবে

বাঁধানো। এদের খাঁচার মত ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলো, প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত চির গাছে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলো, বেঁটে সুন্দরকায় অদ্ভুতবেশধারী জাপ, তাদের প্রত্যেক চালচলন অঙ্গভঙ্গি হাবভাব—সবই ছবির মত। জাপান 'সৌন্দর্য্যভূমি'। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর পেছনে এক একখানি বাগান আছে—উহা জাপানী ফ্যাশানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মতৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, ছোট ছোট কৃত্রিম জল-প্রণালী এবং পাথরের সাঁকো দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত।

নাগাসাকি থেকে কোবিতে গেলাম। কোবি গিয়ে জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়োকোহামায় এলাম—জাপানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ দেখবার জন্য। আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটি বড় বড় সহর দেখেছি। ওসাকা—এখানে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিয়ো—বর্ত্তমান রাজধানী; টোকিয়ো কলকাতার প্রায় দ্বিগুণ হবে। লোকসংখ্যাও প্রায় কলকাতার দ্বিগুণ।

বিদেশীকে ছাড়পত্র ছাড়া জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করতে দেয় না।

দেখে বোধ হয়, জাপানীরা বর্ত্তমানকালে কি প্রয়োজন তা বুঝেছে, তারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হয়েছে। ওদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। ওদের যে কামান আছে, তা ওদেরই একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করেছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি কচ্ছে। আমি একজন জাপানী স্থপতি-নির্ম্মিত প্রায় এক মাইল লম্বা একটি সুড়ঙ্গ (Tunnel) দেখেছি।

এদের দেশলাই-এর কারখানা এক দেখ্‌বার জিনিস। এদের যে কোন জিনিসের অভাব, তাই নিজের দেশে করবার চেষ্টা কচ্ছে।

জাপানীদের নিজেদের একটি ষ্টিমার লাইনের জাহাজ চীন ও জাপানের মধ্যে যাতায়াত করে; আর এরা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাবে, মতলব কচ্ছে।

আমি এদের অনেকগুলি মন্দির দেখলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা আছে। মন্দিরে পুরোহিতদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই সংস্কৃত বোঝে। কিন্তু এরা বেশ বুদ্ধিমান। বর্ত্তমানকালে সর্ব্বত্রই যে একটা উন্নতির জন্য প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানীদের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্ছে, তা একটা সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ করে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

আর তোমরা কি কচ্ছো? সারা জীবন কেবল বাজে বক্‌ছো। এস এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রম-বর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পাইচারি করছ! ইউরোপীয়

মস্তিষ্কপ্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব করছ। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও করে উচ্চ চীৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর করে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন শুধ্‌রোবে না। তাদের হৃদয়ের কখনও প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য—উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না, সাম্‌নে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখ—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়নচড়নরহিত সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মান্দ্রাজের লোকই ইংরাজদের ভারতে বস্‌বার প্রধান সহায় হন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মান্দ্রাজ

এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে কি প্রস্তুত—যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্ত্তমুখে অন্ন প্রদান করবে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?

. . . আমাকে কুক্ কোম্পানি, চিকাগো, এই ঠিকানায় পত্র লিখবে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

পুঃ—ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখবে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বি

(৬৮) ইং

ব্রিজি মেডোজ, মেটকাফ্, মাসাচুসেট্স্

২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

কাল তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বোধ হয় এত দিনে জাপান হইতে আমার পত্র পাইয়াছ। জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে[১] (Vancouver) পৌঁছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোনরূপে বঙ্কুবরে পৌঁছিয়া তথা হইতে কানাডা দিয়া চিকাগোয় পৌঁছিলাম। তথায় আন্দাজ বার দিন রহিলাম।

১ কানাডার নিকট প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে একটি দ্বীপ। এখানে বঙ্কুবর নামে এক নগর আছে। তথা হইতে কানাডা-প্যাসিফিক্ রেল আরম্ভ হইয়াছে।

এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক বিরাট ব্যাপার। অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব। বরদা রাও যে মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী চিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থসাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এ বৎসর এখানে বড় দুর্ব্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং আমি চিকাগোয় অধিক দিন রহিলাম না। চিকাগো হইতে আমি বষ্টনে আসিলাম। লালুভাই বষ্টন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। . . .

এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকানরা এত ধনী যে, তাহারা জলের মত টাকা খরচ করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিসের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, জগতের অপর কোন জাতি যেন কোন মতে এদেশে ঘেঁষিতে না পারে। সাধারণ কুলিতে গড়ে প্রতিদিন ৯৷১০ টাকা-করিয়া রোজগার করে ও উহা খরচ করিয়া থাকে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে সব সোনার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি

ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি। আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না, কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সব দেখিতেছে। মরি-বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক থিওজফিষ্টদের সম্বন্ধে আমাকে যে সাবধান করিয়াছ, তাহা আমার ছেলেমানুষি বলিয়া বোধ হয়। এ গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানের দেশ—এখানে উহাদের কেহ খোঁজ খবর রাখে না বলিলেই হয়। এখনও পর্য্যন্ত কোন থিওজফিষ্টের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, আর দুই-এক বার অপরকে কথাপ্রসঙ্গে উহাদের বিষয় অতিশয় ঘৃণার সহিত উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। আমেরিকানরা উহাদিগকে জুয়াচোর বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি এক্ষণে বষ্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইহার সহিত রেলগাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, আমার প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!! এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন—অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোশাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস! জানিবে, কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই। আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজ আমাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে লিখিতেছেন, 'প্রকৃত হিন্দু সাধককে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে সন্দেহ নাই, তবে আমি এখন

বুড়া হইয়াছি। এসোটেরিক বৌদ্ধগণ আমাকে আর ঠকাইতে পারিতেছে না।' এই ত এখানে থিয়োজফির প্রভাব এবং উহার প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা! মো—র এক সময় বষ্টনের একটি খুব ধনী মহিলার কাছে বিশেষ খাতির ছিল, কিন্তু মো—র দরুণই বিশেষ উহাদের সব পসার মাটি হইয়াছে। এখন উক্ত মহিলা 'এসোটেরিক বৌদ্ধধর্ম্ম' ও ঐরূপ সমুদয় ব্যাপারের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

জানিয়া রাখ, এই দেশ খ্রীষ্টিয়ানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম্ম বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার ভয়ও করি না। আমি এখানে মেরিতনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটি জিনিস দেখিতে পাইতেছি, ইঁহারা আমার হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গালীলিয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ কথা ইঁহারা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন। এখন আমার কার্য্য এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে ও বলাবলি করিতেছে। এখানে এইরূপেই মাত্র কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। ইহাতে দীর্ঘ সময় ও অর্থের প্রয়োজন। এখন শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় জোগাড় করিতে হইবে, আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। ... বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম

করিব, এই গরীব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে। রাজা-রাজড়াদের দ্বারা মহৎ কার্য্য হইবার আশা অতি অল্প।

চিকাগোয় সম্প্রতি একটা বড় মজা হইয়া গিয়াছে। কপূরতলার রাজা এখানে আসিয়াছিলেন, আর চিকাগো সমাজের কতকাংশ তাঁহাকে কেষ্ট-বিষ্টু করিয়া তুলিয়াছিল। আমার সঙ্গে মেলার জায়গায় এই রাজার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বড় লোক, আমার মত ফকিরের সঙ্গে কথা কহিবেন কেন? এখানে একটি পাগলাটে, ধুতিপরা মারহাট্টা ব্রাহ্মণ মেলায় কাগজের উপর নখের সাহায্যে প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল, সে বলিয়াছিল—এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি, এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহারা দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি; আর এই সত্যবাদী সম্পাদকেরা (?)—যাহার জন্য আমেরিকা বিখ্যাত—এই লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব-আরোপের ইচ্ছায় তার পরদিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বাহির করিল, তাহারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিল—অবশ্য আমাকেই তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল—আমাকে তাহারা স্বর্গে তুলিয়া দিয়া আমার মুখ দিয়া এমন সকল কথা বাহির করিল, যাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই; তারপর এই রাজার সম্বন্ধে মারহাট্টা ব্রাহ্মণটি যাহা যাহা বলিয়াছিল, আমার মুখে সব বসাইল। আর তাহাতেই চিকাগো সমাজ একটা ধাক্কা খাইয়া তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করিল। এই মিথ্যাবাদী সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা আমাকে দিয়া আমার স্বদেশীকে বেশ ধাক্কা দিলেন। ইহাতে আরো বুঝাইতেছে যে, এই দেশে টাকা অথবা উপাধির জাঁক-জমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।

কাল রমণী-কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস্ জন্সন্ মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন। (এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার)। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অত্যদ্ভুত জিনিস। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়! কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! তোমাদের না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তারপর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরীবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পালাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্য-কারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্ম্মের নাশই সমাজের উন্নতির একমাত্র উপায়। শুন বন্ধু, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল

এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বন্ধুরূপে আসিয়া শিখাইলেন, তোমাদিগকে গরীবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে, কিন্তু তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলে না। তোমাদের পুরোহিতগণ, ভগবান ভ্রান্তমত-প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। সত্য বটে, কিন্তু অসুর আমরা; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা নহে। আর যেমন য়াহুদীরা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করিয়া আজ সমগ্র জগতে গৃহশূন্য ভিক্ষুক হইয়া সকলের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ তোমরাও যে কোন জাতি ইচ্ছা করিতেছে, তাহাদেরই ক্রীতদাস হইতেছ। অত্যাচারিগণ! তোমরা জান না যে, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিসেরই এপিঠ ওপিঠ। দুই-ই এক কথা।

বালাজী ও জি. জির স্মরণ থাকিতে পারে, একদিন সায়ংকালে পণ্ডিচেরিতে এক পণ্ডিতের সঙ্গে আমাদের সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতেছিল। তাহার সেই বিকট ভঙ্গী ও তাহার 'কদাপি ন' (কখনও না)—এই কথা চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ইহাদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তাহারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ, আর সমুদয় জগৎ এই ত্রিশ কোটি লোককে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা দেখে, এরা যেন কীটতুল্য, ভারতের মনোরম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে, এবং এ উহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, পরন্তু হিন্দুধর্ম্মের মহান উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত

হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম্ম এরূপ করে না। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক'[১] নামক মত দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের আসুরিক যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।

নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান গীতায় বলিতেছেন, 'কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধ, বৎস, প্রভু আমাকে এই কাজের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্টযন্ত্রণা ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে, জুয়াচোর বদমাস বলিয়াছে

১ পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—যখন লোককে বলা যায়, তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া ও কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষ-হিংসা রহিয়াছে

(মান্দ্রাজের অনেকে এখনও আমাকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে)। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানুভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলে একটুও কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, আমার তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা শিশু, অতি শিশু, যদিও সমাজে তাহারা মহাগণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না। তাহাদের নিয়মিত কার্য্য—আহার, পান, অর্থোপার্জ্জন ও বংশবৃদ্ধি—যেন গণিতের নিয়মে অতি সুশৃঙ্খলভাবে পর পর সম্পাদিত হইয়া চলিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত আর তাহারা কিছু জানে না। বেশ সুখী তাহারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে সমুত্থিত শোক, তাপ, দৈন্য ও পাপের যে কাতরধ্বনিতে ভারতাকাশ সমাকুল হইয়াছে তাহাতেও তাহাদের মানুষ সম্বন্ধে স্বপ্নবিলাসের ব্যাঘাত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা রমণীকে সন্তান উৎপাদন করিবার দাসীস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আছেন, যাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন; যাঁহারা মনে করেন, ইহার প্রতীকার আছে, আর যাঁহারা

প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ইহার প্রতীকারে প্রস্তুত আছেন। "ইহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত।" ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, উচ্চধামে অবস্থিত এই সকল মহাপুরুষের ঐ বিষোদ্গিরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই ?

গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। তাহাদের মধ্যে জীবনীশক্তি নাই—তাহারা একরূপ মৃতকল্প বলিলেই হয়। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী—তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন চালাকির প্রয়োজন নাই; চালাকিতে কিছুই হয় না। দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর—সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথা-কথিত অনেক ধনী ও বড়লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে কেবল জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্দ্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। আর আমার স্বদেশের লোকেরাই যখন আমায় জুয়াচোর ভাবে, তখন আমেরিকানরা এক অপরিচিত বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিলে কত কীই না ভাবিবে ? কিন্তু ভগবান অনন্তশক্তিমান; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এইদেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে—যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে

আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ-অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর; বলি—জীবন-বলি, তাহাদের জন্য—যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ এক দিনের কাজ নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া ভারতের শতশতযুগসঞ্চিত পর্ব্বত-প্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া! এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। প্রত্যুত, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের জয় হউক —আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উহাতে ব্রতী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এই ভার গ্রহণ করিবে! রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে, কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। আমরা হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে ও তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র-প্রবন্ধসমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি,

অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

এই গ্রাম হইতে কাল আমি বষ্টনে যাইতেছি। এখানে একটি বৃহৎ মহিলা-সভায় বক্তৃতা করিতে হইবে। ইহারা রমাবাইকে (খ্রীষ্টিয়ান) সাহায্য করিতেছেন। বষ্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। এখানে যদি বেশী দিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব্ব পোশাক চলিবে না। রাস্তায় আমায় দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। আমাকে সুতরাং কাল রঙের লম্বা জামা পরিতে হইবে। কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগড়ী পরিব। কি করিব? এখানকার মহিলাগণ এই পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্রী; তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে চলিবে না। এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। এখানে কিছু কার্য্য করিতে হইলে কিছুদিন এখানে থাকা দরকার। আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জন্য ফনোগ্রাফ দেখিতে যাইতে পারি নাই; কারণ, আমি তাঁহার পত্র এখানে পাইলাম। যদি আবার চিকাগোয় যাই, তবে উহার জন্য চেষ্টা করিব। আমি চিকাগোয় আর যাইব কি না, জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন, আর বরদা রাও যে ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো মেলার একজন কর্ত্তা। কিন্তু আমি অস্বীকার করি, কারণ, চিকাগোয়

এক মাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল সমুদয় ফুরাইয়া যাইত।

কানাডা ব্যতীত সমুদয় আমেরিকায় রেলগাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নাই। সুতরাং আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, কারণ উহা ছাড়া আর ক্লাস নাই। আমি কিন্তু উহার পুল্‌মান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না। এ গাড়ীতে খুব আরাম; এখানে আহার, পান, নিদ্রা, এমন কি স্নানের পর্য্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি যেন হোটেলে রহিয়াছ, বোধ করিবে। কিন্তু ইহাতে বেজায় খরচ।

এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেহ সহরে নাই, সকলেই গ্রীষ্মাবাসসমূহে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে পাইব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামে যে কোন চিঠি বা টাকা আসিবে, কুক কোম্পানীকে তাহা আমার নিকট পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি। "রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই।" যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে অন্ততঃ ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে-কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাই, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিতেছি। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি, আমি তৎক্ষণাৎ তোমায় তার করিব।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব ; এখানে অকৃতকার্য্য হইলে ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব। র্যা—র পিতা ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি বাড়ী যাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তাঁহার অন্তরটা খুব ভাল—উপরটায় কেবল বেনিয়াসুলভ কর্কশতা। চিঠি পৌঁছিতে বিশ দিনের অধিক সময় লাগিবে।

এই নিউ ইংলণ্ডে এখনই এত শীত যে, প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কানাডায় আরও শীত। কানাডায় যত নীচু পাহাড়ে বরফ পড়িতে দেখিয়াছি, আর কোথাও সেরূপ দেখি নাই।

আমি আবার এই সোমবারে সালেমে এক বৃহৎ মহিলাসভায় বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। তাহাতে আমার আরও অনেক সভাসমিতির সঙ্গে পরিচয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ আমার পথ করিতে পারিব। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে এই ভয়ানক মহার্ঘ্য দেশে অনেক দিন থাকিতে হয়। ভারতে টাকার (Rupee) দর চড়িয়া যাওয়াতে এখানে লোকের মনে মহা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অনেক মিল বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহায্যের চেষ্টা বৃথা। আমাকে এখন কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এইমাত্র দরজীর কাছে গিয়াছিলাম। কিছু শীতবস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে ৩০০৲ টাকা বা তাহারও উপর পড়িবে। ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও না, অমনি চলনসই গোছের হইবে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোশাক সম্বন্ধে বড় খুঁৎখুঁতে, আর এদেশে তাহাদেরই প্রভুত্ব। মিশনারীরা ইহাদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া যথেষ্ট অর্থ আদায় করে। ইহারা প্রতি বৎসর রমাবাইকে খুব সাহায্য করিতেছে। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে

না পার, এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিব। 'কেবল্' (তার) করিতে প্রতি শব্দে পড়ে ৪৲ টাকা।

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

(৬৯) ইং

চিকাগো
২রা নভেম্বর, ১৮৯৩

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

কাল তোমার পত্র পাইলাম। আমার এক মুহূর্ত্ত অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট পাইয়াছ, তাহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। যখন ছবিলদাস আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আমি আপনাকে এত অসহায় ও নিঃসম্বল বোধ করিলাম যে, নিরাশ হইয়া তোমাদিগকে তার করিয়াছিলাম। তারপর হইতে ভগবান আমাকে অনেক বন্ধু ও সহায় দিয়াছেন। বষ্টনের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে ডক্টর রাইটের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন, ধর্ম্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন—তিনি বলিলেন, উহাতে সমুদয় আমেরিকান জাতির সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারো আলাপ ছিল না, সুতরাং ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। অবশেষে আমি পুনরায় চিকাগোয় আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে

আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্ম্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

'মহাসভা' খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্পপ্রাসাদ' (Art Palace) নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহাসভার অধিবেশনের জন্ম একটি বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্ব্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাই-এর নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধী জৈনসমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনিবেসাণ্ট ও চক্রবর্ত্তী থিয়সফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, আর চক্রবর্ত্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে 'শিল্প-প্রাসাদ' পর্য্যন্ত খুব শোভাযাত্রা করিয়া যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্ম্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, আর উপরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার সুশিক্ষিত সমাজের বাছা বাছা ৬।৭ হাজার নরনারী ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া উপবিষ্ট, আর প্লাটফর্ম্মের উপর পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জীবনে কখন সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীত, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান যথারীতি ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইবার পর সভা আরম্ভ হইল। তখন একজন একজন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুর্ দুর্ করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে পূর্ব্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী

আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্ব্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ডক্টর ব্যারোজ আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি আমেরিকা-বাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু-এক কথা বলিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি 'আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ' বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কাণ যেন কালা করিয়া দেয়। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিনে সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছিল; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, 'মূকং করোতি বাচালং'—হে ভগবান, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক! সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যে দিন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। একটি সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—'কেবল মহিলা—কেবল মহিলা— কেবল মহিলা— সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্য্যন্ত ফাঁক নাই—বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে অন্য যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত

বসিয়াছিল।' ইত্যাদি। আমি যদি, সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। কিন্তু তুমি ত জানই, আমি নাম-যশকে ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইতাম, তখনই আমার জন্য কর্ণবধিরকারী করতালি পড়িয়া যাইত। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, 'এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমাদের যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে আর কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি, আর ইউরোপে যাইবার আমার যে খরচ লাগিবে, তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। একটা কথা —তোমরা কি একসঙ্গে ৮০০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলে? আমি কুক কোম্পানীর নিকট হইতে কেবল ৩০ পাউণ্ড পাইয়াছি। যদি তুমি ও মহারাজ পৃথক পৃথক টাকা পাঠাইয়া থাক, তাহা হইলে বোধ হয় কতকটা টাকা এখনও আমার নিকট পৌছায় নাই। যদি একত্র পাঠাইয়া থাক, তবে একবার অনুসন্ধান করিও। নরসিংহাচার্য্য নামে একটি বালক আমাদের নিকট আসিয়া জুটিয়াছে। সে গত তিন বৎসর ধরিয়া চিকাগো সহরে অলসভাবে কাটাইতেছিল। ঘুরিয়া বেড়াক, বা যাহাই করুক, আমি তাহাকে ভালবাসি। কিন্তু যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকে, তাহা লিখিবে। সে তোমাকে জানে। যে বৎসর প্যারি

একজিবিসন হয়, সেই বৎসর সে ইউরোপে আসে। আমার পোশাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে, তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ শত পাউণ্ড আছে। আর আমার বাটীভাড়া বা খাইখরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ, ইচ্ছা করিলেই এই সহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না। ইহারা সব জিনিস জানিতে ইচ্ছা করে, আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান নারী, আমেরিকান পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষে অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে; ইহারা খুব সহৃদয় ও খোলা লোক। যে কোন ব্যক্তির মাথায় কোনরূপ খেয়াল আছে, সেই এখানে তাহা প্রচার করিতে আইসে, আর আমায় লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে, এখানে এইরূপে যে সমস্ত মত প্রচার করা হয়, তাহার অধিকাংশই যুক্তিসহ নয়। ইহাদের অনেক দোষও আছে। তা কোন্ জাতির নাই? আমি সংক্ষেপে জগতের সমুদয় জাতির কার্য্য ও লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে চাই।—এসিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল, ইউরোপ পুরুষের উন্নতি বিধান করিয়াছে, আর আমেরিকা নারীগণের এবং সাধারণ লোকের উন্নতি বিধান করিতেছে। এ যেন নারীগণের ও শ্রমজীবিগণের স্বর্গস্বরূপ। আমেরিকান রমণী ও সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার এই ভাব উদয় হইবে। আর এই দেশ দিন দিন উদারভাবাপন্ন

হইতেছে। ভারতে যে 'দৃঢ়চর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ান' (ইহা ইহাদেরই কথা) দেখিতে পাও, তাহাদের দেখিয়া ইহাদিগের বিচার করিও না। তাঁহারা এখানেও আছে বটে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা দ্রুত কমিয়া যাইতেছে। আর যে আধ্যাত্মিকতা হিন্দুদের প্রধান গৌরবের বস্তু, এই মহান্ জাতি দ্রুত তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

হিন্দু যেন কখন তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্ম্মকে উহার নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে, আর সমাজকে উন্নতি করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে, পৌরোহিত্যের সমুদয় অত্যাচার ও অবনতির জন্য তাঁহারা ধর্ম্মকেই দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন। ইহার ফল কি হইল ?—নিষ্ফলতা! বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্য্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটি ধর্ম্মবিধান; সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতি উভয়কেই একসঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়। এখানে যে কেহ জন্মিয়াছে, সেই জানে সে একজন মানুষ। ভারতে যে কেহ জন্মায় সেই জানে, সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। আর স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। এখন উহাকে নাশ

করিতে হইলে কোন ধর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, জুতাব্যবসায়ী ও শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কেবল প্রতিযোগিতা। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাহারও আর তাহার জীবিকার জন্য কোনরূপ বৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধা নাই। ইহার ফল ঘোর প্রতিযোগিতা! সুতরাং সহস্র ব্যক্তি, যে উচ্চ পদের উপযুক্ত, তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া পাইতেছে; নীচে পড়িয়া থাকিয়া আর সুযোগ অবহেলা করিতেছে না।

আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালটা থাকিব, তারপর ইউরোপে যাইব। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবানই সব যোগাইয়া দিবেন আশা করি। সুতরাং এখন সে বিষয়ে তোমাদের কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসার জন্য তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ আমার অসাধ্য।

আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এই পত্রখানি খেতড়ির মহারাজকে পাঠাইয়া দিও, আর ইহা প্রকাশ করিও না। আমরা জগতের জন্য মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিব, আর উহা নিঃস্বার্থভাবে করিব, নামযশের জন্য নহে।

'কেন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার; কাজ কর, করে মর—এই হয় সার।' সাহস অবলম্বন কর, আমাদ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান মহৎ মহৎ কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ; অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থপ্রেমসম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান

তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সময়ে সময়ে রামনাদের রাজা ও আর আর সকল বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে ও যাহাতে তাঁহারা ভারতের সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহার চেষ্টা করিবে। তাঁহাদিগকে বল, তাঁহারা তাঁহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া আছেন, আর যদি তাঁহারা উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজরাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেন না উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হইব। প্রত্যেক আমেরিকান নারী লক্ষ লক্ষ হিন্দুললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণকেও কেন না ঐরূপ শিক্ষিতা করিব? অবশ্যই করিতে হইবে।

মনে করিও না, তোমরা দরিদ্র। অর্থই বল নহে; সাধুতাই, পবিত্রতাই বল। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত বল কি না। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

পুঃ—ভাল কথা, তোমার কাকার প্রবন্ধের মত অদ্ভুত ব্যাপার আমি আর কখন দেখি নাই। এ যেন ব্যবসাদারের জিনিসের ফর্দ্দ; সুতরাং উহা ধর্ম্ম-মহাসভায় পাঠের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। তাই নরসিংহাচার্য্য একটা পাশের হলে উহা হইতে কতক কতক অংশ পাঠ করিলেন; কিন্তু কেহই উহার একটা কথাও বুঝিল না। তাহাকে এ বিষয় কিছু

বলিও না। অনেকটা ভাব খুব অল্প কথার ভিতর প্রকাশ করা একটা বিশেষ শিল্পকলা বলিতে হইবে। এমন কি, মণিলাল দ্বিবেদীর প্রবন্ধও অনেক কাটছাঁট করিতে হইয়াছিল। প্রায় ১০০০-এর অধিক প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ওরূপ আবোল-তাবোল বক্তৃতা শুনিবার সময়ই ছিল না। অন্যান্য বক্তাদিগকে সাধারণতঃ যে আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আমাকে অনেকটা অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল, কারণ সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় বক্তাদিগকে—শ্রোতৃবৃন্দকে ধরিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বশেষে রাখা হইত। আর আমার প্রতি লোকের কি সহানুভূতি! এবং তাহাদের ধৈর্য্যই বা কত! ভগবান্ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। তাহারা প্রাতে বেলা দশটা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত—মধ্যে কেবল খাইবার জন্য আধ ঘণ্টা ছুটি—ইতিমধ্যে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পাঠ হইত—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাজে ও অসার—কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রিয় বক্তাদের বক্তৃতা শুনিবার অপেক্ষায় এই সমুদয়ক্ষণ বসিয়াই থাকিত। সিংহলের ধর্ম্মপালও তাহাদের অন্যতম প্রিয় বক্তা ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সুবক্তা ছিলেন না; শ্রোতাদের নিকট তাঁহার দিবার মত ছিল শুধু ম্যাক্সমূলার ও রিস্ ডেভিড্সের লেখা হইতে কয়েকটি উক্তি। তিনি বড়ই অমায়িক, আর এই মহাসভার অধিবেশনের সময় আমাদের খুব মেশামিশি হইয়াছিল।

পুণা হইতে আগত মিস্ সোরাবজী নাম্নী জনৈকা খ্রীষ্টিয়ান মহিলা আর জৈনধর্ম্মের প্রতিনিধি মিষ্টার গান্ধী এদেশে আরো কিছুদিন থাকিয়া বক্তৃতা দিয়া ঘুরিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন। আশা করি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। এ দেশে বক্তৃতা করা খুব লাভজনক ব্যবসা—

অনেক সময় ইহাতে প্রচুর টাকা পাওয়া যায়। তুমি যে পরিমাণে লোক আকর্ষণ করিতে পারিবে, তাহার উপরই টাকা নির্ভর করিবে। মিঃ ইঙ্গারসোল প্রতি বক্তৃতায় ৫০০ হইতে ৬০০ ডলার পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন। তিনি এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা। আমি খেতড়ির মহারাজকে আমার আমেরিকার ফটোগ্রাফ পাঠাইয়াছি। ইতি

বি—

(৭০)

(শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

জর্জ্জ. ডবলিউ হেলের বাটী
৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো
২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৩

কল্যাণবরেষু,

বাবাজী, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো-বৃত্তান্ত হাজির—বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ, আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক। বিশেষ এদেশে দরিদ্র ও স্ত্রীদরিদ্র নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই! সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। 'যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু' 'যে দেবী সুকৃতী পুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমান'।[১] একথা বড়ই

১ চণ্ডী ৪।৫

সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। সকল কাজ এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথ চলিবার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে—লেক্‌চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে কোরে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

বাবাজী, শাক্ত শব্দের অর্থ জান। শাক্ত মানে মদভাঙ্‌ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' ৩।৫৬—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা তাই সুখী, বিদ্বান, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল—আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মত ধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখতে গেলে রোজ ৬ টাকা, খাওয়া-পরা বাদ, দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলী ৬ টাকা রোজের কম খাটে না। কিন্তু খরচও তেমনি। চার আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলে না। ২৪ টাকায় এক জোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজগার তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজগার করিতে, তেমনি খরচ করিতে।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজগার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর—সব কাজ করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিনরাত গরিবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ে ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজী? মনু বলেছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য কোরে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি করছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities (সুবিধা) আছে। আজ গরিব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড়ে ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতের দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, 'দূর দূর' কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরিবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়োনা

আমায় ছুঁয়োনা।' এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি কোরে ফেলেছে! এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।

আমি এদেশে এসেছি, দেশ দেখতে নয়, তামাসা দেখতে নয়, নাম করতে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখতে। সে উপায় কি, পরে জানতে পারবে, যদি ভগবান সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। ফল এই, ধর্ম্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে, আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চে। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম শিক্ষা দিব।

কবে দেশে যাব জানি না, প্রভুর ইচ্ছা বলবান। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(৭১) ইং

(মান্দ্রাজী ভক্তদিগকে লিখিত)

জর্জ্জ. ডব্‌লিউ হেলের বাটী,
৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো
২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৪

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌছিয়াছে। 'ইন্টিরিয়ার' পত্রিকার যে সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছ, তাহা সমুদয় আমেরিকাবাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না; এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে 'নীলনাসিক প্রেস্‌বিটেরিয়ান'দের কাগজ বলে।

এ সম্প্রদায় খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকাবাসী জনসাধারণ এবং পুরোহিতগণের অনেকেই আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া পত্রিকাগুলির খ্যাতনামা হইবার এই কৌশল এখানকার সকলেই জানে; সুতরাং এখানকার লোকে উহা কিছু গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভারতীয় মিশনারিগণ যে ইহা লইয়া একটা হুজুগ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদিগকে বলিও—'হে য়াহুদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে।' তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে, আর তাহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। মিশনারিদের জন্য অবশ্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে অনেক আসাতে তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষী করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান প্রধান পুরোহিতগণের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাই হোক, যখন পুকুরে নামিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই স্নান করিব। আমি তাহাদের সম্মুখে আমাদের ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই মুখে মুখে। আশা করি এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে পুস্তকাকারে সেগুলিকে গ্রথিত করিতে পারিব। ভারত হইতে কোন সাহায্যের আমার আবশ্যক নাই, এখানে আমার যথেষ্ট আছে। বরং তোমাদের নিকট যে টাকা আছে, তাহাদ্বারা এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন

দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া চারিদিকে উহার প্রচার কর। ইহাতে আমাদের জাতীয় মনের সম্মুখে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উদিত রাখিবে। আর সেই কেন্দ্রবিদ্যালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে শাখাবিদ্যালয়সকল সংস্থাপনের কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সহায়তালাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কর। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর। রামনাথ বা যে-কোন নাথকে পাও, তাহাকেই ধরিয়া তাহার সাহায্যে এই কার্য্যের জন্য ধীরে ধীরে টাকা সঞ্চয় করিতে থাক। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য করিতেছি। এখানে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট যোগাড় হইয়া যাইবে।

আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করিয়াছেন, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার; তারপর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত কি না, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। 'চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়।' যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালীবদ্ধ মত প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে-কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের শক্তিতে বাধা

দেয় (অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা কাহারও অনিষ্ট করে)—সে অন্যায় করিতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আমি এমন একটি চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর নরই হউক আর নারীই হউক—তাহারা নিজেরাই স্বীয় অদৃষ্ট রচনা করিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা তাহারা জানুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক অপরে এক্ষণে কি করিতেছে। তারপর তাহারা কি করিবে, স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমরা এক সঙ্গে রাখিয়া দিব মাত্র, কিন্তু উহারা প্রকৃতির নিয়মে কোন বিশেষ আকার ধারণ করিবে। আমেরিকান্ মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় কৃষ্টির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে এত ব্যস্ত যে, আত্মোৎকর্ষের সময় পায় না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ।

ভট্টাচায্য মহাশয়কে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হই নাই। তবে এডিসন সম্প্রতি ইহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন; যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাজে লাগ। দুইদিন আগেই হউক আর পরেই হউক,

দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া চারিদিকে উহার প্রচার কর। ইহাতে আমাদের জাতীয় মনের সম্মুখে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উদিত রাখিবে। আর সেই কেন্দ্রবিত্তালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে শাখাবিত্তালয়সকল সংস্থাপনের কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সহায়তালাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কর। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর। রামনাথ বা যে-কোন নাথকে পাও, তাহাকেই ধরিয়া তাহার সাহায্যে এই কার্য্যের জন্য ধীরে ধীরে টাকা সঞ্চয় করিতে থাক। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য করিতেছি। এখানে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট যোগাড় হইয়া যাইবে।

আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করিয়াছেন, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার; তারপর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত কি না, স্ত্রীলোকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। 'চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়।' যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালীবদ্ধ মত প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে-কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের শক্তিতে বাধা

দেয় (অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উহা কাহারও অনিষ্ট করে)—সে অন্যায় করিতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে আমি এমন একটি চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে। তারপর নরই হউক আর নারীই হউক—তাহারা নিজেরাই স্বীয় অদৃষ্ট রচনা করিবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা তাহারা জানুক। বিশেষতঃ তাহারা দেখুক অপরে এক্ষণে কি করিতেছে। তারপর তাহারা কি করিবে, স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমরা এক সঙ্গে রাখিয়া দিব মাত্র, কিন্তু উহারা প্রকৃতির নিয়মে কোন বিশেষ আকার ধারণ করিবে। আমেরিকান্ মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় কৃষ্টির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে এত ব্যস্ত যে, আত্মোৎকর্ষের সময় পায় না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হই নাই। তবে এডিসন সম্প্রতি ইহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন ; যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাজে লাগ। দুইদিন আগেই হউক আর পরেই হউক,

আমি আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—'ধর্মে একবিন্দুও আঘাত না করিয়া জনসাধারণের উন্নতি-বিধান।' মনে রাখিবে—দরিদ্রের কুটীরেই আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হইতেছে। কিন্তু হায়, কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবা-বিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত। অবশ্য সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায় আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্ত্য এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও সাধনে ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরিব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও, বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

তোমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

পুঃ—একটি কেন্দ্রবিদ্যালয় করিয়া সাধারণ লোকের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে শিক্ষিত প্রচারকগণের দ্বারা গরিবের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া তাহাদের নিকট শিক্ষা ও ধর্ম্মের বিস্তার—এই ভাবগুলি প্রচার করিতে থাক। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে সহানুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।

আমি তোমাদের নিকট সবচেয়ে উঁচুদরের কতকগুলি কাগজ হইতে স্থানে স্থানে কাটিয়া পাঠাইতেছি। ইহাদের মধ্যে ডাঃ টমাসের লেখাটি বিশেষ মূল্যবান, কারণ তিনি সর্ব্বাগ্রণী না হইলেও আমেরিকায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোহিত বটেন। 'ইন্টিরিয়ার' কাগজটার অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও আমাকে গালাগালি দিয়া একটা নাম জাহির করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও উহাদেরও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, আমি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় বক্তা ছিলাম। আমি উহা হইতেও কয়েক পঙক্তি কাটিয়া পাঠাইতেছি। ইতি

বি

(৭২) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

চিকাগো

২৯শে জানুয়ারী, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

কয়েকদিন হয় আপনার শেষ চিঠিখানা পাইয়াছি। আপনি আমার দুঃখিনী মা ও ছোটভাইদের দেখিতে গিয়াছিলেন জানিয়া সুখী হইয়াছি। কিন্তু আপনি আমার অন্তরের একমাত্র কোমলস্থানটি স্পর্শ করিয়াছেন। আপনার জানা উচিত যে আমি নিষ্ঠুর পশু নই। এই বিপুল সংসারে আমার ভালবাসার পাত্র যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি আমার মা। তথাপি এ বিশ্বাস আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং এখনো করি যে, যদি আমি সংসার ত্যাগ না করিতাম তবে আমার মহান গুরু পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বিরাট সত্য প্রচার করিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশিত হইতে পারিত না। আর তাহা ছাড়া

যে-সকল যুবক বর্ত্তমান যুগের বিলাসিতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিহত করিবার জন্য সুদৃঢ় পাষাণভিত্তির মত দাঁড়াইয়াছে—তাহাদেরই বা কী অবস্থা হইত? ইহারা ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার, অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে—আর এই ত সবে আরম্ভ। প্রভুর কৃপায় ইহারা এমন কাজ করিয়া যাইবে যাহার জন্য সমস্ত জগৎ যুগের পর যুগ ইহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে। সুতরাং একদিকে ভারতের ও বিশ্বের ভাবী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আমার পরিকল্পনা এবং যে উপেক্ষিত লক্ষ লক্ষ নরনারী দিন দিন দুঃখের তমোময় গর্ত্তে ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, যাহাদিগকে সাহায্য করিবার কিংবা যাহাদের বিষয় চিন্তা করিবারও কেহ নাই, তাহাদের জন্য আমার সহানুভূতি ও ভালবাসা, আর অন্যদিকে আমার যত নিকট আত্মীয়স্বজন তাহাদের দুঃখ ও দুর্গতির হেতুস্বরূপ হওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিকেই আমি ব্রতস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি, বাকী যাহা কিছু তাহা প্রভুই সম্পন্ন করিবেন। তিনি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি যতক্ষণ খাঁটি আছি, ততক্ষণ কেহই আমাকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না; কারণ তিনিই আমার সহায়। ভারতের অসংখ্য নরনারী আমাকে বুঝিতে পারে নাই, আর কিরূপেই বা পারিবে? বেচারীদের চিন্তাধারা দৈনন্দিন খাওয়া-পরার ধরাবাঁধা নিয়মকানুনের গণ্ডীই যে কখনো অতিক্রম করিতে পারে না! কেবল আপনার ন্যায় মহৎ-অন্তঃকরণবিশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র আমার গুণগ্রাহী। ভগবান আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন! আমার সমাদর হউক আর নাই হউক—আমি এই যুবকদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আর শুধু ইহারাই নহে, ভারতের নগরে নগরে আরও শত শত যুবক আমার সহিত যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। ইহারা

দুর্দ্দমনীয় তরঙ্গাকারে ভারতক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে এবং যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দীন, হীন ও উৎপীড়িত তাহাদের দ্বারে দ্বারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, ধর্ম্ম ও শিক্ষা বহন করিয়া লইয়া যাইবে—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত, ইহা আমি উদ্‌যাপিত করিব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করিব।

আমাদের দেশের লোকের না আছে ভাব না আছে সমাদর করিবার ক্ষমতা। পরন্তু সহস্র বৎসরের পরাধীনতার ফলে উৎকট পরশ্রীকাতরতা ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতির বশে ইহারা যে-কোন নূতন ভাবধারারই বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠে। তথাপি প্রভু মহান।

আরতি ও অন্যান্য বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রত্যেক মঠেই সে-সকল প্রথা প্রচলিত আছে দেখা যায় এবং 'গুরুপূজা' সাধনার প্রাথমিক কর্ত্তব্য বলিয়াই বেদে উক্ত হইয়াছে। ইহার ভালমন্দ উভয় দিকই আছে সত্য, কিন্তু একথাও স্মরণ রাখিবেন যে আমাদের সম্প্রদায়ের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজের মতামত বা বিশ্বাস অন্যের উপর চাপাইবার কোন অধিকার আমরা রাখি না। আমাদের মধ্যে অনেকে কোনপ্রকার মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাসী নহে, কিন্তু তাই বলিয়া অপরের সে বিশ্বাসে বাধা দিবারও কোন অধিকার তাহার নাই—কারণ তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্মের মূলতত্ত্বই লঙ্ঘন করা হইবে। অধিকন্তু শুধু মানুষের মধ্য দিয়াই ভগবানকে জানা সম্ভব। যেমন আলোক-স্পন্দন সর্ব্বত্র, এমন কি তমোময় প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিলেও কেবলমাত্র প্রদীপের মধ্যেই উহা লোকচক্ষুর গোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ যদিও ভগবান সর্ব্বত্র বিরাজিত তথাপি তাঁহাকে আমরা কেবল এক বিরাট মানুষরূপেই কল্পনা করিতে পারি। করুণাময়, রক্ষক, সহায়ক

প্রভৃতি ভগবানসম্বন্ধীয় ভাবগুলি—সকলই মানবীয় ভাব; মানুষ স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই ভগবানকে দেখে বলিয়া এইসবের উদ্ভব হইয়াছে। কোন মনুষ্যবিশেষকে আশ্রয় করিয়াই ঐসকল গুণাবলীর বিকাশ হইতে বাধ্য—তাঁহাকে গুরুই বলুন, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষই বলুন আর অবতারই বলুন। নিজদেহের পরিধি আপনি যেমন উল্লম্ফনে অতিক্রম করিতে পারেন না—মানুষও তেমনি নিজ প্রকৃতির সীমা লঙ্ঘন করিতে পারে না। যে গুরু আপনাদের ইতিহাসে বর্ণিত সমুদয় অবতারপ্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা শত শত গুণে অধিক পবিত্র—সেই প্রকার গুরুকে যদি কেহ আনুষ্ঠানিকভাবে পূজাই করে, তবে তাহাতে কী ক্ষতি হইতে পারে? যদি খ্রীষ্ট, কৃষ্ণ কিংবা বুদ্ধকে পূজা করিলে কোন ক্ষতি না হয়, তবে যে পুরুষপ্রবর জীবনে চিন্তায় কিংবা কর্ম্মে লেশমাত্র অপবিত্র কিছু করেন নাই, যাঁহার অন্তর্দৃষ্টিসঞ্জাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি অন্য সকল একদেশদর্শী অবতার-প্রথিত পুরুষগণ অপেক্ষা ঊর্দ্ধতর স্তরে বিদ্যমান—তাঁহাকে পূজা করিলে কী ক্ষতি হইতে পারে? দর্শন বিজ্ঞান বা অপর কোন বিদ্যার সহায়তা না লইয়া এই মহাপুরুষই জগতের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম সত্যের এই তথ্য প্রচার করিলেন যে, "সত্য সকল ধর্ম্মে নিহিত আছে", শুধু ইহা বলিলেই চলিবে না, প্রত্যুত সকল ধর্ম্মই সত্য; আর এই তথ্যই জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

কিন্তু এ মতও আমরা জোর করিয়া কাহারও উপর চাপাই না, আমার গুরুভাইদের মধ্যে কেহই আপনাকে এমন কথা বলে নাই যে তাঁহার গুরুকেই সকলের পূজা করিতে হইবে—ইহা কখনই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি কেহ ঐরূপ পূজা করে তবে তাহাকে বাধা দিবার অধিকারও আমাদের নাই। কেনই বা থাকিবে? তাহা হইলে এই সমাজের যে

অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য জগৎ লক্ষ্য করিয়াছে, এখানে যে দশজন লোক দশটি ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াও পরিপূর্ণ সাম্যের মধ্যে বসবাস করিতেছে—এই ভাবটি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। দেওয়ানজি, ঈশ্বর মহান ও করুণাময়—ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করুন, আরও বহু কিছু দেখিতে পাইবেন।

আমরা যে প্রত্যেকটি ধর্ম্মমতকে শুধু বরদাস্ত করি তাহা নহে, পরন্তু উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকি এবং সেই তত্ত্বই প্রভুর সহায়তায় জগতে প্রচার করিতে আমি চেষ্টা করিতেছি।

কোন জাতির কিংবা ব্যক্তির পক্ষে বড় হইতে হইলে তিনটি বস্তুর প্রয়োজন—

(১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস।

(২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব।

(৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট তাহাদিগকে সহায়তা করা।

কি কারণে হিন্দুজাতি তাহার অদ্ভুত বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণাবলী সত্ত্বেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? আমি বলি, হিংসা। এই দুর্ভাগা হিন্দুজাতি পরস্পরের প্রতি যেরূপ জঘন্যভাবে ঈর্ষান্বিত এবং পরস্পরের যশখ্যাতিতে যেভাবে হিংসাপরায়ণ তাহা কোন কালে কোথায়ও দেখা যায় নাই। যদি আপনি কখনো পাশ্চাত্ত্যদেশে আসেন, তবে এতদ্দেশ-বাসীর মধ্যে এই হিংসার অভাবই সর্ব্বপ্রথম আপনার নজরে পড়িবে। ভারতবর্ষে তিন জন লোকও পাঁচ মিনিট কাল একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে পারে না। প্রত্যেকেই ক্ষমতার জন্য কলহ করিতে সুরু করে—ফলে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিই দুরবস্থায় পতিত হয়। হায় ভগবান! কবে আমরা হিংসা না করিবার শিক্ষা লাভ করিব!

এইরূপ একটি জাতির মধ্যে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, এমন একদল লোক সৃষ্টি করা, যাহারা মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য স্নেহ-ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে— ইহা কি বিস্ময়কর নহে? এই দলের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, এই অদ্ভুত উদারভাব অপ্রতিহতবেগে সমগ্র ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িবে এবং এই দাসজাতির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত উৎকট অজ্ঞতা, ঘৃণা, অন্ধসংস্কার, জাতিবিদ্বেষ ও হিংসা প্রভৃতি সত্ত্বেও সমগ্রদেশকে বিদ্যুৎশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

এই মহাসমুদ্রের সর্ব্বব্যাপী বদ্ধতার মধ্যে যে কয়েকটি মহাপ্রাণ মনীষী প্রস্তরস্তূপের মত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—আপনি তাঁহাদের অন্যতম। ভগবান আপনাকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করুন। ইতি

চিরবিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ

(৭৩) ইং

৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,

আমি তোমার সব চিঠিই পেয়েছিলুম; কিন্তু কি জবাব দেব, ভেবে পাই নি। তোমার শেষ চিঠিখানিতে আশ্বস্ত হলুম। . . . বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র এতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করতে পারে, এই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত; কিন্তু এতে আবার গোঁড়ামি আসবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হবার আশঙ্কা আছে।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু এতে আশঙ্কা এই পাছে উহা শুষ্ক পাণ্ডিত্যে

দাঁড়ায়। ভক্তি খুব বড় ও ভাল জিনিস, কিন্তু এতে নিরর্থক ভাবপ্রবণতা এসে আসল জিনিসটাই নষ্ট হবার যথেষ্ট ভয় আছে। এই সবগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষগণ কালেভদ্রে জগতে এসে থাকেন। তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শ-স্বরূপ সামনে রেখে আমরা এগুতে পারি। আমাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে হয়ত একজনও সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে না; তবু আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান, ভাবসাম্য ও ভাবসামঞ্জস্য বিধান এবং পরস্পরের অভাব পরিপূর্ণ করার সাহায্যে সমষ্টিগতভাবে উহা পেতে পারি। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হলো না বটে, কিন্তু এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হলো, আর সেটা অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্মমত হতে একটা সুনিশ্চিত উন্নতির সোপানে প্রতিষ্ঠিত, তাতে সন্দেহ নেই।

কোন ধর্ম্মকে ফলপ্রসূ হতে হলে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার; অথচ যাহাতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব না আসে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা এইজন্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে চাই। সম্প্রদায়ের যেসকল উপকারিতা তাও তাতে পাব, আবার তাতে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের উদারভাব থাকবে।

ভগবান যদিচ সর্ব্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই; সুতরাং তাঁকেই কেন্দ্র করে আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে; অথচ প্রত্যেকের তাঁকে নিজের ভাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকবে—কেউ আচার্য্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা, কেউ ঈশ্বর, কেউ আদর্শ পুরুষ, কেউ বা মহাপুরুষ—যার যা খুসি।

আমরা সামাজিক সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ কিছুই প্রচার করি না। তবে বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেরই সমান অধিকার, আর তাঁর শিষ্যদের ভেতর যাতে কি মতে, কি কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এইটির দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি। সমাজ আপনার ভাবনা আপনি ভাবুক গে। আমরা কোন মতাবলম্বীকেই বাদ দিতে চাই না—তা সে নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীই হোক বা 'সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ' এই মতে বিশ্বাসবানই হোক, অদ্বৈতবাদীই হোক বা বহুদেবে বিশ্বাসীই হোক, অজ্ঞেয়বাদীই হোক বা নাস্তিকই হোক। কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তাকে কেবল এইটুকুমাত্র করতে হবে যে, তাকে এমন চরিত্র গঠন করতে হবে, তা যেমন উদার, তেমনই গভীর।

অপরের অনিষ্টকর না হলে আচার-ব্যবহার, চরিত্রগঠন বা খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও আমরা কোন বিশেষ নৈতিক মতের পোষণ করি না। তাদের এইটুকু লক্ষণ বলে, আমরা লোককে তারপর নিজের বিচারের উপর নির্ভর করতে বলি—"যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম্ম, আর যাতে তাঁর মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম্ম।"

তারপর কোন্ পথ তার ঠিক উপযোগী, কোন্‌টাতে তার উপকার হবে, সে বিষয় প্রত্যেকে নিজে নিজে বেছে নিয়ে সেই পথে যাক্; এ বিষয়ে আমরা সকলকে স্বাধীনতা দিই। যথা একজনের হয়ত মাংস খেলে উন্নতি সহজে হতে পারে, আর একজনের ফলমূল খেয়ে থাকলে হয়। যার যা নিজের ভাব, সে তা করুক। কিন্তু একজন যা করছে, তা যদি অপরে করে, তার ক্ষতি হতে পারে বলে সেই অপরের কোন অধিকার নেই যে, সে তাকে গাল দেবে, অপরকে নিজের মতে নিয়ে

যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করা ত দূরের কথা। কতকগুলি লোকের হয়ত সহধর্ম্মিণী দ্বারা উন্নতির খুব সাহায্য হতে পারে, অপরের পক্ষে হয়ত তাতে বিশেষ ক্ষতি করে। তা বলে অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহিত শিষ্যকে বলবার কোন অধিকার নেই যে, সে ভুল পথে যাচ্ছে, জোর করে তাকে নিজের মতে আনবার চেষ্টা ত দূরের কথা।

আমাদের বিশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত, আর একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাৎ কেবল এই—কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল। আমাদের বিশ্বাস—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর ভৌতিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই—এক আত্মাই বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

আমাদের বিশ্বাস—ইহাই বেদের সার রহস্য।

আমাদের বিশ্বাস—প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে এইভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলে চিন্তা করা ও তার সহিত সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত, আর তাকে কোনমতে বা কোনরূপে ঘৃণা, নিন্দা বা কোনরূপে তার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নয়। আর ইহা যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য তা নয়, সকল নর-নারীরই ইহা কর্ত্তব্য।

আমাদের বিশ্বাস—আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই বা তাতে অপূর্ণতা নাই।

আমাদের বিশ্বাস—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও এ কথা নাই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম্ম বা জাতিভেদ আছে।

এই হেতু যাঁরা বলেন, "ধর্ম্ম আবার সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কি বলবে?" তাঁদের সহিত আমরা একমত; কিন্তু তাঁদের আবার আমাদের এ কথা মানতে হবে যে, তা হলেই ধর্ম্মেরও কোনরূপ সামাজিক বিধান দেবার বা সকল জীবের মধ্যে বৈষম্যবাদ প্রচার করবার কোন অধিকার নেই, কারণ ধর্ম্মের লক্ষ্যই হচ্ছে—এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা।

যদি এ কথা বলা হয়, এই বৈষম্যের ভিতর দিয়ে গিয়েই আমরা চরমে সমত্ব ও একত্বভাব লাভ করব, তাতে আমাদের উত্তর এই তাঁরা যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলো বলছেন, সেই ধর্ম্মেই পুনঃপুনঃ বলেছে, পাঁক দিয়ে পাঁক ধোয়া যায় না।

বৈষম্যের ভিতর দিয়ে সমত্বে যাওয়া কি রকম, না, যেন অসৎকার্য্য করে সৎ হওয়া।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সামাজিক বিধানগুলো সমাজের নানা প্রকার অবস্থাসঙ্ঘাত হতে উৎপন্ন—ধর্ম্মের অনুমোদনে। ধর্ম্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে যে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম্ম হাত দিলেন; কিন্তু এখন আবার ভণ্ডামি করেই এবং নিজেই নিজের খণ্ডন করে বলছেন, "সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ?" ঠিক কথা! এখন দরকার হচ্ছে যেন ধর্ম্ম সমাজসংস্কারে না দাড়ান, কিন্তু আমরা সেইজন্যই একথাও বলি, ধর্ম্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন, অন্ততঃ বর্ত্তমানকালে। অপরের অধিকারে হাত দিতে যেও না, আপনার সীমার ভিতর আপনাকে রাখ, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

১ম। শিক্ষা হচ্ছে,—মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্ত্তমান, তাঁরই প্রকাশ।

২য়। ধর্ম্ম হচ্ছে,—মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম হতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ।

সুতরাং উভয় স্থলেই শিক্ষকের কার্য্য কেবল পথ থেকে সব অন্তরায় সরিয়ে দেওয়া। আমার ঐ যে সদা উচ্চারিত বাণী, "অপরের অধিকারে হাত দিও না," এ হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য,—রাস্তা সাফ করে দেওয়া—তিনি সব করেন!

সুতরাং তোমরা যখন বারবার ভাব যে ধর্ম্মের কাজ কেবল আত্মাকে নিয়ে, সামাজিক বিষয়ে উহার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, তখন তোমাদের এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, যে অনর্থ আগে থেকেই হয়ে গিয়েছে সে সম্বন্ধেও ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। এ কি রকম জান? যেন কোন লোক জোর করে একজনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে। এখন সে ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছে তখন প্রথম ব্যক্তি নাকীসুরে কান্না সুরু করলে আর মানুষের অধিকাররূপ মতবাদ যে কত পবিত্র তা প্রচার করতে লাগল!

পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্ছে!

তোমরা মাংসাহারী ক্ষত্রিয়দের কথা বলছ। ক্ষত্রিয়েরা মাংস খাক্, আর নাই খাক্, তারাই হিন্দুধর্ম্মের ভিতর যা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিস রয়েছে তার জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিলেন কারা? রাম কি ছিলেন? কৃষ্ণ কি ছিলেন? বুদ্ধ কি ছিলেন? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়েছেন, তাঁরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন; আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন,

তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারু কাছে শুনে নাও। গীতায় সকল নরনারী, সকল জাতি, সকল বর্ণের জন্য পথ উন্মুক্ত রয়েছে; আর ব্যাস গরিব শূদ্রদের বঞ্চিত করবার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত মানে করছেন। ঈশ্বর কি তোমাদের মত শঙ্কিতমনা আহাম্মক যে, এক টুক্‌রো মাংসে তাঁর দয়া-নদীতে চড়া পড়ে যাবে? যদি তাই হয়, তবে তাঁর মূল্য এক কানাকড়িও নয়। যাক্‌, ঠাট্টা থাক্‌,—কি প্রণালীতে তোমাদের চিন্তাকে নিয়মিত করতে হবে, এই চিঠিতে তার গোটা কতক সঙ্কেত দিলাম।

আমার কাছ থেকে কিছু আশা করো না। তোমাকে আমি পূর্ব্বেই লিখেছি ও বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস এই, মান্দ্রাজীদের দ্বারাই ভারতের পরিত্রাণ হবে। তাই বলছি, হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে গোটা কতক লোক এই নূতন ভগবান রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই নূতনভাবে একেবারে মেতে উঠতে পার কি? ভেবে দেখো; উপাদান সংগ্রহ করে একখানা সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণ-জীবনী লেখ দেখি। সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনাসমাবেশ করো না—অর্থাৎ জীবনীটি লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণস্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাকবে। খবরদার, তার মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিত ব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাকবে, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া, আর জীবনীটি তারই উদাহরণস্বরূপ হবে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা ইতর সাধারণের জন্য নয়। আমি নিজে অযোগ্য হলেও আমার উপর একটি কর্ত্তব্য ন্যস্ত ছিল—যে রত্নের কৌটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, তা মান্দ্রাজে নিয়ে এসে তোমাদের হাতে দেওয়া।

কপট, হিংসুক, দাসভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তারা কখন কিছু করতে পারে না। ঈর্ষ্যাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। এমন কি, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান পর্য্যন্ত এই ঈর্ষ্যার দরুণ কিছু করতে পারেন না। . . .

আমাকে মনে কর, আমার যা কিছু করবার সব করে শেষ করেছি— এখন মরে গেছি ; এইটি ভাব যে, সব কাজের ভার তোমাদের ঘাড়ে। হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, ভাব যে তোমরা এই কাজ করবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। তোমরা কাজে লাগো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভুলে যাও, কেবল রামকৃষ্ণকে প্রচার কর, তাঁর উপদেশ, তাঁর জীবনী প্রচার কর। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলো না। জাতিভেদের স্বপক্ষে বিপক্ষে কিছু বলো না, অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বলবার দরকার নেই। কেবল লোককে বল, "গায়ে পড়ে কারু অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যেও না," তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আলাসিঙ্গা, জি. জি. বালাজি ও ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কর, তারা এটা পারবে কি না ?

সাহসী, দৃঢ়নিষ্ঠ, প্রেমিক যুবকবৃন্দ, তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমাদেরই
বিবেকানন্দ

(৭৪) ইং

(হেল্ ভগিনীগণকে লিখিত) ডেট্রয়েট্

১২ই মার্চ্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি এখন মিঃ পামারের অতিথি। ইনি বড় চমৎকার লোক। পরশু রাত্রে ভোজ দিলেন এঁর একদল প্রাচীন বন্ধুকে ; তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের উপর। ইনি দলটিকে বলেন, "পুরান বন্ধুদের আড্ডা।" এক নাট্যশালায় বক্তৃতা দিলাম আড়াই ঘণ্টা ; সকলেই খুব খুশী। এইবার বষ্টন আর নিউইয়র্কে যাচ্ছি। এখানকার আয় দিয়েই ওখানকার খরচ কুলিয়ে যাবে। ফ্ল্যাগ্ ও অধ্যাপক রাইটের ঠিকানা মনে নাই। মিশিগানে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি না। মিঃ হলডেন্ আজ প্রাতে খুব বোঝাচ্ছিলেন আমাকে মিশিগানে বক্তৃতা দেবার জন্য। আমার কিন্তু এখন বষ্টন ও নিউইয়র্ক একটু ঘুরে দেখবার আগ্রহ। সত্য কথা বলতে কি! যতই আমি জনপ্রিয় হচ্ছি এবং আমার বাগ্মিতার উৎকর্ষ হচ্ছে, ততই আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। এ যাবৎ যতগুলি বক্তৃতা দিয়েছি তার মধ্যে শেষেরটাই সর্ব্বোত্তম। শুনে মিঃ পামার ত আনন্দে আত্মহারা ; আর শ্রোতারা এমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান যে বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পর তবে আমি জানতে পারলাম যে এত দীর্ঘকাল ধরে বলেচি। শ্রোতার অমনোযোগ বা চাঞ্চল্য বক্তার অগোচর থাকে না। যাক্ এসব বাজে জিনিস থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন—আমার এসব ভাল লাগে না। ঈশ্বর করেন ত বষ্টন বা নিউইয়র্কে বিশ্রামের অভিপ্রায়। তোমরা সকলে আমার প্রীতি জেনো। চিরসুখী হও। ইতি

তোমাদের স্নেহের ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(৭৫) ইং

(হেল্ ভগিনীগণকে লিখিত)

ডেট্রয়েট,

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯৪

প্রিয়—,

বুড়ো পামারের সঙ্গে আমার বেশ জমেছে। বৃদ্ধ সজ্জন ও সদানন্দ। আমার বক্তৃতার জন্য মাত্র একশো সাতাশ ডলার পেয়েছি। সোমবার আবার ডেট্রয়েটে বক্তৃতা দেব। তোমাদের মা আমাকে বলছেন লীনের (Lynn) এক মহিলাকে চিঠি দিতে। আমি ত তাঁকে কখনও দেখিও নি। বিনা পরিচয়ে লেখা ভদ্রতাসঙ্গত হবে কি? মহিলাটির নামে বরং ডাকে একটি ছোট পরিচয়পত্র আমাকে পাঠিও। আর লীনই বা কোথায়? হাঁ, আমার সম্বন্ধে সব চেয়ে মজার কথা লিখেছে এখানকার এক সংবাদপত্র—"ঝঞ্ঝা-সদৃশ হিন্দুটি এখানে মিঃ পামারের অতিথি, মিঃ পামার হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন; তবে তাঁর জেদ, দুইটি বিষয়ে কিছু অদল-বদল চাই—জগন্নাথদেবের রথ টানবে তাঁর লগ্ হাউস্ ফার্ম্মের 'পার্চেরন্' জাতীয় অশ্ব, আর তাঁর জার্সী গাভীগুলিকে হিন্দুর গোদেবী-সম্প্রদায়ভুক্ত করে নিতে হবে।" এই জাতীয় অশ্ব ও গাভী মিঃ পামারের লগ্ হাউস্ ফার্ম্মে বহু আছে ও এগুলি তাঁর খুব আদরের।

প্রথম বক্তৃতা সম্পর্কে বন্দোবস্ত ঠিক হয় নি। হলের ভাড়াই লেগেছিল একশো পঞ্চাশ ডলার। হল্ডেন্‌কে ছেড়ে দিয়েছি। অন্য একজন জুটেছে, দেখি এর ব্যবস্থা ভাল হয় কি না। মিঃ পামার আমায় সারাদিন হাসান। আগামী কাল ফের এক নৈশভোজ হবে। এ পর্য্যন্ত

সব ভালই যাচ্ছে, কিন্তু জানি না কেন এখানে আসা অবধি মন বড় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে।

বক্তৃতা এবং নানা বাজে কাজে আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। শত বিচিত্র রকমের মনুষ্যনামধারী কতকগুলি জীবের সহিত মিশে মিশে আমি উত্ত্যক্ত হয়ে পড়েছি। আমার বিশেষ পছন্দের বস্তুটি যে কি তা বলেছি। আমি লিখতেও পারি না, বক্তৃতা করতেও পারি না; কিন্তু আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে পারি, আর উহার ফলে যখন উদ্দীপ্ত হই তখন বক্তৃতায় অগ্নিবর্ষণ করতে পারি। কিন্তু তা অল্প, অতি অল্পসংখ্যক বাছাই-করা লোকের মধ্যেই হতে পারে। তাদের যদি ইচ্ছা হয় ত আমার ভাবগুলি জগতে প্রচার করুক—আমি কিছু করব না। ইহা কাজের একটা যুক্তিযুক্ত বিভাগ মাত্র। একই ব্যক্তি কখনও একই কালে চিন্তা ও তার চিন্তার প্রচার করতে সক্ষম হয় নাই। ঐভাবে যে সকল ভাব প্রচারিত হয় তাহাদের মূল্য খুব বেশী নয়। চিন্তার জন্য, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক চিন্তার জন্য, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতার এই দাবী, এবং মানুষ যে যন্ত্রবিশেষ নয়—এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাই যেহেতু সব ধর্ম্মচিন্তার সার কথা, অতএব বিধিবদ্ধ যান্ত্রিক ধারা অবলম্বনে এই চিন্তা অগ্রসর হতে পারে না। যান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতার স্তরে সব কিছুকে টেনে নামাবার এই যে প্রবৃত্তি, তাই আজ পাশ্চাত্ত্যকে অপূর্ব্ব সম্পদশালী করেছে সত্য, কিন্তু ইহাই আবার তার নিকট হতে সবরকম ধর্ম্মকে বিতাড়িত করেছে। যৎসামান্য যা কিছু অবশিষ্ট আছে তাকেও পাশ্চাত্ত্য যথাপদ্ধতি কসরতে পর্য্যবসিত করেছে।

আমি বাস্তবিকই 'ঝঞ্ঝা' সদৃশ নই। বরং ঠিক তার বিপরীত। আমার যা কাম্য তা এখানে লভ্য নয় এবং এই 'ঝঞ্ঝাবর্ত্তময়' আবহাওয়াও

আমি আর সহ্য করতে পারছি না। পূর্ণত্বলাভের পথ এই যে, নিজের ঐরূপ চেষ্টা করতে হবে এবং অন্যান্য স্ত্রী, পুরুষ যারা সচেষ্ট তাদিগকে যথাশক্তি সাহায্য করতে হবে। বেনাবনে মুক্তা ছড়িয়ে সময়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপব্যয় করা আমার কর্ম্ম নয়—মুষ্টিমেয় কয়েকটি মহামানব সৃষ্টি করাই আমার ব্রত।

এইমাত্র ফ্ল্যাগের এক পত্র পেলাম। বক্তৃতা-ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করতে অক্ষম। তিনি বলেন, "আগে বষ্টনে যান।" যাক্, বক্তৃতা দেবার সাধ আমার আর নাই। এই-যে আমাকে দিয়ে ব্যক্তি বা শ্রোতাবিশেষকে খুশী করবার চেষ্টা—এটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। যা হোক, এ দেশ হতে চলে যাবার আগে অন্ততঃ দু-এক দিনের জন্যও চিকাগোয় ফিরে যাব।

ঈশ্বর তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমাদের চিরকৃতজ্ঞ ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(৭৬) ইং

(মিস্ মেরী হেল্‌কে লিখিত)

ডেট্রয়েট

১৮ই মার্চ্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী মেরী,

কলকাতার চিঠিখানা আমাকে পাঠানর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানবে। গুরুদেব সম্বন্ধে অনেক কথাই তুমি আমার কাছে শুনেছ। তাঁরই জন্মতিথি-অনুষ্ঠানের এক ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ সম্পর্কে এই চিঠিখানি কলকাতার গুরুভায়েরা আমাকে লিখেছেন। সুতরাং পত্রটি তোমাকে

ফেরৎ পাঠাচ্ছি। পত্রে আরও লিখেছে যে 'ম—' কলকাতায় ফিরে গিয়ে রটাচ্ছে যে বিবেকানন্দ আমেরিকায় সব রকমের পাপ কাজ করছে। . . . এই ত তোমাদের আমেরিকার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক পুরুষ। তাদেরই বা দোষ কি? যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী না হওয়া পর্য্যন্ত—অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ প্রত্যক্ষ না করলে, আধ্যাত্মিক রাজ্যের সঠিক সন্ধান না পেলে, মানুষ বস্তু ও অবস্তুর, বাগাড়ম্বর ও জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের, ও এ জাতীয় অপরাপর বিষয়ের পার্থক্য ধরতে পারে না। 'ম—' বেচারীর এতদূর অধঃপতনে আমি বিশেষ দুঃখিত। ভগবান ভদ্রলোককে কৃপা করুন।

পত্রে সম্বোধনাংশ ইংরেজিতে। নামটী আমার বহু আগেকার; লেখক শৈশবের এক সাথী; এখন আমার ন্যায় সন্ন্যাসী। বেশ কবিত্বপূর্ণ নাম। নামের অংশমাত্র লিখেছে, সবটা হচ্ছে 'নরেন্দ্র', অর্থাৎ 'মানুষের সেরা' ('নর' মানে 'মানুষ', আর 'ইন্দ্র' মানে 'রাজা', 'অধিপতি') —হাস্যাস্পদ নয় কি? আমাদের দেশে নাম সব এইরকমেরই। নাচার! আমি কিন্তু নামটি যে ছাড়তে পেরেছি তাতে খুব খুসী।

আমি বেশ ভাল আছি। আশা করি তোমাদের কুশল। ইতি

তোমার ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(৭৭)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

জর্জ্জ ডবলিউ হেলের বাটী
৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ
চিকাগো, ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

এদেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই। কিন্তু হরিদাস ভাইয়ের পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। G. C. Ghose এবং তোমরা যে হরিদাস ভাইএর যথোচিত খাতির করিয়াছ, তাহা বড়ই ভাল।

এদেশে আমার কোনও অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এদেশে যেমন গরম তেম্নি শীত। গরমি কলিকাতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু হাত তিন হাত কোথাও ৪।৫ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই। বরফ তো ছোট জিনিস। যখন পারা জিরোর উপর ৩২ দাগ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান। উত্তরভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আল্‌কোহল্ থার্‌মোমিটার ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০ ডিগ্রিরও নীচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না। আমার বোধ ছিল বরফ পড়া একটা বড় ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় একরকম

নেশা হয়। গাড়ী চলে না, স্লেজ চক্রহীন ঘস্‌ড়ে যায়! সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের (হ্রদের) উপর হাতী চলে যেতে পারে। নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর!!! কিন্তু আমি বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল, তার পর গরজের দায়ে একদিন রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা লেকচার করে বেড়াচ্চি। গাড়ী ঘরের মত Steam pipe (ষ্টিম পাইপ্—নলযোগে চালিত বাষ্প) যোগে খুব গরম, আর চারিদিকে বরফের রাশি ধপ্‌ধপে সাদা—সে অপূর্ব্ব শোভা।

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কান খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশিকৃত গরম কাপড়, তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাহিরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাঁড়িতে জমে যাচ্চেন। তাতে তামাসা কি জান? বাড়ীর ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ীর ভেতর গরম কিনা, তাই। প্রত্যেক ঘরে সিঁড়িতে Steam pipe গরম রাখচে। কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে এরা অদ্বিতীয়, পয়সা রোজকারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়। কুলীর রোজ ৬৲ টাকা, চাকরের তাই, ৩৲ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই। ২৪৲ টাকায় মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০৲ টাকায় একটা পোষাক। যেমন রোজকার, তেমনই খরচ। একটা লেকৃচার ২০০।৩০০।৫০০।২০০০।৩০০০৲ পর্য্যন্ত। আমি ৫০০৲ টাকা[১] পর্য্যন্ত পাইয়াছি। অবশ্য—আমার এখানে এখন পোয়া-

১ বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজী একটি Lecture Bureauর (বক্তৃতা কোম্পানি—ইহারা ভাল ভাল বক্তা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকে

বারো। এরা আমায় ভালবাসে, হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে।

প্রভুর ইচ্ছায় মজুমদার মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো শুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়তে লাগল, তখন মজুমদার ভায়ার মনে আগুন জ্বললো! . . . দাদা, আমি দেখেশুনে অবাক! বল্ বাবা, আমি কি তোর অন্নে ব্যাঘাত করেছি? তোর খাতির ত যথেষ্ট এদেশে। তবে আমার মত তোদের হল না, তা আমার কি দোষ? . . . আর মজুমদার পার্লামেণ্ট ও রিলিজিয়নের পাদ্রীদের কাছে আমার যথেষ্ট নিন্দা করে, "ও কেউ নয়, ঠক্ জোচ্চোর; ও তোমাদের দেশে এসে বলে, 'আমি ফকীর'" ইত্যাদি বলে তাদের মন আমার উপর যথেষ্ট বিগড়ে দিলে। ব্যারোজ প্রেসিডেন্টকে এমনি বিগড়ালে যে, সে আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও কয় না। তাদের পুস্তকে প্যাম্পলেটে যথাসাধ্য আমায় দাবাবার চেষ্টা; কিন্তু গুরু সহায় বাবা! মজুমদার কি বলে? সমস্ত আমেরিকান নেশন যে আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, টাকা দেয়, গুরুর মত মানে—মজুমদার করবে কি? পাদ্রী ফাদ্রীর কি কর্ম্ম? আর এরা বিদ্বানের জাত। এখানে "আমরা বিধবার বে দিই" আর "পুতুল পূজা করি না" এসব আর চলে না—

এবং বক্তৃতার সমুদয় বন্দোবস্ত করে। টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায়, তাহার কতকাংশ ঐ বক্তাকে দিয়া থাকে) সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে অনেকে ইঁহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, পয়সা না লইলে তথায় কেহ বক্তৃতা শুনে না। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন, ইহাতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করা অসম্ভব, তখন ইহাদের সহিত সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বক্তৃতালব্ধ অর্থের অধিকাংশ ভারতের নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া বিনা পয়সায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

পাদ্রীদের কাছে কেবল চলে। ভায়া, তার ফিলসফি learning (বিদ্যা) ফাঁকা গপ্পি আর চলে না।

ধর্ম্মপাল ছোকরা বেশ। বিদ্যাবুদ্ধি নাই; কিন্তু ভাল মানুষ। তার এদেশে যথেষ্ট আদর হয়েছিল।

দাদা, মজুমদারকে দেখে আমার আক্কেল এসে গেল। বুঝতে পারলুম . . . "যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং, তে কে ন জানীমহে" (ভর্ত্তৃহরি)।[১]

ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। আমাদের ভিতরও খুব আছে। আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হাম্‌বড়া, আর কেউ বড় হবে না।

এদেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষু" (যিনি পুণ্যবানদের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এদেশে, আর "পাপাত্মনাং হৃদয়েষলক্ষ্মীঃ" (পাপাত্মগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝ। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম। "ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ" ইত্যাদি। (তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি লজ্জাস্বরূপিণী)। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" (যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এদেশের বরফ যেমনি সাদা তেমন হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন তেমনি পবিত্র। আর আমাদের দশ বৎসরের বেটা-বিউনিরা !!! প্রভো, এখন বুঝতে পারছি। আরে দাদা, "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" (যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা হন দেবতারাও তথায় আনন্দ

১ যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তাহারা যে কিরূপ লোক, তাহা বলিতে পারি না।

করেন) বুড়ো মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী ; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ্, আকাশ পাতাল ভেদ !! "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ।"—ঈশ-উপ। (যথোপযুক্তভাবে কর্ম্মফল বিধান করেন)। প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন ? প্রভু বলেছেন, "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী," ইত্যাদি। —শ্বেতাশ্বতর-উপ। (তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)। আর আমরা বলছি—"দূরমপসর রে চণ্ডাল।" (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা)। "কেনৈষা নিৰ্ম্মিতা নারী মোহিনী," ইত্যাদি। (কে এই মোহিনী নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে ?) ওরে ভাই, দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার ! মন্দিরে যে দেব-দাসীদের নাচার ধূম ! যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম ? আমাদের কি আর ধর্ম্ম ? আমাদের "ছুঁৎমার্গ," খালি "আমায় ছুঁয়ো না," "আমায় ছুঁয়ো না"। হে হরি ! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দুহাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব, কি বাম হাতে, ডান দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক থেকে এবং ফট্ ফট্ স্বাহা, ক্রাং ক্রুং হুঁ হুঁ করে, তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে ? "কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালোহি দুরতিক্রমঃ।" (সকলেই নিদ্রিত হইয়া থাকিলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড় কঠিন)। তিনি জানিতেছেন, তাঁর চক্ষে কে ধুলো দেয় বাবা !

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশবিশ লাখ্ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ না নরক ! সে ধর্ম্ম,

না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এইটি তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি! এদেশ দেখেছি! কারণ বিনা কার্য্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি?

সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

(সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুইটি বাক্য আছে—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।)

সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape Comorin (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুক্‌রার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না।—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজি বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।

মনে কর, কতকগুলি সন্ন্যাসী যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোন্ কাম করে? তেমনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরিহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতিকল্পে বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কি না। (এ সমস্ত প্লান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখতে পারি না।) ফল কথা—

If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must come to the mountain.[১] গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসিতে পারে না, আর কবিতা ফবিতা পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses.* The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise them must come from inside, i. e., from the orthodox Hindus. In every country the evils exit not with but against religion. Religion therefore is not to blame—but men.[২]

এই করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি সহরে আমি ১০।১৫ জন লোক পাব। পয়সার চেষ্টায়

---

১ পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবে। অর্থাৎ গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখতে না পারে, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের শিখাতে হবে।

২ আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেইজন্যই ভারতে এত দুঃখ কষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই করতে হবে—নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের উঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে—গোঁড়া হিন্দুদেরই এ কাজ করতে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের দেশের ধর্মের দোষ নয়, ধর্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

তারপর ঘুরলাম, ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে !!! **Fools and dotards and Selfishness Personified**[১]—তারা দেবে ! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজকার করিব, করে দেশে যাব **and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life.**[২]

যেমন আমাদের দেশে **Social virtue**র (যে সকল গুণে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, সেই সকল গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে **spirituality** নাই, এদের **spirituality** দিচ্ছি, এরা আমায় পয়সা দিচ্ছে। কত দিনে সিদ্ধকাম হব জানি না, আমাদের মত এরা **hypocrite** (কপট) নয়, আর **jealousy** (ঈর্ষ্যা) একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর **depend** (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজকার করে নিজের **plans carry out** (উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত) করবো **or die in the attempt** (কিংবা ঐ চেষ্টায় মরবো)। "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।" (যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করা বরং ভাল।)

তোমরা হয় ত মনে করিতে পার, কি **Utopian nonsense** (অসম্ভব বাজে কথা) ! **You little know what is in me** (আমার ভিতর কি আছে, তোমরা মোটেই জান না)। আমাদের ভেতর যদি কেউ আমায় সহায়তা করে **in my plan** (আমার উদ্দেশ্য সফল করিতে) **all right** (খুব উত্তম) ; নহিলে কিন্তু গুরুদেব **will show me the way out** (আমাকে পথ দেখাইবেন)। ইতি। মাকে আমার কোটি

১ মূর্খ, ভীমরতিগ্রস্ত ও স্বার্থপরতার মূর্তি।

২ আর আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ জীবনের এই এক উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য লাগাবো

কোটি সাষ্টাঙ্গ দিবে। তাঁর আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বত্র মঙ্গল। এই পত্র বাহিরের লোকের নিকট পড়িবার আবশ্যক নাই। এইটি সকলকে বলিও, সকলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করিও—সকলে jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাকতে পারবে কি না; যদি না পারে, যারা হিংস্কুটেপনা না করে থাকতে পারে না, তাদের ঘরে যাওয়াই ভাল, আর সকলের কল্যাণের জন্য। ঐটে আমাদের জাতের দোষ, national sin (জাতীয় পাপ)!!! এদেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মত কূপমণ্ডুক ত দুনিয়ায় নাই। কোনও একটা নূতন জিনিস কোনও দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ নেই, "আর্য্য" বংশ !!! কোথায় বংশ তা জানি না!

.. এক লাখ লোকের দাবানিতে ৩০০ মিলিয়ান (ত্রিশ কোটি) কুকুরের মত ঘোরে, আর তারা "আর্য্যবংশ" !!!

কিমধিকমিতি—বিবেকানন্দ

(৭৮) ইং

(মিস্ মেরী হেল্‌কে লিখিত)

ডেট্রয়েট্

৩০শে মার্চ্চ, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনী,

তুমি ও মাদার চার্চ্চ (Mother Church) টাকা পেয়েছ জানিয়ে যে চিঠি দুখানি লিখেছ তা এইমাত্র একসঙ্গে পেলাম। খেতড়ীর পত্রটি পেয়ে সুখী হলাম; তোমাকে ওটি ফেরৎ পাঠাচ্ছি। পড়ে

দেখো—লেখক চাইছেন খবরের কাগজের কিছু কাটিং (cuttings)। ডেট্রয়েটের কাগজগুলির ছাড়া আর কিছু আমার কাছে নাই, তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমিও কিছু সংগ্রহ করতে পারলে পাঠিয়ে দিও—যদি অবশ্য সুবিধা হয়। ঠিকানা জান ত—এইচ্ এইচ্ দি মহারাজা অব্ খেতড়ী (H. H. The Maharaja of Khetri), রাজপুতানা (Rajputana), ইণ্ডিয়া (India)। চিঠিখানা কিন্তু তোমাদের ধার্মিক পরিবারের মধ্যেই যেন থাকে। মিসেস্ ব্রীড্ প্রথমে আমায় এক কড়া ঝাঁঝাল চিঠি দেন। আজ টেলিগ্রামে এক সপ্তাহের জন্য তাঁর আতিথ্যগ্রহণের নিমন্ত্রণ পেলাম। এর আগে নিউইয়র্ক থেকে মিসেস্ স্মিথের এক পত্র পেয়েছি—তিনি, মিস্ হেলেন গোল্ড্ ও ডাক্তার —আমাকে নিউইয়র্কে আহ্বান করছেন। আবার আগামী মাসের ১৭ তারিখে লীন ক্লাবের (Lynn Club) নিমন্ত্রণ আছে। প্রথমে নিউইয়র্কে যাব, তারপর লীনে তাদের সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হব।

ইতিমধ্যে যদি আমি চলে না যাই—মিসেস্ ব্যাগ্লির আগ্রহও তাই—তাহলে আগামী গ্রীষ্মে সম্ভবতঃ এনিস্কোয়ামে (Annisquam) যাব। মিসেস্ ব্যাগ্লি সেখানে এক সুন্দর বাড়ী বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। মহিলাটী বেশ ধর্মপ্রাণা (spiritual), মিঃ পামার কিন্তু বেশ একটু পানাসক্ত (spirituous)—তাহলেও সজ্জন। অধিক আর কি? আমি শারীরিক ও মানসিক বেশ ভাল আছি। স্নেহের ভগিনীগণ! তোমরা সুখী, চিরসুখী হও। ভাল কথা, মিসেস্ শার্মান নানা রকমের উপহার দিয়েছেন—নখ কাটবার ও চিঠি রাখবার সরঞ্জাম, একটী ছোট ব্যাগ্, ইত্যাদি ইত্যাদি—যদিও ওগুলি নিতে আমার আপত্তি ছিল, বিশেষ করে ঝিনুকের হাতলওয়ালা সৌখীন নখকাটা

সরঞ্জামটার বিষয়ে, তবুও তাঁর আগ্রহের জন্য নিতে হল। ঐ ব্রাস্ নিয়ে কি যে করব তা জানি না। ভগবান ওদের হেফাজত করুন। তিনি এক উপদেশও দিয়েছেন—আমি যেন এই আফ্রিকী পরিচ্ছদে ভদ্রসমাজে না যাই। তবে আর কি আমিও একজন ভদ্রসমাজের সভ্য। হাঁ! ভগবান আরও কি দেখতে হবে! বেশী দিন বেঁচে থাকলে কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতাই না হয়!

তোমাদের ধার্ম্মিক পরিবারের সকলকে অগাধ স্নেহ জানাচ্ছি। ইতি

তোমার ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(৭৯) ইং

নিউইয়র্ক

৯ই এপ্রেল, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার শেষ পত্রখানি কয়েকদিন আগে পেয়েছি। দেখ, আমাকে এখানে এত বেশী ব্যস্ত থাকতে হয় আর প্রত্যহ এতগুলো চিঠি লিখতে হয় যে, তুমি আমার কাছ থেকে সদাসর্ব্বদা পত্র পাবার আশা করতে পার না। যা হোক, এখানে যা কিছু হচ্ছে, যাতে তুমি মোটামুটি জানতে পার, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করে থাকি। আমি ধর্ম্ম-মহাসভাসম্বন্ধীয় একখানি বই তোমায় পাঠাবার জন্য চিকাগোয় লিখব। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চিত আমার দুটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা পেয়েছ।

সেক্রেটারী সাহেব আমায় লিখেছেন, আমার ভারতে ফিরে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ, ভারতই আমার কার্য্যক্ষেত্র। এতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল

জ্বালতে হবে যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে। অতএব ব্যস্ত হয়ো না, ঈশ্বরেচ্ছায় সবই সময়ে হবে। আমি আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে বক্তৃতা করেছি এবং ওতে যে টাকা পেয়েছি, তাতে এখানকার ভয়ানক খরচ বহন করেও ফেরবার ভাড়া যথেষ্ট থাকবে। আমার এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল বন্ধু হয়েছে—তার মধ্যে কতকগুলির সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অবশ্য গোঁড়া পাদরিরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গালমন্দ নিন্দাবাদ করতে আরম্ভ করেছেন, আর ম— বাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চিত হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদ্‌মাস, আবার কলকাতায় গিয়ে তথাকার লোকদের বলছেন, আমি ঘোর পাপে মগ্ন, বিশেষতঃ আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছি !!! প্রভু তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোন ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য্য হয়। আমি তোমার ভগিনীপতির[১] লিখিত পুস্তিকাগুলি এবং তোমার পাগলা বন্ধুর আর একখানি পত্র পেয়েছি। যুগসম্বন্ধে প্রবন্ধটি বড় সুন্দর—উহাতে যুগের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই ত ঠিক ব্যাখ্যা; তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসে পড়েছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। এতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

একটা জিনিস করা আবশ্যক—যদি তা তোমরা পার। তোমরা মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পার? রামনাদের রাজা

১ অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য।

বা ঐরূপ একজন বড় লোক কাকেও সভাপতি করে ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পার যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাক)। তারপর সেই প্রস্তাবটি 'চিকাগো-হেরাল্ড', 'ইণ্টারওস্থান,' 'নিউইয়র্ক-সান' এবং ডিট্রয়ট (মিচিগান) থেকে প্রকাশিত 'কমার্শিয়াল-এড্ভার্টাইজার' কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিকাগো—ইলিনইস কাউন্টিতে অবস্থিত—নিউইয়র্ক-সানের আর বিশেষ ঠিকানার কোন আবশ্যক নাই। কয়েক কপি ধর্ম্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাবে—আমি তাঁর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গেছি, রাস্তাটার নাম ইণ্ডিয়ানা এভিনিউ। এক কপি ডিট্রয়েটের মিসেস্ জে. জে. ব্যাগ্লির নামে পাঠাবে—তাঁর ঠিকানা ওয়াশিংটন এভিনিউ। এই সভাটা যত বড় হয় করবার চেষ্টা করবে। যত বড় বড় লোককে পার, ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা করবে—তাদের ধর্ম্মের জন্য, তাদের দেশের জন্য তাদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজ ও তাঁর দেওয়ানের নিকট হতে সভা ও উহার উদ্দেশ্যের সমর্থন করে চিঠি নেবার চেষ্টা কর—খেতড়ি মহারাজের নিকট থেকেও ঐরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর—মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও উহাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা কর।

উঠ বৎসগণ—এই কাজে লেগে যাও। যদি তোমরা এটা করতে পার, তবে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কাজ করতে পারব নিশ্চিত।

প্রস্তাবটি এমন ধরণের হবে যে, মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা আমার এখানকার কাজে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি সম্ভব হয় এইটির জন্য চেষ্টা করো—এ তো আর বেশী কাজ নয়। সব জায়গা থেকে যতদূর পার আমাদের কাজে সহানুভূতি-প্রকাশ-পত্রও যোগাড় কর, ঐগুলি ছাপাও, আর যত শীঘ্র পার মার্কিন সংবাদপত্রসমূহে পাঠাও। বৎসগণ, এতে অনেকদূর কাজ হবে। এখানকার ব্রা— সমাজের লোকেরা যা তা বলছে—যত শীঘ্র হয়, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ করবো। আমার পত্রগুলির প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যতদিন না আমি ভারতে ফিরছি ততদিন এইগুলির যতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করা যেতে পারে। একবার কাজ করতে আরম্ভ করলে খুব হুজুগ মেতে যাবে, কিন্তু আমি কাজ না করে বাঙ্গালীর মত কেবল লম্বা লম্বা কথা কইতে চাই না।

ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় কলকাতার গিরিশ ঘোষ আর মিঃ মিত্র আমার গুরুদেবের ভক্তদের দিয়ে কল্‌কাতায় ঐরূপ সভার আহ্বান করাতে পারে। যদি পারে ত খুব ভালই হয়। কলকাতায় ওরা পারে ত সভা করে ঐ একই রকম প্রস্তাব করিয়ে নিতে বলবে। কলকাতায় হাজার হাজার লোক আছে যারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। . . .

আর বিশেষ কিছু লিখবার নাই। আমাদের সকল বন্ধুগণকে আমার সাদর সম্ভাষণাদি জানাবে—আমি সতত তাঁদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

পুঃ—সাবধান—পত্র লিখবার সময় আমার নামের আগে 'His Holiness' লিখ না। এখানে উহা অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার শুনায়। ইতি

বি

(৮০) ইং

(স্বামী সারদানন্দকে লিখিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
২০শে মে, ১৮৯৪

প্রিয় শরৎ,

আমি তোমার পত্র পাইলাম ও শশী আরোগ্যলাভ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমি তোমাকে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতেছি, শুন। যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ঐরূপে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করিবে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে না জানাইয়াও তুমি এরূপ করিতে পার। সহস্র মাইলের ব্যবধানেও এই কার্য্য চলিতে পারে। এইটি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আর কখনও অসুস্থ হইও না।

*　　　*　　　*

সান্যাল তাহার কন্যাগণের বিবাহের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া এত অস্থির হইয়াছে কেন, বুঝিতে পারি না। মোদ্দা কথা ত এই যে, সে নিজে যে সংসার হইতে পলায়নে ইচ্ছুক, তাহার কন্যাগণকে সেই পঙ্কিল সংসারে নিমগ্ন করিতে চাহে !!! এ বিষয়ে আমার একটি মাত্র সিদ্ধান্ত

থাকিতে পারে—ইহা সম্পূর্ণ নিন্দনীয়। বালক বালিকা যাহারই হউক না কেন, আমি বিবাহের নাম পর্য্যন্ত ঘৃণা করি। তুমি কি বলিতে চাও, আমি একজনের বন্ধনের সহায়তা করিব? কি আহাম্মক তুমি! যদি আমার ভাই মহিন আজ বিবাহ করে, আমি তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। আমি এ বিষয়ে স্থির সংকল্প। এখন বিদায়—

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৮১) ইং

চিকাগো

২৮শে মে, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার পত্রের উত্তর পূর্ব্বে দিতে পারি নাই, কারণ আমি নিউইয়র্ক ও বষ্টনের মধ্যে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম আর আমি ন—র পত্রের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমার সম্বন্ধে কিছু লিখবার পূর্ব্বে তোমাকে ন—র কথা কিছু বলিব। সে সকলকে নিরাশ করেছে। কতকগুলো বিট্‌কেল দুষ্ট লোক ও স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিয়া সে একেবারে গোল্লায় গিয়াছে—এখন কেউ তাহাকে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না। যাহা হউক, অধোগতির চরম সীমায় পৌছিয়া সে আমাকে সাহায্যের জন্য লেখে। আমিও তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। যাহা হউক, তুমি তাহার আত্মীয়স্বজনকে বলিবে, তাহারা যেন শীঘ্র তাহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ভাড়া পাঠায়। তাহারা কুক কোম্পানীর নামে টাকা পাঠাইতে পারে—তাহারা ওকে নগদ টাকা না দিয়া ভারতের একখানা টিকিট দেবে। আমার বোধ হয়, প্রশান্ত মহাসাগরের রাস্তায়

যাওয়াই তাহার পক্ষে ভাল—ঐ রাস্তার পথে কোথাও নামিয়া পড়িবার প্রলোভন কিছু নেই। বেচারা বিশেষ কষ্টে পড়িয়াছে—অবশ্য যাহাতে সে অনশনক্লেশ না পায়, সেই দিকে আমি দৃষ্টি রাখবো। ফটোগ্রাফ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই, এখন আমার নিকট একখানাও নাই—খানকতক পাঠাইবার জন্য অর্ডার দিব। খেতড়ির মহারাজকে আমি কয়েকখানা পাঠাইয়াছিলাম এবং তিনি তাহা হইতে কতকগুলি ছাপাইয়াছিলেন—ইতিমধ্যে তুমি তাহা হইতে কতকগুলি পাঠাইবার জন্য লিখিতে পার।

জানি না আমি কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার তাঁহার উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, তিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন।

আমাকে ছাড়িয়া কাজ করিবার চেষ্টা কর, যেন আমি কখন ছিলাম না। কোন ব্যক্তির বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করিও না। যাহা পার করিয়া যাও, কাহারও উপর কোন আশা রাখিও না। ধর্ম্মপাল যে তোমাদের বলিয়াছিল, আমি এদেশ থেকে যত ইচ্ছা টাকা পাইতে পারি, সে কথা ঠিক নয়। এবছরটা এদেশে বড়ই দুর্ব্বৎসর—উহারা নিজেদের দরিদ্রদেরই সব অভাব দূর করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, এরূপ সময়েও আমি যে উহাদের নিজেদের বক্তাদের অপেক্ষা অনেক সুবিধা করিতে পারিয়াছি, তাহার জন্য উহাদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

কিন্তু এখানে ভয়ানক খরচা হয়। যদিও প্রায় সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই আমি ভাল ভাল ও বড় বড় পরিবারের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছি, তথাপি টাকা যেন উড়িয়া যায়।

আমি বলিতে পারি না আগামী গ্রীষ্মকালে এদেশ হইতে চলিয়া যাইব কিনা; খুব সম্ভবতঃ না। ইতিমধ্যে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে

এবং আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে তোমরা সব করিতে পার। জানিয়া রাখ যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর অগ্রসর হও, হে বীরহৃদয় বালকগণ!

আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে। আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিল-প্রযত্ন হইও না। মনে রাখিবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে কার্য্য কর, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া সংঘবদ্ধ কর। বড় বড় কাজ কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্য্যন্ত নয়। উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহদাশয় বালকগণ! উঠে পড়ে লাগো! নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিসের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও—'তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ'—অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক,—আমি বিশ্বাস করি, তাঁর শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, 'উঠ, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না।' জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরী করিলে বিষণ্ণ হইও না বা নিরাশ হইও না। লেখায়, আচর-কাটায়, কি ফল? উৎসাহ,

বৎস, উৎসাহ—প্রেম, বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়!

সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। মান্দ্রাজের যে সকল মহানুভব ব্যক্তি আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাইতেছি। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা কার্য্যে শৈথিল্য না করেন। চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাক। অহঙ্কৃত হইও না। গোঁড়াদের মত জোর করিয়া কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কাজ কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্ব্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কৃত হইও না, বড় বড় কাজ এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে, জনসাধারণকে এবং দরিদ্রদিগকে সুখী করিতে হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে,—অদম্য, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাসী। সকলেই সম্মুখে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক। জয়! প্রভুর জয়!!

শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য আয়ার, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, ভট্টাচার্য্য এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণকে আমার গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা জানাইবে। তাঁহাদিগকে বলিবে, যদিও সময়াভাবে তাঁহাদিগকে কিছু লিখিতে পারি না, কিন্তু হৃদয়

তাঁহাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট আছে। আমি তাঁহাদিগের ধার কখন শুধিতে পারিব না। প্রভু তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি ফণ্ড করিবার চেষ্টা কর। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব ও অবনতদিগকে, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্য্যন্ত জড় কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই দল বাড়াইতে থাক—ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না—তখনই পার হইব বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পরিচালন ভাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা হইতে প্রকৃত কার্য্য, যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল। ভট্টাচার্য্যের গৃহে একটি সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি সেইগুলি ক্রয় কর। একটি কুটীর ভাড়া লও এবং কাজে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, কিন্তু ইহাই মুখ্য। যে কোনরূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের মধ্যে আমাদের প্রভাব বিস্তার করিতেই হইবে। কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের

এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কাজ কর। আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল, তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীরহৃদয় বালকগণ! প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো, লাগো, বৎসগণ! প্রভুর জয়! কিডিকে আমার ভালবাসা জানাইবে। আমি সেক্রেটারী সাহেবের পত্র পাইয়াছি।

তোমাদের স্নেহের

বিবেকানন্দ

(৮২) ইং

(শ্রীযুত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

জি. ডব্লিউ হেলের বাটী,

৫৪১ ডিয়ারবোর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো

২০শে জুন, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনার অনুগ্রহলিপি আজ পাইলাম। আপনার মত মহাপ্রাণ ব্যক্তিকে বিবেচনাহীন কঠোর মন্তব্য দ্বারা দুঃখ দিয়াছি বলিয়া আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছি। আপনার মৃদু সংশোধনসমূহ আমি নতমস্তকে মানিয়া লইলাম। "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" কিন্তু দেওয়ানজী সাহেব, একথা আপনি ভালভাবেই জানেন যে, আমার ভালবাসাই আমাকে ঐরূপ বলিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। অসাক্ষাতে যাহারা আমার দুর্নাম রটাইয়াছে তাহারা পরোক্ষভাবে আমার উপকার তো করেই নাই—পরন্তু আমাদের হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে আমেরিকার

জনসাধারণের নিকট আমার প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে একটি কথাও উক্ত না হওয়াতে ঐ সকল দুর্নাম যথেষ্ট ক্ষতির কারণই হইয়াছে। আমার দেশবাসী কেহ—আমি যে তাহাদের প্রতিনিধি—এ বিষয়ে একটি কথাও লিখিয়াছিল কি? কিংবা আমার প্রতি আমেরিকাবাসীদের সহৃদয়তার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক একটি বাক্যও কি তাহারা প্রেরণ করিয়াছে? পক্ষান্তরে ম—, বোম্বের না— নামে একব্যক্তি ও পুনার সা— নামে একটি কৃষ্টিয়ান মেয়ে আমেরিকাবাসীর নিকট তারস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছে যে আমি একটি পাকা ভণ্ড এবং আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই আমি প্রথম গেরুয়া ধারণ করিয়াছি। অভ্যর্থনার ব্যাপারে অবশ্য এই সকল প্রচারের ফলে আমেরিকায় কোন প্রভাব বিস্তারিত হয় নাই; কিন্তু অর্থসাহায্যের ব্যাপারে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি ঘটিয়াছে যে, আমেরিকাবাসিগণ আমার কাছে একেবারে হাত গুটাইয়া ফেলিয়াছে। এবং এই যে এক বৎসর যাবৎ আমি এখানে আছি—এর মধ্যে ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা লোকও এদেশবাসীকে একথাটি জানান উচিত মনে করেন নাই যে আমি প্রতারক নহি। ইহার উপর আবার মিশনারী সম্প্রদায় সর্ব্বদা আমার বিরুদ্ধে ছিদ্রানুসন্ধানে তৎপর হইয়াই আছে এবং ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পাদ্রীরা আমার বিরুদ্ধে যাহা বলিতেছে তাহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি এখানকার কাগজে প্রকাশ করিতেছে। আর আপনারা এইটুকু জানিয়া রাখুন যে এদেশের জনসাধারণ, খ্রীষ্টান ও হিন্দুতে ভারতবর্ষে যে কি পার্থক্য তাহার খুব বেশী সংবাদ রাখে না।

আমার এখানে আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য অন্য একটি বিশেষ কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। আমি সমস্ত বিষয়টি পুনর্ব্বার সবিস্তার আপনাকে বলিতেছি।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য জগৎ বিভিন্ন জাতিরূপে সংগঠিত, আর আমরা তাহা নহি। অর্থাৎ শিক্ষা ও সভ্যতা এখানে (পাশ্চাত্যে) সার্ব্বজনীন—জনসাধারণে উহা অনুপ্রবিষ্ট। ভারতবর্ষের ও আমেরিকার উচ্চবর্ণের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নাই সত্য, কিন্তু উভয়দেশের নিম্নবর্ণের মধ্যে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতবর্ষ জয় করা ইংরাজের পক্ষে এত সহজ হইয়াছিল কেন ? হেতু, তাহারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ জাতি ছিল আর আমরা তাহা ছিলাম না। আমাদের দেশে একজন বড়লোক মারা গেলে বহু শতাব্দী ধরিয়া আর একজনের অভ্যুত্থানের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়, আর এদেশে মুহূর্ত্তে সে স্থান পূর্ণ হইয়া যায়। আপনি মারা গেলে (অবশ্য ভগবান তা না করে আমার দেশের সেবার জন্য যেন আপনাকে দীর্ঘায়ু করেন) আপনার স্থান পূর্ণ করিতে দেশ যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করিবে—এবং তাহা এখনই প্রতীয়মান হইতেছে ; কারণ আপনাকে অবসর গ্রহণ করিতে দেওয়া হইতেছে না। বস্তুতঃ, দেশে মহৎ ব্যক্তির অভাব ঘটিয়াছে। কেন তাহা হইয়াছে ? কারণ, এদেশে কৃতী পুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র অতি বিস্তৃত আর আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। এদেশের শিক্ষিত নরনারীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাই, ত্রিশকোটি অধিবাসীর দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা তিন, চার কিংবা ছয় কোটি নরনারী অধ্যুষিত এসকল দেশে কৃতীপুরুষগণের উদ্ভবক্ষেত্র বিস্তৃততর। আপনি সহৃদয় বন্ধু, আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমাদের জাতীয় জীবনে ইহা একটি বিশেষ ত্রুটি এবং ইহা দূর করিতে হইবে।

জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা। আমাদের সমাজসংস্কারকগণ খুঁজিয়া পান না যে

ক্ষতটি কোথায়। বিধবা বিবাহের প্রচলন দ্বারা তাঁহারা জাতিকে উদ্ধার করিতে চাহেন। আপনি কি মনে করেন যে বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপর কোন জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে? ধর্ম্মেরও কোন অপরাধ নাই, কারণ মূর্ত্তির তারতম্যেও বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। সমস্ত ক্রটির মূলই এইখানে যে—সত্যিকার জাতি, যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইতেই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ব বোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। মূর্ত্তিপূজা থাকিবে কিংবা থাকিবে না, কতজন বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবে, জাতিভেদ প্রথা ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ করাই আমাদের কর্ত্তব্য—দানা বাঁধার কার্য্য ভগবানের নিয়মে স্বতঃই হইয়া যাইবে। আসুন, আমরা উহাদের মধ্যে ভাবের প্রচার করিয়া যাই—বাকীটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও অসুবিধা আছে। দেউলিয়া গভর্ণমেণ্ট কোন সহায়তা করিবে না, করিতে সক্ষমও নহে সুতরাং সেদিক হইতে সহায়তার কোন আশা নাই।

ধরুন, যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই তবু দরিদ্রঘরের ছেলেরা সে সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না; তাহারা বরং ঐ সময় জীবিকার্জ্জনের জন্য হাল চাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে। আমাদের না আছে প্রচুর অর্থ—না আছে ইহাদিগকে শিক্ষাগ্রহণে বাধ্য

করিবার ক্ষমতা। সুতরাং সমস্যাটি নৈরাশ্যজনক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আমি ইহারই মধ্যে একটি পথ বাহির করিয়াছি। তাহা এই— যদি পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না-ই আসে তবে মহম্মদকেই পর্ব্বতের নিকট যাইতে হইবে।[১] দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ আপনি শিক্ষালাভে তৎপর না হয়) তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে পৌঁছিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কিরূপে তাহা সাধিত হইবে? আপনি আমার গুরুভ্রাতাগণকে দেখিয়া থাকিবেন। এক্ষণে ঐরূপ নিঃস্বার্থ, সৎ ও শিক্ষিত শত শত ব্যক্তি সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে আমি পাইব। ইহাদিগকে গ্রামে গ্রামে, প্রতি দ্বারে দ্বারে, শুধু ধর্ম্মের নহে পরন্তু শিক্ষার আলোও বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য বিধবাদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কাজে লাগাইবার গোড়াপত্তন আমি করিয়াছি।

মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসিগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভালাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেই সময় জন দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে গিয়া ছায়াচিত্র কিংবা ক্যামেরার

১ প্রবাদ আছে, মহম্মদ একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, "আমি পর্ব্বতকে আমার নিকট ডাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত হইবে।" এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মহা জনতা হয়। মহম্মদ পর্ব্বতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি পর্ব্বত একটুও বিচলিত হইল না। তাহাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে।" তদবধি উহা একটি প্রবাদবাক্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—সঃ

সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে মুখে কত জিনিসই না শেখান যাইতে পারে, দেওয়ানজী! চক্ষুই যে জ্ঞানলাভের একমাত্র দ্বার তাহা নহে—পরন্তু কর্ণদ্বারাও শিক্ষার কার্য্য যথেষ্ট হইতে পারে। এইরূপে তাহারা নূতন চিন্তার সহিত পরিচিত হইতে পারে, নৈতিক শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে বলিয়া আশা করিতে পারে। ঐটুকু পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য—বাকীটুকু উহারা নিজেরাই করিবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সন্ন্যাসিগণ কিসের জন্য এ জাতীয় ত্যাগব্রত গ্রহণ করিবে এবং কেনই বা এ প্রকারের কাজ করিতে অগ্রসর হইবে? উত্তরে আমি বলিব—ধর্ম্মের প্রেরণায়! প্রত্যেক নূতন ধর্ম্ম তরঙ্গেরই একটি নূতন কেন্দ্র প্রয়োজন। প্রাচীন ধর্ম্ম শুধু নূতন কেন্দ্র সহায়েই নূতনভাবে সঞ্জীবীত হইতে পারে। গোঁড়া মতবাদ সব গোল্লায় যাউক—উহাদের দ্বারা কোন কাজই হয় না। খাঁটি চরিত্র, সত্যিকার জীবন, শক্তির কেন্দ্র এবং দেবমানবত্বকেই পথ দেখাইতে হইবে। ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়াই বিভিন্ন উপাদানসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ হইবে এবং পরে প্রচণ্ড তরঙ্গের মত সমাজের উপর পতিত হইয়া সব কিছু ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, সমস্ত অপবিত্রতা ধুইয়া দিবে। আবার দেখুন, একটি কাষ্ঠখণ্ডকে উহার আঁশের অনুকূলে যেমন সহজে চিঁড়িয়া ফেলা যায়—হিন্দুধর্ম্মকেও তেমনি হিন্দুধর্ম্মের মধ্য দিয়াই সংস্কার করিতে হইবে, নব্য-তান্ত্রিকমতবাদের মধ্য দিয়া নহে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারকগণকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়দেশের সংস্কৃতিধারাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে হইবে।—সেই মহা আন্দোলনের সূত্রপাত প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়া

মনে হয় কি? ঐ তরঙ্গের আগমনসূচক মৃদু গুঞ্জরণ শুনিতে পাইতেছেন কি? সেই শক্তিকেন্দ্র, সেই দেবমানব ভারতবর্ষেই জন্মিয়াছিলেন। তিনি সেই মহান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই যুবকদল ধীরে ধীরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। উহারাই এ মহাব্রত উদ্‌যাপিত করিবে।

এ কার্য্যের জন্য সঙ্ঘের প্রয়োজন এবং অন্ততঃ প্রথম দিকটায় সামান্য কিছু অর্থেরও প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে কে আমাদিগকে অর্থ দিবে? ধরুন, এদেশে আসিবার পূর্ব্বে আমি যদি —রই নিকট আমাদের কার্য্যের জন্য অর্থভিক্ষা করিতাম, তবে তিনি কি আমাকে জোচ্চোর মনে করিতেন না? অপর প্রত্যেকেও তাহাই মনে করিতেন না কি? আর এখনও কি অনেকে তাহাই মনে করেন না? যাঁহারা আমাদিগকে প্রতারক মনে করেন, তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে আমি ঘৃণা বোধ করি। দেওয়ানজী সাহেব, আমি সেইজন্যই আমেরিকায় চলিয়া আসিয়াছি। আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, আমি সমস্ত অর্থ দরিদ্রগণের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলাম; ধনী সম্প্রদায়ের দান আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, কারণ তাহারা আমার ভাব বুঝিতে পারে না। এদেশে একবৎসর ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা করিয়া করিয়াও আমি বিশেষ কিছু করিতে পারি নাই—অবশ্য আমার ব্যক্তিগত কোন অভাব নাই—কিন্তু আমার পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ হইয়া উঠে নাই। তাহার প্রথম কারণ, এবৎসর আমেরিকায় বড় দুর্ব্বৎসর চলিতেছে, হাজার হাজার গরীব বেকার অবস্থায় আছে। দ্বিতীয়তঃ, মিশনরিগণ এবং —গণ আমার মতবাদ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয়তঃ, একটি বৎসর অতীত হইয়া গেল কিন্তু আমার দেশের কেহ এই কথাটুকু আমেরিকাবাসিদিগকে বলিতে পারিল

না যে আমি সত্যই সন্ন্যাসী, প্রতারক নই এবং আমি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধি। শুধু এই কয়টি কথামাত্র, কিন্তু তাহাও তাহারা বলিতে পারিল না! আমার দেশবাসিগণকে আমি সেজন্য 'বাহবা' দিতেছি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেওয়ানজী সাহেব, আমি তাহাদিগকে ভালবাসি। মানুষের সহায়তাকে আমি পদদলিত করি। যিনি গিরিগুহায়, দুর্গম বনে ও মরুভূমিতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন—আমার বিশ্বাস, তিনি আমার সঙ্গেই থাকিবেন। আর যদি তাহাও না হয়, তবে আবার আমা অপেক্ষাও শক্তিমান কোন পুরুষ কোনদিন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবে এবং এই মহাকার্য্য সম্পন্ন করিবে। আজ সব কথাই আপনাকে খুলিয়া বলিলাম। হে মহাপ্রাণ বন্ধু, আমার দীর্ঘ পত্রের জন্য আমাকে মার্জ্জনা করিবেন; যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমার প্রকৃত দরদী আর আমার প্রতি সদয়, আপনি তাঁহাদেরই একজন;—আপনি আমার এই দীর্ঘ পত্রের জন্য ক্ষমা করিবেন। হে বন্ধু, আপনি আমাকে স্বপ্ন-বিলাসী কিংবা কল্পনাপ্রিয় বলিয়া অবশ্য মনে করিতে পারেন—কিন্তু এইটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস করিবেন যে, আমার ঐকান্তিকতা অকপট; আর আমার চরিত্রের সর্ব্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, আমি আমার দেশকে ভালবাসি, বড় একান্তভাবেই ভালবাসি।

হে মহাপ্রাণ বন্ধুবর, ভগবানের আশীর্ব্বাদ আপনার ও আপনার আত্মীয়স্বজনের উপর নিরন্তর বর্ষিত হউক, তাঁহার অঙ্গচ্ছায়া আপনার সকল প্রিয়জনকে আবৃত করিয়া রাখুক। আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা আপনি গ্রহণ করুন। আপনার নিকট আমার ঋণ অপরিসীম, কারণ আপনি শুধু বন্ধু নহেন, পরন্তু আজীবন ভগবান ও মাতৃভূমিকে আপনি সমভাবে সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইতি

চিরকৃতজ্ঞ
বিবেকানন্দ

পুনশ্চ—আপনার নিকট একটু অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। আমি নিউ-ইয়র্কে ফিরিয়া যাইতেছি। এই পরিবারটি আমায় সর্ব্বদা আশ্রয় দিয়াছে এবং আমাকে নিজ সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিয়াছে। আর আমাদের স্বদেশীয়দের ও নিজেদের পুরোহিতকুলের কুৎসা সত্ত্বেও, এবং আমি তাহাদের নিকট কোন প্রকার প্রমাণলিপি, পরিচয়পত্র বা ঐরূপ কোন কিছু না লইয়া আসা সত্ত্বেও তাহারা উহাতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। আপনি যদি আমায় আগ্রা ও লাহোরের প্রস্তুত দুই-তিন খানি গালিচা পাঠাইয়া দিতে পারেন, তবে তাহাদিগকে সামান্য কিছু উপহার দিবার সাধ আছে। ইহারা ঘরের মেঝেতে ভারতীয় গালিচা পাতিয়া রাখিতে খুব ভালবাসে —উহা একটা বিশেষ বিলাসের বস্তু। . . . ইহাতে যদি অত্যধিক খরচ হয় তবে আমি চাই না। আমি নিজে বেশ আছি। খাওয়া-দাওয়া ও বাড়ীভাড়া দেওয়ার মত এবং যখন খুসী ফিরিয়া যাওয়ার মত আমার যথেষ্ট অর্থ আছে।

আপনার

বি

(৮৩) ইং

(মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজাকে লিখিত)

চিকাগো

২৩শে জুন, ১৮৯৪

মহারাজ,

শ্রীনারায়ণ আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি এদেশে আসিতে সমর্থ হইয়াছি। আর এখানে আসার পর আমাকে এদেশে

সকলে বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছে। আর এদেশের আতিথেয় ব্যক্তিবর্গ আমার সমুদয় অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। অনেক বিষয়ে এ এক আশ্চর্য্য দেশ ও এক অদ্ভুত জাতি! প্রথমতঃ, জগতের মধ্যে কলকারখানার উন্নতিবিষয়ে এ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশের লোক নানাপ্রকার শক্তিকে যেমন কাজে লাগায়, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে—এখানে কেবল কল আর কল! আবার দেখুন, ইহাদের সংখ্যা সমুদয় জগতের লোকসংখ্যার বিশ ভাগের এক ভাগ হইবে, কিন্তু ইহারা জগতের ধনরাশির পুরা এক ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের ঐশ্বর্য্যবিলাসের সীমা নাই, আবার সব জিনিসই এখানে অতিশয় দুর্ম্মূল্য। এখানে শ্রমিকের মজুরি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রমজীবী ও মূলধনীদের মধ্যে নিত্য বিবাদ চলিয়াছে।

তারপর, আমেরিকান মহিলাগণের অবস্থার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব আপনাদের হাতে লইতেছে, আর আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক। অবশ্য খুব উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিকাংশই পুরুষ। এই পর্য্যন্ত ইহাদের ভাল দিক বলা গেল। এখন ইহাদের দোষের কথা বলি। প্রথমতঃ, মিশনরিগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের দেশের লোকের ধর্ম্মপ্রবণতা সম্বন্ধে যতই বাজে গল্প করুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে এদেশের ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের ভিতর জোর এক কোটি নব্বই লক্ষ লোকে একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে। অবশিষ্ট লোকে কেবল পান ভোজন ও টাকা-রোজগার ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্ত্যেরা আমাদের জাতি-ভেদ সম্বন্ধে যতই তীব্র সমালোচনা করুন না কেন, তাঁহাদের আবার

আমাদের অপেক্ষা জঘন্য জাতিভেদ আছে—অর্থগত জাতিভেদ। আমেরিকানরা বলে 'সর্ব্বশক্তিমান্ ডলার' এখানে সব করিতে পারে; এদিকে আবার গরিবদের টাকা নাই। নিগ্রোদের (যাহাদের অধিকাংশ দক্ষিণ বিভাগে বাস করে) উপর তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, উহা পৈশাচিক। সামান্য অপরাধে ইহাদিগকে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এদেশে যত আইন-কানুন, অন্য কোন দেশে এত নাই, আবার এদেশের লোকে আইনের যত কম মর্য্যাদা রাখিয়া চলে, আর কোন দেশেই তত নয়।

মোটের উপর আমাদের দরিদ্র হিন্দুরা এই পাশ্চাত্যগণ হইতে অনেক অধিক নীতিপরায়ণ। ইহাদের ধর্ম্ম হয় ভণ্ডামি, না হয় গোঁড়ামি। পণ্ডিতেরা নাস্তিক, আর যাঁহারা একটু স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল, তাঁহারা তাঁহাদের কুসংস্কার ও দুর্নীতিপূর্ণ ধর্ম্মের উপর একেবারে বিরক্ত, তাঁহারা নূতন আলোকের জন্য ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন। মহারাজ, আপনি না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, ইহারা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ আধুনিক বিজ্ঞান ধর্ম্মের উপর যে পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছে, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ইহাদের শূন্য হইতে সৃষ্টির মতে, আত্মা সৃষ্টপদার্থ এই মতে—স্বর্গনামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট একজন মহাক্রূর ও অত্যাচারী ঈশ্বরের মতে, অনন্ত নরকের মতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই বিরক্ত হইয়াছেন, আর সৃষ্টির অনাদিত্ব এবং আত্মা ও আত্মায় অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদের গভীর উপদেশসকল কোন-না-কোন আকারে অতি দ্রুত গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে

জগতের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই আমাদের পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি উভয়েরই অনাদিত্বে বিশ্বাসবান হইবেন, আর ঈশ্বরকে আত্মারই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা বলিয়া বুঝিবেন। এখন হইতেই ইহাদের সকল বিদ্বান পুরোহিতগণই এইভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে যে-সকল মিশনরী দেখিতে পান, তাহারা কোনরূপেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধি নহে। আমার সিদ্ধান্ত এই, পাশ্চাত্যগণের আরও ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরও ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।

ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মূল—জনসাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্য-দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি আর আমাদের—দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। আমাদের সর্ব্বসাধারণ এবং রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিত-শক্তি ও পরাধীনতা তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া নিষ্পেষিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে, জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে কতকগুলি ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফলস্বরূপ আপনিই

আসিবে। আমাদের কর্ত্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা—অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যা কিছু, তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

ভারতে এই কাজটি করা বিশেষ দরকার। এই চিন্তা অনেক দিন হইতে আমার মনে রহিয়াছে। ভারতে আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, সেইজন্য আমি এদেশে আসিয়াছি। দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা এই—মনে করুন, মহারাজ, গ্রামে গ্রামে গরিবদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবে না, কারণ ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষি-কার্য্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকে সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন এক স্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও শিখাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটি গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে

গেলেন। এই ক্যামেরা ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোক-দিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন। তারপর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের নিকট বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়াইলে তাহারা যা না শিখিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক এইরূপে মুখে মুখে শিখিতে পারে। ইহা করিতে হইলে একটি দল গঠনের আবশ্যক হয়, তাহাতে আবার টাকার দরকার। ভারতে এইজন্য কাজ করিবার যথেষ্ট লোক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় টাকা নাই। একটি চক্রকে গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট; একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। আমি আমার স্বদেশে এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু ধনিগণের নিকট আমি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাই নাই। এখন আমি মহারাজের সাহায্যে এখানে আসিয়াছি। ভারতের দরিদ্রেরা মরুক বাঁচুক, আমেরিকানদের সে বিষয়ে খেয়াল নাই। আর আমাদের দেশের লোকেই যখন নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু ভাবে না, তখন তাহারাই বা ভাবিবে কেন?

হে মহামনাঃ রাজন্! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধন মান ঐশ্বর্য্য—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। মহারাজের ন্যায় মহান্, উচ্চমনাঃ একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ইহাকে আবার ইহার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন। তাহাতে চিরকালের জন্য জগতের লোক আপনার সুনাম গাহিবে ও আপনাকে ভগবান বলিয়া পূজা করিবে। ঈশ্বর করুন, যেন আপনার

মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ লক্ষ দীন হীন সন্তানের জন্য কাঁদে, ইহাই প্রার্থনা—

বিবেকানন্দ

(৮৪) ইং

(রাও বাহাদুর নরসিংহাচারিয়ারকে লিখিত)

চিকাগো

২৩শে জুন, ১৮৯৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমাকে বরাবর যে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমি আপনার নিকট একটি বিশেষ অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি। মিসেস্ পটার পামার যুক্তরাজ্যের প্রধানা মহিলা। তিনি মহামেলার সভানেত্রী ছিলেন। তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, সে বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী এবং স্ত্রীলোকদের একটি বৃহতী সভার নেত্রীস্থানীয়া। তিনি লেডি ডফরিণের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁহার ধন ও পদমর্য্যাদাগুণে ইউরোপীয় রাজপরিবারসমূহের নিকট হইতে অনেক অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। তিনি এদেশে আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি চীন, জাপান, শ্যাম ও ভারতে সফরে বাহির হইতেছেন। অবশ্য ভারতের শাসনকর্ত্তারা এবং বড় বড় লোকেরা তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারীদের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া আমাদের সমাজ দেখিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক। আমি অনেক সময় তাঁহাকে ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য আপনার মহতী চেষ্টার কথা এবং মহীশূরে আপনার চমৎকার কলেজটির কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়,

আমাদের দেশের লোক আমেরিকায় আসিলে ইঁহারা যেরূপ যত্ন ও অতিথিসৎকার করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ এইরূপ ব্যক্তিদিগকে একটু আতিথেয়তা দেখান কর্ত্তব্য। আমি আশা করি, আপনারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবেন ও আমাদের স্ত্রীলোকদের যথার্থ অবস্থা একটু দেখাইতে সাহায্য করিবেন। তিনি মিশনরী বা গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান নহেন—আপনি সে ভয় করিবেন না। ধর্ম্মনিরপেক্ষ ভাবে তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাই করিতে চান। তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে এইরূপে সহায়তা করিলে এদেশে আমাকেও অনেকটা সাহায্য করা হইবে। প্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরস্নেহাস্পদ
বিবেকানন্দ

(৮৫) ইং

(মিস্ মেরী হেল ও মিস্ হেরিয়েট হেলকে লিখিত)

চিকাগো
২৬শে জুন, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি তুলসীদাস তাঁর রামায়ণের মঙ্গলাচরণে বলেছেন—"আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি; কিন্তু হায়, উভয়েই আমার নিকট সমভাবে দুঃখপ্রদ—অসাধু ব্যক্তি আমার নিকট আসা মাত্র আমায় যাতনা দিতে থাকে, আর সাধু ব্যক্তি ছেড়ে যাবার সময় আমার প্রাণ হরণ করে নিয়ে যায়।" [১]

[১] বন্দৌ সন্ত অসজ্জন চরণা।
দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরণা॥
বিছুরত এক প্রাণ হরি লেঈ।
মিলত এক দারুণ দুখ দেঈ॥

আমি বলি ঠিক কথা। আমার কাছে ভগবানের প্রিয় সাধু ভক্তগণকে ভালবাসা ছাড়া সুখের ও ভালবাসার জিনিস আর কিছুই অবশিষ্ট নাই—আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ মরণতুল্য যন্ত্রণা। কিন্তু এ সব অনিবার্য্য। হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি! তুমি পথ দেখিয়ে চল, আমি অনুগমন করছি। হে মহৎস্বভাবা মধুরপ্রকৃতি সহৃদয়া পবিত্রস্বভাবাগণ! তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমার যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা আমার পক্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব। হায়, আমি যদি ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকগণের মত সুখদুঃখে নির্ব্বিকার হতে পারতাম!

আশা করি তোমরা সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য বেশ উপভোগ করছ।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"—গীতা

—"সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যাহা রাত্রি, সংযমী তাতে জাগ্রত থাকেন, আর প্রাণিগণ যাতে জাগ্রত থাকে আত্মজ্ঞানী মুনির পক্ষে তা রাত্রিস্বরূপ।"

এই জগতের ধূলি পর্য্যন্ত যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে; কারণ, কবিরা বলে থাকেন, জগৎটা হচ্ছে একটা পুষ্পাচ্ছাদিত শব মাত্র। যদি পার উহাকে স্পর্শ করো না। তোমরা স্বর্গের হোমা পাখীর শাবক—তোমাদের পদ এই মলিনতার পঙ্কিল পল্বলস্বরূপ জগৎ স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই তোমরা আকাশের দিকে আবার উড়ে যাও।

"যে আছ চেতন ঘুমায়োনা আর।"

"জগতের লোকের ভালবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভালবাসুক; আমাদের প্রেমাস্পদ একজন মাত্র—সেই প্রভু। জগতের লোক যাই বলুক না, আমরা সে-সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না।

তবে যখন তারা আমাদের প্রেমাস্পদের ছবি আঁকতে যায় ও তাঁকে নানারূপ কিম্ভূতকিমাকার বিশেষণে বিশেষিত করে, তখনই আমাদের ভয় হয়। তাদের যা খুসী তাই করুক, আমাদের নিকট তিনি কেবল প্রেমাস্পদ মাত্র—তিনি আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম—প্রিয়তম—আর কিছুই নন।"

"তাঁর কত শক্তি, কত গুণ আছে—এমন কি আমাদের কল্যাণ করবারও কত শক্তি আছে তা কে জানতে চায়? আমরা চিরদিনের জন্য বলে রাখছি আমরা কিছু পাবার জন্য ভালবাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই, আমরা কিছু প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিতে চাই।"

"হে দার্শনিক! তুমি আমায় তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আসছ, তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা—তাঁর গুণের কথা বলতে আসছ? মূর্খ, তুমি জান না, তাঁর অধরের একটি মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বার হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ওসব বাজে জিনিস পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটি চুম্বন পাঠিয়ে দাও —পার কি?"

"মূর্খ, তুমি কার সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা করছ? আমি আমার হার নিয়ে বগলসের মত তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে তাতে একগাছি সুতো বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি—ভয়, পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান। ঐ হার—প্রেমের হার, ঐ সূত্র—প্রেমের জমাটবাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ, তুমি ত সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জান না

যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জান না যে, যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুর-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচতেন ?"

আমি এই যে পাগলের মত যা তা লিখলাম, তার জন্য আমায় ক্ষমা করবে। অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার ব্যর্থপ্রয়াসরূপ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবে—ইহা কেবল প্রাণে প্রাণে অনুভব করবার জিনিস। সদা আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানবে।

তোমাদের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

(৮৬) ইং

(জনৈক মান্দ্রাজী শিষ্যকে লিখিত)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো
২৯শে জুন, ১৮৯৪

প্রিয়— ,

সেদিন মহীশূর থেকে জি. জি-র এক পত্র পেলাম। দুঃখের বিষয় জি. জি. আমাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে; তা না হলে সে চিঠির মাথায় তার অদ্ভুত কানাড়া ঠিকানাটা আর একটু পরিষ্কার করে লিখতো। তারপর, চিকাগো ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আমাকে চিঠি পাঠান বড্ড ভুল। অবশ্য গোড়ায় আমারই ভুল হয়েছিল—আমারই আমাদের বন্ধুদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা ভাবা উচিত ছিল—তাঁরা ত আমার চিঠির মাথায় একটা ঠিকানা দেখলেই যেখানে খুসী আমার নামে চিঠি পাঠাচ্ছেন। আমাদের মান্দ্রাজ-বৃহস্পতিদের বলো, তারা ত বেশ ভাল করেই জানতো যে,

তাদের চিঠি পৌঁছবার পূর্ব্বেই হয়ত আমি সেখান থেকে এক হাজার মাইল দূরে চলে গেছি, কারণ আমি ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। চিকাগোয় আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়ী হচ্ছে আমার প্রধান আড্ডা। এখানে আমার কাজের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বললেই হয়। কারণ, যদিও উহার খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহার আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে—

(১) ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মান্দ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুনছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি করছে—কিন্তু সে ত ঘরাও কথা হয়ে যাচ্ছে—তুমি জানছো, আর আমি জানছি, কারণ আলাসিঙ্গার প্রেরিত একটা তিন বর্গ-ইঞ্চি কাগজের টুকরো ছাড়া আমি একখানা ভারতীয় খবরের কাগজেও আমার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে—তা দেখি নি। অন্যদিকে, ভারতের খ্রীষ্টিয়ানরা যা কিছু বলছে মিশনরিরা তা খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করছে এবং বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমই সিদ্ধ হয়েছে, কারণ ভারত থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বলছে না। ভারতের হিন্দু পত্রিকাগুলো আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করতে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌঁছয় নি। তার জন্য এদেশের অনেকে মনে করছে, আমি একটা জুয়াচোর। একে ত মিশনরিরা আমার পিছু লেগেছে—তার উপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—এক্ষেত্রে আমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই। এখন মনে হচ্ছে, কেবল মান্দ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়ির জোরে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল,

কারণ তারা ত ছোকরা বই আর কিছুই নয়। অবশ্য আমি অনন্ত কালের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা ত গুটিকতক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কিছু নয়—কাজের ক্ষমতা তাদের যে একদম নেই। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসি নি, আর যখন কারও অর্থসাহায্যের আবশ্যক হয়, তার নিদর্শনপত্র থাকার দরকার, তা না হলে মিশনরি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি করে প্রমাণ করব? আমি মনে করেছিলাম, গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। মনে করেছিলাম, মাল্রাজে ও কলকাতায় কতকগুলো ভদ্রলোক জড় করে এক একটা সভা করে আমাকে এবং আমেরিকাবাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে সেই প্রস্তাবটা দস্তুরমত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অর্থাৎ সেই সেই সভার সেক্রেটারীকে দিয়ে, আমেরিকায় একখানা ডাঃ ব্যারোজের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে তথাকার বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করা —ঐরূপ বোষ্টন, নিউইয়র্ক ও চিকাগোর বিভিন্ন কাগজে পাঠান বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। এখন দেখছি, ভারতের পক্ষে এই কাজটা বড়ই গুরুতর ও কঠিন—এক বছরের ভেতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টু শব্দ পর্য্যন্ত করলে না—আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে। তোমরা নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুসী বল না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দুমাসেরও উপর হল আলাসিঙ্গাকে আমি এ বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। আমার আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং তোমায় বলছি, আগে এ বিষয়টি বিবেচনা করে দেখো, তার পর মান্দ্রাজীদের এই চিঠি দেখিও। এদিকে আমার গুরুভাইরা আহাম্মকের মত বিশেষ

প্রমাণ না দিয়েই কেশব সেন সম্বন্ধে নানা কথা বলছে আর মান্দ্রাজীরা থিওজফিষ্টদের সম্বন্ধে আমি যা কিছু লিখছি, তাই তাদের বলছে—এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা করবার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—আমি এদেশে জুয়াচোর বলে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শনপত্র না নিয়ে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া—আশা করেছিলাম, অনেক আসবে। এখন দেখছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে। মোটের ওপর, আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভাল, আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনদের দেশ অপেক্ষা এখানে অনেক ভাল কাজ করতে পারি। যাই হোক, আমাকে কর্ম্ম করে আমার প্রারব্ধ ক্ষয় করতে হবে। আমার আর্থিক অবস্থার কথা যদি বলতে হয় তবে বলি, আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই আছে এবং সচ্ছলই থাকবে। সমগ্র আমেরিকায় বিগত আদমসুমারিতে থিওজফিষ্টদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৬২৫—তাদের সঙ্গে মিশলে আমার সাহায্য হওয়া দূরে থাক, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কাজ চুরমার হয়ে যাবে। আলাসিঙ্গা বলছে, লণ্ডনে গিয়ে মিঃ ওল্ডের সঙ্গে দেখা করতে ইত্যাদি ইত্যাদি। ও কি বাজে আহাম্মকের মত বক্‌ছে! বালক—ওরা কি বলছে, তা নিজেরাই বোঝে না। আর এই মান্দ্রাজী খোকার দল নিজেদের ভেতর একটা বিষয়ও গোপন রাখতে পারে না!! সারাদিন বাজে বকা আর যেই কাজের সময় এল, অমনি আর কাকেও কোথাও দেখবার যো নেই!!! বোকারামেরা পঞ্চাশটা লোক জড় করে কয়েকটা সভা করে আমার সাহায্যের জন্য গোটাকতক ফাঁকা কথা পাঠাতে পারলে না—তারা আবার সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দেবে বলে লম্বা লম্বা কথা কয়!

আমি তোমাকে ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে লিখেছি। এখানে এক রকম বৈদ্যুতিক পাখা আছে—দাম বিশ ডলার—বড় সুন্দর চলে—উহার ব্যাটারিতে ১০০ ঘণ্টা কাজ হয়, তারপর যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে নিলেই হল।

বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্—যা আসুক অবনত মস্তকে স্বীকার করছি—যাই হোক, আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মান্দ্রাজীরা আমার জন্য যতটা করেছে, আমি ততটা পাবারও উপযুক্ত ছিলাম না; আর তাদের ক্ষমতায় যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী তারা করেছে। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল—ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেছলাম যে, আমরা—হিন্দুরা এখনও মানুষ হই নি—ক্ষণকালের জন্য আত্মনির্ভরতা হারিয়ে হিন্দুদের উপর নির্ভর করেছিলাম—তাতেই এই কষ্ট পেলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ভারত থেকে কিছু আসবে আশা করছিলাম—কিন্তু কিছুই এলো না। বিশেষতঃ বিগত দুমাস প্রতি মুহূর্ত্ত আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত এলো না!! আমার বন্ধুরা মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে লাগল—কিছুই এলো না—একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত এলো না—কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল ও আমায় ত্যাগ করলে। কিন্তু এ আমার মানুষের উপর—পশুধর্ম্মীদের উপর নির্ভরের শাস্তিস্বরূপ, কারণ আমার স্বদেশবাসীরা এখনও মানুষ হয় নি। তারা নিজেদের প্রশংসাবাদ শুনতে খুব প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাদের একটা কথামাত্র কয়ে সাহায্য করবার যখন সময় আসে তখন তাদের আর টিকি দেখতে পাবার যো নাই। মান্দ্রাজী যুবকগণকে আমার অনন্তকালের জন্য ধন্যবাদ—প্রভু তাদের সদাসর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করুন। কোন ভাব প্রচার করবার পক্ষে

মহোৎসব বড়ই ধুমধামে হয়েছে, বেশ কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায় ততই ভাল। তবে একটি কথা—মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে—এই ত পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়, আমি কোনও খাতিরে আনি না, তবে তাঁর উপদেশ, জীবন, শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। আমার মহাভয় শশীর ঐ ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটি all in all (সর্ব্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যাসনের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা tendency (ঝোঁক) শশীর ভিতর আছে, আমার তাই ভয়। আমি জানি শশী ও নিরঞ্জন কেন ঐ পুরোণ ছেঁড়া ceremonial (অনুষ্ঠানপদ্ধতি) নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit (অন্তরাত্মা) চায় work (কাজ), কোনও outlet (বাহির হবার পথ) নেই, তাই ঘণ্টা নেড়ে energy (শক্তি) খরচ করে।

শশী, তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্ছি। যদি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিস্ তবে জানিব তোরা মরদ, আর কাজে আসবি। হরমোহন, ভবনাথ, কালীকৃষ্ণ বাবু, তারক দা প্রভৃতি সকলে মিলে একটা যুক্তি কর। গোটাকতক ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তারপর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তারপর কতকগুলো গরীব গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তারপর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর—কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্ছে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোখ খুলে, তাই চেষ্টা কর—সন্ধ্যেয়, ঘরে দিন দুপুরে। কত গরীব মূর্খ বরানগরে আছে, তাদের

ঘরে ঘরে যাও—চোখ খুলে দাও। পুঁতি পাতড়ার কর্ম্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর—পার কি ? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া ?

তারক দার কথা মান্দ্রাজ হইতে সকল পাইয়াছি। তারা তাঁর উপর বড়ই প্রীত। তারক দা, তুমি যদি কিছুদিন মান্দ্রাজে গিয়ে থাক, তা হলে অনেক কাজ হয়। কিন্তু প্রথমে এই কাজটা বরানগরে স্থরু করে যাও। যোগীন মা, গোলাপ মা কতকগুলি বিধবা চেলা বনাতে পারে না কি ? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে সাদ্দি দিতে পার না কি ? তারপর তাদের ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পার না কি ? . . .

উঠে পড়ে লেগে যাও দিকি। গপ্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য্য করিতে হইবেক। দেখি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কতদূর গড়ায়। নিরঞ্জন লিখছে যে, লাটুর গরম কাপড় চাই। এরা গরম কাপড় ইউরোপ আর ইণ্ডিয়া থেকে আনায়। যে দামে এখানে গরম কাপড় কিনব, তার সিকি দামে সেই কাপড় কলকাতায় মিলবে। লাটুর টুল, গ্লাসের আক্ষেপ শীঘ্রই দূর করিব। কবে ইউরোপ যাব জানি না, আমার সকলই অনিশ্চিত—এদেশে এক রকম চলেছে, এই পর্য্যন্ত।

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকালবেলা আমাদের বৈশাখের গরমি, আর এখন এলাহাবাদের মাঘ মাসের শীত !! চার ঘণ্টার ভেতর এত পরিবর্ত্তন ! এখানের হোটেলের কথা কি বলিব ! নিউইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত রোজ ঘর ভাড়া খাওয়া দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইউরোপেও এমন নাই। এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ—টাকা খোলামকুচির

মত খরচ হয়ে যায়। আমি কদাচ হোটেলে থাকি। আমি প্রায়ই এদের বড় বড় লোকের অতিথি—আমি এদের একজন নামজাদা মানুষ এখন। মুলুক শুদ্ধ লোকে আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। মিঃ হেল, যাঁর বাড়ীতে চিকাগোয় আমার centre (কেন্দ্র), তাঁর স্ত্রীকে আমি মা বলি, আর তাঁর মেয়েরা আমাকে দাদা বলে ; এমন মহা পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি ত আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা ? কি দয়া এদের ! যদি খবর পেলে যে, একজন গরীব ফলানা যায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়েমদ্দে চল্‌ল—তাকে খাবার, কাপড় দিতে—কাজ জুটিয়ে দিতে ! আর আমরা কি করি !

এরা গরমিকালে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোনও যায়গায়—এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল যেমন ইংরেজদের দেখেছ, তেম্নি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগ্‌গি, সে দামে ৫ গুণো সেই জিনিস কলকাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আসতে দেবে না। মহা কর বসিয়ে দেয়—কাজেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা বড় একটা কাপড়-চোপড় বনায় না—এরা যন্ত্র আওজার আর গম, চাল, তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে—তা সস্তা বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্য্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, লেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও অনেক ফল কালিফোর্ণিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, নিচু ইত্যাদি নাই।

এক রকম শাক আছে, spinach (স্পিনাক)—যা রাঁধলে ঠিক

আমাদের নটে শাকের মত খেতে লাগে আর যেগুলোকে এরা asparagus (এসপারেগাস) বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে গোপালের মার চচ্চড়ি নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাউরুটী আছেন, হর রঙ্গের নানা রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মত। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্য্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্ব্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা (cream)—সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখন ত আছেন, আর বরফজল—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দ্দি কি জ্বর এন্তের বরফজল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দ্দিতে বরফজল খেলে বাড়ে শুনলে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুল্পি এন্তের নানা আকারের।

নায়াগারা falls (জলপ্রপাত) হরির ইচ্ছায় ৭।৮ বার ত দেখলুম। খুব grand (মহান ও উচ্চভাবোদ্দীপক) বটে, তবে যত শুনেছ তা নয়। একদিন শীতকালে aurora borealis[১] হয়েছিল। আর কিছুই লেখবার মত খুঁজে পাচ্ছি না। এসব চিঠি বাজার করো না।

মা ঠাকুরাণীর খরচপত্র কেমন চলছে তোমরা তা ত কিছুই লেখ নাই। খালি childish prattle (ছ্যাবলামি) !! ও সকল জানবার আমার এজন্মে বড় একটা সময় নাই, next time-এ (আগামী বারে) দেখা যাবে।

১ Aurora Borealis—(সুমেরু-জ্যোতি) পৃথিবীর উত্তরভাগে রাত্রিকালে (তথায় ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি) কখনও কখনও নভোমণ্ডলে এক প্রকার কম্পমান বৈদ্যুতিক আলো দেখা গিয়া থাকে। উহা নানা আকারের এবং নানা বর্ণের। ইহাকেই অরোরা বোরিয়ালিস বলে।

যোগেন বোধ হয় এতদিনে বেশ সেরে গেছে। সারদার ঘুরঘুরে রোগ এখনও শান্তি হয় নাই। একটা power of organisation (সঙ্ঘপরিচালনাশক্তি) চাই—বুঝেছ? তোমাদের ভিতর কারুর মাথায় ততটুকু ঘি আছে কি? যদি থাকে ত বুদ্ধি খেলাও দিকি—তারক দাদা, শরৎ, হরি—এরা পারবে। শশীর originality (মৌলিকতা) ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering (ভাল কাজের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার, শশী খুব executive (কাজের লোক), বাদবাকি এরা যা বলে তাই শুনে চলো। কতকগুলো চেলা চাই—fiery youngmen (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝতে পারলে?—intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝলে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both (দুই)—প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর—চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

তোমাদের আক্কেল বুদ্ধি এক পয়সাও নাই। Indian Mirrorকে পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বলতেন তেন বলতেন, কেন বলতে গেলে—আর আজগুবি ফাজগুবি যত—পরমহংস মশায়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought-reading (চিন্তাপঠন) আর nonsense (বাজে) আজগুবি! দু পয়সার brainগুলো! ঘৃণা হয়ে যায়! তোদের নিজের বুদ্ধি বড় একটা খেলাতে হবে না—সাদা বাঙ্গলা কয়ে যা দিকি। বাবুরামের লম্বা পত্র পড়লাম। বুড়ো বেঁচে আছে—বেশ কথা। তোমাদের আড্ডাটা নাকি বড় malarious (ম্যালেরিয়াগ্রস্ত) রাখাল আর হরি লিখছেন। রাজাকে আর হরিকে আমার বহুত বহুত দণ্ডবৎ লাষ্টিবৎ

ইষ্টিকবৎ ছত্রীবৎ দিবে। বাবুরাম অনেক delirium (প্রলাপ) বকেছে। সাণ্ডেল আনাগোনা করছে, বেশ বেশ। গুপ্তকে তোমরা চিঠিপত্র লেখ—আমার ভালবাসা জানিও ও যত্ন করো। সব ঠিক আসবে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠি লেখবার সময় বড় একটা হয় না। Lecture লেক্চার (বক্তৃতা) ত কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে গুরুদেব জুটিয়ে দেন। কাগজ-পত্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই। একবার ডিট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো তোর পেটে এতও ছিল' !! এরা সব বলে পুঁথি লেখ, একটা এইবার লিখতে ফিকৃতে হবে দেখছি। ঐ ত মুস্কিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হেঙ্গাম করে বাবা!

কোনও চিঠি বাজার গুজব করিস্ নি, খবরদার! চেঙ্গড়ামো নাকি? যা করতে বলছি পার ত কর, না পার ত মিছে ফেচাং করো না। তোমাদের বাড়ীতে কটা ঘর আছে—কেমন করে চলছে। রাঁধুনী ফাঁধুনী আছে কিনা সব লিখবে। মা ঠাকুরাণীকে আমার বহুত বহুত সাষ্টাঙ্গ দিবে। তারকদাদা আর শরতের বুদ্ধি নিয়ে যে কাজটা কর্ত্তে বলেছি—করবার চেষ্টা করিবে—দেখিব কেমন বাহাদুর। এইটুকু যদি না করিতে পার তা হলে তোমাদের ওপর হতে আমার সব বিশ্বাস আর ভরসা চলে যাবে। মিছামিছি কর্ত্তাভজার দল বাঁধতে আমার ইচ্ছা নাই—I will wash my hands off you for ever (তোমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই আমি আর রাখব না)।

সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিক শক্তিসঞ্চারিত) করিতে হইবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টা নাড়ার কাজ? ঘণ্টা নাড়া

গৃহস্থের কর্ম, মহীন্দ্র মাষ্টার, রামবাবু করুন গে, তোমাদের কাজ distribution and propagation of thought currents (ভাব-প্রবাহ বিস্তার)। তাই যদি পার তবে ঠিক, নইলে বেকার। রোজকার করে খাওগে। মিছে eating the begging bread of coldness is of no use (অনায়াসলব্ধ ভিক্ষান্ন খাওয়া নিরর্থক) বুঝলে বাপু? কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাক, তারপর আমি আসছি, বুঝলে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ—বুঝলে? গৌর মা, যোগেন মা, গোলাপ মা কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে-কোন রকমে হোক)। তাঁদের গিয়ে বলবে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো। গৃহস্থ চেলার কাজ নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থূল বাঁধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও। তারকদাদা, মান্দ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্র মার দিকি, বার কতক। জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মায় মেয়ে মদ্দ যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তারপর আমি আসছি। মহা spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আসছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (goal) নিবোধত।"

Life is ever expanding, contraction is death (জীবন হচ্ছে সম্প্রসারণ, আর সঙ্কোচনই মৃত্যু)। যে আত্মম্ভরি আপনার আয়েস

খুঁজছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র—ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে, বাকি যে তা না পার তফাৎ হয়ে যাও এই বেলা ভালয় ভালয়। এই চিঠি তোমরা পড়বে—যোগেন মা, গোলাপ মা সকলকে শুনাবে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ (প্রাণত্যাগ হইলেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তারা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুঁড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও—এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, **onward, onward** (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে—**Onward, onward,** নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছু নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখচ না? এ কি ছেলেখেলা, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চেঙ্গড়ামি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না—**Onward,** এই কথাটা খালি বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার **spirit** (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর। **Onward,** হরে হরে। চিঠি

বাজার করো না। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আসছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুরবো, পাপী তাপী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত, তাদের সেবার জন্য যে যে তৈরী হবে, তাদের ভেতর তিনি আসবেন—তাদের মুখে সরস্বতী বসবেন, তাদের বক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বসবেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক।

আমি আর লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুন গে।

ইতি

নরেন্দ্র

(৮৮) ইং

(মিসেস্ জর্জ ডবলিউ হেলকে লিখিত)

ফিশ্‌ কিল্ ল্যাণ্ডিং, এন্. ওয়াই

ডাঃ ই গার্ণ সি-র বাটী

জুলাই, ১৮৯৪

মা,

কাল এখানে এসেছি। কয়েক দিন থাকব। নিউইয়র্কে আপনার একপত্র পেয়েছিলাম কিন্তু 'ইন্টিরিয়র' পাই নি। তাতে খুশীই হয়েছি; কারণ আমি এখনও নিখুঁত হই নি; আর প্রেস্‌বিটিরিয়ন্ ধর্ম্মযাজকদের—বিশেষতঃ 'ইন্টিরিয়র'দের—আমার প্রতি যে নিঃস্বার্থ ভালবাসা আছে, তা জেনে পাছে এই 'প্রেমিক' খ্রীষ্টান মহোদয়গণের উপর আমার বিদ্বেষ উদ্বুদ্ধ হয়, এই জন্য তফাতেই থাকতে চাই। আমাদের ধর্ম্মের শিক্ষা—ক্রোধ সঙ্গত (সমর্থনযোগ্য) হলেও মহাপাপ। নিজ নিজ ধর্ম্মই

অনুসরণীয়। 'সাধারণ' ও 'ধর্ম্মসংক্রান্ত' ভেদে ক্রোধ, হিংসা, অপবাদ প্রভৃতির মধ্যে কোনও তারতম্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও দেখি না। এই সূক্ষ্ম নৈতিক পার্থক্যবোধ যেন আমার সজাতীয়গণের মধ্যে কখনও প্রবেশ না করে। ঠাট্টা থাক, শুনুন মাদার চার্চ, আপনাকে বলচি—এরা যে কপট, ভণ্ড, স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপ্রিয় তা বেশ স্পষ্ট দেখে আমি এদের উন্মত্ত আস্ফালন মোটেই গ্রাহ্য করি না।

এইবার ছবির কথা বলি: প্রথমে মেয়েরা কয়েকটি আনে, পরে আপনি কয়েক কপি আনেন। আপনি ত জানেন মোট ৫০ কপি দেবার কথা। এ বিষয়ে ভগিনী ইসাবেল্ আমাপেক্ষা বেশী জানেন।

আপনি ও ফাদার পোপ আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি জানবেন। ইতি

আপনাদের

বিবেকানন্দ

পুঃ—গরম কেমন উপভোগ করছেন? এখানকার তাপ আমার বেশ সহ্য হচ্ছে। সমুদ্রতীরে সোয়াম্‌স্‌কটে (Swamscott) যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এক অতি ধনী মহিলা; গত শীতে নিউইয়র্কে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়। ধন্যবাদ সহ প্রত্যাখ্যান জানিয়েছি। এদেশে কারও আতিথ্যগ্রহণ বিষয়ে আমি এখন খুব সতর্ক—বিশেষ করে ধনী লোকের। খুব ধনবানদের আরও কয়েকটি নিমন্ত্রণ আসে, সেগুলিও প্রত্যাখ্যান করেছি। এতদিনে এদের কার্য্যকলাপ বেশ বুঝলাম। আন্তরিকতার জন্য ভগবান আপনাদের সকলকে কৃপা করুন; হায়, জগতে ইহা এতই বিরল!

আপনার স্নেহের

বি

(৮৯) ইং

(হেল্ ভগিনীগণকে লিখিত)

নিউইয়র্ক

৯ই জুলাই, ১৮৯৪

ভগিনীগণ,

জয় জগদম্বে! আমি আশারও অধিক পেয়েছি। মা আপন প্রচারককে মর্য্যাদায় অভিভূত করেছেন। তাঁর দয়া দেখে আমি শিশুর মত কাঁদছি। ভগিনীগণ! তাঁর দাসকে তিনি কখনও ত্যাগ করেন না। আমি যে চিঠিখানি তোমাদের পাঠিয়েছি, তা দেখলে সবই বুঝতে পারবে। আমেরিকার লোকেরা শীঘ্রই ছাপা কাগজগুলি পাবে। পত্রে যাঁদের নাম আছে তাঁরা আমাদের দেশের সেরা লোক। সভাপতি ছিলেন কলকাতার এক অভিজাতশ্রেষ্ঠ, অপর ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষ-স্থানীয়। তাঁর এই মর্য্যাদা গবর্ণমেণ্টেরও অনুমোদিত। ভগিনীগণ! আমি কি পাষণ্ড! তাঁর এত দয়া প্রত্যক্ষ করেও মাঝে মাঝে বিশ্বাস প্রায় হারিয়ে ফেলি। সর্ব্বদা তিনি রক্ষা করছেন দেখেও মন কখন কখন বিষাদগ্রস্ত হয়। ভগিনীগণ! ভগবান একজন আছেন জানবে, তিনি পিতা, তিনি মাতা; তাঁর সন্তানদের কখনও পরিত্যাগ করেন না—না, না, না। নানা রকম বিকৃত মতবাদ ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সরল শিশুর মত তাঁর শরণাগত হও। আমি আর লিখতে পারছি না, স্ত্রীলোকের মত কাঁদছি।

জয় প্রভু, জয় ভগবান।

তোমাদের স্নেহের

বিবেকানন্দ

(৯০) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
১১ই জুলাই, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো ছাড়া আর কোন ঠিকানায় আমায় পত্র লিখো না। তোমার শেষ চিঠিখানা সারা দেশ ঘুরে আমার কাছে পৌঁছেছে—আর পত্রটা যে শেষে পৌঁছল, মারা গেল না, তার কারণ এখানে আমার কথা সকলে বেশ ভালরকম জানে। সভার খান কতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করবে—মিশনরিরা আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে আমি কারও প্রতিনিধি নই—ঐতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে। বৎস, কি করে কাজ করতে হয়, শেখো। এইভাবে দস্তুরমত প্রণালীতে কাজ করতে পারলে আমরা খুব বড় বড় কাজ করতে নিশ্চিত সমর্থ হব। গত বছর আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর আমি ফসল কাটতে চাই। ইতিমধ্যে ভারতে যতটা সম্ভব আন্দোলন চালাও। কিডি নিজের ভাবে চলুক—সে ঠিক পথে দাঁড়াবে। আমি তার ভার নিয়েছি—তার নিজের মতে সে চলুক—তাতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে। পত্রিকাখানা বার কর—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাবো। বোষ্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. এইচ. রাইটকে একখানা প্রস্তাব পাঠাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে একখানা পত্র লিখে এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবে যে, তিনি সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায়

আমার বন্ধুরূপে দাঁড়িয়েছিলেন আর তাঁকেও ঐটি কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করবে—তা হলে মিশনরিদের (আমি যে কারু প্রতিনিধি হয়ে আসি নি) একথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ডিট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০৲টাকা পেয়েছিলাম। অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০৲টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানী আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি। এখানে খরচও হয়ে গেছে অনেক টাকা—হাতে আছে মাত্র ৩০০০ ডলার। আস্‌ছে বছরে আবার আমায় অনেক জিনিস ছাপাতে হবে। আমি এইবার নিয়মিতভাবে কাজ করব মনে করছি। কল্‌কাতাতে লেখ, তারা আমার ও আমার কাজ সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়—তোমরাও মান্দ্রাজ থেকে পাঠাতে থাক। খুব আন্দোলন চালাও। কেবল ইচ্ছাশক্তিতেই সব হবে। কাগজ ছাপান ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা করব। তোমাদিগকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতে হবে—উহার নিয়মিত অধিবেশন হওয়া চাই আর আমাকে যত পার সব খবরাখবর লিখবে। আমিও যাতে নিয়মিতভাবে কাজ করতে পারি তার চেষ্টা করছি। এই বছরে অর্থাৎ আগামী শীত ঋতুতে আমি অনেক টাকা পাব—সুতরাং আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে তোমরা এগিয়ে চল। তোমরা পল কেরসকে একখানা পত্র লিখো, আর যদিও তিনি আমার বন্ধুই আছেন, তথাপি তোমরা তাঁকে আমাদের জন্য কাজ করবার অনুরোধ কর। মোট কথা যতদূর পার আন্দোলন চালাও—কেবল সত্যের অপলাপ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো।

বৎসগণ, কাজে লাগো—তোমাদের ভিতর আগুন জ্বলে উঠবে। মিসেস্ জি ডবলিউ. হেল আমার পরম বন্ধু—আমি তাঁকে মা বলি এবং তাঁর কন্যাদের ভগিনী বলি। তাঁকেও একখানা প্রস্তাব পাঠিয়ে দিও—আর একখানা পত্র লিখে তোমাদের তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিও। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার ভাবটা যাতে আসে, তার চেষ্টা করতে হবে। এইটি করবার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্ব্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে—সর্ব্বদাই যাতে মিলে মিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা করতে হবে। ইহাই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করবার গুপ্ত রহস্য। সাহসের সহিত যুদ্ধ কর। জীবন ত ক্ষণস্থায়ী—একটা মহাকার্য্যের জন্য জীবনটা সমর্পণ কর।

তুমি নরসিমা সম্বন্ধে কিছু লেখ নি কেন? সে একরকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে। আমি তাকে কিছু দিয়েছিলাম, তারপর সে কোথায় যে চলে গেল কিছু জানি না—সে আমায় কিছু লেখে না। অ— ভাল ছেলে, আমি তাকে খুব ভালবাসি। থিওজফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ করবার আবশ্যক নেই। আমি যা কিছু লিখি, তাদের কাছে গিয়ে সব বলো না। আহাম্মক! থিওজফিষ্টরা আগে এসে আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে—জান ত? জর্জ্জ[১] হচ্ছেন হিন্দু আর কর্ণেল অলকট বৌদ্ধ। জর্জ্জ এখানকার একজন খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন হিন্দু থিওজফিষ্টগণকে বল, যেন জর্জ্জকে সমর্থন করে। এমন কি যদি তোমরা তাঁকে সমধর্ম্মাবলম্বী বলে সম্বোধন করে এবং তিনি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখতে পার,

১ ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

তাতে তাঁর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠবে। আমরা কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেব না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করব ও সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করব।

এটা স্মরণ রেখো যে, আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো হচ্ছে আমার কেন্দ্র—সর্ব্বদা ঐ ঠিকানাতেই পত্র দেবে আর ভারতে যা কিছু হচ্ছে সব খুঁটিনাটি আমাকে জানাবে আর কাগজে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু বার হচ্ছে, তার এক একটা টুকরো পর্য্যন্ত পাঠাতে ভুলো না। আমি জি. জি-র কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি—প্রভু এই বীরহৃদয় ও মহদাদর্শের বালকদের আশীর্ব্বাদ করুন। বালাজী, সেক্রেটারী এবং আমাদের সকল বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে। কাজ কর, কাজ কর—সকলকে তোমার ভালবাসার দ্বারা জয় কর। আমি মহীশূরের রাজাকে একখানা পত্র লিখেছি ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি। তোমাদের কাছে যে ফটো পাঠিয়েছি, তা নিশ্চিত এতদিন পেয়েছ। একখানা রামনাদের রাজাকে উপহার দিও—তাঁর ভেতর যতটা ভাব ঢোকাতে পার চেষ্টা কর। খেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্ব্বদা পত্রব্যবহার রাখবে। বিস্তারের চেষ্টা কর। মনে রেখো, জীবনের একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে গতি ও উন্নতি। আমি তোমার পত্র আসবার বিলম্ব দেখে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম—এখন দেখছি, তোমার আহাম্মকিতেই এত দেরী হয়েছে। বুঝতে পারছ ত, আমি ক্রমাগত ঘুরছি আর চিঠি বেচারাকে ক্রমাগত নানাস্থানে খুঁজে তবে আমাকে বার করতে হয়। আরও তোমাদের এটি বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে, সব কাজ দস্তুরমত প্রণালীক্রমে করতে হবে। যে প্রস্তাবগুলি সভায় পাশ হয়েছে, সেগুলি ধর্ম্মমহাসভার সভাপতি, চিকাগো,

ডাঃ জে. এইচ. ব্যারোজকে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ করবে যে, ঐ প্রস্তাব ও পত্র যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান।

ডাঃ ব্যারোজকে ও ডাঃ পল কেরসকে ঐগুলি ছাপাবার জন্য অনুরোধ-পত্রও যেন ঐরূপ সভার প্রতিনিধিস্থানীয় কারও কাছ থেকে যায়। জাগতিক মহামেলার (ডিট্রয়েট, মিচিগান) সভাপতি, সেনেটার পামারকে পাঠাবে—তিনি আমার প্রতি বড়ই সহৃদয় ব্যবহার করে-ছিলেন। মিসেস্ জে. ব্যাগ্‌লিককে একখানা ওয়াশিংটন এভিনিউ, ডিট্রয়েট, এই ঠিকানায় পাঠাবে আর তাঁকে অনুরোধ করবে যে, সেটা যেন কাগজে প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি। খবরের কাগজ প্রভৃতিতে দেওয়া গৌণ—দস্তুর মাফিক পাঠানই হচ্ছে আসল অর্থাৎ ব্যারোজ প্রভৃতি প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাত দিয়ে আসা চাই, তবেই সেটি একটি নিদর্শনস্বরূপ গণ্য হবে। খবরের কাগজে অমনি অমনি কিছু বেরুলে সেটি নিদর্শনস্বরূপে গণ্য হয় না। সবচেয়ে দস্তুর অনুযায়ী উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজকে পাঠান ও তাঁকে কাগজে প্রকাশ করতে অনুরোধ করা। আমি এসব কথা লিখছি, তার কারণ এই যে, আমার মনে হয় তোমরা অন্য জাতের আদব, কায়দা, দস্তুর জান না। যদি কল্‌কাতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এইরকম সব আসে, তা হলে আমেরিকানরা যাকে বলে Boom, তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজ্জুক মেচে যাবে) আর যুদ্ধের অর্দ্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি বটি, আর তখনই তারা তাদের গাঁট থেকে পয়সা বার করবে। স্থিরভাবে লেগে থাক—এ পর্য্যন্ত আমরা অদ্ভুত কার্য্য করেছি। হে বীরগণ, এগিয়ে যাও, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ করব। মান্দ্রাজ থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, কি হল? সংঘবদ্ধ হয়ে

সভাসমিতি স্থাপন করতে থাক—কাজে লেগে যাও—এই একমাত্র উপায়। কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাক, তাতেই তার মেজাজ ঠিক থাকবে। এ সময়টা বেশী বক্তৃতা করবার সুবিধা নেই, সুতরাং এখন আমাকে কলম ধরে বসে লিখতে হবে। অবশ্য সর্ব্বক্ষণই আমাকে কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত থাকতে হবে, তারপর শীত ঋতু এলে লোকে যখন তাদের বাড়ী ফিরবে, তখন আবার বক্তৃতাদি সুরু করে এবার সভাসমিতি স্থাপন করতে থাকব। সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা। খুব খাটো। সম্পূর্ণ পবিত্র হও—উৎসাহাগ্নি আপনিই জ্বলে উঠবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। আমি কাকেও কখন ভুলি না। তবে নেহাৎ অলস বলে সকলকে আলাদা আলাদা লিখতে পারি না। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বি

পুঃ—তোমার ট্রিপ্লিকেনের ঠিকানা অথবা যদি কোন সভাসমিতি স্থাপন করে থাক, তার ঠিকানা আমায় পাঠাবে।

বি

(৯১) ইং

(হেল্ ভগিনীগণকে লিখিত)

সোয়াম্‌স্‌কট্‌

২৬শে জুলাই, ১৮৯৪

দেখো, আমার চিঠিগুলো যেন নিজেদের বাইরে না যায়। ভগিনী মেরীর এক সুন্দর পত্র পেয়েছি। দেখছ ত সমাজে আমি কি রকম বেড়ে চলেছি। এ সব ভগিনী জিনীর শিক্ষার ফলে। খেলা, দৌড়ঝাঁপে সে ধুরন্ধর, মিনিটে ৫০০ হিসাবে অপভাষা ব্যবহারে দক্ষ, কথার তোড়ে অদ্বিতীয়, ধর্ম্মের বড় ধার ধারে না, তবে ঐ যা একটু আধটু। সে আজ বাড়ী গেল, আমি গ্রীন্‌একারে (Greenacre) যাচ্ছি। মিসেস্ ব্রীডের কাছে গিয়েছিলাম, মিসেস্ ষ্টোন্ সেখানে ছিলেন। মিসেস্ পুল্‌ম্যান্ প্রভৃতি আমার এখানকার হোমরাচোমরা বন্ধুগণ মিসেস্ ষ্টোনের কাছে অবস্থান করছেন। তাঁদের সৌজন্য আগের মতই। গ্রীন্‌একার থেকে ফেরবার পথে কয়েকদিনের তরে এনিস্‌স্কোয়ামে যাব মিসেস্ ব্যাগ্‌লির সঙ্গে দেখা করবার জন্য। দূর ছাই, সব ভুলে যাই; সমুদ্রে স্নান করছি ডুবে ডুবে মাছের মত—বেশ লাগছে। 'প্রান্তর মাঝে' . . . ('dans la plaine') ইত্যাদি কি ছাইভস্ম গানটি হ্যারিয়েট্ আমায় শিখিয়েছিল; জাহান্নামে যাক। এক ফরাসী পণ্ডিত আমার অদ্ভুত অনুবাদ শুনে হেসে কুটিপাটি। এইরকম করে তোমরা আমায় ফরাসী শিখিয়েছিলে, বেকুফের দল। তোমরা ডাঙ্গায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছ ত? বেশ হয়েছে তোমরা গরমে ভাজা হয়ে যাচ্ছ। আঃ, এখানে কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা! যখন ভাবি তোমরা চার মেয়েতে গরমে ভাজা

পোড়া সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছ আর আমি এখানে কি তোফা ঠাণ্ডা উপভোগ করছি, তখন আমার আনন্দ শতগুণ বেড়ে যায়। আ হা হা হা।

নিউইয়র্ক প্রদেশের কোনও স্থানে মিস্ ফিলিপ্সের পাহাড় হ্রদ নদী জঙ্গলে ঘেরা সুন্দর একটি স্থান আছে। আর কি চাই। আমি যাচ্ছি স্থানটিকে হিমালয়ে পরিণত করে সেখানে একটি মঠ খুলতে—নিশ্চয়ই। তর্জ্জন গর্জ্জন, লাথি ঝগড়ায় তোলপাড় আমেরিকান ধর্ম্মে মতভেদের নূতন বীজ না ছড়িয়ে এদেশ থেকে যাচ্ছি না।

হ্রদটির ক্ষণিক স্মৃতি কখন কখন তোমাদের মনে জাগে নিশ্চয়। দুপুরের গরমে ভাববে হ্রদের একেবারে নীচে তলিয়ে যাচ্ছ যতক্ষণ না বেশ স্নিগ্ধ বোধ কর। তারপর সেই তলদেশে স্নিগ্ধতার মাঝে চুপ করে পড়ে থাকবে—তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে, কিন্তু নিদ্রাভিভূত হবে না—স্বপ্ন-বিজড়িত অর্দ্ধ চেতন অবস্থায়। ঐ যেমন আফিমের নেশায় হয়—অনেকটা সেই রকম। ভারি চমৎকার। তার উপর খুব বরফ-ঠাণ্ডা জলও খেতে থাক। এক একবার এমন খেচুনি ধরে যাতে হাতী পর্য্যন্ত কাবু হয়ে পড়বে; ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। আর আমি ঠাণ্ডা জলে নাম্‌চি না।

প্রিয় আধুনিক মহিলাগণ! "তোমরা সকলে সুখী হও"—সর্ব্বদা এই প্রার্থনারত।

বিবেকানন্দ

(৯২) ইং

(মিস্ মেরী হেল ও মিস্ হ্যারিয়েট হেলকে লিখিত)

গ্রীনএকার সরাই, ইলিয়ট, মেন
৩১শে জুলাই, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি অনেকদিন তোমাদের কোন পত্রাদি লিখি নি, লিখিবারও বড় কিছু ছিল না।

এটা একটা বড় সরাই ও খামার বাড়ী ; এখানে খ্রীষ্টীয় বৈজ্ঞানিকগণ[১] তাদের সমিতির বৈঠক বসিয়েছে। যে মহিলাটির মাথায় এই বৈঠকের কল্পনাটা প্রথম আসে, তিনি গত বসন্তকালে নিউইয়র্কে আমাকে এখানে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাই আমি এখানে এসেছি। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা, তাতে কোন সন্দেহ নাই, আর আমার চিকাগোর অনেক পুরাতন বন্ধু এখানে রয়েছেন। তোমাদের মিসেস্ মিলস্ ও মিস্ ষ্টক্‌হ্যামের কথা স্মরণ থাকতে পারে। তাঁরা এবং আর কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নদীতীরে খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বাস কচ্ছেন। তাঁরা খুব স্ফূর্ত্তিতে আছেন এবং কখন কখন তাঁরা সকলেই সারাদিন, যাকে তোমরা বৈজ্ঞানিক পোষাক বল তাই পরে থাকেন। বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই হয়। বোষ্টন থেকে মিঃ কল্‌ভিল নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। লোকে বলে, তিনি প্রত্যহ প্রেতাত্মাবিষ্ট হয়ে বক্তৃতা করে থাকেন—'ইউনিভারসেল ট্রুথের' সম্পাদিকা, যিনি জিমি

১ Christian Scientist—আমেরিকার একটি সম্প্রদায়। ইহারা যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় অলৌকিক উপায়ে রোগ আরাম করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন।

মিল্‌স্ প্রাসাদের উপর তলায় থাকতেন—এখানে এসে বসবাস করছেন। তিনি উপাসনা পরিচালনা করছেন আর মনঃশক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল করবার শিক্ষা দিচ্ছেন—মনে হয়, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এই ধরনের নানা কর্ম্ম সম্পাদন করবেন! মোট কথা, এই সম্মিলনটি এক অদ্ভুত রকমের। এরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস্ মিল্‌স্ বেশ প্রতিভাসম্পন্না, অন্যান্য অনেক ভদ্রমহিলাও তদ্রূপ। মিসেস্ চ্যাপন নাম্নী এক ভদ্রমহিলাকে এতদিন আমি বিধবা ঠাওরেছিলাম—এখন দেখছি তাঁর স্বামী বরাবরই রয়েছেন। তিনি পরমা সুন্দরী। ডিট্রয়েটবাসিনী আর একটি উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনর মাইল দূরবর্ত্তী একটি দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন—আশা করি তথায় আমাদের পরমানন্দে সময় কাটবে। মিস্ আর্থার স্মিথ এখানে রয়েছেন। মিস্ গার্ণ্‌সি সোয়াম্‌স্কট থেকে বাড়ী গেছেন। আমি এখান থেকে আমিস্‌কোয়ান যেতে পারি বোধ হয়।

এ স্থানটি সুন্দর ও মনোরম—এখানে স্নান করার ভারি সুবিধা। কোরা ষ্টক্‌হ্যাম আমার জন্য একটি স্নানের পোষাক করে দিয়েছেন—আমিও ঠিক হাঁসের মত জলে নেমে স্নান করে মজা করছি—এমন কি জল-কাদায় যারা বাস বা বিচরণ করে (যেমন হাঁস ব্যাঙ জাতীয় প্রাণী) তাদের পক্ষেও ইহা পরম উপাদেয়।

আর বেশী কিছু লেখবার পাচ্ছি না—আমি এখন এত ব্যস্ত যে, মাদার চার্চ্চকে পৃথকভাবে লেখবার আমার সময় নেই। মিস্ হোকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবে।

বোষ্টনের মিঃ উড্ এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের

একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে তাঁর হোয়ার্লপুল মহোদয়ার[১] সম্প্রদায়ভুক্ত হতে বিশেষ আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক-আধ্যাত্মিক আরও কত কি বিশেষণ দিয়ে নিজেকে একজন মনঃশক্তি-প্রভাবে আরোগ্যকারী বলে পরিচিত করতে চান। কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছিল—তাতে তাঁবুগুলোর উত্তমমধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এইসব বক্তৃতা চলছিল, সেটির ঐ 'চিকিৎসার' চোটে এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে সেটি মর্ত্ত্যলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করেছে আর প্রায় দু শ চেয়ার আধ্যাত্মিক ভাবে গদ্‌গদ হয়ে জমির চারিদিকে নৃত্য আরম্ভ করেছিল! মিলস্ কোম্পানির মিসেস্ ফিগ্‌স্ প্রত্যহ প্রাতে একটা করে ক্লাস করে থাকেন আর মিসেস্ মিলস্ ব্যস্তসমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটায় যেন লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে। আমি বিশেষতঃ কোরাকে দেখে ভারি খুসী হয়েছি—গত শীত ঋতুতে ওরা বিশেষ কষ্ট পেয়েছে—একটু আনন্দ করলে ওর পক্ষে ভালই হবে।

তাঁবুতে ওরা যে রকম স্বাধীনভাবে রয়েছে শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে—তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা—একটু খেয়ালী—এই যা।

আমি এখানে আগামী শনিবার পর্য্যন্ত থাকব—সুতরাং তোমরা যদি পত্র পাওয়া মাত্র জবাব দাও, তবে এখান থেকে চলে যাবার পূর্ব্বেই পেতে পারি। এখানে একটি যুবক রোজ গান করে—সে পেশাদার; তার ভাবী পত্নী ও বোনের সঙ্গে এখানে আছে; ভাবী পত্নীটি বেশ

১ খ্রীষ্টীয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্ এডিকে স্বামীজী রঙ্গ করে Mrs. Whirlpool (ঘূর্ণাবর্ত্ত) বলছেন—কারণ Eddy ও Whirlpool সমানার্থক।

গাইতে পারে ও পরমা সুন্দরী। এই সেদিন রাত্রিতে ছাউনির সকলে একটা পাইন গাছের তলায় শুতে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় হিন্দু ধরনে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছলাম—তারকাখচিত নভোমণ্ডলের নীচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমি ত এই আনন্দের এক ফোঁটা পর্য্যন্ত বাদ দিই নি।

এক বৎসর পশুবৎ জীবনযাপনের পর এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শোওয়া, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমাদের কি বলব। সরাইয়ে যারা রয়েছে তারা অল্পবিস্তর অবস্থাপন্ন আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ, সবল, শুদ্ধ, অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' করতে শেখাই আর তারা উহা আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই কি সরল ও শুদ্ধ এবং অসীম সাহসী! সুতরাং এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই তাঁবুবাসীদের দরিদ্র করেছেন। সৌখীন বাবুরা ও সৌখীন মেয়েরা রয়েছেন হোটেলে; কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহাবাঁধান, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরী আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উলটে পালটে ফেলছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায় সেইজন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুলছিল, তা দেখলে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হতো। আমি এদের জোড়া দেখতে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আশা করি, তোমরা তোমাদের সুন্দর পল্লীনিবাসে

বেশ আনন্দে আছ। আমার জন্য এক মুহূর্ত্তও ভেবো না—আমাকে তিনি দেখবেনই দেখবেন, আর যদি না দেখেন নিশ্চিত জানব আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আনন্দে চলে যাব।

"হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিস দেয়—আমি গরিব—আমার আর কিছু নেই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম—হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, দয়া করে এইগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার করলে চলবে না।" আমি তাই আমার সর্ব্বস্ব চিরকালের জন্য দিয়েছি। একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরনের লোক, আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'মাধব' অর্থাৎ ভগবানের রসস্বরূপ একেবারে বোঝে না। তারা হয় জ্ঞান-চচ্চড়ি করে অথবা ঝাঁড়ফুঁক করে রোগ আরাম করা, টেবিলে ভূত নাবান, ডাইনী-বিদ্যা ইত্যাদির পিছনে ছোটে। এদেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা, তেজের কথা শোনা যায় আর কোথাও তত শুনি নি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে আর কোথাও তত নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ-আরামকারী শক্তিবিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন। এরা আবার দিনরাত তোতা পাখীর মত 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম' করে চেঁচাচ্ছে!

এবার তোমাদের সৎকল্পনা এবং শুভ চিন্তার সামগ্রী খানিকটা দিচ্ছি। তোমরা সৎস্বভাবা ও উন্নতচিত্তা। এদের মত চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে—জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর, অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্যরাজ্যের—সেই অনন্ত সৌন্দর্য্য, শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভাব-ভূমিতে

বাস করবার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু কখন খুঁজো না, উহাদিগকে পায়ের আঙ্গুল দিয়েও যেন স্পর্শ করো না। তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয়সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক—বাকি যা কিছু অর্থাৎ দেহ ও অন্য যা কিছু তাদের যা হবার হোক্ গে।

জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়—দিবারাত্র বল, "তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমায় ছাড়া আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না। তুমি আমাতে আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।" ধন চলে যায়, সৌন্দর্য্য বিলীন হয়ে যায়, জীবন দ্রুতগতিতে চলে যায়, শক্তি লোপ পেয়ে যায়, কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন—প্রেম চিরদিনই থাকে। যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখতে পারায় কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আসতে না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। জড়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই, তুমি যে জড় নও তার একমাত্র প্রমাণ।

ঈশ্বরে লেগে থাক—দেহে বা অন্য কোথাও কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা বিপদ দুঃখ এসে বিভীষিকা দেখাতে থাকে তখন বল—হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হতে থাকে, তখনও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; জগতে যত রকম দুঃখ বিপদ আসতে পারে তা এলেও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়। তুমি এইখানেই রয়েছ, তোমাকে আমি দেখছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব করছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায়

ত্যাগ করো না। এই হীরার খনি ছেড়ে কাচখণ্ডের অন্বেষণে যেও না। এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—তোমরা কি এই সুযোগ অবহেলা করে সংসারের সুখ-অন্বেষণে যাবে? তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ—সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরম বস্তুই তোমাদের জীবনের লক্ষ্য হোক, তা হলে নিশ্চিত সেই পরম বস্তু লাভ করবে। সর্ব্বদা আমার আশীর্ব্বাদ জানবে।

বিবেকানন্দ

(৯৩) ইং

(হেল্ ভগিনীগণকে লিখিত)

গ্রীণেকার

১১ই আগষ্ট, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনীগণ,

এ যাবৎ গ্রীণেকারেই আছি। জায়গাটী বেশ লাগল। সকলেই খুব সহৃদয়। কেনিলওয়ার্থের মিসেস্ প্র্যাট নাম্নী এক চিকাগোবাসী মহিলা আমার প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পাঁচশত ডলার দিতে চান। আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। আমায় কিন্তু কথা দিতে হয়েছে যে অর্থের প্রয়োজন হলেই তাঁকে জানাব। আশা করি. ভগবান আমাকে সেরূপ অবস্থায় ফেলবেন না। একমাত্র তাঁহার সহায়তাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত। মা বা তোমাদের কোনও পত্র আমি পাই নি। কলকাতা হতে ফনোগ্রাফটীর পৌছান সংবাদও আসে নি।

আমার চিঠিতে কোনও কিছু যদি পীড়াদায়ক থেকেও থাকে, আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে যে সেটা স্নেহের ভাব থেকেই লেখা হয়েছিল। তোমাদের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ অনাবশ্যক। ভগবান তোমাদিগকে সুখী করুন। তাঁহার অশেষ আশীর্ব্বাদ তোমাদের ও তোমাদের প্রিয়জনের উপর বর্ষিত হোক। তোমাদের পরিবারবর্গের

নিকট আমি চিরঋণী। তোমরা ত তা জানই এবং অনুভব কর। আমি কথায় তাহা প্রকাশে অক্ষম। রবিবার বক্তৃতা দিতে যাচ্ছি প্লিমাথে কর্ণেল হিগিন্‌সনের 'ধর্ম্মসমুদয়ের সদ্ভাববর্দ্ধক সমিতি'র অধিবেশনে। কোরা ষ্টক্‌হাম্ গাছতলায় আমাদের দলের ছবি তুলেছিলেন তারই একটী এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এটা কিন্তু নমুনামাত্র, আলোতে অস্পষ্ট হয়ে যাবে। এর চেয়ে ভাল এখন কিছু পাচ্ছি না। অনুগ্রহ করে মিস্ হাউকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানিও। আমার প্রতি তাঁর অশেষ দয়া। বর্ত্তমানে আমার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হলে আনন্দের সহিত জানাবো। মনে করছি, মাত্র দুই দিনের জন্য একবার প্লিমাথ্ থেকে ফিস্‌কিলে যাব। সেখান থেকে তোমাদিগকে আবার পত্র দেব। আশা করি—তা কেন, জানিই তোমরা সুখে আছ, কারণ পবিত্র সজ্জন কখন অসুখী হয় না। অল্প যে কয় সপ্তাহ এখানে থাকব, আশা করি আনন্দেই কাটবে। আগামী শরৎকালে নিউইয়র্কে থাকব। নিউইয়র্ক চমৎকার জায়গা। সেখানকার লোকের যে অধ্যবসায় অন্যান্য নগরবাসিগণের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। মিসেস্ পটার্ পামারের এক চিঠি পেয়েছি; আগষ্ট মাসে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য লিখেছেন। মহিলাটি বেশ সহৃদয়, উদার ইত্যাদি। অধিক আর কি? 'নৈতিক অনুশীলন সমিতির' সভাপতি, নিউইয়র্কনিবাসী আমার বন্ধু ডাক্তার জেন্‌স্ এখানে রয়েছেন। তিনি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছেন। আমি তাঁর বক্তৃতা শুনতে অবশ্য যাব। তাঁর সঙ্গে আমার মতের খুবই ঐক্য আছে। তোমরা চিরসুখী হও।

তোমাদের চিরশুভার্থী ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(৯৪) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

এনিস্‌কোয়াম্
মিসেস্ ব্যাগ্‌লির বাটী
৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

মাদ্রাজীদের পত্রখানি কালকের 'বষ্টন ট্রান্সক্রিপ্ট' পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তোমাকে এক কপি পাঠাবার ইচ্ছা আছে। চিকাগোর কোন কাগজে হয়ত দেখে থাকবে। কুক্ এণ্ড সন্সের আফিসে আমার চিঠি-পত্র থাকবে। অন্ততঃ আগামী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত এখানে আছি, ঐদিন এখানে বক্তৃতা দেব।

দয়া করে কুকের আফিসে আমার পত্রাদি এসেছে কিনা সন্ধান নিও এবং এলে পর এখানে পাঠিয়ে দিও।

কিছুদিন হলো তোমাদের কোনও খবর পাই নি। মাদার চার্চ্চকে কাল দুখানি ছবি পাঠিয়েছি। আশা করি তোমাদের ভাল লাগবে। ভারতবর্ষের চিঠিপত্রাদির জন্য আমি বিশেষ উদ্বিগ্ন। সকলকে ভালবাসা।

তোমার চিরস্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুঃ—তোমরা কোথায় আছ না জানায় আরও কিছু যা পাঠাবার আছে তা পাঠাতে পারছি না।

বি

(৯৫) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র আমি 'বষ্টন ট্রান্সক্রিপ্টে' মান্দ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি অবলম্বন করে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখলাম। আমার নিকট ঐ প্রস্তাবগুলির কিছুই পৌছায় নি। যদি তোমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠিয়ে থাক, তবে উহা শীঘ্রই পৌছবে। প্রিয় বৎস, এ পর্য্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাব্ড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে করো না। মনে করে দেখ, দেশ থেকে পনর হাজার মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টীয়ানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চলতে হয়েছে—এতে কখন কখন একটু ঘাব্ড়ে যেতে হয়। হে বীরহৃদয় বৎস, এইগুলি মনে রেখে কাজ করে যাও। বোধ হয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছ থেকে শুনেছ, জি. জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। এমন করে ঠিকানাটা লিখেছিল যে, উহা আমি মোটেই বুঝতে পারি নি। তাইতে তার কাছে সাক্ষাৎভাবে জবাব দিতে পারি নি। তবে সে যা যা চেয়েছিল, আমি সব করেছি—আমার ফটোগ্রাফগুলি পাঠিয়েছি ও মহীশূরের রাজাকে পত্র লিখেছি। আমি খেতড়ির রাজাকে একটা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে উহার প্রাপ্তিস্বীকারপত্র এখনও পাই নি। উহার খবরটা নিয়ো ত। আমি কুক এণ্ড সন্স, রাম্পার্ট রো, বোম্বাই ঠিকানায় উহা পাঠিয়েছি। ঐ সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করে রাজাকে একখানা পত্র

লিখো। ৮ই জুন তারিখে লেখা রাজার একখানা পত্র পেয়েছি। যদি ঐ তারিখের পর কিছু লিখে থাকেন, তবে তা আমি এখনও পাই নি।

আমার সম্বন্ধে ভারতের খবরের কাগজে যা কিছু বেরোবে সেই কাগজখানাই আমায় পাঠাবে। আমি কাগজটাতেই তা পড়তে চাই—বুঝলে? চারুচন্দ্র বাবু যিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখবে। তাঁকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তোমাকে আমি গোপনে বলছি, দুঃখের বিষয় যে তাঁর কথা আমার কিছু স্মরণ হচ্ছে না। তুমি তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমায় জানাবে কি? থিওসফিষ্টরা এখন আমায় পছন্দ করছে বটে, কিন্তু এখানে তাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫০ জন মাত্র। তারপর খ্রীষ্টীয় বৈজ্ঞানিকগণ আছেন, তাঁদের সকলেই আমায় পছন্দ করেন; তাঁদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হবে। আমি উভয় দলের সঙ্গেই কাজ করি বটে, কিন্তু কারও দলে যোগ দিই না, আর ভগবৎকৃপায় উভয় দলকেই ঠিক পথে গড়ে তুলব, কারণ তারা কতকগুলো আধা-সত্য কপচাচ্ছে বইত নয়।

এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আশা করি নরসিমা টাকাকড়ি ইত্যাদি সব পাবে।

আমি 'ক্যাটের' কাছ থেকে এক পত্র পেলাম, কিন্তু তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একখানা বই লিখতে হয়, সুতরাং তোমার এই পত্রের মধ্যেই তাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি আর তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বল্‌ছি যে, আমাদের উভয়ের মতামত বিভিন্ন হলেও তাতে কিছু এসে যাবে না—সে একটা বিষয় একভাবে দেখছে, আমি না হয় আর একভাবে

দেখছি, এই এক জিনিসকে বিভিন্নভাবে দেখা স্বীকার করে নিলেই ত আমাদের উভয়ের ভাবের এক রকম সমন্বয় হল। সুতরাং সে বিশ্বাস যাই করুক তাতে কিছু এসে যায় না—সে কাজ করুক।

বালাজি, জি. জি , কিডি, ডাক্তার ও আমাদের সব বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে আর যে-সকল স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা তাঁদের দেশের জন্য তাঁদের মতবিভিন্নতা গ্রাহ্য না করে সাহস ও মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সকলকেও আমার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা জানাবে।

একটি ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্রস্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কম করে ধরে কত খরচা পড়ে, হিসেব করে আমায় জানাবে আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানাও জানাবে। আমি তা হলে তার জন্যে নিজে টাকা পাঠাব—শুধু তা নয়, আমেরিকার আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা করব। কলকাতায়ও ঐ রকম করতে বল। আমাকে ব—র ঠিকানা পাঠাবে। সে বেশ ভাল ও মহৎ লোক। সে আমাদের সঙ্গে মিশে বেশ সুন্দর কাজ করবে।

তোমাকে সমস্ত জিনিসটার ভার নিতে হবে—সরদার হিসাবে নয়, সেবকভাবে—বুঝলে? এতটুকু কর্তাত্বির ভাব দেখালে লোকের মনে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠবে—তাতে সব মাটি হয়ে যাবে। যে যা বলে, তাইতে সায় দিয়ে যাও—কেবল চেষ্টা কর—আমার সব বন্ধুদের একসঙ্গে জড় করে রাখতে—বুঝলে? আর আস্তে আস্তে কাজ করে উহার উন্নতির চেষ্টা কর। জি জি. ও অন্যান্য যাদের এখনই রোজগার করবার প্রয়োজন নেই, তারা এখন যেমন কচ্ছে তেমনি করে যাক অর্থাৎ

চারিদিকে ভাব ছড়াক। জি. জি. মহীশূরে বেশ কাজ কচ্ছে। এই রকমই ত করতে হবে। মহীশূর কালে আমাদের একটা বড় আড্ডা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি এখন আমার ভাবগুলি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করব ভাবছি—তারপর আগামী শীতে সারা দেশটা ঘুরে সমিতি স্থাপন করব। এ একটা মস্ত কার্য্যক্ষেত্র আর এখানে যত কাজ হতে থাকবে, ততই ইংলণ্ড এই ভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। হে বীরহৃদয় বৎস, এতদিন পর্য্যন্ত বেশ কাজ করেছ। প্রভু তোমাদের ভেতর সব শক্তি দেবেন।

আমার হাতে এখন ৯০০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কার্য্যটা আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেক লোককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক ষান্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বের করে দাও এবং আর আর আনুষঙ্গিক যা আবশ্যক তার তোড়জোড় কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের ভেতর গোপন রেখো; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মান্দ্রাজে একটা মন্দির করবার জন্য মহীশূর ও অন্যান্য স্থান থেকে টাকা তোলবার চেষ্টা কর—তাতে একটা পুস্তকালয় থাকবে, আফিস ও ধর্ম্মপ্রচারকদের অর্থাৎ যদি কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগী এসে পড়ে, তাদের জন্য কয়েকটা ঘর থাকবে। এইরূপে আমরা ধীরে ধীরে কাজে অগ্রসর হব।

সদা স্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

পুঃ— তুমি ত জান টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্য্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের দিকটা এবং টাকাকড়ি-সংক্রান্ত ব্যাপারটার বন্দোবস্ত করবার জন্য তোমাদিগকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন করতেই হবে। এখানে আমার যেসব বন্ধু আছেন—তাঁরাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দোবস্ত করে থাকেন—বুঝলে? এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সংঘবদ্ধ হতে পার এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পত্রাদি ব্যবহার করতে পার, ততই তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটে শীগ্‌গির করে ফেলে আমাকে লেখ। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই ('প্র=সঙ্গে+বুদ্ধ') 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে—'ভারত' জুড়লে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে। যাই হোক, আমাদের সকল বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করো—তাঁরা যা ভাল বিবেচনা করেন।

আমার মঠের গুরুভাইদেরও এইরূপে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কর্ম্ম করতে বলবে, তবে টাকাকড়ির কাজ সব তোমাকেই করতে হবে। তাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁরা টাকাকড়ি ঘাঁটা পছন্দ করবেন না। আলাসিঙ্গা, জেনে রেখো ভবিষ্যতে তোমার অনেক বড় বড় কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি ভাল বোঝ, কতকগুলি বড়লোককে ধরে তাদের রাজি করে সমিতির

কর্ম্মচারিরূপে তাদের নাম প্রকাশ করবে—আসল কাজ কিন্তু করতে হবে তোমাকে—তাদের নামে অনেক কাজ হবে। তোমার যদি সাংসারিক কাজকর্ম্ম খুব বেশী থাকে এবং তার দরুণ যদি এসব করবার তোমার সময় না থাকে, তবে জি. জি. সমিতির এই বৈষয়িক ভাগটার ভার নিক—আর আমি আশা করি, পেট চালাবার জন্যে যাতে কলেজের কাজের ওপর তোমায় নির্ভর না করতে হয়, তা করবার চেষ্টা করব। তা হলে তুমি নিজে উপোস না করে আর পরিবারদের উপোস না করিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে এই কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। কাজে লাগো, বৎস, কাজে লাগো। কাজের কঠিন ভাগটা অনেকটা সিধে হয়ে এসেছে। এখন প্রতি বৎসর কাজ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাবে। আর তোমরা যদি কেবল উত্তমরূপে দাগা বুলিয়ে যেতে পার, তা হলে আমি ভারতে ফিরলে কাজের খুব দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে। তোমরা যে এতদূর করেছ, এই ভেবে খুব আনন্দ কর। যখন মনে নিরাশ ভাব আসবে তখন ভেবে দেখো, গত বছরের ভেতর কতদূর কাজ হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশাপূর্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিস আশা করছে। নির্ব্বোধ মিশনরিগণ, ম— এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পারবে না। তোমার কি মন মুখ এক হয়েছে? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে নিঃস্বার্থভাবে থাকতে পার? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? যদি এইগুলি তোমার থাকে তবে তোমার কোন কিছুকে, এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করবার দরকার নেই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ, সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উহা উৎসুক নয়নে ঐ জ্ঞানালোক পাবার জন্য আমাদের দিকে আশা

করে রয়েছে। কেবল ভারতের কাছে যে জ্ঞানালোক আছে—সেই জ্ঞানালোকের অলৌকিক কার্য্যকরীশক্তি ইন্দ্রজাল, ভেল্কি বা বুজরুকিতে নাই—আছে সত্য ধর্ম্মের মর্ম্মভাগের, উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের অশেষ মহিমার উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়েও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন উহা দেবার সময় এসেছে। হে বীরহৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছ। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে ওঠ—ওঠ, কাজ কর।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(৯৬) ইং

(ল্যান্সবার্গ নামক আমেরিকান সন্ন্যাসী শিষ্যকে লিখিত)

বেল ভিউ হোটেল, বষ্টন
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

তুমি কিছু মনে করিও না, গুরু হিসাবে তোমাকে উপদেশ দিবার অধিকার আমার আছে বলিয়াই আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে, তুমি নিজের ব্যবহারের জন্য কিছু বস্ত্রাদি অবশ্য ক্রয় করিবে, কারণ উহাদের অভাব এদেশে কোন কাজ করার পক্ষে তোমার প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। একবার কাজ সুরু হইয়া গেলে অবশ্য তুমি ইচ্ছামত পোশাক পরিধান করিতে পার, তাহাতে কেহ কোন আপত্তি করিবে না।

আমাকে ধন্যবাদ দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ইহা আমার কর্ত্তব্যমাত্র। হিন্দু আইন অনুসারে শিষ্যই সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকারী, যদি সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তাহার কোন পুত্র জন্মিয়াও থাকে, তথাপি সে উত্তরাধিকারী নহে। এ সম্বন্ধ খাঁটি আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ— ইয়াঙ্কির 'অভিভাবকগিরি' ব্যবসা নহে, বুঝিতেই পারিতেছ।

তোমার কৃতকার্য্যতার জন্য প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ করি। ইতি

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(৯৭) ইং

(মিস্ মেরী হেল্‌কে লিখিত)

বিকন্ ষ্ট্রীট্, বষ্টন

হোটেল বেল ভিউ

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

আজ সকালে তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি পেলাম। প্রায় সপ্তাহ-খানেক হোল এই হোটেলে আছি। আরও কিছুকাল বষ্টনে থাকব। গাউন্ ত এতগুলো রয়েছে, সেগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। এনিস্‌কোয়ামে যখন খুব ভিজে যাই, তখন পরণে ছিল সেই ভাল কাল পোশাক যেটি তোমার খুব পছন্দসই। মনে হয়, এটি আর নষ্ট হচ্ছে না; আমার নির্গুণ ব্রহ্মধ্যান এর ভিতরেও প্রবিষ্ট হয়েছে! গ্রীষ্মকাল খুব আনন্দে কাটিয়েছ জেনে বিশেষ খুশী হলাম। আমি ত ভবঘুরের মত ঘুরেই বেড়াচ্ছি। এব্ হিউ-লিখিত তিব্বতদেশীয় ভবঘুরে লামাদের বর্ণনা সম্প্রতি পড়ে খুব আমোদ বোধ করলাম। আমাদের সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের

যথার্থ চিত্র। লেখক বলেন এরা অদ্ভুত লোক। খুশীমত এসে হাজির হয়। যার তার সঙ্গে আহার করে, নিমন্ত্রিত হোক্ বা না হোক্। যথা তথা স্থিতি বা প্রস্থিতি। এমন পাহাড় নাই যা তারা আরোহণ করে নি, এমন নদী নাই যা তারা অতিক্রম করে নি। তাদের অবিদিত কোন জাতি নাই, অকথিত কোন ভাষা নাই। লেখকের অভিমত, যে শক্তিবশে গ্রহগুলি সদা ঘূর্ণায়মান তাহারই কিয়দংশ ভগবান ইহাদিগকে দিয়ে থাকবেন। আজ এই ভবঘুরে লামাটী লেখবার আগ্রহ দ্বারা আবিষ্ট হয়ে সোজা একটি দোকানে গিয়ে লেখবার যাবতীয় উপকরণ সহ, বোতাম লাগান, কাঠের ছোট দোয়াত সমেত একটি পোর্টফলিও কিনে এনেছে। শুভ সঙ্কল্প। মনে হয়, গত মাসে ভারত হতে প্রচুর চিঠিপত্র এসেছে। আমার দেশবাসিগণ আমার কাজের এরূপ তারিফ করায় খুব খুশী হলাম। তারা যথেষ্ট করেছে। আর কিছু ত লেখবার দেখতে পাচ্ছি না। অধ্যাপক রাইট্, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা খুব খাতির যত্ন করেছিলেন, সর্ব্বদা যেমন করে থাকেন। ভাষায় তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি না। এ পর্য্যন্ত সবই ভাল যাচ্ছে। তবে একটু বিশ্রী উৎকট সর্দ্দি হয়েছিল। এখন প্রায় নাই। অনিদ্রার জন্য ক্রীষ্টান বিজ্ঞান (Christian Science) অনুকরণে বেশ ফল পেয়েছি। তোমরা সুখী হও। ইতি

চিরস্নেহশীল ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

পুঃ—অনুগ্রহ করে মাকে জানিও এখন আর কোট চাই না।

বি

(৯৮) ইং

(মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত)

হোটেল বেল ভিউ
বিকন ষ্ট্রীট, বষ্টন
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

মা,

আমি তোমাকে মোটেই ভুলে যাই নি। তুমি কি মনে কর, আমি কখন এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারি? তুমি আমাকে তোমার ঠিকানা দাও নি, তবু মিস্ ফিলিপ্স্ ল্যাণ্ডস্বার্গকে যে-সব খবর দেয়, তাই থেকে আমি তোমার খবর পাচ্ছি। বোধ হয় মান্দ্রাজ থেকে আমায় যে অভিনন্দন পাঠিয়েছে তা তুমি দেখেছ। আমি তোমাকে পাঠাবার জন্য খানকতক ল্যাণ্ডস্বার্গের কাছে পাঠাচ্ছি।

হিন্দু সন্তান কখন মাকে টাকা ধার দেয় না, মার সন্তানের ওপর সর্ব্ববিধ অধিকার আছে, সন্তানেরও মার ওপর তাই। সেই তুচ্ছ ডলার কয়টি আমাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলাতে তোমার ওপর আমার বড় রাগ হয়েছে। তোমার ধার আমি কোন কালে শুধতে পারব না।

আমি এখন বষ্টনের কয়েক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছি। আমি এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করতে পারি। বক্তৃতা যথেষ্ট হল, এখন আমি লিখতে চাই। আমার বোধ হয় তার জন্য আমাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে। মিসেস্ গার্ণসি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায়

সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি মনে করছি; তাঁর ওখানে গিয়ে বসে বই লিখব।

তোমার সদা স্নেহাস্পদ
বিবেকানন্দ

পুঃ—অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় লিখবে, গার্ণসিরা শহরে ফিরেছে, না এখনও ফিশ্‌স্কিলে আছে। ইতি

বি

(৯৯) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

. . . আমি ক্রমাগত এক স্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সর্ব্বদা কাজ কচ্ছি, বক্তৃতা দিচ্ছি, ক্লাস কচ্ছি এবং লোককে নানা রকমে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্ছি।

আমি যে বই লেখবার সঙ্কল্প করেছিলাম, এখনও তার এক পংক্তি লিখতে পারি নি। সম্ভবতঃ পরে এ কাজ হাতে নিতে পারব। এখানে উদারমতাবলম্বীদের মধ্যে আমি কতকগুলি পরম বন্ধু পেয়েছি, গোঁড়া খ্রীষ্টানদের মধ্যেও কয়েক জনকে পেয়েছি। আশা করি, শীঘ্রই ভারতে ফিরব। এদেশ ত যথেষ্ট ঘাঁটা হল, বিশেষতঃ অতিরিক্ত কার্য্যের দরুন আমাকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। সাধারণের সমক্ষে বিস্তর বক্তৃতা করার দরুন ও একস্থানে স্থিরভাবে না থেকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সেখানে ঘোরার দরুন এই দুর্ব্বলতা এসেছে। . . . সুতরাং

বুঝছো আমি শীঘ্রই ফিরছি। কতকগুলি লোকের আমি খুব প্রিয় হয়ে উঠেছি আর তাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়ছে; তারা অবশ্যই চাইবে, আমি এখানে বরাবর থেকে যাই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে—খবরের কাগজে নাম বেরনো এবং সর্ব্বসাধারণের ভেতর কাজ করার দরুণ ভূয়ো লোকমান্য ত যথেষ্ট হল—আর কেন? আমার ওসবের একদম ইচ্ছা নেই।

. . . কোন দেশের অধিকাংশ লোকই কখনও কেবল সহানুভূতির বশে লোকের উপকার করে না। খ্রীষ্টানদের দেশে কতকগুলি লোক যে সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করে, অনেক সময়ে তার ভেতর কোন মতলব থাকে, কিংবা নরকের ভয়ে ঐরূপ করে থাকে। আমাদের বাংলাদেশে যেমন চলিত কথায় বলে, "গরু মেরে জুতো দান।" এখানে সেই রকম দানই বেশী! সব জায়গায়ই তাই। আবার আমাদের জাতের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশবাসীরা অধিক কৃপণ। আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, এসিয়াবাসীরা জগতের সকল জাতের চেয়ে বেশী দানশীল জাত, তবে তারা যে বড় গরীব।

কয়েক মাস আমি নিউইয়র্কে বাস করবার জন্য যাচ্ছি। ঐ সহরটি সমস্ত যুক্তরাজ্যের যেন মাথা, হাত ও ধনভাণ্ডারস্বরূপ। অবশ্য বষ্টনকে 'ব্রাহ্মণের সহর' (বিদ্যাচর্চ্চাবহুল স্থান) বলে বটে। আমেরিকায় হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার সহিত সহানুভূতি করে থাকে। . . . নিউইয়র্কের লোকগুলির খুব খোলা মন। সেখানে আমার কতকগুলি বিশিষ্ট গণ্যমান্য বন্ধু আছেন। দেখি, সেখানে কি করতে পারা যায়। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, এই বক্তৃতা-ব্যবসায়ে আমি দিন দিন বিরক্ত হয়ে পড়ছি। পাশ্চাত্যদেশের লোকের পক্ষে ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ

বুঝতে এখনও বহুদিন লাগবে। তাদের টাকাই হল সর্ব্বস্ব। যদি কোন ধর্ম্মে টাকা হয়, রোগ সেরে যায়, রূপ হয়, দীর্ঘ জীবনলাভের আশা হয়, তবেই সকলে সেই ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকবে, নতুবা নয়। ... বালাজী, জি. জি. এবং আমাদের বন্ধুবর্গের সকলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে।

তোমাদের প্রতি চিরপ্রেমসম্পন্ন
বিবেকানন্দ

(১০০) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,

তোমার এত শীঘ্র সংসারত্যাগের সংকল্প শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। ফল পাকলে আপনি গাছ থেকে পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি করো না। বিশেষ, নিজে কোন আহাম্মকি কাজ করে কারও অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার নেই। সবুর কর, ধৈর্য্য ধরে থাক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বালাজী, জি. জি. ও আমাদের অপর সকল বন্ধুকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে। তুমিও অনন্তকালের জন্য আমার ভালবাসা জানবে।

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

(১০১)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

নিউইয়র্ক

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের কয়েকখানা পত্র পাইলাম। শশী প্রভৃতি যে ধূমক্ষেত্র মাচাচ্চে, এতে আমি বড়ই খুসি। ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চলবে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধূমক্ষেত্র মেচে যাবে, 'বা গুরুকা ফত্তে!' আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি' (ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হয়), ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড়লোক তৈরি হয়ে যায়। চারু কে এখন বুঝতে পেরেছি; তাকে আমি ছেলেমানুষ দেখে এসেছি কি না, তাই ঠাওরে উঠতে পারি নি। তাকে আমার অনেক আশীর্ব্বাদ। বলি মোহন, মিশনরি ফিসনরির কর্ম্ম কি এ ধাক্কা সামলায়? এখন মিশনরির ঘরে বাঘ সেঁধিয়েছে। এখানকার দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাদরীতে ঢের চেষ্টা বেষ্টা করলে—এ গিরিগোবর্দ্ধন টানবার জো কি? মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির কর্ম্ম ফাসি পড়া? ও সব চলবে না ভায়া, কিছু চিন্তা করো না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে। আপনার কার্য্য করে চলে যাও—কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি? 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং, সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।' (সত্যেরই জয়লাভ হয়, মিথ্যার কখন জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযানমার্গে গতি হইয়া থাকে।) গুরুপ্রসন্নবাবুকে এক পত্র লিখিতেছি। টাকার ভাবনা নাই মোহন। সব হবে ধীরে ধীরে।

এ দেশে গরমির দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়—আমিও

গিয়াছিলাম, অবশ্য পরের স্কন্ধে। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাইবার বড়ই বাতিক। ইয়াট বলে ছোট ছোট জাহাজ ছেলে বুড় যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘরে আসে, খায় দায়—নাচে কোঁদে—গান বাজনা ত দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার যো নাই।

ঐ যে জি. ডব্‌লিউ হেলের ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। হেল আর তার স্ত্রী, বুড় বুড়ী। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝি, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা জায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যায়। এরা বলে—

> 'Son is son till he gets a wife,
> The daughter is daughter all her life.'[১]

চারিজনেই যুবতী—বে থা করে নি। বে হওয়া এদেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম কর্ত্তে কর্ত্তে একটা 'লভ' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হল সাধারণ—তবে হেলের মেয়েরা রূপসী, বড় মানষের ঝী, ইউনিভার্সিটি 'গার্ল' (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী)—নাচতে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না—তারা বোধ হয় বে থা করবে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

১ পুত্রের যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিনই সে পুত্র, কিন্তু কন্যা চিরদিনই কন্যা থাকে

মেরী আর হ্যারিয়েট হল মেয়ে, আর এক হ্যারিয়েট আর ইসাবেল হল ভাইঝি। মেয়ে দুটির চুল সোনালি অর্থাৎ ব্লণ্ড আর ভাইঝি দুটির চুল brunette অর্থাৎ কাল চুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ এরা সব জানে। ভাইঝীদের তত পয়সা নেই—তারা একটা Kindergarten School (কিণ্ডারগার্টেন স্কুল) করে—মেয়েরা কিছু রোজগার করে না। এদের দেশের অনেক মেয়ে রোজগার করে। কেউ কারুর উপর নির্ভর করে না। ক্রোড়পতির ছেলেও রোজগার করে, তবে বে করে আর আপনার বাড়ী ভাড়া করে থাকে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়ীতে—আমি যেখানেই কেন যাই না। তারা সব ঠিকানা করে। এদেশের ছেলেরা ছোটবেলা থেকেই রোজগার কর্ত্তে যায় আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে—তাইতে করে একটা সভায় দেখবে যে 90 per cent. (শতকরা ৯০ জন) মেয়ে। ছোঁড়ারা তাদের কাছে কল্‌কেও পায় না।

এদেশে ভূতুড়ে অনেক। মিডিয়ম হল যে ভূত আনে। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায় আর পরদার ভেতর থেকে ভূত বেরুতে আরম্ভ করে, বড় ছোট, হর রঙ্গের। আমি গোটাকতক দেখলাম বটে, কিন্তু ঠগ্‌বাজি বলেই বোধ হল। আর গোটাকতক দেখে তবে ঠিক সিদ্ধান্ত করব। ভূতুড়েরা আমাকে অনেকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোসরা হচ্চেন ক্রিশ্চিয়ান সায়ান্স—এরাই হচ্চে আজকালকার বড় দল—সর্ব্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্ছে—গোঁড়াবেটাদের বুকে শেল বিঁধছে। এরা হচ্ছে বেদান্তী অর্থাৎ গোটাকতক অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় করে তাকে বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর 'সোঽহং সোঽহং' বলে রোগ ভাল করে দেয়—মনের জোরে। এরা সকলেই আমাকে বড় খাতির করে।

আজকাল গোঁড়াবেটাদের ত্রাহি ত্রাহি এদেশে। Devil worship[১] আর বড় একখানা চলছে না। আমাকে বেটারা যমের মত দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা এল, রাজ্যির মেয়ে মদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে —গোঁড়ামীর জড় মারবার যোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিব্‌বার নয়। কালে গোঁড়াদের দম নিকলে যাবে। কি বাঘ ঘরে ঢুকিয়েছেন, তা বাছাধনেরা টের পাচ্ছেন।

থিওসফিষ্টদের জোর বড় একটা নাই। তবে তারাও গোঁড়াদের খুব পিছু লেগে আছে।

এই কৃশ্চিয়ান সায়ান্স ঠিক আমাদের কর্ত্তাভজা। বল্ রোগ নেই —বস্, ভাল হয়ে গেল, আর বল 'সোঽহং', বস্—ছুট্টি, চরে খাওগে। এদের দেশ ঘোর materialist (জড়বাদী)—এই কৃশ্চিয়ান দেশের লোক—ব্যামো ভাল কর, আজগুবি কর; পয়সার রাস্তা হয়, তবে ধর্ম্ম মানে—অন্য কিছু বড় বোঝে না। তবে কেউ কেউ বেশ আছে। যত বেটা দুষ্টু বজ্জাৎ, ঠগ জোচ্চোর মিশনরিরা তাদের ঘাড় ভাঙ্গে আর তাদের পাপ মোচন করে। এরা আমাতে এক নূতন ঢোলের মানুষ দেখেছে। গোঁড়া বেটাদের পর্য্যন্ত আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে, আর এখন সকলে বড়ই ভক্তি করছে—বাবা ব্রহ্মচর্য্যের চেয়ে কি আর বল আছে?

আমি এখন মান্দ্রাজীদের Address (অভিনন্দন), যা এখানকার সব কাগজে ছেপে ধূমক্ষেত্র মেচে গিয়েছিল, তারই জবাব লিখতে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় ত ছাপিয়ে পাঠাব, যদি মাগ্‌গি হয় ত type-writing

১ ভূতোপাসনা—গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকে 'ভূতোপাসক' বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে।

(টাইপরাইটিং) করে পাঠিয়ে দেব। তোমাদেরও এক কাপি পাঠাব—ইণ্ডিয়ান মিরারে ছাপিয়ে দিও। এদেশের অবিবাহিতা মেয়েরা বড়ই ভাল, তারা ভয় ডর করে। . . . এরা হলো বিরোচনের জাত। শরীর হল এদের ধর্ম্ম, তাই মাজা, তাই ঘসা—তাই নিয়ে আছে। নখ কাটবার হাজার যন্ত্র, চুল কাটবার দশহাজার, আর কাপড় পোষাক গন্ধমসলার ঠিক ঠিকানা কি! . . . এরা ভাল মানুষ, দয়াবান সত্যবাদী। সব ভাল কিন্তু ঐ যে 'ভোগ,' ঐ ওদের ভগবান—টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যের ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

(কর্ম্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইহলোকে দেবতা যজন করে; যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র লাভ হইয়া থাকে)।

অদ্ভুত তেজ আর বলের বিকাশ—কি জোর, কি কার্য্যকুশলতা, কি ওজস্বিতা! হাতীর মত ঘোড়া বড় বাড়ীর মত গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এইখান থেকেই সুরু ঐ ডৌল সব। মহাশক্তির বিকাশ—এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি! যাক—এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে যেন বাচ্ছাটির মত ঘাটে মাঠে দোকান হাটে নিয়ে যায়। সব কাজ করে— আমি তার সিকির সিকিও কর্ত্তে পারি নি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমি এদের পুষ্যিপুত্তুর, এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা; বাবা, এদের পূজা কল্লে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরী করে মর্ত্তে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মরব। তবে তোদের

দেশের লোক মানুষের মধ্যে হবে। তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁষবার যুগ্যি নয়—তোদের মেয়েদের কথাই বা কি। হরে হরে, আরে বাবা, কি মহাপাপী! ১০ বৎসরের মেয়ের বর যুগিয়ে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু! কিমধিকমিতি—।

আমি এদের এই আশ্চর্য্যি মেয়ে দেখি। এ কি মা জগদম্বার কৃপা। একি মেয়ে রে বাবা! মদ্দগুলোকে কোণে ঠেসে দেবার যোগাড় করেছে। মদ্দগুলো হাবুডুবু খেয়ে যাচ্চে। মা তোরই কৃপা। গোলাপ মা যা করেছে, তাতে আমি বড়ই খুশী। গোলাপ মা বা গৌর মা তাদের মন্ত্র দিয়ে দিক না কেন? মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়ব। বাবা, আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়া। বল অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল! সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে হতভাগাগুলো, নেই নেই বলে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুনলে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। রাম রাম, গরু তাড়াতে তাড়াতে আমার জন্ম গেল। ঐ যে ছুঁচোগিরি, দীনাহীনা ভাব, ও হল ব্যারাম—ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার! ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং, সমতা সর্ব্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্। অস্তি অস্তি অস্তি, সোঽহং সোঽহং, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। ছুঁচোগিরি করবি ত চিরকাল পড়ে থাকতে হবে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।[১]

১ বাহ্যচিহ্ন ধর্ম্মের কারণ নহে, সর্ব্বভূতে সমভাব—ইহাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। [বল]—অস্তি অস্তি (তিনি আছেন, তিনি আছেন) আমিই সেই, আমিই সেই, আমি

শশী, তুই কিছু মনে করিস্ না—আমি সময়ে সময়ে নার্ভাস্ হয়ে পড়ি, দুকথা বলে দিই। আমায় জানিস্ ত? তুই যে গোঁড়ামীতে নাই, তাতে আমি বড়ই খুশী। Avalanche[১] এর মত দুনিয়ার উপর পড়— দুনিয়া ফেটে যাক চড় চড় করে, হর হর মহাদেব। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ (আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে)।

রামদয়াল বাবু আমাকে একপত্র লিখেন, আর তুলসীরামের এক পত্র পাইয়াছি। পলিটিক্যাল বিষয় তোমরা কেউ ছুঁয়ো না, এবং তুলসীরাম বাবু যেন পলিটিক্যাল পত্র না লিখে। এখন পাব্লিক ম্যান, অনর্থক শত্রু বাড়াবার দরকার নাই। তবে যদি পুলিশ-ফুলিশ পেছনে লাগে তোদের —দাঁড়ি জান্ দে। ওরে বাবা, এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান্ যাবে? ওরে হতভাগারা, এ দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আসছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু, এবমস্তু, শিবোঽহং, শিবোঽহং (এইরূপই হউক, এইরূপই হউক—আমিই শিব)। রামদয়াল বাবুর কথা মত ১০০ ফটোগ্রাফ পাঠিয়ে দেব। তিনি বেচতে চান। টাকা আমাকে পাঠাতে হবে না, মঠে দিতে বলো। আমার এখানে ঢের টাকা আছে, কোনও অভাব নাই . . . ইউরোপ বেড়াবার আর পুঁথিপত্র ছাপবার জন্য। এ চিঠি ফাঁস করবে না।

আশীর্ব্বাদক
নরেন্দ্র

চিদানন্দস্বরূপ শিব। সিংহ যেমন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ তিনি জগজ্জাল হইতে বহির্গত হন। বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

১ পর্ব্বতগাত্রস্খলিত বিপুল তুষারস্তূপ।

এইবার কাজ ঠিক চলবে, আমি দেখতে পাচ্ছি। Nothing succeeds as success (সফলতা যতটা সাফল্য এনে দেয় আর কিছুতে তা পারে না)। বলি শশী, তুমি ঘর জাগাও—এই তোমার কাজ। ক—এর বিষয়বুদ্ধি বড পাকা। কালী হোক business manager (বিষয়কার্য্যের পরিচালক)। মা ঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা খাড়া করতে পারলে এখন আমি অনেকটা নিশ্চিন্তি। বুঝতে পারিস? দুই তিন হাজার টাকার মত একটা জায়গা দেখ। জায়গাটা বড় চাই। আপাততঃ মেটে ঘর, কালে তার উপর অট্টালিকা খাড়া হয়ে যাবে। যত শীঘ্র পার জায়গা দেখ। আমাকে চিঠি লিখবে। কালীকৃষ্ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিবে, কি রকম করে টাকা পাঠাতে হয়—Cook-এর দ্বারা কি প্রকারে? যত শীঘ্র পার ঐ কাজটা হওয়া চাই। ঐটি হলে বাস্, আদ্দেক হাঁপ ছাড়ি। জায়গাটা বড় চাই, তারপর দেখা যাবে। আমাদের জন্য চিন্তা নাই ধীরে ধীরে সব হবে। কলকাতার যত কাছে হয় ততই ভাল। একবার জায়গা হলে মা ঠাকুরাণীকে centre (কেন্দ্র) করে গৌর মা, গোলাপ মা একটা বেডোল হুজ্জুক মাচিয়ে দিক।

মান্দ্রাজে হুজুক খুব মেচেছে, ভাল কথা বটে।

তোমাদের একটা কি না কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর? সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, কাউকে চটালে হবে না। All the powers of good against all the powers of evil—এই হচ্ছে কথা। বিজয় বাবুকে খাতির যত্ন যথোচিত করবে। Do not insist upon everybody's believing in our Guru.[১]

১ অশুভকারিণী সমুদয় শক্তির বিরুদ্ধে শুভকারিণী সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। সকলকে জোর করে আমাদের গুরুর ওপর বিশ্বাস করতে বলো না।

আমি গোলাপ মাকে একটা আলাদা পত্র লিখছি, পৌঁছে দিও। এখন তলিয়ে বুঝ—শশী ঘর ছেড়ে যেতে পারবে না; কালী বিষয়কার্য্য দেখবে আর চিঠি পত্র লিখবে। হয় সারদা, নয় শরৎ, নয় কালী—এদের সকলে একেবারে বাইরে না যায়—একজন যেন মঠে থাকে। তারপর যারা বাইরে যাবে, তারা যে সকল লোক আমাদের সঙ্গে sympathy (সহানুভূতি) করবে, তাদের সঙ্গে মঠের যেন যোগ করে দেয়। কালী তাদের সঙ্গে correspondence (পত্রব্যবহার) রাখবে। একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদন) কর্ত্তে হবে, আদ্দেক বাঙ্গালা, আদ্দেক হিন্দি—পার ত আর একটা ইংরাজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ—খবরের কাগজে subscriber (গ্রাহক) সংগ্রহ করতে ক'দিন লাগে? যারা বাহিরে আছে, তারা subscriber যোগাড় করুক। গুপ্ত হিন্দি দিকটা লিখুক, বা অনেক হিন্দি লিখিবার লোক পাওয়া যাবে। মিছে ঘুরে বেড়ালে চলবে না। যে যেখানে যাবে, সেইখানেই একটা permanent (স্থায়ী) টোল পাত্তে হবে। তবে লোক change (পরিবর্ত্তিত) হতে থাকবে। আমি একটা পুঁথি লিখছি—এটা শেষ হলেই এক দৌড়ে ঘর আর কি! আর আমি বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছি—কিছুদিন চুপ করে থাকার বড় দরকার। মান্দ্রাজীদের সঙ্গে সর্ব্বদা correspondence রাখবে ও জায়গায় জায়গায় টোল খোলবার চেষ্টা করবে। বাকী বুদ্ধি তিনি দিবেন। সর্ব্বদা মনে রেখ যে, পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—নামের বা মানের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন, তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নেই—তাঁর নাম আপনা হতে হবে। 'আমার গুরুজীকে মানতেই হবে' বললেই দল বাঁধবে, আর সব ফাঁস হয়ে যাবে—সাবধান!

সকলকেই মিষ্টি বচন—চটলে সব কাজ পণ্ড হয়। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আসবে, ভাবনা নেই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর—বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। **Have faith in yourself—all power is in you—be conscious and bring it out**[১]—বল, আমি সব কর্ত্তে পারি। "নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।" খবরদার, No নেই নেই, বল, হাঁ হাঁ, 'সোঽহং সোঽহং।'

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্ব্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ ॥[২]

মহা হুহুঙ্কারের সহিত কার্য্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কুর্ম্মস্তারকচর্ব্বণং ত্রিভুবনমুৎপাটয়ামো বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্ত্যস্মান্—রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্।[৩] ডর? কার ডর? কাদের ডর?

১ নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে—এইটি জান এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর।

২ হে সখে, তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমাতেই ত সব শক্তি রহিয়াছে। হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্য্যশালী স্বরূপ প্রকাশ কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নাই—আত্মারই শক্তি প্রবল।

৩ তারকা চর্ব্বণ করিব, ত্রিভুবন বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।

ক্ষীণাঃ স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্॥
পীত্বা পীত্বা পরমপীযূষং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা শ্রীগুরুচরণং সর্ব্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভুবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ॥
প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্ব্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাং
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ।[১]

ইংরেজী লেখাপড়া জানা young menদের (যুবকদের) ভিতর কার্য্য করতে হবে। 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' (একমাত্র ত্যাগের

---

১ দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা কাতর হইয়া সকরুণভাবে বলে—আমরা ক্ষীণ ও দীন; ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত, তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হইব। ইহাই আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমামৃত পান করিতে করিতে সর্ব্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া, সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি।

অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা পার্থিব নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারগণের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহধারণ করিয়াছেন।

দ্বারাই অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন)। ত্যাগ, ত্যাগ—এইটি খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। কার্য্য আরম্ভ করে দাও। তোমরা যদি একবার গোঁভরে কার্য্য আরম্ভ করে দাও, তা হলে আমি বোধ হয় কিছুদিন বিরাম লাভ করতে পারি। তার জন্যই বোধ হয় কোথাও বসতে পারতুম না—এত হাঙ্গাম করতে হবে না কি? মান্দ্রাজ থেকে আজ অনেক খবর এল। মান্দ্রাজীরা তোলপাড়টা করছে ভাল। মান্দ্রাজের মিটিং-এর খবর সব 'ইণ্ডিয়ান্ মিরর'-এ ছাপিয়ে দিও। আর কি অধিক লিখিব? সব খবর আমাকে খুঁটি-নাটি পাঠাবে। ইতি

বাবুরাম, যোগেন অত ভুগছে কেন? দীনাহীনা ভাবের জ্বালায়। ব্যাম ফ্যাম সব ঝেরে ফেলে দিতে বল—এক ঘণ্টার মধ্যে সব ব্যাম ফ্যাম সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যাম ধরে না কি? ছুট্! ঘণ্টাভর বসে ভাবতে বল—আমি আত্মা—আমাতে আবার রোগ কি? সব চলে যাবে। তোমরা সকলে ভাব—আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। দীনাহীনা! কিসের দীনাহীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনাহীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর দিকি। সব মঙ্গল হবে। **No negative, all positive, affirmative I am, God is and everything is in me. I will manifest health, purity, knowledge, whatever I want.**[১] আরে, এরা ম্লেচ্ছগুলো আমার

১ নাস্তিভাবদ্যোতক কিছু থাকিবে না—সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই। (বল) আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আর সমুদয় আমার মধ্যে আছে। আমার যাহা কিছু প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান সমুদয়ই আমি আমার ভিতর হইতে অভিব্যক্ত করিব।

কথা বুঝতে লাগল আর তোমরা বসে বসে দীনাহীনা ব্যামোয় ভোগো? কার ব্যামো—কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে! বলে, "আমি কি তোমার মত বোকা?" আত্মায় আত্মায় কি ভেদ আছে? গুলিখোড় জল ছুঁতে বড় ভয় পায়। দীনাহীনা কি এইসি তেইসি—নেই মাঙ্গতা দীনাক্ষীণা! বীর্য্যমসি বীর্য্যং, বলমসি বলম্, ওজোঽসি ওজঃ, সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি। (তুমি বীর্য্যস্বরূপ, আমায় বীর্য্যবান কর; তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান কর; তুমি ওজঃস্বরূপ, আমায় ওজস্বী কর; তুমি সহ্যশক্তি, আমায় সহনশীল কর।) রোজ ঠাকুরপূজার সময় যে আসন প্রতিষ্ঠা—আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ (আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করিবে)—ওর মানে কি ..? বল—আমার ভেতর সব আছে—ইচ্ছা হলে বেরুবে। তুমি নিজের মনে মনে বল, বাবুরাম যোগেন আত্মা—তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বল ঘণ্টাখানেক দুচারি দিন। সব রোগ বালাই দূর হয়ে যাবে। কিমধিকমিতি—

নরেন্দ্র

(১০২) ইং

(মিসেস্ ওলি বুলকে লিখিত)

হোটেল বেল ভিউ, ইউরোপীয়ান প্ল্যান

বেকন ষ্ট্রীট, বষ্টন

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি আপনার কৃপালিপি দুইখানিই পেয়েছি। আমাকে শনিবারে মেলরোজি ফিরে গিয়ে তথায় সোমবার পর্য্যন্ত থাকতে হবে। মঙ্গলবার আপনার এখানে যাবো। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাটায় আপনার বাড়ী

আমি ভুলে গেছি; আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমায় লেখেন। আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না—কারণ, আপনি যা দিতে চেয়েছেন ঠিক সেই জিনিসটাই আমি খুঁজছিলাম—লেখবার জন্য একটা নির্জ্জন জায়গা। অবশ্য আপনি দয়া করে যতটা জায়গা আমার জন্য দিতে চেয়েছেন, তার চেয়ে কম জায়গাতেই আমার চলে যাবে। আমি যেখানে হয় গুড়িশুড়ি মেরে পড়ে আরামে থাকতে পারবো।

আপনার সদা বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

(১০৩) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

. . . কলকাতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত। . অতএব তুমি কলকাতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভেতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপিত

করা না হয়। কি আহাম্মকি! . . . শুনলাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে একথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে তাঁকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি উহা কলকাতার যে কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, নতুবা তাঁর ঐ বাজে আহাম্মকি কথাটা প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে অপদস্থ করবার খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটা কৌশল-মাত্র। আমি সাধারণভাবে খ্রীষ্টীয়ান পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য করে সরলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা ঐ রকম কিছু চর্চ্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে। অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংশ্রব আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে ছাপান একটা খুব জমকাল ব্যাপার, আর যাঁরা প্রমাণ করতে চান যে আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, "হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।"

. . . আমার বন্ধুগণকে বলবে যাঁরা আমার নিন্দাবাদ করছেন, তাঁদের কথার আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাঁদের ঢিলটি খেয়ে যদি তাঁদের পাট্‌কেল মারতে যাই, তবে ত আমি তাঁদের সঙ্গে এক দরের হয়ে পড়লুম। তাদের বলবে—সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই করবে, আমার জন্যে তাদের কারুর সঙ্গে বিরোধ করতে হবে না। তাদের (আমার বন্ধুদের) এখনও ঢের শিখতে হবে, তারা ত এখনও শিশুতুল্য। তারা বালক—তারা এখনও আহাম্মকের মত সোনার স্বপন দেখছে!

. . . সাধারণের সহিত জড়িত এই বাজে জীবনে এবং খবরের কাগজের হুজুগে আমি একেবারে দিক্ হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভেতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।

তোমার প্রতি চিরস্নেহসম্পন্ন
বিবেকানন্দ

(১০৪) ইং

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি যে সকল কাগজ পাঠাইয়াছিলে, তাহা যথাসময়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। আর এত দিনে তুমিও নিশ্চিত আমেরিকার কাগজে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু পাইয়া থাকিবে। এখন সব ঠিক হইয়াছে। সর্ব্বদা কলিকাতায় চিঠি পত্র লিখিবে। বৎস, এ পর্য্যন্ত তুমি সাহস দেখাইয়া আপনাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছ। জি. জিও বড়ই অদ্ভুত ও সুন্দর কার্য্য করিয়াছে। হে মদীয় সাহসী নিঃস্বার্থ সন্তানগণ, তোমরা সকলেই বড় সুন্দর কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই গৌরব অনুভব করিতেছি। ভারত তোমাদের লইয়া গৌরব অনুভব করিতেছে। তোমাদের যে খবরের কাগজ বাহির করিবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা ছাড়িও না। খেতরীর রাজা ও কাঠিয়াওয়াড়স্থ লিম্‌ড়ির ঠাকুর সাহেব যাহাতে আমার কার্য্যের বিষয় সর্ব্বদা সংবাদ পান, তাহা করিবে। আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দনের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখিতেছি। যদি সস্তায় হয়, এখান হইতেই ছাপাইয়া পাঠাইয়া দিব, নতুবা টাইপরাইট করিয়া পাঠাইয়া দিব। ভরসায় বুক বাঁধ—নিরাশ হইও না। এরূপ সুন্দরভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর, যদি আবার

তোমার নৈরাশ্য আসে তাহা হইলে তুমি মূর্খ। আমাদের কার্য্যের আরম্ভ যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, আর কোন কার্য্যের আরম্ভ তদ্রূপ দেখা যায় না; আমাদের কার্য্য ভারতে ও তাহার বাহিরে যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ভারতে আর কোন আন্দোলন তদ্রূপ হয় নাই।

আমি ভারতের বাহিরে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ কার্য্য বা সভাসমিতি করিতে ইচ্ছা করি না। ঐরূপ করিবার কোন উপকারিতা বুঝি না। ভারতই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র, আর বিদেশে আমাদের কার্য্যের আদরের এইটুকু মূল্য যে, উহাতে ভারত জাগিবে। এই পর্য্যন্ত। আমেরিকার ব্যাপারে ভারতে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভাববিস্তারের জন্য আমাদিগের দৃঢ়মূল ভিত্তির প্রয়োজন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা—এক্ষণে এই দুইটি কেন্দ্র হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ভারতে আরও শত শত কেন্দ্র হইবে।

যদি পার তবে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র উভয়ই বাহির কর। আমার যে সকল ভ্রাতৃগণ চারিদিকে ঘুরিতেছেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন —আমিও অনেক গ্রাহক যোগাড় করিব এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাইব। মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইও না—সব ঠিক হইয়া যাইবে।

ইচ্ছাশক্তিই জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকে। হে বৎস, যুবকগণ খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমাদের নিজেদের দোষেই ইহা ঘটিতেছে। (এইমাত্র রাশীকৃত সংবাদপত্র ও পরমহংস-দেবের জীবনী আসিল—আমি সমুদয় পড়িয়া তার পর আবার কলম ধরিতেছি।) আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে এক্ষণে যে প্রকার অযথা নিয়ম ও আচারবন্ধন রহিয়াছে, তাহাতে তাহারা ঐরূপ না হইয়াই বা করে কি? উন্নতির জন্য প্রথম চাই স্বাধীনতা। তোমাদের

পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁরা দেহকে যতপ্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাজেকাজেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্যদেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা—ধর্ম্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে তথায় ধর্ম্ম নিতান্ত অপরিণত ও সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যদেশীয় সমাজের চরণ হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রমশঃ দূর হইতেছে, পাশ্চাত্যে ধর্ম্মেরও ঠিক তাহাই হইতেছে। তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে ও সহিষ্ণুতার সহিত কাজ করিয়া যাইতে হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ আবার ভিন্ন ভিন্ন। ভারত ধর্ম্মমুখী বা অন্তর্ম্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্ম্মুখী। পাশ্চাত্যদেশ, ধর্ম্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে, সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তি লাভ করিতে হইলে, তাহা ধর্ম্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই কারণে আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্ম্মকে নষ্ট না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথও হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্ম্মের প্রসূতি'কে বুঝিবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনার মধ্য দিয়া যান নাই! ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্ম্মকে নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম্ম প্রাচীন রীতিনীতি ও আচার-পদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের

এই অবস্থা তাহা নহে, কিন্তু ধর্ম্মকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেভাবে লাগান উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহার প্রত্যেকটি কথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমি ইহাই শিক্ষা দিতেছি, আর আমাদিগকে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সময় লাগিবে—অনেক সময় ও দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর ও কাজ করিয়া যাও। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—নিজ আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

আমি তোমাদের অভিনন্দনের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইহা ছাপাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। তা যদি সম্ভবপর না হয় খানিকটা খানিকটা করিয়া ইণ্ডিয়ান মিরর ও অন্যান্য কাগজে ছাপাইবে।

তোমারই

বিবেকানন্দ

পুঃ—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কেবল উন্নত আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন জনগণের জন্য গঠিত—আর সকলকেই উহা নির্দ্দয়ভাবে পিষিয়া ফেলে। কিন্তু যাহারা সাংসারিক অসার বিষয়, যথা রূপরসাদি, একটু আধটু সম্ভোগ করিতে চায়, তাহারা কোথা যাইবে? তোমাদের ধর্ম্ম যেমন উত্তম, মধ্যম ও অধম—সকল প্রকার অধিকারীকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমাদের সমাজেরও উচিত—তদ্রূপ উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা। ইহার উপায়—প্রথমে তোমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তৎপরে সামাজিক বিষয়ে উহা লাগাইতে হইবে। ইহা অতি ধীরে ধীরে হইবে, কিন্তু ইহাতে পাকা কাজ হইবে। ইতি—

বি

(১০৫) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

চিকাগো।

সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

অনেক দিন হইল আপনার অনুগ্রহ-পত্র পাইয়াছি, কিন্তু লিখিবার মত কিছুই ছিল না বলিয়া উত্তর দিতে দেরী করিলাম। জি ডবলিউ. হেল-এর নিকট লিখিত আপনার চিঠি খুবই সন্তোষজনক হইয়াছে, কারণ উঁহাদের নিকট আমার ঐটুকুই দেনা ছিল। আমি এ সময়টা এদেশের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং সব কিছু দেখিতেছি, এবং তাহার ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে সমগ্র পৃথিবীরমধ্যে একটি মাত্র দেশ আছে যে ধর্ম্ম কি বস্তু তাহা বোঝে—সে দেশ হইল ভারতবর্ষ। হিন্দুদিগের সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহারা নৈতিক চরিত্রে ও আধ্যাত্মিকতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ; আর তাহার নিঃস্বার্থ সন্তানগণের যথাযোগ্য যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যমের দ্বারা এবং পাশ্চাত্যের কর্ম্মৈষণা ও তেজস্বিতার উপাদানসমূহ হিন্দুদিগের শান্ত সমাহিত গুণাবলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া এক নূতন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে—যাহারা জগতের পূর্ব্বাপর যে কোন মানুষ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হইবে।

আমি কবে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ফিরিতে পারিব বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস এদেশের যথেষ্ট আমি দেখিয়াছি, সুতরাং শীঘ্রই ইউরোপ রওনা হইতেছি—তারপর ভারতবর্ষ।

আপনার ও আপনার ভ্রাতৃমণ্ডলীর প্রতি আমার অনন্ত ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ

(১০৬)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

ব্যাল্টিমোর, আমেরিকা
২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার পত্রপাঠে সকল সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান অক্ষয়-কুমার ঘোষের এক পত্র লণ্ডন নগর হইতে অদ্য পাইলাম, তাহাতেও অনেক বিষয় জ্ঞাত হইলাম।

তোমাদের **address from the Town Hall meeting** (টাউন হলের সভা হইতে অভিনন্দন) এস্থানের খবরের কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে। কোন টেলিগ্রাফ করিবার আবশ্যক ছিল না। যাহা হউক, সকল কার্য্য কুশলে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—এই পরম মঙ্গল। এ সকল মিটিং-এ অভিনন্দনের প্রধান উদ্দেশ্য এদেশের জন্য নহে, কিন্তু ভারত-বর্ষের জন্য। এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইলে—**Strike the iron while it is hot.**[১] মহাশক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর। কুড়েমির কাজ নয়। ঈর্ষা অহমিকাভাব গঙ্গার জলে জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও ও মহাবলে কাজে লাগিয়া যাও। বাকি প্রভু সব পথ দেখাইয়া দিবেন। মহা বন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। মাষ্টার

১ গরম থাকিতে থাকিতে লোহার উপর ঘা মার।

মহাশয় ও জি. সি. ঘোষ প্রভৃতির দুই বৃহৎ পত্র পাইলাম। তাহাদের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। **But work, work, work** (কিন্তু কাজ, কাজ, কাজ)—এই মূলমন্ত্র। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। এদেশে কার্য্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাব্‌ড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়বে, সেইখানেই ফল ফলবে—অদ্য বাব্দশতান্তে বা। কারুর সঙ্গেই বিবাদে আবশ্যক নাই। সকলের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে—তবে আশু ফল হইবে।

মিরাটের যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এক পত্র লিখিয়াছেন। তোমাদের দ্বারা যদি তাঁহার কোন সহায়তা হয় করিবে। জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম বাজান উদ্দেশ্য নহে। যোগেন ও বাবুরাম বোধ হয় এত দিনে বেশ সারিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জন বোধ হয় সিলোন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে সিলোনে পালি ভাষা শিক্ষা কেন না করে এবং বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন কেন না করে তাহা ত বুঝিতে পারি না। অনর্থক ভ্রমণে কি ফল? এবারকার উৎসব এমনি করিবে যে, ভারতে পূর্ব্বে আর হয় নাই। এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ কর এবং উক্ত উৎসবের মধ্যে অনেকেই হয়ত কিছু কিছু সহায়তা করিলে আমাদের একটা স্থান হইয়া যাইবে। সকল বড়লোকের কাছে যাতায়াত করিবে। আমি যে সকল চিঠিপত্র লিখি বা আমার সম্বন্ধে যাহা খবরের কাগজে পাও তাহা সমস্ত না ছাপাইয়া যাহা বিবাদশূন্য এবং রাজনীতি সম্বন্ধে নহে, তন্মাত্র ছাপাইবে।

হরমোহনের অনেক ছেলেমানুষি আছে। . . .

পূর্ব্বের পত্রে লিখিয়াছি যে, তোমরা মা ঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা স্থির করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে যত শীঘ্র পার। **Businessman**

(কাজের লোক) হওয়া চাই, অন্ততঃ এক জনের। গোপালের এবং সাণ্ডেলের দেনা এখনও আছে কি না এবং কত দেনা লিখিবে। তাঁহার যাহারা শরণাগত, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পদতলে, মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। তোমাদের নিকট এই চাই —হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষ্যা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইতে হইবে ; এইটি যদি পার, তুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।

এবারকার জন্মোৎসবে বোধ হয় আমি যোগদান করিতে পারিব। আমি পারি বা না পারি এখন হইতে তার সূত্রপাত করিলে তবে মহা উৎসব হইতে পারিবে। অধিক লোক একত্র হইলে খিচুড়ী প্রভৃতি বসিয়া খাওয়াইবার বড়ই অসম্ভব ও খাওয়া দাওয়া করিতেই দিন যায়। এজন্য যদি অনেক লোক সম্ভব হয়, তাহা হইলে দাঁড়া-প্রসাদ, অর্থাৎ একটা সরাতে লুচি প্রভৃতি হাতে হাতে দিলেই যথেষ্ট হইবে। মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে। যদি ২০ হাজার লোকে চারি আনা করিয়া দেয় ত ৫ হাজার টাকা উঠিয়া যায়। পরমহংসদেবের জীবন এবং তাঁহার শিক্ষা এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে উপদেশ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রায় হরিসভা আছে। ঐ গুলিকে ধীরে ধীরে লইতে হইবে—বুঝিতে পার কি না? সর্ব্বদা আমাকে পত্র লিখিবে। অধিক newspaper cutting (খবরের কাগজের অংশ) পাঠাইবার আবশ্যক নাই—অনেক হইয়াছে। ইতি

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

(১০৭) ইং

ওয়াশিংটন

২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় বিহিমিয়া চাঁদ,

আমি এদেশে বেশ ভাল আছি। এতদিনে আমি ইহাদের নিজেদের আচার্য্যগণের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহারা সকলে আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করে। সম্ভবতঃ আমি আগামী শীতে ভারতে ফিরিব। আপনি বোম্বাইয়ের মিঃ গান্ধীকে জানেন কি? তিনি এখনও চিকাগোতেই আছেন। কিন্তু ভারতে যেমন আমার অভ্যাস ছিল, এখানেও সেইরূপ আমি সমস্ত দেশের ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। প্রভেদ এইটুকু যে, এখানে উপদেশ দিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত আমার কথা শুনিয়াছে। এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য, কিন্তু প্রভু সর্ব্বত্রই আমার যোগাড় করিয়া দিতেছেন।

ওখানে (লিমডি, রাজপুতানা) আমার সমস্ত বন্ধুদের ও আপনাকে ভালবাসা জানাইতেছি। ইতি

বিবেকানন্দ

(১০৮) ইং

(মিসেস্ জর্জ্জ ডবলিউ হেলকে লিখিত)

১১২৫ সেণ্ট পল ষ্ট্রীট্
ব্যাল্টিমোর
অক্টোবর, ১৮৯৪

মা,

দেখুন, আমি কোথায় এসে পড়েছি। 'চিকাগো ট্রিবিউনে' ভারতের একটী টেলিগ্রাফ লক্ষ্য করেছেন কি? ঠিকানা কি ওরা কলকাতা থেকে ছাপিয়েছে? এখান থেকে যাব ওয়াশিংটন; সেখান থেকে ফিলাডেল্‌ফিয়া। তারপর নিউইয়র্ক। ফিলাডেলফিয়াতে আমাকে মিস্ মেরীর ঠিকানা পাঠাবেন। নিউইয়র্ক যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা করে যাব। আশা করি এতদিনে আপনি নিরুদ্বেগ হয়েছেন।

আপনার স্নেহের
বিবেকানন্দ

(১০৯) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

মিসেস্ ই. টটেনের বাটী
১৭০৩, ফার্ষ্ট ষ্ট্রীট্
ওয়াশিংটন

প্রিয় ভগিনী,

তুমি অনুগ্রহ করে যে পত্র দুখানি লিখেছিলে সেগুলি পেয়েছি। আজ এখানে, কাল বাল্টিমোরে আমার বক্তৃতা হবে; পুনরায় সোমবার বাল্টিমোরে ও মঙ্গলবার এখানে। তার দিন কয়েক পরে যাচ্ছি

ফিলাডেল্ফিয়া। ওয়াশিংটন থেকে যাবার দিন তোমাকে পত্র দেব। অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ফিলাডেল্ফিয়াতে মাত্র দিন কয়েক থাকব। ওখান থেকে নিউইয়র্ক। বার কয়েক নিউইয়র্ক—বষ্টন দৌড়াদৌড়ি করে ডেট্রয়েট্ হয়ে চিকাগোয় যাব। তারপর প্রবীণ (Senator) পামার যেমন বলেন—"সোঁ ক'রে ইংলণ্ডে।"

'ধর্ম্মে'-র ইংরেজি প্রতিশব্দ 'রিলিজন্'। কলিকাতাবাসিগণ তথায় পেট্রোর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করায় আমি খুব দুঃখিত। আমি এখানে বেশ সদ্ব্যবহার পেয়েছি, কাজও চমৎকার হচ্ছে। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নি। কেবল ভারত থেকে বোঝাবোঝা সংবাদপত্র আসায় বিরক্ত হয়েছিলাম। মাদার চার্চ্চ ও মিসেস্ গার্ণসিকে সেগুলি গাড়ী বোঝাই করে পাঠিয়ে দিয়ে ভারতে ওদেরকে নিষেধ করে দিলাম আর যেন সংবাদপত্র না পাঠায়। ভারতে খুব হৈচৈ পড়ে গিয়েছে। আলাসিঙ্গা লিখেছে দেশ জুড়ে গ্রামে গ্রামে আমার নাম রটেছে। ফলে পূর্ব্বেকার সে শান্তি আর রইল না; এর পর আর কোথাও বিশ্রাম বা অবসর পাওয়া ভার। ভারতের এই সংবাদপত্রগুলি আমাকে শেষ না করে ছাড়বে না দেখছি। কবে কি খেয়েছি, কখন হেঁচেছি—সব কিছু ছাপাবে। অবশ্য বোকামি আমারই। প্রকৃতপক্ষে এখানে এসেছিলাম নিঃশব্দে কিছু অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে; কিন্তু ফাঁদে পড়ে গেছি, আর এখন চুপচাপ থাকতে পাব না। সকলে আনন্দে থাক।

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

(১১০) ইং

ওয়াশিংটন

২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় মিঃ ফ্রেডারিক ডগ্‌লাসের নামে যে পরিচয়-পত্র দিয়াছেন তজ্জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাল্টিমোরে এক ছোট লোক হোটেলওয়ালার নিকট আমি যে দুর্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। যেমন সর্ব্বত্রই হইয়াছে, এস্থলেও তেমনি আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং তারপর আমি বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। আমি এখানে মিসেস্ ই. টটেনের ভবনে বাস করিতেছি। ইনি আমার চিকাগোর জনৈক বন্ধুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুতরাং সব দিকেই বেশ সুবিধা হইতেছে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১১১) ইং

ওয়াশিংটন

২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানিবে। এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমার অপর পত্রখানি পাইয়াছ। আমি কখন কখন তোমাদিগকে কড়া চিঠি লিখি; তজ্জন্য কিছু মনে করিও না। তোমাদিগের সকলকে আমি কতদূর ভালবাসি তাহা তুমি ভালরূপই জান।

তুমি অনেকবার আমি কোথায় কোথায় ঘুরিতেছি, কি করিতেছি, তাহার সমুদয় বিবরণ ও আমার বক্তৃতাগুলির সংক্ষিপ্ত আভাস জানিতে

চাহিয়াছ। মোটামুটি জানিয়া রাখ, ভারতেও যাহা করিতাম, এখানে ঠিক তাহাই করিতেছি। ভগবান যেখানে লইয়া যাইতেছেন, তথায়ই যাইতেছি—পূর্ব্ব হইতে সঙ্কল্প করিয়া আমার কোন কার্য্য হয় না। আরও একটি বিষয় স্মরণ রাখিও, আমাকে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং আমার চিন্তারাশি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার অবসর নাই। এত বেশী কাজ রাত দিন করিতে হইতেছে যে, আমার স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভারত হইতে যথেষ্ট কাগজপত্র আসিয়াছে, আর আবশ্যক নাই। তুমি এবং মান্দ্রাজের অন্যান্য বন্ধুগণ আমার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি যে কি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা জানিয়া রাখ, তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহার উদ্দেশ্য আমার নাম বাজান নহে ; ঐ কার্য্যের উদ্দেশ্য এই—যাহাতে তোমরা তোমাদের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত হও। গঠনমূলক কাজে আমি দক্ষ নহি ; ধ্যানধারণা ও স্বাধ্যায়—ইহাই আমার প্রকৃতির উপযোগী। আমার মনে হয়, যথেষ্ট কাজ করিয়াছি—এখন একটু বিশ্রাম করিতে চাই—আমি এক্ষণে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লোককে একটু শিক্ষা দিব। তোমরা এখন জানিয়াছ, তোমরা কি করিতে পার। মান্দ্রাজের যুবকগণ, তোমরাই প্রকৃতপক্ষে সব করিয়াছ—আমি সাক্ষিগোপাল মাত্র! আমি একজন ত্যাগী, আমি কেবল একটি জিনিস চাই—যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে পারে না, আমি সে ধর্ম্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ,

ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্ম নাম দিই না। চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও, আর যে ধর্ম্মকে তোমরা নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত কর—ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন।

আমার উপর নির্ভর করিও না, নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখ। আমি যে সর্ব্বসাধারণের ভিতর একটা উৎসাহ উদ্দীপিত করিবার উপলক্ষস্বরূপ হইয়াছি, ইহাতে আমি আপনাকে সুখী বিবেচনা করিতেছি। এই উৎসাহের সহায়তা লইয়া অগ্রসর হও—এই উৎসাহস্রোতে গা ঢালিয়া দাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্যজাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও। নাম-যশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হইবে? খবরের কাগজে কি বলে না বলে, আমি তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি না। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্ব্বশক্তিমান হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভে রক্ষা করিয়া থাকেন! তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। সকলেই আমাকে ভারতে আসিতে বলিতেছে। তাহারা মনে করে, আমি গেলে

তাহারা বেশী কাজ করিতে পারিবে। বন্ধু, সকলে ভুল বুঝিয়াছ। আজকাল যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, ইহা একটু স্বদেশহিতৈষণা মাত্র—ইহাতে কোন কাজ হইবে না। যদি উহা খাঁটি হয়, তবে দেখিবে অল্পকালের মধ্যেই শত শত বীর অগ্রসর হইয়া আসিবে এবং কার্য্যে লাগিয়া যাইবে। অতএব জানিয়া রাখ যে, তোমরাই সব করিয়াছ—ইহা জানিয়া আরও কার্য্য করিতে থাক, আমার দিকে তাকাইও না। অক্ষয় এক্ষণে লণ্ডনে আছে—সে লণ্ডনে মিস্ মুলারের নিকট যাইবার জন্য আমাকে একখানি সুন্দর নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়াছে। বোধ হয়, আগামী জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারীতে লণ্ডন যাইব। ভট্টাচার্য্য আমাকে ভারতে যাইতে লিখিতেছেন। এস্থান প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমি বিভিন্ন মতবাদ লইয়া কি করিব? আমি ভগবানের দাস। উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ইহার অপেক্ষা আর কোথায় পাইব? এখানে যদি একজন আমার বিরুদ্ধে থাকে ত শত শত জন আমায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এখানে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, নিজের ভ্রাতাদের জন্য কাঁদে, আর এখানকার রমণীগণ দেবীস্বরূপা। মূর্খদিগকেও যদি প্রশংসা করা যায়, তবে তাহারাও কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। যদি সব দিকে সুবিধা হয়, তবে অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কার্য্য করিয়া চলিয়া যান। একজন বুদ্ধ জগতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শত শত বুদ্ধ নীরবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রিয় বৎস আলাসিঙ্গা, আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি; দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কাজ বলিয়া বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যগণের কথা কি বলিব, তাহারা আমাকে খাইতে দিয়াছে, পরিতে দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা

আমার সহিত পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে—খুব গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান পর্য্যন্ত। তাহাদের একজন পাদরী যদি ভারতে যায়, আমাদের দেশের লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে? তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কর না, তাহারা যে ম্লেচ্ছ !!! বৎস, কোন ব্যক্তি, কোন জাতিই অপরের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন হইলে জীবিত থাকিতে পারে না। যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাব-পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও। বেদান্তের কথা ফস্ ফস্ মুখে আওড়ান খুব ভাল বটে, কিন্তু উহার একটি ক্ষুদ্র উপদেশও কার্য্যে পরিণত করা কি কঠিন!

আমি শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং এখানে আর খবরের কাগজ পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। প্রভু তোমাকে চিরদিনের জন্য আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমারই চিরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ

পুঃ—দুইটি জিনিস হইতে বিশেষ সাবধান থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষ্যা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর। ইতি

বি

(১১২) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

চিকাগো

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী সাহেব,

আপনার অনুগ্রহ-লিপি পাইয়াছি। আপনি যে এখানেও আমাকে স্মরণ করিয়াছেন তাহা আপনার সৌজন্যের নিদর্শন। আপনার বন্ধু নারায়ণ হেমচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি বর্ত্তমানে আমেরিকায় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমি এখানে বহু চমকপ্রদ এবং অপূর্ব্ব দৃশ্যাদি দেখিয়াছি।

আপনার ইউরোপে আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে জানিয়া সুখী হইলাম। যে প্রকারেই হউক এ সুযোগ অবশ্য গ্রহণ করিবেন। জগতের অন্যান্য জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকাই আমাদের অধঃপতনের হেতু এবং পুনর্ব্বার সকলের সহিত একযোগে জগতের প্রবাহধারায় ফিরিয়া যাইতে পারিলেই সে অবস্থার প্রতিকার হইবে। গতিই তো জীবন। আমেরিকা একটি অদ্ভুত দেশ। দরিদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষে এদেশ নন্দন-কাননস্বরূপ। এদেশে দরিদ্র একরূপ নাই বলিলেই চলে এবং অন্য কোথাও মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মত স্বাধীন, শিক্ষিত ও উন্নত নহে। সমাজে উহারাই সব।

ইহা এক অপূর্ব্ব শিক্ষা। সন্ন্যাসজীবনের কোন ধর্ম্ম—এমন কি দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জিনিসগুলি পর্য্যন্ত আমাকে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় নাই, অথচ এই অতিথিবৎসল দেশে প্রত্যেকটি গৃহদ্বারই আমার জন্য উন্মুক্ত। যে প্রভু ভারতবর্ষে আমাকে পরিচালিত করিয়াছেন,

তিনি কি আর এখানে আমাকে পরিচালিত করিবেন না? তিনি ত করিতেছেনই! একজন সন্ন্যাসীর এদেশে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহা হয়ত আপনি বুঝিতে পারেন না, কিন্তু ইহারও দরকার ছিল। জগতের নিকট আপনাদের পরিচয়ের একমাত্র দাবী ধর্ম্ম এবং সেই ধর্ম্মের পতাকাবাহী যথার্থ খাঁটি লোক বহির্ভারতে প্রেরণ করিতে হইবে, আর তাহা হইলেই ভারতবর্ষ যে আজও বাঁচিয়া আছে এ কথা জগতের অন্যান্য জাতি বুঝিতে পারিবে।

বস্তুতঃ, যথার্থ প্রতিনিধিস্থানীয় কতক লোকের এখন ভারতের বাহিরে জগতের অন্যান্য দেশে যাইয়া ইহা প্রতিষ্ঠা করা উচিত যে, ভারতবাসীরা বর্ব্বর কিংবা অসভ্য নহে। ঘরে বসিয়া হয়ত আপনারা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, কিন্তু আপনাদের জাতীয় জীবনের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে—আমার একথা বিশ্বাস করুন।

যে সন্ন্যাসীর অন্তরে অপরের কল্যাণ-সাধন-স্পৃহা বর্ত্তমান নাই, সে কখনও সন্ন্যাসের উপযুক্ত নহে—সে তো পশুমাত্র!

আমি অলস পর্য্যটকও নহি, কিংবা দৃশ্য দেখিয়া বেড়ানও আমার পেশা নহে। যদি বাঁচিয়া থাকেন তবে আমার কার্য্যকলাপ দেখিতে পাইবেন এবং আমাকে আজীবন আশীর্ব্বাদ করিবেন।

দ্বিবেদী মহাশয়ের প্রবন্ধ ধর্ম্মমহাসভার পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়াতে উহাকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিতে হইয়াছিল। ধর্ম্মমহাসভায় আমি কিছু বলিয়াছিলাম এবং তাহা কতটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহার নিদর্শন-স্বরূপ আমার হাতের কাছে যে দু-চারিটি দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা পড়িয়া আছে তাহা হইতেই কিছু কিছু কাটিয়া পাঠাইতেছি। নিজের

ঢাক নিজে পিটান আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আপনি আমাকে স্নেহ করেন সেই সূত্রে আপনার নিকট বিশ্বাস করিয়া আমি একথা অবশ্য বলিব যে, ইতিপূর্ব্বে কোন হিন্দু এদেশে এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই এবং আমার আমেরিকা আগমনে যদি অন্য কোন কাজ নাও হইয়া থাকে, আমেরিকাবাসিগণ অন্ততঃ এটুকু উপলব্ধি করিয়াছে যে, আজও ভারতবর্ষে এমন মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়া থাকে যাঁহার পাদমূলে বসিয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য জাতিও ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা লাভ করিতে পারে। আর হিন্দুজাতি যে একজন সন্ন্যাসীকে প্রতিনিধিরূপে এদেশে প্রেরণ করিয়াছিল তাহার সার্থকতা উহাতেই যথেষ্টরূপে সাধিত হইয়াছে বলিয়া কি আপনার মনে হয় না? বিস্তারিত বিবরণ বীরচাঁদ গান্ধীর নিকট অবগত হইবেন।

কয়েকটি পত্রিকা হইতে অংশ বিশেষ আমি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার অনেকগুলিই বিশেষ বাগ্মিতাপূর্ণ হইয়াছিল সত্য; কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসী ধর্ম্মমহাসভার মূল নীতি ও উহার সীমাবদ্ধতা যেরূপ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন অন্য কেহই তাহা করিতে পারে নাই। তাঁহার বক্তৃতার সবটুকু আমি উদ্ধৃত করিতেছি এবং শ্রোতৃবৃন্দের উপর উহার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বক্তা তিনি এবং তাঁহার অকপট উক্তিসমূহ যে মাধুর্য্যময় ভাষার মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশ করেন তাহা তদীয় গৈরিক বসন এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃঢ় মুখমণ্ডল অপেক্ষা কম আকর্ষণীয় ছিল না।" (নিউইয়র্ক ক্রিটিক)

ঐ পৃষ্ঠাতেই পুনর্ব্বার লিখিত আছে—

"তাঁহার শিক্ষা, বাগ্মিতা এবং অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আমাদের সম্মুখে হিন্দু সভ্যতার এক নূতন ধারা উন্মুক্ত করিয়াছে। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত

বদনমণ্ডল, গম্ভীর ও সুললিত কণ্ঠস্বর স্বতঃই মানুষকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করে এবং ঐ বিধিদত্ত সম্পদসহায়ে এদেশের বহু ক্লাব ও গির্জ্জায় প্রচার করিবার ফলে আজ আমরা তাঁহার মতবাদের সহিত পরিচিত হইয়াছি। কোন প্রকার নোট প্রস্তুত করিয়া লইয়া তৎসাহায্যে তিনি বক্তৃতা করেন না। কিন্তু নিজ বক্তব্য বিষয়গুলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিয়া অপূর্ব্ব কৌশল ও ঐকান্তিকতায় তিনি মীমাংসায় উপনীত হন এবং অন্তরের গভীর প্রেরণা তাঁহার বাগ্মিতাকে অপূর্ব্বভাবে সম্পদশালী করিয়া তোলে।"

"ধর্ম্মমহাসভায় বিবেকানন্দই অবিসম্বাদিরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া আমরা বুঝিতেছি যে এই শিক্ষিত জাতির মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করা কত নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ।"—(এখানকার শ্রেষ্ঠ কাগজ) Herald.

আর অধিক উদ্ধৃত করিতে আমি বিরত হইলাম, পাছে আমাকে দাম্ভিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থা প্রায় কূপমণ্ডুকের মত হইয়াছে বলিয়া এবং বহির্জ্জগতে কোথায় কি ঘটিতেছে তাহার দিকে দৃষ্টি দিবার মত অবস্থা আপনাদের নাই দেখিয়া এটুকু লেখা আমি প্রয়োজন বোধ করিয়াছি। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা আমি বলিতেছি না—আপনাকে মহাপ্রাণ বলিয়া আমি জানি, কিন্তু জাতির সর্ব্বসাধারণের পক্ষে আমার উক্তি প্রযোজ্য।

আমি ভারতবর্ষে যেমন ছিলাম এখানেও ঠিক তেমনি আছি, কেবল এই বিশেষ উন্নত ও মার্জ্জিত দেশে যথেষ্ট সমাদর ও সহানুভূতি লাভ করিতেছি—যাহা আমাদের দেশের মূর্খের দল স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারে না। আমাদের দেশে সাধুকে এক টুকরা রুটি দিতেও সবাই

কুণ্ঠিত হয় আর এখানে একটি বক্তৃতার জন্য এক হাজার টাকা দিতেও সকলে প্রস্তুত এবং যে উপদেশ ইহারা লাভ করিল তাহার জন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকে।

এই অপরিচিত দেশের নরনারী আমাকে যতটুকু বুঝিতে পারিতেছে ভারতবর্ষে কেহ কখনও ততটুকু বোঝে নাই। আমি ইচ্ছা করিলে এখন এখানে পরম আরামের মধ্যে জীবন কাটাইতে পারি, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী এবং সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। অতএব, দু-চারি মাস পরেই আমি দেশে ফিরিতেছি এবং যাহারা কৃতজ্ঞতার ধারও ধারে না, তাহাদেরই মধ্যে পূর্ব্বের মত নগরে নগরে ধর্ম্ম ও উন্নতির বীজ বপন করিতে থাকিব।

আমেরিকার জনসাধারণ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও আমার প্রতি যে সহায়তা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও আনুকূল্য দেখাইয়াছে তাহার সহিত আমার নিজ দেশের স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা ও ভিক্ষুক-মনোবৃত্তির তুলনা করিয়া আমি লজ্জা অনুভব করি এবং সেই জন্যই আপনাকে বলি যে, দেশের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দেশ দেখুন এবং নিজ অবস্থার সহিত তুলনা করুন।

এক্ষণে, এইসকল উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিবার পর, ভারতবর্ষ হইতে একজন সন্ন্যাসী এদেশে প্রেরণ করা সমীচীন হইয়াছে বলিয়া আপনার মনে হয় কি ?

অনুগ্রহপূর্ব্বক এই চিঠি প্রকাশ করিবেন না। ভারতবর্ষে থাকিতেও যেমন এখানেও ঠিক তেমনি আমি অপকার্য্য দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করাকে ঘৃণা করি।

আমি প্রভুর কার্য্য করিয়া যাইতেছি এবং তিনি যেথায় লইয়া যাইবেন

তথায়ই যাইব। "মূকং করোতি বাচালং"—ইত্যাদি। যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায় তিনিই আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি মানুষের সাহায্যের অপেক্ষা রাখি না। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় তবে ভারতবর্ষে কিংবা আমেরিকায় কিংবা উত্তর মেরুতে সর্ব্বত্র তিনিই আমাকে সাহায্য করিবেন। আর যদি তিনি সাহায্য না করেন তবে অন্য কেহই করিতে পারিবে না।

চিরকাল প্রভুর জয় হউক। ইতি

আপনাদের বিবেকানন্দ

(১১৩) ইং

(শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লিখিত)

চিকাগো
৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ
নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় দেওয়ানজী,

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। পরিহাস আমি ঠিকই বুঝিতে পারি, কিন্তু আমি ক্ষুদ্র শিশুটি নহি যে উহাতে নিরস্ত হইব। এক্ষণে আরও কিছু লিখিতেছি—গ্রহণ করুন।

সংগঠন এবং সংযোগশক্তিই পাশ্চাত্য জাতির কর্ম্ম-সাফল্যের হেতু; আর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং সহায়তা হইতেই উহার উদ্ভব হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জৈনধর্ম্মাবলম্বী বীরচাঁদ গান্ধীর কথাই উল্লেখ করি। তাঁহাকে আপনি বোম্বাইয়ে যথেষ্ট জানিতেন। এই ভদ্রলোকটি এদেশের দুর্জ্জয় শীতেও নিরামিষ ভিন্ন অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না এবং নিজের দেশ ও ধর্ম্মকে প্রাণপণ সমর্থন করেন। এদেশের

জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ পছন্দ করে, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে এদেশে পাঠাইয়াছিল তাহারা আজ কি করিতেছে?—তাহারা বীরচাঁদকে জাতিচ্যুত করিতে সচেষ্ট।

হিংসারূপ পাপ দাসজাতির মধ্যেই স্বভাবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকে এবং উহাই তাহাদিগকে হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া রাখে। এদেশে —রা বক্তৃতা করিয়া অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল এবং কিছু সাফল্যও যে লাভ না করিয়াছিল এমন নহে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর সাফল্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। অথচ আমি কোনপ্রকারে তাহাদের সাফল্যের বিঘ্নস্বরূপ হই নাই। তবে কি কারণে আমার সাফল্য অধিক হইয়াছিল? কারণ, উহাই ভগবানের অভিপ্রায় ছিল। আর ইহারা সকলে, —রা ভিন্ন, আমার সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করিয়া পরোক্ষে এদেশে আমাকেই প্রচার করিয়াছে। কিন্তু আমেরিকাবাসিগণ ঐরূপ জঘন্য নীচতায় দৃক্‌পাত করিবে না।

এদেশে কেহ যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে তবে সকলেই তাহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত। আর ভারতবর্ষে কাল যদি কোন একটি পত্রিকায় আপনি আমার প্রশংসা করিয়া এক ছত্র কিছু লেখেন তবে পরদিন দেশশুদ্ধ সকলে আমার বিপক্ষে দাঁড়াইবে। ইহার হেতু কি? হেতু—দাসসুলভ মনোবৃত্তি। নিজেদের মধ্যে কেহ সাধারণ স্তর হইতে একটু মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে ইহা তাহাদের পক্ষে অসহ্য। এদেশের মুক্তিকামী, স্বাবলম্বী ও ভ্রাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ জনগণের সহিত আমাদের দেশের অপদার্থগুলির কি আপনি তুলনা করিতে চান? আমাদের সহিত এতদ্দেশীয় যাহাদের খানিকটা সাদৃশ্য আছে তাহারা হইতেছে এদেশের সদ্যদাসত্বমুক্ত নিগ্রোগণ।

আমেরিকা-যুক্তপ্রদেশের দক্ষিণাংশে প্রায় দুই কোটি নিগ্রো আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি শ্বেত-আমেরিকান বাস করে; অথচ এই মুষ্টিমেয় কয়েকজনই নিগ্রোদিগকে দাবাইয়া রাখিয়াছে।

আইন অনুসারে সব ক্ষমতা উহাদের থাকা সত্ত্বেও, এই দাসজাতির মুক্তির জন্য উহারা ভাইয়ে ভাইয়ে এক নৃশংস যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। সেই একই পাপ—হিংসা এখানেও মূল হেতুরূপে বিরাজিত। একজন নিগ্রো আর একজনের প্রশংসা কিংবা উন্নতি সহ্য করিতে পারে না; অবিলম্বে তাহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য আমেরিকানদিগের সহিত যোগ দেয়। ভারতবর্ষের বাহিরে না আসিলে এ বিষয়ে সম্যক্ ধারণা হওয়া সম্ভব নহে।

যাহাদের প্রচুর অর্থ ও প্রতিপত্তি আছে তাহাদের পক্ষে জগৎকে এইভাবে চলিতে দেওয়া ঠিক বটে; কিন্তু যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জ্জিত অর্থে বিদ্যার্জ্জন করিয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাদিগকে আমি 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া অভিহিত করি।

কোথায়, ইতিহাসের কোন্ যুগে আপনাদের ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়, পুরোহিত ও ধর্ম্মধ্বজিগণ দীনদুঃখীর জন্য চিন্তা করিয়াছে? অথচ, ইহাদের উপর দিয়া নিষ্পেষণ-চক্র চালাইয়াই তাহাদের ক্ষমতার জীবনীশক্তি অব্যাহত রহিয়াছে।

কিন্তু প্রভু মহান! শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক এ অন্যায়ের প্রতিশোধও হইয়াছে। যাহারা দরিদ্রের দেহের রক্ত শোষণ করিয়াছে, উহাদের অর্জ্জিত অর্থে নিজেদের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়াছে, এমন কি,

যাহাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তির সৌধ দরিদ্রের দুঃখদৈন্যের উপরই নির্ম্মিত—কালচক্রের আবর্ত্তনে তাহাদেরই হাজার হাজার লোক দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছে; তাহাদের স্ত্রীকন্যার মর্য্যাদা বিসর্জ্জন এবং সকল বিষয়-আশয় লুণ্ঠিত হইতে দিতে হইয়াছে। বিগত সহস্র বৎসর যাবৎ ইহাই চলিয়া আসিতেছে। আর ইহার পশ্চাতে কোন কারণ নাই বলিয়াই কি আপনি মনে করেন?

ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য কেন? একথা বলা মূর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তরগ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল। . . . বস্তুতঃ, জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই উহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাংলাদেশে, যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য সেখানে, কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই সংখ্যা বেশী।

এই নির্য্যাতিত ও অধঃপতিত লক্ষ লক্ষ নরনারীর উন্নতির কথা কে চিন্তা করে? কয়েক হাজার ডিগ্রীধারী ব্যক্তিতে একটি জাতি গঠিত হয় না অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ধনীও একটি জাতি নহে। আমাদের সুযোগ-সুবিধা খুব বেশী নাই একথা অবশ্য সত্য, কিন্তু যেটুকু আছে তাহা ত্রিশ কোটি নরনারীর স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে—এমন কি, বিলাসিতার পক্ষেও যথেষ্ট।

আমাদের দেশের শতকরা নব্বই জনই অশিক্ষিত, অথচ কে তাহাদের বিষয় চিন্তা করে?—এইসকল বাবুর দল কিংবা তথাকথিত দেশহিতৈষীর দল কি?

তবু, এসকল সত্ত্বেও আমি বলি যে ভগবান অবশ্যই একজন আছেন এবং তাহা ধ্রুব সত্য—পরিহাসের বিষয় নহে। তিনিই আমাদের জীবন

নিয়মিত করিতেছেন; এবং যদিও আমি জানি যে দাসজাতি তাহার স্বভাবদোষে যথার্থ হিতকারীকেই দংশন করিয়া থাকে, তথাপি ইহাদেরই জন্য আমি প্রার্থনা করি এবং আমার সহিত আপনিও প্রার্থনা করুন। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু মহৎ তৎপ্রতি আপনি যথার্থ সহানুভূতিসম্পন্ন। আপনাকে জানিয়া অন্ততঃ এমন একটি লোককে জানিয়াছি বলিয়া আমি মনে করি যাঁহার মধ্যে সার বস্তু আছে, যাঁহার প্রকৃতি উদার এবং যিনি অন্তরে বাহিরে অকপট। তাই আমার সহিত এই প্রার্থনায় যোগ দিতে আমি আপনাকে আহ্বান করি—'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।

লোকে কি বলিল সেজন্য আমি ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার ভগবানকে, আমার ধর্ম্মকে, আমার দেশকে—সর্ব্বোপরি দীন ভিক্ষুক যে, তাহাকে আমি ভালবাসি। নিপীড়িত, অশিক্ষিত ও দীনহীনকে আমি ভালবাসি; তাহাদের বেদনা অন্তরে অনুভব করি, কত তীব্রভাবে অনুভব করি তাহা প্রভুই জানেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাইবেন। মানুষের স্তুতি-নিন্দায় আমি দৃক্‌পাতও করি না। উহাদের অধিকাংশকেই আমি কলরবকারী শিশুর মত মনে করি।

সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঠিক মর্ম্মকথাটি ইহারা কখনও বুঝিতে পারে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে আমার সে অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে।

আমার মুষ্টিমেয় সহকর্ম্মীদের লইয়া এখন আমি কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি আর উহাদের প্রত্যেকে আমারই মত দরিদ্র ভিক্ষুক। তাহাদিগকে আপনি দেখিয়াছেন। প্রভুর কাজ চিরদিন দীন-দরিদ্রগণই সম্পন্ন করিয়াছে। আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন ঈশ্বরের প্রতি, গুরুর প্রতি এবং নিজের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট থাকে।

হইতে অপর জাতিসকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল, আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হইতেছি—ততদিন কিছুই আমাদের মৃত্যু আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যস্থ কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, নিজেও তাহা খায় না অথচ গরুরও খাইবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ।) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু যিনি বিদেশ ভ্রমণ করিতে যান, তিনি স্বদেশের অধিকতর কল্যাণ-সাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব্ব প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভসমূহ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এ-জাতি বা ও-জাতির বিরুদ্ধে বিরক্তিপ্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য? আসুন, আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিতভাবে কার্য্যে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কোন ব্যক্তি যাহা পাইবার প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে, জগতের কোন শক্তিই তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ নহে। আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন। ভবদীয় বিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ

(১১৫) ইং

(শ্রীযুক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত—
মান্দ্রাজী ভক্তগণের উদ্দেশ্যে)

নিউইয়র্ক

১৯শে নভেম্বর, ১৮৯৪

হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ,

তোমাদের গত ১১ই অক্টোবর তারিখের পত্র কাল পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যে কোন বিঘ্ন না হইয়া বরং ইহার উন্নতিই হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। যে-কোনরূপেই হউক, সঙ্ঘের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে, আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। নিশ্চয়ই! 'না' বলিলে চলিবে না! আর কিছুরই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ বৃদ্ধি অর্থাৎ বিস্তার, আর বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই জীবন—উহাই একমাত্র জীবনের গতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুস্বরূপ! দেহাবসানে কিছুই থাকে না, একথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য; কারণ হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কি? হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও অত্যাচারনিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ

কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হউক। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবেই তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও; এখনও আমি বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত-তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দু-চার কথায় বলিতে গেলে ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। পাশ্চাত্যদেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও।

উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও

উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া-দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

আমরা মূর্খের ন্যায় বাহ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? আঙ্গুর হাত বাড়াইয়া না পাইলে উহাকে টক বলিব না ত আর কি! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? হিন্দুর বাহ্য সভ্যতা সম্বন্ধে অজ্ঞতাই ইহার কারণ। মুসলমানেরাই হিন্দুগণকে দরজীর সেলাই করা কাপড় চোপড় পরিতে শিখাইয়াছিল! যদি হিন্দুগণ আপনাদের আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে রাস্তার ধূলি না মিশিতে দিয়া মুসলমান-গণের নিকট পরিষ্কাররূপে আহারের প্রণালী শিখিত ত ভাল হইত। বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়। অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন।

পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরেজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোনমতেই স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত নয়। মনে কর, ইংরেজেরা তোমাদের হস্তে সব শক্তি দিলেন—তাতে কি হইবে? রাজপুতেরা উঠিয়া সব লোকের নিকট হইতে সব শক্তি কাড়িয়া লইবে আর পুরোহিতগণকে ঘুষ দিয়া লোককে চাপিয়া ধরিতে বলিবে এবং নিজেরা উহাদের গলা কাটিবে। দাসেরা শক্তি চায় অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটি উপনিবেশস্থাপন। যে ব্যক্তি তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, তাহাকে কেবল সেখানে রাখা হইবে। তারপর এই অল্পসংখ্যক লোক সমস্ত জগতে সেই ভাব বিস্তার করিবে। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটি কেন্দ্রসমিতি করিয়া সমগ্র ভারতে তাহার শাখাসমাজ স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্ম্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর। এখন কোনরূপ ভয়ঙ্কর সামাজিক

সংস্কার প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞ লোকদিগকে কুসংস্কারের প্রশ্রয় যেন না দেওয়া হয়। রামানুজ যেমন সকলের প্রতি সমভাব দেখাইয়া ও মুক্তিতে সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বকালীন রামানুজের ন্যায় প্রচার করিতে হইবে। রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এ সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগরসঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটি মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরসঙ্কীর্ত্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তারপর প্রতি সপ্তাহে এক বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত কর আর চারিদিকে বিস্তার করিতে থাক। কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগ। নেতৃত্বকার্য্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও, আর একজন বন্ধু অপর বন্ধুকে গোপনে নিন্দা করিতেছে, শুনিও না। অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের কোন কাগজ বা কোন ঠিকানা আর পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই। আমার নিকট বিস্তর আসিয়াছে, আর না। এইটুকু বুঝ যে, যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেইখানেই কাজ করিবার একটু সুবিধা পাইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়তা লইয়া কাজ কর। কাজ কর, কাজ কর; পরের হিতের জন্য কাজ করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক্ কোন পত্র লিখি নাই, কিন্তু অভিনন্দনপত্রের যে উত্তর পাঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের

ভালবাসা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র পাঠাই বলিয়া, অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্ব্বোধ হইতেই পার না। তথাপি আমি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সব সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরিভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। যেন আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া মরিতে না হয় যে, আমি নাম লইবার জন্য, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু দুর্নীতি, একবিন্দু বদ মতলবের দাগ পর্য্যন্ত যেন না থাকে।

গুপ্ত বদমাইসি, লুকোনো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না। গুরুগিরিও চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও। টাকা থাক্ বা না থাক্, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার ত প্রেম আছে? ভগবান ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

থিওজফিষ্টদের ভারত হইতে প্রকাশিত একখানি কাগজে লিখিতেছে, তাঁহারা আমার কৃতকার্য্য হইবার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন

বটেই ত !!! খাঁটি বাজে কথা—থিওজফিষ্টেরা আমার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে ! . . .

সাবধান ! আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কাজ করিয়া যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাজে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাজের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কাজ করিয়া যাও। ইংলণ্ড হইতে অক্ষয়ের একখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছিলাম। জানি না, কবে ভারতে যাইতে পারিব। এস্থানে প্রচারেরও যেমন সুবিধা, সাহায্যপ্রাপ্তিরও সেইরূপ আশা আছে। ভারতে লোকেরা আমার খুব জোর প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু কেহ এক পয়সা দিতে রাজি নয়। পাবেই বা কোথায় ? নিজেরা যে ভিক্ষুক ! তারপর ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া লোকহিতকর কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি (Nation), সর্ব্বসাধারণ (Public) প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাহারা এই নূতন ভাব পাইতেছে। সুতরাং আমার তাহাদিগের উপর দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরে আরও বিস্তারিত লিখিতেছি। তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আশীর্ব্বাদ। ইতি—

বিবেকানন্দ

পুনঃ—তোমাদের ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে আর খবর লইবার প্রয়োজন নাই। আমি এইমাত্র খেতড়ি হইতে খবর পাইলাম যে, উহা নিরাপদে তথায় পৌঁছিয়াছে। ইতি

বি

(১১৬) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ফনোগ্রাফ ও পত্রখানি তোমার কাছে নিরাপদে পৌঁছেছে জেনে আনন্দিত হলাম। আমাকে খবরের কাগজের অংশ কেটে আর পাঠাবার দরকার নেই, কাগজের বন্যায় আমায় ভাসিয়ে দিয়েছে—এখন যথেষ্ট হয়েছে, আর আবশ্যক নেই। এখন সংঘটার জন্য খাটো। আমি ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি, উহার (সহকারী সভাপতি) শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখবেন—তুমিও যত শীঘ্র পার তাদের সঙ্গে পত্রব্যবহার করতে আরম্ভ কর। আশা করি, আমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন করতে সমর্থ হব।

আমাদিগকে আমাদের সব শক্তি সংঘবদ্ধ করতে হবে—আধ্যাত্মিক বিষয়ে একটা সম্প্রদায় গড়বার জন্য নয়, উহার বৈষয়িক দিকটাকে প্রণালীবদ্ধ করবার জন্য জোরের সহিত প্রচারকার্য্য খুলে দিতে হবে। তোমাদের সব মাথাগুলো একত্র কর ও সংঘবদ্ধ হও।

রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগলামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারা জীবন দেখছি গরুতাড়ান ঘুচল না। মস্তিষ্কহীন আহাম্মকগুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না।

মদকে ডি. গুপ্তের ঔষধে পরিণত করা ছাড়া—রামকৃষ্ণের কি জগতে আর কোন কার্য্য ছিল না? প্রভু আমাকে এই ছটাকে-মাথা আহাম্মকদের হাত থেকে রক্ষা করুন! এইসব লোক নিয়ে কাজ করতে হবে! যদি এরা রামকৃষ্ণের একখানা যথার্থ জীবনচরিত লিখতে পারে—তিনি যে জন্য এসেছিলেন, যা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য রেখে যদি ইহা লেখা হয় তবে লিখুক—তা না হলে এইসব আবোল-তাবোল লিখে ভাল লোকদের লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়ে যেন না দেয়। এইসব লোক ভগবানকে জানতে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভেতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না! খাজা আহাম্মকি! এরকম আহাম্মকি দেখলে আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ফুটতে থাকে। কিডি তাঁর ভক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা এবং অন্যান্য উপদেশ সব তর্জ্জমা করুক না? এই ঢোলে লিখতে হবে যে, তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোক-বর্ত্তিক, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দুধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব ও আশয়টা বুঝতে সমর্থ হবে—শাস্ত্রে যেসব জ্ঞান মতবাদ-আকারে মাত্র রয়েছে তিনি তার মূর্ত্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ—ঋষি ও অবতারেরা যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি নিজের জীবনের দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই ব্যক্তি একপঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পঞ্চসহস্র-বর্ষব্যাপী জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্তস্বরূপে আপনাকে গড়ে তুলেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থা বা ক্রম মাত্র—তাঁর এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হতে পারে। পরধর্ম্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাব না থাকলে চলবে না, আমাদিগকেও ঐ ঐ ধর্ম্ম বা মত অবলম্বন

করে জীবনে সাধনা করে আপনার করে ফেলতে হবে—সত্যই সকল ধর্ম্মের ভিত্তি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব ভাব নিয়ে তাঁর একখানি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী জীবন-চরিত লেখা যেতে পারে। সময়ে সবই ঠিক হবে। কুরুচিপূর্ণ ভাষা সব পরিহার করবে। অন্যান্য জাতিরা এগুলিকে চূড়ান্ত অশ্লীলতা জ্ঞান করে—তাঁর ইংরেজী জীবন-চরিত সমগ্র জগৎ পড়বে—সুতরাং সাবধান, আমাদের কোনপ্রকার অমার্জ্জিত ভাব যেন ওর ভিতর প্রবেশ না করে। আমি একখানা জীবন-চরিত পড়লাম—তাতে এইরূপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। হিন্দু আমাদের এই জাতীয় কুরুচির কখনও বিকাশ হয় নি। কিন্তু এইসব ভাবের বা ভাষার আভাস পর্য্যন্ত দেখলে অপর জাতিরা তাকে ঘোরতর অশ্লীলতা জ্ঞান করে। সুতরাং খুব সাবধান—খুব সাবধান হয়ে এরূপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে। ঐসব লোকের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই, অথচ হাম্‌বড়াইটা খুব আছে—তারা নিজেদের এত বড় মনে করে যে অপরের পরামর্শ শুনতে একদম নারাজ। এই অদ্ভুত ভদ্রমহোদয়গুলিকে নিয়ে যে কি করব তা বুঝি না—তাদের কাছ থেকে আমার বেশী কিছু আশা নেই। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তারা যে বইখানা পাঠিয়েছিল, তার জন্য লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। লেখক হয় ত ভেবেছেন যে, তিনি খোলাখুলিভাবে সত্য লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন—পরমহংসদেবের ভাষা পর্য্যন্ত বজায় রাখছেন—কিন্তু আহাম্মক এটা ভাবে নি যে তিনি স্ত্রীলোকদের সাম্‌নে কখনও এরকম ভাষা ব্যবহার করতেন না—কিন্তু লেখক আশা করেন, তাঁহার বই নরনারী উভয়ে পড়বে। প্রভু আহাম্মক-দের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন। তারা আবার মনে করে, আমরা সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ দেখেছি! দূর ছাই, এরূপ মস্তিষ্কহীনদের ভেতর

দিয়ে যা কিছু বেরোয়, ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজেরা ভিখারী—রাজার মত চালচলন করতে চায়—নিজেরা আহাম্মক, মনে করে আমরা মস্ত জ্ঞানী—নগণ্য দাস সব মনে করছে আমরা প্রভু—এই ত তাদের অবস্থা! কি যে করব, কিছু বুঝতে পারি না। প্রভু আমায় রক্ষা করুন! আমার সব আশা-ভরসা —র উপর। কাজ করে যাও—লোকদের মতানুসারে চলো না—কেবল তাদের না চটিয়ে খুসী রেখে যাও—এই আশায় যে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ একজনও ভাল দাঁড়াতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তোমাদের কাজে অগ্রসর হয়ে যাও। ভাত রান্না হলে অনেকে পাত পেতে বসে যায়। সাবধান—কাজ করে যাও। সদা আমার আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১১৭) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা

৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় কিডি,

তোমার পত্র পেলাম। তোমার মন যে এদিক ওদিক করছে, তা সব পড়লাম। সুখী হলাম যে, তুমি রামকৃষ্ণকে ত্যাগ কর নি। তাঁর সম্বন্ধে যেসব অদ্ভুত গল্প প্রকাশিত হয়েছে, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি সেগুলি থেকে, আর যেসব আহাম্মক ওগুলি লিখছে, তাদের থেকে তফাৎ থাকবে—সেগুলি সত্য বটে কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝছি, আহাম্মকেরা সবগুলো তালগোল পাকিয়ে খিচুড়ি করে ফেলবে। তাঁর কত ভাল ভাল জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেবার ছিল—তবে সিদ্ধাইরূপ বাজে জিনিসগুলোর ওপর অত ঝোঁক দাও কেন? অলৌকিক ঘটনার

সত্যতা প্রমাণ করতে পারলেই ত ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না—জড়ের দ্বারা ত আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না? ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ? তুমি ঐসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাক আর এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো যে, আমি তোমার সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। এটা ওটা নিয়ে মনকে চঞ্চল করো না। রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পানীয় পান করে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে তা অপরকে পান করিয়ে দাও। তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ—সিদ্ধি তোমার করতলগত হোক। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না—অথবা তোমার গোঁড়ামি দিয়ে অপরকেও বিরক্ত করো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট—রামকৃষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার করা। এই কাজের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি—করে যাও। যদি আরও নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন তোমার মনে আসে, জানবে—তোমার মুক্তির আর বাকি নেই, তোমার সিদ্ধ হবার আর বাকি নেই। এখন প্রভুর নাম প্রচার করগে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(১১৮) ইং

(ডাঃ নাঞ্জুণ্ড রাওকে লিখিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা

৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৪

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার মনোরম পত্রখানি এইমাত্র পেলাম। তুমি যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বুঝতে পেরেছ, তা জেনে আমার বড়ই আনন্দ হলো। আরও আনন্দ হলো, তোমার তীব্র বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে। এই বৈরাগ্যই ত

হলো ভগবানলাভ করবার সাধনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রথম সাধন। আমি মান্দ্রাজবাসীর উপর চিরকাল প্রবল আশা পোষণ করে এসেছি—এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মান্দ্রাজ হতে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উঠে সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। আমি তোমার পত্রোত্তরে কেবল এই কথা বলি যে, ঈশ্বর তোমার শুভ সংকল্পসিদ্ধিতে শীঘ্র সহায় হোন। তবে হে বৎস, তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্নগুলির কথাও আমার বলা উচিত। প্রথমতঃ, এইটি দেখতে হবে যে, হঠাৎ কিছু করে ফেলা কারও পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, তোমার মা ও স্ত্রীর জন্যও একটু ভাবা উচিত। অবশ্য তুমি বলতে পার, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা সংসার ত্যাগ করবার সময় তাঁদের মা-বাপের মতামতে কি সব সময় চলেছিলেন? আমি জানি—নিশ্চিত জানি—বড় বড় কায খুব স্বার্থত্যাগ ব্যতীত হতে পারে না। আমি নিশ্চিত জানি—ভারতমাতা তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের জীবনবলি চান, আর আমার অকপট আশা এই যে, তুমিও তাঁর কৃপায় তাঁদেরই মধ্যে অন্যতম হবার সৌভাগ্য লাভ করবে।

সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাবে, সকল মহা-পুরুষেরাই চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন, আর সাধারণ লোকে তার শুভ ফল ভোগ করেছে। তুমি যদি তোমার নিজের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর, সে আর কি ত্যাগ হল? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্য তোমার নিজের মুক্তিকামনা পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ? তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—একথাটা ভেবে দেখ। আমি তোমাকে উপস্থিত এই পরামর্শ দিই যে, তুমি কিছুদিন ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন কর অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য স্ত্রীর সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিয়ে তোমার পিতার গৃহেই বাস কর—ইহাই 'কুটীচক' অবস্থা। জগতের কল্যাণের জন্য

তুমি যে মহা স্বার্থত্যাগ করতে যাচ্ছ, তাতে তোমার স্ত্রীকেও সম্মত করবার চেষ্টা কর। আর তোমার যদি জ্বলন্ত বিশ্বাস, সর্ব্ববিজয়িনী প্রীতি ও সর্ব্বশক্তিময়ী চিত্তশুদ্ধি থাকে, তবে তুমি যে তোমার উদ্দেশ্যসাধনে শীঘ্রই সফলতা লাভ করবে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নেই। তুমি দেহ মন প্রাণ অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-প্রচারকার্য্যে লেগে যাও দিকি—কারণ, সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে কর্ম্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর আর খুব সাধনভজনের অভ্যাস কর। কারণ, তোমাকে মানবজাতির একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হতে হবে, আর আমার গুরু মহারাজ বলতেন, "আপনাকে মারতে হলে একটি নরুন দিয়ে হয়; কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়।" তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়; কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটি কথায় বিশ্বাস করলেই হয়। আর যখন ঠিক সময় হবে, তখন তুমি সমগ্র জগতে গিয়ে তাঁর নাম প্রচার করবার অধিকারী হবে। তোমার সংকল্প অতি শুভ ও পবিত্র, সন্দেহ নাই—ভগবান শীঘ্র তোমার সংকল্পসিদ্ধির সহায় হোন, কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু করে ফেলো না। প্রথমে কর্ম্ম ও সাধনভজনের দ্বারা নিজেকে পবিত্র কর।

ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্ম্মের ওপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়—তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন—পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেবল ভারত উঠতে পারবে! তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ চারদিকে প্রচার করতে হবে—যেন হিন্দুসমাজের সর্ব্বাংশে—প্রতি

অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কে এ কাজ করবে? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা বহন করে কে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করবে? কে নাম, যশ, ঐশ্বর্য্যভোগ, এমন কি, ইহলোক-পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ করতে এগুবে? কয়েকটি যুবক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নপ্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে—তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা খুব অল্পসংখ্যক—এইরূপ কয়েক সহস্র যুবকের প্রয়োজন—তারা নিশ্চিত আসবে। আমি বড় আনন্দিত হলাম যে আমাদের প্রভু তোমার মনে তাঁদের মধ্যে একজন হবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন। প্রভু যাকে মনোনীত করবেন, সেই ধন্য—সেই মহাগৌরবের অধিকারী। তোমার সঙ্কল্প উত্তম, তোমার আশা উচ্চ, তমোহ্রদে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সেই প্রভু ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে আনয়নরূপ তোমার লক্ষ্য অতি মহৎ।

কিন্তু হে বৎস, নির্ব্বিঘ্নে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে হলে হঠাৎ কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটী গুণ—আবার সর্ব্বোপরি প্রেম—সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার সামনে ত অনন্ত সময় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তোমার মত শত শত যুবক এমন চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেখানে যাবে সেইখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক মহাশক্তি সঞ্চার করবে। ভগবান শীঘ্র তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করুন। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(১১৯) ইং

(মিস্ মেরী হেল্‌কে লিখিত)

১৬৮ ব্র্যাট্‌ল্ ষ্ট্রীট্
কেম্‌ব্রিজ্
৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

এখানে তিন দিন আছি। লেডি হেন্‌রী সামারসেটের একটী সুন্দর বক্তৃতা হল। এখানে রোজ সকালে বেদান্ত বা অপরাপর বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করি। তোমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য একখানি 'বেদান্তধর্ম্ম' (Vedantism) 'মাদার টেম্পলের' নিকট দিয়াছিলাম। সেখানি বোধ করি পেয়েছ। আর একদিন স্প্যাল্ডিংদের ওখানে খেতে গিয়েছিলাম। সেদিন তারা আমার আপত্তি সত্ত্বেও; ধরে বসল মার্কিনদের সমালোচনা করতে হবে। আলোচনা তাদের অপ্রিয় হয়ে থাকবে। হওয়া স্বাভাবিকও বটে—সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র। চিকাগোয় 'মাদার চার্চ্চ' ও পরিবারস্থ সকলের খবর কি? অনেকদিন হ'ল তাদের কোনও পত্র পাই নি। সময় পেলে এর পূর্ব্বেই চট্ করে সহরে গিয়ে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে আস্‌তাম। সারাদিনই বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপর ভয়, গিয়েও যদি তোমার সঙ্গে দেখা না হয়।

তোমার যদি অবসর থাকে লিখো; আমি সুযোগ পাবা মাত্রই তোমার সঙ্গে দেখা করে আস্‌ব। অপরাহ্ণের দিকে আমার অবকাশ থাকে। সকাল থেকে বেলা ১২টা, ১টা পর্য্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকতে হয়।

এইভাবে চলবে। যে পর্য্যন্ত এখানে আছি অর্থাৎ এই মাসের ২৭ বা ২৮ তারিখ পর্য্যন্ত। সকলে আমার প্রীতি জানবে। ইতি

তোমার চিরস্নেহশীল ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(১২০) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

কেম্‌ব্রিজ

ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। তোমাদের সামাজিক প্রথায় যদি না বাধে তাহলে মিসেস্ অলি বুল, মিস ফার্ম্মার ও মিসেস্ এডামস্ নামক চিকাগো হতে আগত ব্যায়ামজ্ঞের সঙ্গে একবার দেখা করে যাও না কেন।

যে কোন দিন তাদেরকে সেখানে পাবে।

তোমাদের চিরস্নেহশীল

বিবেকানন্দ

(১২১) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

কেমব্রিজ

২১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় ভগিনি,

অতঃপর তোমার আর কোনও পত্র পাই নি। আগামী মঙ্গলবার নিউইয়র্কে চলে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে তুমি মিসেস্ বুলের পত্র অবশ্য পেয়ে

থাকবে। তুমি যদি না চাও, আমি যে কোন দিন সানন্দে তোমার কাছে যাব। বক্তৃতা শেষ হওয়ায় আমার এখন অবকাশ আছে— আগামী রবিবার ছাড়া।

চিরস্নেহশীল
বিবেকানন্দ

(১২২) ইং

(আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয়বরেষু,

শুভাশীর্ব্বাদ। তোমার পত্র এইমাত্র পেলাম। নরসিমা ভারতে পৌঁছেছে শুনে সুখী হলাম। ডাঃ ব্যারোজের ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে বিবরণ-পুস্তকখানি তোমায় পাঠাতে পারি নি বলে আমি দুঃখিত। পাঠাতে চেষ্টা করব। কথাটা হচ্ছে এই যে ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে সব ব্যাপার এদেশে পুরাণো হয়ে গেছে। তিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কি না জানি না, আর তুমি যে কাগজখানির কথা উল্লেখ করেছ, তার সম্বন্ধেও কখন কিছু জানি নি। এখন ডাঃ ব্যারোজ, ধর্ম্মমহাসভা, ঐ সংক্রান্ত এই পত্র ও অন্য যা কিছু, সব প্রাচীন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং তোমরাও ঐগুলিকে ইতিহাসের সামিল ভাবতে পার।

এখন আমার সম্বন্ধে—প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিশনরি কাগজে আমাকে আক্রমণ করে লিখে থাকে—তার কোনটা আমার দেখবার ইচ্ছাও হয় না। যদি ভারতের ঐরকম মিশনরিদের আক্রমণ-

সম্বলিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হলে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব। আমাদের কাজের জন্য একটু হুজুগের দরকার হয়েছিল— এখন যথেষ্ট হয়েছে। এখন আর লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে বা বিপক্ষে ভালমন্দ কি বলছে, সে দিকে আর লক্ষ্য করো না। তুমি তোমার কাজ করে যাও, আর মনে রেখো—'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—হে বৎস, সৎকর্ম্মকারীর কখন দুর্গতি হয় না।

এখানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্ছে, আর তোমাকে আলাদা বলছি, তুমি যতটা ভাবছ তার চেয়ে এখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সব জিনিসই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।

বাল্টিমোরের ঘটনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগে লোকে নিগ্রোদের সঙ্গে অন্য কৃষ্ণকায় জাতির প্রভেদ জানে না। যখন জানতে পারবে, তখন দেখবে তারা খুব আতিথেয়। টমাস আ কেম্পিসের কথা নিয়ে ব্যাপারটা আমার নিকটও নূতন সংবাদ বটে! আমি তোমায় পূর্ব্বেও লিখেছি, এখনও লিখছি, আমি খবরের কাগজের সুখ্যাতি বা নিন্দায় মোটেই কান দিই না, ঐরূপ কিছু আমার কাছে এলে আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি, তোমরাও তাই করো। খবরের কাগজের আহাম্মকি বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে মনোযোগ দিয়ো না। মন মুখ এক করে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে! দোহাই, আমাকে খবরের কাগজ বা সাময়িক কোন পত্র বা কোন বই পাঠিও না। আমি সর্ব্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ঐ সব জিনিসের বোঝা বইতে গেলে আমার কি কষ্ট তা বুঝতেই পাচ্ছ।

মিশনরিদের মিথ্যা উক্তিগুলি গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না—এখানে কোন ভদ্রলোকই তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ভারতে তারা হাত পা চাপড়াক—ডাঃ ব্যারোজও যে এখানে একজন খুব বড় লোক তা নয়। সম্পূর্ণ নীরবতাই হচ্ছে তাদের উক্তিগুলির প্রতিবাদ, আমার ইচ্ছা—তোমরা তাই কর। সর্বোপরি, আমাকে ভারতীয় খবরের কাগজের বন্যায় ভাসিয়ে দিও না—ওর থেকে আমার যা দরকার ছিল তা হয়ে গেছে—আর না—এখন কাজে মন দাও। সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে তোমাদের সভার সভাপতি কর। আমি তাঁর মত অকপট ও মহদাশয় লোক আর দেখি নি। তাঁর ভেতর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির খুব সুন্দর সামঞ্জস্য আছে—তাঁকে সভাপতি করে কাজে অগ্রসর হয়ে যাও। আমার ওপর বড় নির্ভর করো না—নিজেদের ওপর নির্ভর করে যাও। এখনও আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি, মান্দ্রাজ থেকেই শক্তিতরঙ্গ উঠবে। আমার সম্বন্ধে কথা এই, কবে আমি ফিরে যাচ্ছি জানি না। আমি এখানে এবং ভারতে দু জায়গায়ই কাজ করছি। আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারব, এই পর্যন্ত সাহায্য করতে পারি তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানবে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(১২৩) ইং

(লালা গোবিন্দ সহায়কে লিখিত)

জি. ডবলিউ. হেলের বাটী
চিকাগো
১৮৯৪

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

আমার কলিকাতার গুরুভ্রাতাগণের সহিত তোমার পত্রব্যবহার আছে কি? তুমি চরিত্রে, আধ্যাত্মিকতায় এবং সাংসারিক ব্যাপারে বেশ উন্নতি করিতেছ তো? হয়ত শুনিয়া থাকিবে—কিভাবে প্রায় বৎসরাধিক কাল আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতেছি। আমি এখানে বেশ ভালই আছি। যত শীঘ্র পার এবং যতবার ইচ্ছা আমাকে চিঠি লিখিও।

সস্নেহ
বিবেকানন্দ

(১২৪) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
১৮৯৪

প্রিয় গোবিন্দ সহায়,

. . . সাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, এবং ধার্ম্মিক লোকের জয় হইবেই। . . . বৎস, সর্ব্বদা মনে রাখিও আমি যতই ব্যস্ত, যতই দূরে অথবা যত উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গেই থাকি না কেন, আমি সর্ব্বদাই আমার বন্ধুবর্গের প্রত্যেকের—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সামান্যপদস্থ তাঁহারও—জন্য প্রার্থনা করিতেছি এবং স্মরণ রাখিতেছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

(১২৫)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

জর্জ্জ ডবলিউ হেলের বাটী
৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো
১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। মজুমদারের লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিছে করতে গেলে ঐরকম হয় আমার অপরাধ বড় নাই। মজুমদার দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল,—বড় খাতির ও সম্মান; এবার আমার পোয়াবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া মজুমদারের ছেলেমানষি। যাক, উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্ধৃদয়রুধিরপোষিতাঃ? "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং" ইত্যাদয়ঃ সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ মজুমদারাখ্যঃ।[১] প্রভুর ইচ্ছা—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রবোধিত হয়। মজুমদার ফজুমদারের কর্ম্ম, তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই—I want

১ তোমাদের ন্যায় মহাত্মাগণের তাহার কথা উপেক্ষা করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামান্য পোকার কামড়ে ভয় পাইব? "মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে।" (কুমারসম্ভব)—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া এই মজুমদার নামক মূর্খকে ক্ষমা করা উচিত।

to be a voice without a form.[১] হরমোহন প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই—কোঽহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থয়িতুং বা, কে বান্যে হরমোহনাদয়ঃ? তথাপি মমাহৃদয়-কৃতজ্ঞতা তান্ প্রতি। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" —নৈষ, প্রাপ্তবান্ তৎপদবীমিতি মত্বা করুণাদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়মিতি।[২] প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই। বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। সহস্র সহস্র নরনারী এদেশে আমাকে অতিশয় স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি করে, শত শত পাদ্রী ও গোঁড়া ক্রশ্চান সয়তানের সহোদর মনে করে। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,[৩] আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য্য। যে সহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়াছে—Cyclonic Hindu.[৪] তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও—I am a voice without a form. (আমি যেন নিরাকার বাণী মাত্র)।

ইংলণ্ডে যাব কি যমলাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড়

১ আমি নিরাকার বাণী হইতে চাই।

২ তাঁহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহায্য করিবার আমি কে? হরমোহন প্রভৃতিই বা কে? তথাপি তাহাদের প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া লোকে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত না হয়" (গীতা)—এ ব্যক্তি এখনও সেই অবস্থা পায় নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয়ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

৩ বোবাকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ও খোঁড়াকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে।

৪ পবনবেগশালী হিন্দু।

করে দেবেন। এদেশে একটা চুরুটের দাম এক টাকা। একবার ঠিকাগাড়ী চড়লে ৩৲ টাকা—একটা জামার দাম ১০০৲ টাকা। ৯৲ টাকা রোজ হোটেল—প্রভু সব জুগিয়ে দেন। এদেশের সব বড় বড় লোকের বাড়িতে যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তম খাওয়া পরা সব আসছে—জয় প্রভু, আমি কিছু জানি না। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।'[২] বিগতভীঃ হওয়া চাই। কাপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্থন করে। আমাদের মধ্যে কেহও যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়। মান্দ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই, ও রাজপুতানার। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুখে দিয়ে। সব খবর পাচ্চি। আর দাদা—এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—এ কথা সত্য বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে—যতটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথাও মিথ্যে হয় না। দাদা, কুকুর বেড়ালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে? তেমনি সাধারণ মানুষের ঈর্ষ্যা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোনও ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছমাস থেকে বলছি যে, পর্দ্দা হঠ্ছে, সূর্যোদয় হচ্চে। পর্দ্দা উঠ্ছে—উঠ্ছে ধীরে ধীরে, slow but sure (ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত), কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—"মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।" দাদা, এ সব লিখিবার নহে, বলিবার নহে। আমার পত্র অন্য কেউ যেন না পড়ে, তোমরা

২ সত্যের জয় হয়, মিথ্যা কখনও জিতিতে পারে না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয় (মুণ্ডকোপনিষৎ)। বেদান্তমতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্মধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণেরই এই গতি হয়।

ছাড়া। হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই—তবে পারে যাওয়া আজ আর কাল—এই মাত্র। দাদা, leader (নেতা) কি বনাতে পারা যায় ? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কি না ? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগান। Jealousy—selfishness (ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে leader. প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে leader. সব ঠিক হচ্চে, সব ঠিক আসবে, তিনি ঠিক জাল ফেলছেন, ঠিক জাল গুটাচ্চেন—বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ, প্রীতিঃ পরমসাধনম্[১] বুঝলে কি না ? Love conquers in the long run,[২] দিক্ হলে চলবে না—wait, wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর) সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। যোগেনের কথা কিছুই লেখ নাই। রাখাল রাজা ঘুরে ফিরে পুনর্বৃন্দাবনং গচ্ছেদিতি। ভাল বাবা অজিৎ ! বাবুরাম দরজায় বেড়েছে বোধ হয়, সেক্রেটারী দিয়ে খবর দেয়, খোদ লিখবে না।

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চলছে চলতে দেও—তবে দেখো—কোন form (বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি) যেন necessary (একান্ত আবশ্যক) না হয়—unity in variety (বহুত্বে একত্ব)—সার্ব্বজনীন ভাবের যেন কোনও মতে বাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed, if necessary, for that one sentiment, universality.[৩] আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে

---

১ আমরা কেবল তাঁহার পদানুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।

২ প্রেম আখেরে জয়ী হইয়া থাকে।

৩ যদি প্রয়োজন হয়, তবে 'সার্ব্বজনীনতা' ভাবরক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে হইবে।

রাখবে যে, সার্ব্বজনীনতা—Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others.[১] ঐ দিয়ে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটি দেখাতে হবে মনে রেখ। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চলবে। মঠ কেমন চলছে, উৎসব কেমন হল, গোপাল বুড়ো ও হুটকো কোথায় কেমন, গুপ্ত কোথায় কেমন—সব লিখবে। মাষ্টার কি বলে? ঘোষজা কি বলে? রামদাদা ঠাণ্ডা ভাব পেয়েছে কি না? দাদা, সকলের ইচ্ছা যে leader (নেতা) হয়—কিন্তু সে যে জন্মায়—ঐটি বুঝতে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়। প্রভুর কৃপায় রামদাদা শীঘ্রই ঠাণ্ডা হবে ও বুঝতে পারবে। তাঁর কৃপা কাউকে ছাড়িবে না। জি. সি. ঘোষ কি করছে?

আমাদের মাতৃকাগণ বেঁচে বর্ত্তে আছে ত? গৌর মা কোথা? এক হাজার গৌর মার দরকার—ঐ noble stirring spirit (মহান্ ও তেজোময় ভাব)। যোগেন মা প্রভৃতি সকলে ভাল আছে বোধ হয়। ভায়া আমার পেটটা এমন ফুলছে যে, কালে বোধ হয় দরজা টরজা কাটতে হবে। মহিম চক্রবর্ত্তী কি করছে? তার ওখানে যাওয়া আসা করিবে। লোকটা ভাল। আমরা সকলকে চাই—It is not at all necessary that all should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all

১ আমরা শুধু 'পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করিও না'—এই ভাব প্রচার করি না ; আমরা সকল ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্য্যেও পরিণত করিয়া থাকি। বিশেষ সাবধান থাকিও যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিও না।

the powers of evil.[১] মহেন্দ্র মাষ্টারকে request (অনুরোধ) কর from me (আমার তরফ থেকে)। He can do it (তিনি এটা করতে পারবেন)। আমাদের একটা বড় দোষ—সন্ন্যাসের গরিমা। ওটা প্রথম প্রথম দরকার ছিল, এখন আমরা পেকে গেছি, ওটার আবশ্যক একেবারেই নাই। বুঝতে পেরেছ? সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ কোন ভেদ থাকিবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। সকলকে ডেকে বুঝিয়ে দেবে—মাষ্টার, জি সি ঘোষ, রামদা, অতুল আর আর সকলকে নিমন্ত্রণ করে-যে, ৫।৭টা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কার্য্য আরম্ভ করলে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্দ্ধমান) গতিতে বাড়িতে চলিল—এ হুজ্জুক, কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাদলি jealousy (ঈর্ষ্যা) পরিত্যাগ করে united action (সমবেতভাবে কার্য্য) কর। Shameful (লজ্জার কথা)—আমরা universal religion (সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম) করছি দলাদলি করে। যদি গিরীশ ঘোষ আর মাষ্টার আর রামবাবু ঐটি করতে পারে তবে বলি বাহাদুর আর বিশ্বাসী, নইলে মিছে, nonsense (বাজে)।

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বললেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে উঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হলে সকল ন্যাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়বার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠতে দেব না—বললে কি চলে? ঐ jealousy (ঈর্ষ্যা), ঐ absence of

১ আমাদের ঠাকুরের উপর আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, সকলেরই সেইরূপ থাকিতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদয় অহিতকরী শক্তির বিরুদ্ধে কল্যাণকরী শক্তি সমবেত করিতে চাই।

conjoined action (সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব); কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করা উচিত। ঐ terrible jealousy characteristic আমাদের (ঐ ভয়ানক ঈর্ষ্যা আমাদের বিশেষ লক্ষণ), বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, We are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus.[১] পাঁচটা দেশ দেখলে ঐটি বেশ করে বুঝতে পারবে। আমাদের সমাত্মা এই গুণে এদের স্বাধীনতা-প্রাপ্ত কাফ্রীরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—white (শ্বেতাঙ্গ)দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক ঐ রকম। গোলাম কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—স্ত্রীর আঁচল ধরে তাস খেলে গুঁড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐ গুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে।

At any cost, any price, any sacrifice (কোন রকমে, ওর জন্য আমাদের যতই কষ্ট স্বীকার করতে হক) ঐটি আমাদের ভিতর না ঢোকে—আমরা দশজন হই, দুজন হই do not care—(কুছ পরোয়া নেই) কিন্তু ঐ কয়টা perfect characters (সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চরিত্র) হওয়া চাই। আমাদের ভিতর যিনি পরস্পরের গুজুগুজু নিন্দা করবেন বা শুনবেন, তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। ঐ গুজুগুজু সকল নষ্টের গোড়া—বুঝতে পারছ কি? হাত ব্যথা হয়ে এল . . . আর লিখতে পারি না। 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্ সে যব্ রঘুবীর রাখে টেক্'। রঘুবীর

১ সমুদয় হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও কামুক।

টেক রাখবেন দাদা—সে বিষয় তোমরা নিশ্চিন্ত থেক। বাঙ্গলা দেশে তাঁর নাম প্রচার হল বা না হল তাতে আমার অণুমাত্র চেষ্টা নাই—ও-গুলো কি মানুষ! রাজপুতানা, পাঞ্জাব, N. W. প্রদেশ, মান্দ্রাজ—ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে। রাজপুতানায় যেখানে "রঘুকুলরীতি সদা চলি আঈ। প্রাণ জাঈ বরু বচন ন জাঈ॥"—এখনও বাস করে।

পাখী উড়তে উড়তে এক যায়গায় পৌঁছায়—যেখান থেকে অত্যন্ত শান্ত ভাবে নীচের দিকে দেখে। সে যায়গায় পৌঁছেছ কি? যিনি সেখানে পৌঁছান নাই, তার অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাও—ঠিক পৌঁছে যাবে।

ঠাণ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্ছেন—শীতকাল কাটিয়ে দেওয়া গেল। শীতকালে এদেশে সর্ব্বাঙ্গে electricity (তড়িৎ) ভরে যায়। Shake-hand (করমর্দ্দন) করতে গেলে shock (ধাকা) লাগে আর আওয়াজ হয়—আঙ্গুল দিয়ে গ্যাস জ্বালান যায়। আর শীতের কথা ত লিখেছি। সারা দেশটা দাবড়ে বেড়াচ্ছি—কিন্তু চিকাগো আমার 'মঠ'—ঘুরে ফিরে আবার চিকাগোয় আসি। এখন পূর্ব্বদিকে যাচ্ছি—কোথায় যে বেড়া পায়ে লাগ্‌বে, তিনি জানেন। মা ঠাকরুণ দেশে গেছেন; তাঁর শরীর বোধ হয় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করেছে। তোমাদের কি করে চলছে, কে চালাচ্ছে? রামকৃষ্ণ, তার মা, তুলসীরাম প্রভৃতি বোধ হয় উড়িষ্যায়?

দমদম মাষ্টার কেমন আছে? দাশুর তোমাদের উপর সেই প্রীতি আছে কি না? সে ঘন ঘন আসে কি না? ভবনাথ কেমন আছে, কি করছে? তোমরা তার কাছে যাও কি না—তোমরা তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর কি না? হাঁ হে বাপু, সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী মিছে কথা—মূকং

করোতি, ইত্যাদি। বাবা, কার ভেতর কি আছে, বুঝা যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন—ও আমাদের পূজ্য। এত দেখে শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, ধিক্ তোমাদের! ভবনাথ তোমাদের ভালবাসে কি না? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালবাসা দিও। কালীকৃষ্ণ বাবুকে আমার ভালবাসা দিও—তিনি অতি উন্নতচিত্ত ব্যক্তি। রামলাল কেমন আছে? তার একটু বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে কি না? তাকে আমার প্রীতিসম্ভাষণ দিও। সাণ্ডেল ঘানিতে ঠিক ঘুরছে বোধ হয়—ধৈর্য্য ধরিতে কহিবে—ঘানি ঠিক যাবে। সকলকে আমার হৃদয়ের প্রীতি।

অনুরাগৈকহৃদয়ঃ

নরেন্দ্র

পুঃ—মা ঠাকুরাণীকে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বতোমঙ্গল। ইতি

(১২৬)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি খেতড়ীতে থাকিয়া অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

তারক দাদা মান্দ্রাজে অনেক কার্য্য করিয়াছেন—বড়ই আনন্দের কথা! তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিলাম মান্দ্রাজবাসীদের নিকট। রা— ও হ— লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাদের শারীরিক কুশল। মঠের সকল সংবাদ অবগত হইলাম শশীর পত্রে। . . .

রাজপুতানায় স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্ম্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য্য হয় না। মালসিসর আলসিসর আর যত সর ওখানে আছে, মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাক; আর সংস্কৃত, ইংরাজী সযত্নে অভ্যাস করিবে। গুণনিধি পাঞ্জাবে আছে বোধ হয়, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া খেতড়ীতে আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরাজী শিখাইবে। যে প্রকারে পার তাহার ঠিকানা আমায় দিবে। গুণনিধি অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। . . .

খেতড়ী সহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার করিতে না পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম্ম কর তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। গুণনিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্য্যের নিশান—কায়মনোবাক্য "জগদ্ধিতায়" দিতে হইবে। পড়েছ,

"মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব," আমি বলি "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব,"—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম্ম জানিবে। কিমধিকমিতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(১২৭) ইং

(অনাগারিক ধর্ম্মপালকে লিখিত)

আমেরিকা, ১৮৯৪

প্রিয় ধর্ম্মপাল,

আমি তোমার কলকাতার ঠিকানা ভুলে গিয়েছি, তাই মঠের ঠিকানায় এই পত্র পাঠালাম। আমি তোমার কলকাতার বক্তৃতার কথা এবং উহা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্য ফল হয়েছিল, সে সব শুনেছি।

. . . এখানকার জনৈক অবসরপ্রাপ্ত মিশনরি আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করে একখানি পত্র লেখেন, তারপর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটি ছাপিয়ে একটা হুজুগ করবার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশ্য জান, এখানকার লোকে এরূপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভেবে থাকে। আবার সেই মিশনরিটিই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমার কোন সহায়তা না করেন, তার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে নিছক ঘৃণাই পেয়েছেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে একবারে অবাক হয়ে গেছি। একজন ধর্ম্মপ্রচারক—তাঁর এরূপ কপট ব্যবহার! দুঃখের বিষয়—সব দেশে, সব ধর্ম্মেই এরূপ ভাব বেজায়!

গত শীতকালে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি—যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, আমার তত শীত বোধ হয় নি। মনে করেছিলাম—ভয়ানক শীত ভোগ করতে হবে, কিন্তু ভালয় ভালয় কেটে গেছে। 'স্বাধীন ধর্ম্ম-সমিতির' (Free Religious Society-র) সভাপতি কর্ণেল নেগিন্‌সনকে তোমার অবশ্য স্মরণ আছে—তিনি খুব যত্নের সহিত তোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। সেদিন অক্সফোর্ডের ডাঃ কার্পেণ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি প্লীমাথে (Plymouth) বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি খুব সহানুভূতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি তোমার এবং তোমার কাগজের সম্বন্ধে খোঁজ করলেন। আশা করি, তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এসেছিলেন, তুমি তাঁর উপযুক্ত দাস।

অবসর মত দয়া করে আমার সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখবে। তোমার কাগজে আমি সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। 'ইণ্ডিয়ান মিররের' মহানুভব সম্পাদক মশায় আমার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করে আসছেন—তার জন্য তাঁকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পরম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাবে।

কবে আমি এদেশ ছাড়ব জানি না। তোমাদের থিওজফিক্যাল সোসাইটির মিঃ জর্জ্জ ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সকলেই খুব ভদ্র ও সরল, আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত।

মিঃ জর্জ্জ খুব কঠোর পরিশ্রমী—তিনি থিওজফি প্রচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাঁদের ভাব লোকের ভিতর খুব প্রবেশ করেছে, কিন্তু গোঁড়া ক্রিশ্চানরা তাঁদের পছন্দ করে না।

সে ত তাদেরই ভুল। ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন না কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত। ক্রিশ্চানগণ বাকি লোকদের কোনরকম ধর্ম্ম দিতে পারেন না। যাদের আদতে কোন ধর্ম্ম নেই, থিওজফিষ্টরা যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম্ম দিতে কৃতকার্য্য হন, তাতে গোঁড়াদেরই বা আপত্তির কারণ কি, তা ত বুঝতে পারি না। কিন্তু খাঁটি গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশ হতে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে। এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের যে রূপ দেখতে পাওয়া যায়, তা ভারতের খ্রীষ্টধর্ম্ম হতে এত তফাৎ যে, বলবার নয়। ধর্ম্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, এদেশে এপিস্কোপ্যাল[১] এমন কি, প্রেস্‌বিটেরিয়ান[২] চার্চ্চের ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার, আবার তাঁদের নিজের ধর্ম্ম অকপটভাবে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার হতে হয়। কেবল যাদের কাছে ধর্ম্ম একটা ব্যবসামাত্র, তাঁরাই ধর্ম্মের ভিতর সংসারের ঝগড়া বিবাদ স্বার্থপরতা এনে ব্যবসার খাতিরে এরূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকটভাবাপন্ন হতে বাধ্য হন।

তোমার চিরভ্রাতৃপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

১ এপিস্কোপ্যাল চার্চ্চ—যাতে শাসনভার বিশপগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এঁদের অধীনে আর দুই শ্রেণীর যাজক থাকেন।

২ প্রেস্‌বিটেরিয়ান চার্চ্চ—যাতে শাসনভার সমানপদস্থ পুরোহিত বা যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

(১২৮) ইং

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা

১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

একটা পুরানো গল্প শোন। একটা লোক রাস্তা চলতে চলতে একটা বুড়োকে তার দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে সেইখানে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—ভাই, অমুক গ্রামটা এখান থেকে কতদূর? বুড়োটা কোন জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ করে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চলবার উদ্যোগ করলে। তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন করে বললে, "আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন—সেটা এই মাইল খানেক হবে।" তখন পথিক তাকে বললে, "তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা করলাম তখন ত তুমি একটা কথাও কইলে না—এখন যে বলছ, ব্যাপারখানা কি?" তখন বুড়ো বললে, "ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন চুপচাপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, ভাব দেখে আপনার যে যাবার ইচ্ছে আছে তাই বোধ হচ্ছিল না—এখন হাঁটতে আরম্ভ করেছেন, তাই আপনাকে বললাম।"

হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো। কাজ আরম্ভ করে দাও, বাকি সব আপনা আপনি হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান বলেছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অর্থাৎ, যিনি আর কারও ওপর নির্ভর না করে কেবল আমার ওপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁর যা কিছু দরকার আমি সব যুগিয়ে দিই।

ভগবানের এ কথাটা ত আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়?

প্রথম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প স্বল্প করে টাকা পাঠাব। কারণ, প্রথম কলকাতাতেও আমাকে ঐরকম কিছু কিছু, বরং মান্দ্রাজের চেয়ে কিছু বেশীই পাঠাতে হবে। সেখানে আন্দোলন আমার ওপর নির্ভর করে, শুধু যে স্থরু হয়েছে তা নয়, উদ্দাম বেগে চলেছে। তাদের আগে দেখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কলকাতা অপেক্ষা মান্দ্রাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী আছে। আমার ইচ্ছা—এই দুটা কেন্দ্রই এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক। এখন কিছু পূজাপাঠ, প্রচার এই ভাবেই কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। একটা সকলের মেলবার জায়গা কর, সেখানে প্রতি সপ্তাহে কোনরকম একটু পূজা-অর্চ্চা করে সভাষ্য উপনিষদ্ পাঠ হোক্—এইরূপে আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করে দাও। একবার চাকায় হাত লাগাও দেখি—চাকাটি ঠিক ঘুরে যাবে।

আমি 'মিরারে' অভিনন্দনটা ছাপা হয়েছে দেখলাম—ওরা যে এটা ভালভাবে নিয়েছে, তা ভালই। যার শেষ ভাল তার সব ভাল।

এখন কাজে লাগো দেখি। জি. জি-র প্রকৃতিটা ভাবপ্রবণ, তোমার মাথা ঠাণ্ডা—দুজনে এক সঙ্গে মিলে কাজ কর। ঝাঁপ দাও—এই ত সবে আরম্ভ। আমেরিকার টাকায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের আশা অসম্ভব—প্রত্যেক জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার করতে হবে। মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও আর আর কয়েক জনকে এই কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করবার চেষ্টা কর। ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ আরম্ভ করে দাও। মান্দ্রাজে একটা জায়গা নেবার চেষ্টা

কর—একটা কেন্দ্র যদি করতে পারা যায়, সেইটে একটা মস্ত জিনিস হল—তারপর সেখান থেকে ছড়াতে থাক। ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ কর—প্রথমটা কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কাজ আরম্ভ কর, ক্রমশঃ এমন লোক পাবে যারা এই কাজের জন্য সারা জীবন দেবে। কারও ওপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সেই যথার্থ সর্দার হতে পারে। যত দিন না শরীর যাচ্ছে, অকপট ভাবে কাজে লেগে থাক। আমরা কাজ চাই—নামযশ টাকাকড়ি কিছু চাই না। কাজের আরম্ভটা যখন এমন সুন্দর হয়েছে, তখন তোমরা যদি কিছু না করতে পার তবে তোমাদের ওপর আমার আর কিছু মাত্র বিশ্বাস থাকবে না। আমাদের আরম্ভটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ভরসায় বুক বাঁধো। জি. জি-কে ত তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছু করতে হয় না—সে কেন মান্দ্রাজে একটা জায়গার জন্য যাতে কিছু টাকার যোগাড় হয় তার জন্য লোককে একটু তাতায় না। মান্দ্রাজে একটা কেন্দ্র হয়ে গেলে তারপর চারিদিকে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করতে থাক—এখন সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হওয়া—একটু স্তব হল—কিছু শাস্ত্রপাঠ হল—তা হলেই যথেষ্ট। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও—তা হলেই সিদ্ধি নিশ্চিত।

নিজেদের কাজে স্বাধীনতা না হারিয়ে কলকাতার ভ্রাতৃবর্গের ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবে—কারণ, তারা যে সন্ন্যাসী।

কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ—বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে কতদূর করলে মিলিয়ে তুলনা করে দেখা যাবে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।

. . . এখন আমি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখছি না—এখন কেবল

নিজের ভাবগুলো টুকে যাচ্ছি মাত্র—জানি না কবে সেগুলো পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করে প্রকাশ করব।

বইএ আছে কি? জগৎ ত ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইরূপ আবর্জ্জনা-স্তূপে ভরে গেছে। কাগজটা বার করবার চেষ্টা কর—তাতে কারও হাতের সমালোচনার দরকার নেই—তোমার যদি কিছু ভাব দেবার থাকে তা শিক্ষা দাও—তার ওপর আর এগিও না। তোমার যা ভাব দেবার থাকে দিয়ে যাও—বাকি প্রভু জানেন। মিশনরিদের এখানে কে গ্রাহ্য করে? তারা বিস্তর চেঁচিয়ে এখন থেমেছে। আমি তাদের নিন্দাবাদ লক্ষ্যই করি না—আর তাতে আমার ওপর সাধারণের ধারণা ভালই হয়েছে। আমাকে আর খবরের কাগজ পাঠিও না—যথেষ্ট এসেছে। কাজটা যাতে চলে তার জন্য একটু চাউর হওয়ার দরকার হয়েছিল—খুব হয়ে গেছে। দেখ না অন্যান্য দলেরা কেমন এক রকম বিনা ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছে। আর তোমাদের এমন সুন্দর আরম্ভ হয়েও তোমরা যদি কিছু করতে না পার তবে আমি বড়ই নিরাশ হব। তোমরা যদি আমার সন্তান হও তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ করতে পারবে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। আমাদিগকে ভারতকে—সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। না করলে চলবে না, কাপুরুষতা চলবে না—বুঝলে? মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি, করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। আসল কথা হচ্ছে গুরুভক্তি; মৃত্যু পর্য্যন্ত গুরুর ওপর বিশ্বাস। ইহা কি তোমার আছে? যদি থাকে—আর আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি আছে, তা হলে তুমি জেনে রাখ যে তোমার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। অতএব

কাজে লেগে যাও—তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। প্রতি পদক্ষেপেই আমার শুভ ইচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। মিলেমিশে কাজ কর—সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পরম সহিষ্ণু হও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে—আমি সর্ব্বদা তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখছি। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। এই ত সবে আরম্ভ। এখানে একটু হৈ চৈ হলে ভারতে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়। —বুঝলে? সুতরাং তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে যাবার আমার দরকার নেই। আমাকে এখানে স্থায়ী একটা কিছু করে যেতে হবে—সেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন আমার প্রতি এখানকার লোকের বিশ্বাস বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাতিটা খুব বেড়ে যাক্। সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটে ভাষ্য অধ্যয়ন কর। প্রস্তুত হয়ে থাক। আমার অনেক রকম কাজ করবার মতলব আছে। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যাতে করতে পার তার চেষ্টা কর। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তোমার সব শক্তি আসবে। ক—কে এবং ওখানে আমার সকল সন্তানকে এই কথা বলো। তারা সকলেই বড় বড় কাজ করবে—দুনিয়া তা দেখে তাক্ লেগে যাবে। বুকে ভরসা বেঁধে কাজে লেগে যাও। তোমরা কিছু করে আমায় দেখাও, আমাকে একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, আমার থাকবার জন্য একখানা বাড়ী করে আমায় দেখাও। যদি মান্দ্রাজে আমার জন্য একখানা বাড়ী করতে না পার ত তথায় গিয়ে কোথায় থাকব? লোকের ভেতর বিদ্যুদ্বেগে শক্তি সঞ্চার কর। টাকা ও প্রচারক যোগাড় কর। তোমাদের যা জীবনের ব্রত করেছ, তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাক। এ পর্য্যন্ত যা করেছ, খুব ভালই হয়েছে—আরও ভাল কর—তার চেয়ে ভাল

কর—এইরূপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই পত্রের উত্তরে তুমি লিখবে যে তোমরা কিছু করেছ। কারো সঙ্গে বিবাদ করো না, কারও বিরুদ্ধে লেগো না। রামা শ্যামা খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুসি তাই হোক্ না। কেন বিবাদ-বিসম্বাদের ভেতর মিশবে? যার যা ভাবই হোক্ না কেন, সকলের সকল কথা ধীরভাবে সহ্য কর। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১২৯) ইং

(খেতড়ির মহারাজাকে লিখিত)

আমেরিকা

১৮৯৪

. . . জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই গৃহ বলা হয়, ইহা কত সত্য! যে গৃহচ্ছাদ তোমায় শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে উহা যে স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিলে চলিবে না—হউক না তাহারা অতি মনোহর কারুকার্য্যময় 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ। উহার বিচার করিতে হইবে উহার কেন্দ্রস্থানীয় সেই চৈতন্যময় প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা—যাহা গৃহস্থালীর প্রকৃত অবলম্বন—আমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের যেকোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না।

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারীগণের নারীর মত চালচলন নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নরনারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি ঐপ্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী নারীগণ! তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং—"[১]

—যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয় পর্ব্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তথাপি এসকল তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ্-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারক-রূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য

১ শিবমহিম্নস্তোত্র

করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান, এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই 'বিপজ্জনক বিধর্ম্মীকে' ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই 'অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর, হয়ত বা সাংঘাতিক চরিত্রের লোকটির' সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্রা রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে দক্ষতরা, কারণ নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি—কত শত জননী দেখিয়াছি, যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি, যাহারা 'ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল' আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে; ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপগণ্ডগুলির দ্বারা তৎসম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না; কারণ, উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।

একটি আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে, তুমি কি যে সকল অপক্ক, অপরিণত, কীটদষ্ট ফল মাটিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—যদিও তাহারা কখনও কখনও সংখ্যায় অধিকই

হইয়া থাকে—তাহাদের সাহায্য লও ? যদি একটি সুপক্ক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটির দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যে শত শত ফল অপরিণতই রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা নহে।

তারপর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদার মনের প্রশংসা করি। আমি এদেশে অনেক উদারমনা পুরুষও দেখিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণভাবাপন্ন সম্প্রদায়ের ; তবে একটি প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটি বিপদাশঙ্কা এই যে তাঁহারা উদার হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াইয়া বসিতে পারেন ; কিন্তু নারীগণ যেখানে যাহা কিছু ভাল আছে তাহার প্রতি সহানুভূতি-হেতু এই উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের নিজ ধর্ম্ম হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে স্বতঃই অনুভব করেন যে, ইহা একটি ইতিবাচক (positive) ব্যাপার, নেতিবাচক (negative) নহে ; যোগের ব্যাপার, বিয়োগের নহে ! তাঁহারা প্রতিদিন এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের হাঁ-এর দিকটিই, ইতিবাচক দিকটিই সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই ইতিবাচক বা অস্তিবাচক—এবং এইহেতু চিত্তগঠনকারী—শক্তিসমূহের একত্রীকরণ দ্বারাই পৃথিবীর নেতি-বাচক বা নাস্তিবাচক অংশগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিকাগোর সেই বিশ্ব-মহামেলা কী অদ্ভুত ব্যাপার ! আর সেই ধর্ম্ম-মহামেলা—যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাও কী অদ্ভুত ! ডাক্তার ব্যারোজ ও মিষ্টার বনির অনুগ্রহে আমিও আমার ধারণাগুলি সর্ব্বসমক্ষে উপস্থাপিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মিষ্টার বনি কী অদ্ভুত লোক ! একবার ভাবিয়া

দেখ দেখি, তিনি কিরূপ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট অনুষ্ঠানটির কল্পনা করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার যাজক ছিলেন না; তিনি নিজে একজন উকীল হইয়াও যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতৃত্বপদে বিরাজ করিয়াছিলেন। তিনি মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু ছিলেন—তাঁহার হৃদয়ের গভীর মর্ম্মস্পর্শী ভাবসমূহ তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে পরিব্যক্ত হইত। . . . ইতি

বিবেকানন্দ

(১৩০)

(স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত)

আমেরিকা

১৮৯৪

প্রিয় কালী,

তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। 'ট্রিবিউন' পত্রে উক্ত টেলিগ্রাফ বাহির হওয়ার কোনও সংবাদ পাই নাই। চিকাগো নগর ছয়মাস যাবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখনও যাইবার সাবকাশ নাই; এজন্য বিশেষ খবর লইতে পারি নাই। তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই বা দিই? অদ্ভুত কার্য্যক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয়? তোমাদের মধ্যে অদ্ভুত তেজ আছে। শশী সাণ্ডেলের বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় কিছু চাপা থাকে না। তবে তিনি সম্প্রদায়স্থাপনাদি করুন, হানি কি? 'শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ।'[১] দ্বিতীয়তঃ, তোমার পত্রের মর্ম্ম

[১] তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক।

বুঝিলাম না। আমি অর্থসংগ্রহ করিয়া আপনাদের মঠ স্থাপন করিব, ইহাতে যদি লোকে নিন্দা করে ত আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। কূটস্থ বুদ্ধি তোমাদের আছে, কোনও হানি হইবে না। তোমাদের পরস্পরের উপর নিরতিশয় প্রেম থাকুক, ইতরসাধারণের উপর উপেক্ষা-বুদ্ধি ধারণ করিলেই যথেষ্ট। কালীকৃষ্ণ বাবু অনুরাগী ও মহৎ ব্যক্তি। তাঁহাকে আমার বিশেষ প্রণয় কহিও। যতদিন তোমরা পরস্পরের উপর ভেদবুদ্ধি না করিবে, ততদিন প্রভুর কৃপায় 'রণে বনে পর্ব্বতমস্তকে বা' তোমাদের কোনও ভয় নাই। 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি,'[১] ইহা ত হইবেই। অতি গম্ভীর বুদ্ধি ধারণ কর। বালবুদ্ধি জীবে কে বা কি বলিতেছে, তাহার খবর মাত্রও লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা ইতি। শশীকে পূর্ব্বে লিখিয়াছি সবিশেষ। খবরের কাগজ, পুস্তকাদি পাঠাইও না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—দেশেও ঘুরে মরা, এদেশেও তাই—বাড়ার ভাগ বোঝা বওয়া। এদেশে আমি কেমন করে লোকের পুস্তকের খদ্দের জোটাই বল? আমি একটা সাধারণ মানুষ বই নয়। এদেশের খবরের কাগজ প্রভৃতিতে যাহা কিছু আমার বিষয় লেখে, আমি তাহা অগ্নিদেবকে সমর্পণ করি। তোমরাও তাহাই কর। তাহাই ব্যবস্থা।

ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামের দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে, বেশ কথা; এক্ষণে ইতরগুলো কি বকে না বকে, তাতে কোনও রকমে তোমরা কর্ণপাত করবে না। আমি টাকা রোজকার করি বা যা করি, হেঁজিপেঁজি লোকের কথায় কি তাঁর কাজ আটকাবে? ভায়া, তুমি এখনও ছেলেমানুষ। আমার চুলে পাক ধরছে। হেঁজিপেঁজি লোকদের কথায় আর মতামতের উপর আমার শ্রদ্ধা আঁচে বুঝে লও। তোমরা

১ ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হইয়া থাকে।

যতদিন কোমর বেঁধে এককাট্টা হয়ে আমার পিছে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোনও ভয় নাই। ফলে এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, আমাকে অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদের ছাড়া আর কাহাকেও পত্র লিখিব না। ইতি। বলি, গুণনিধি কোথায় আছে, খোঁজ করে তাকে মঠে যত্ন করে আনবার চেষ্টা করিবে। সে লোকটা অতি sincere (অকপট) ও বড়ই পণ্ডিত। তোমরা দুটো জায়গার ঠিকানা করবেই করবে, যে যাহা বলে, বলে যাক্। খবরের কাগজে আমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কে কি লেখে, লিখুক; গ্রাহ্যমধ্যেই আনবে না। আর দাদা, বার বার ব্যাগ্যতা করি, আর ঝুড়ি ঝুড়ি খবরের কাগজাদি পাঠাইও না। বিশ্রাম এখন কোথায়? আমরা যখন শরীর ছেড়ে দিব, তখন কিছুদিন বিশ্রাম করিব। ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব কর দিকি। রৈ রৈ হয়ে যাক। ওরা বাহাদুর! সাবাস! নিধে পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে যাবে। তোমরা হলে হাতী, পিঁপড়ের কামড়ে কি তোমাদের ভয়?

তোমার প্রেরিত Address (অভিনন্দন) অনেক দিন হল এসেছে এবং তার জবাবও চলে গেছে প্যারী বাবুর নিকট।

এই কথা মনে রেখ—দুটো চোখ, দুটো কান, কিন্তু একটা মুখ। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।[১] ভয় কার? কাদের ভয় রে ভাই? এখানে মিসনরি ফিসনরি চেঁচিয়ে ক্ষান্ত হয়ে গেছে—অমনি সকল জগৎ হবে।

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং

১ কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।—গীতা

অদ্যৈব বা মরণমস্তু শতান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।”[১]

কিমধিকমিতি। হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই। ওদের কাছে ভিক্ষেও করতে হবে না। ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন এবং জোটাবেন। ভয় কিরে ভাই? সকল বড় কাজ মহা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। হে বীর, কুরু পৌরুষমাত্মনঃ উপেক্ষিতব্যাঃ জনাঃ সুকৃপণাঃ কামকাঞ্চনবশগাঃ।[২] এক্ষণে আমি এদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অতএব আমার সহায়তার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার সহায়তা করিতে যাইয়া ভ্রাতৃ-স্নেহাৎ তোমাদের মধ্যে যে পৌরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত কর, এই তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা। মনের ভাব বিশেষ উপকার বোধ না হইলে প্রকাশ করিবে না। প্রিয় হিতবচন মহা-শত্রুরও প্রতি প্রয়োগ করিবে ইতি। হে ভাই, নামযশের, ধনের, ভোগের ইচ্ছা জীবের স্বতঃই আছে। তাহাতে যদি দুদিক চলে, ত সকলেই আগ্রহ করিতে থাকে। পরগুণপরমাণুং পর্ব্বতীকৃত্য অপিচ, ত্রিভুবনোপকারমাত্র ইচ্ছা মহাপুরুষেরই হয়। অতএব বিমূঢ়মতি অনাত্মদর্শী তমসাচ্ছন্নবুদ্ধি জীবকে বালচেষ্টা করিতে দাও। গরম ঠেকলেই আপনি পালিয়ে যাবে! চাঁদে থুথু ফেলবার চেষ্টা করুক; “শুভং ভবতু তেষাম্” (তাদের মঙ্গল হউক)। যদি তাদের মধ্যে মাল থাকে, সিদ্ধি কে বারণ করতে পারে।

১ নীতিনিপুণগণ নিন্দাই করুন আর স্তুতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা যেখানে ইচ্ছা যান, আজই মরণ হউক বা শত শত বৎসর পরেই হউক, ধীরব্যক্তিগণ ন্যায়পথ হইতে কখনও বিচলিত হন না।—ভর্তৃহরি

২ হে বীর, স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ কর, হীনবুদ্ধি কামকাঞ্চনাসক্ত লোকদের উপেক্ষা করাই উচিত।

যদি ঈর্ষ্যাপরবশ হয়ে আস্ফালন মাত্র করে ত সব বৃথা হবে। হরমোহন মালা পাঠিয়েছেন। বেশ কথা। বলি, এদেশে আমাদের দেশের মত ধর্ম্ম চলে না। তবে এদেশের মত করে দিতে হয়। এদের হিন্দু হতে বল্লে এরা সকলে পালিয়ে যাবে ও ঘৃণা করবে, যেমন আমরা খ্রীষ্ট মিসনরিদের ঘৃণা করি। তবে হিঁদুশাস্ত্রের কতক ভাব এরা ভালবাসে এই পর্য্যন্ত। অধিক কিছুই নয় জানিবে। পুরুষেরা অধিকাংশই ধর্ম্ম টর্ম্ম নিয়ে মাথা বকায় না—মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু, এইমাত্র, বাড়াবাড়ি কিছুই নাই। ২।৪ হাজার লোক অদ্বৈতমতের উপর শ্রদ্ধাবান। তবে পুঁথি, জাতি, মেয়েমানুষ নষ্টের গোড়া, ইত্যাদি বললে দূরে পালিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব হয়। **Patience, purity, perseverance** (ধৈর্য্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়)। ইতি—

নরেন্দ্র

(১৩১)

(স্বামী শিবানন্দকে লিখিত)

আমেরিকা

১৮৯৪

প্রিয় শিবানন্দ,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে তুমি আমার অন্য চিঠিগুলি পেয়েছ এবং জেনেছ যে, আর আমেরিকায় কিছু পাঠাবার দরকার নাই। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই যে খবরের কাগজগুলো আমায় বাড়িয়ে তুলছে, তাতে আমার খ্যাতি হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ফল এখানকার চেয়ে ভারতে বেশী। এখানে বরং রাত-দিন খবরের কাগজে নাম বাজতে থাকলে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মনে

বিরক্তি জন্মায় ; সুতরাং যথেষ্ট হয়েছে। এখন এই সকল সভার অনুসরণে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেষ্টা কর। আর এদেশে কিছু পাঠাবার দরকার নেই। আমি প্রথমে মাতাঠাকুরাণীর জন্য একটি জায়গা করবার দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি, কারণ মেয়েদের জায়গারই প্রথম দরকার। ... যদি মার বাড়ীটি প্রথমে ঠিক হয়ে যায়, তা হলে আর আমি কোন কিছুর জন্য ভাবিনে। ... আমি ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষে যেতাম, কিন্তু ভারতবর্ষে টাকা নাই। হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, কিন্তু কেউ একটি পয়সা দেবে না—এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখানে লোকের টাকা আছে, আর তারা দেয়। আসছে শীতে আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। ততদিন তোমরা মিলেমিশে থাক।

জগৎ উচ্চ উচ্চ ভাবের (principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয় ; তারা চায় ব্যক্তি (person)। তারা যাকে পছন্দ করে, তার কথা ধৈর্য্যের সহিত শুনবে, তা যতই অসার হক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না তার কথা শুনবেই না। এইটি মনে রেখ এবং লোকের সহিত সেই মত ব্যবহার করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্য। তোমার কথাগুলো রুক্ষ হলেও তোমার ভালবাসায় ফল হবে। যে কোন ভাষারই আবরণে থাকুক না কেন, মানুষ ভালবাসা আপনা হতেই টের পায়।[১]

ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই, তবে তিনি কি বলতেন, লোককে দেখতে দাও, তুমি জোর করে কি দেখাতে পার ?—এইমাত্র আমার objection (আপত্তি)।

লোকে বলুক, আমরা কি বলব ? দাদা, বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে

১ উপরের প্যারা দুটি ইংরেজীর অনুবাদ।

যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India.[১]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কি না জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস the latest and the most perfect (সবচেয়ে আধুনিক এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র)—জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাস-দাস-দাসোঽহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামি দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয়—এইজন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক্—তাঁর উপদেশ ফলবান হক। তিনি কি নামের দাস? ভায়া, যীশুখৃষ্টকে জেলে মালায় ভগবান বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেললে, বুদ্ধকে বেনেরা খালি তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরির (উনবিংশ শতাব্দীর) শেষভাগে ইউনিভারসিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে। . . . হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁদের (কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির) দু-দশটি কথা পুঁথিতে আছে

১ তাঁহার জীবন অনন্তশক্তিময় একটি আলোকচ্ছটা, যাহা সমগ্র ভারতীয় ধর্ম্মভাবরাশির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি বেদ ও বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন। তিনি একজন্মে ভারতের জাতীয় ধর্ম্মজীবনের সমগ্র কল্পটি অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

মাত্র। 'যার সঙ্গে ঘর করি নি সেই বড় ঘরণী'—এ যে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও যে তাঁদের চেয়ে ঢের বড় বলে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝতে পার ভায়া?

মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পার নি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ **প্রথমে** চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্ব্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে পারছি।

সেই জন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার কি?

. . . ওরা মন্দ নয় তবে ভাবের ঘরে যে চুরি, ভায়া, ওদের। তাঁর ঘর ছাড়া কি আবার ঘর এ জগতে কোথাও আছে নাকি! সকলে ভাল, সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। দাদা, দুনিয়াময় তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল জায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি! দাদা, রাগ করো না, তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝ নি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। . . . দাদা মাফ করবে। দুটা খোলা কথা বলে ফেললুম।

ঐ মায়ের দিকে আমিও একটু গোঁড়া। মার হুকুম হলেই বীরভদ্র ভূতপ্রেত সব করতে পারে। তারক ভায়া, আমেরিকা আসবার আগে মাকে আশীর্ব্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি এক আশীর্ব্বাদ দিলেন, অমনি হুপ্ করে পগার পার, এই বুঝ। দাদা, এই দারুণ শীতে গাঁয়ে গাঁয়ে লেকচার করে লড়াই করে টাকার যোগাড় করছি—মায়ের মঠ হবে।

বাবুরামের মার বুড়বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জেন্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা বিশ্বাস বড় ধন, দাদা জেন্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জেন্ত দুর্গা মাকে যে দিন বসিয়ে দেবে সেই দিন আমি একবার হাঁফ ছাড়ব। তার আগে আমি দেশে যাচ্ছি না। যত শীঘ্র পারবে। টাকা পাঠাতে পারলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি ; তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটী করে দাও দেখি। গিরিশ ঘোষ মায়ের পূজা খুব করছে, ধন্য সে, তার কুল ধন্য। দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি কো রামঃ দাদা, ও ঐ যে বলছি ওই খানটায় আমার গোঁড়ামি।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।

নিরঞ্জন লাঠিবাজি করে কিন্তু তার মায়ের উপর বড় ভক্তি। তার লাঠি হজম হয়ে যায়। নিরঞ্জন এমন কার্য্য করছে যে তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। আমি খবর রাখছি। তুমিও যে মান্দ্রাজীদের সঙ্গে যোগদান করে কার্য্য করছ সে বড়ই ভাল। দাদা, তোমার উপর আমার ঢের ভরসা, সকলকে মিলেমিশে চালাও ভায়া। মায়ের জমিটা যেমন করেছ অমনি আমি হুপ্ করে আসছি আর কি। জমিটা বড় চাই,

building (পাকাবাড়ী) আপাততঃ মাটির ঘর ভাল, ক্রমে ভাল building (পাকাবাড়ী) তুলব, চিন্তা নাই।

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ জল। দুটো তিনটে ফিল্‌টার তৈয়ার কর না কেন? জল সিদ্ধ করে ফিল্‌টার করলে কোন ভয় থাকে না।

হরিশের কথা ত কিছুই শুনতে পাই না; আর দক্ষরাজা কেমন আছে। সকলের বিশেষ খবর চাই। আমাদের মঠের চিন্তা নাই, অমি দেশে গিয়ে সব ঠিকঠাক করব।

দুটো বড় Pasteur's bacteria-proof (জীবাণু-প্রতিষেধক) ফিল্‌টার কিনবে; সেই জলে রান্না, সেই জল খাওয়া—ম্যালেরিয়ার বাপ পালিয়ে যাবে। . . . On and on; work, work, work, this is only the beginning.[১]

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

(১৩২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৪

হে ভক্তবৃন্দ, ইতিপূর্ব্বে তোমাদের এক পত্র লিখি, সময়াভাবে তাহা অসম্পূর্ণ। রাখাল ও হরি লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লেখেন। তাঁহারা হিন্দু খবরের কাগজরা আমার সুখ্যাতি করিতেছে, এই কথা লেখেন ও তাঁহারা বড় আনন্দিত যে, ২০ হাজার লোক খিচুড়ি খেয়েছে। এদেশে আমি অধিক কাজ করতে পারতুম, তবে ব— ও মিশনরিরা আমার পিছে পড়ে আছে এবং ভারতবর্ষের হিন্দুরা আমার হয়ে কেউ ত কিছু

১ এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর, এই ত সবে আরম্ভ।

করলে না। অর্থাৎ যদি কলিকাতা অথবা মান্দ্রাজের হিন্দুরা সভা করে রিজলিউশন পাশ করিত যে, ইনি আমাদের প্রতিনিধি এবং আমেরিকার লোকদের অভিবাদন করিত আমাকে যত্ন করিয়াছে বলিয়া, তা হলে অনেক কাজ এগিয়ে যেত। কিন্তু এক বৎসর হয়ে গেল, কৈ কিছুই হল না! অবশ্য বাঙ্গালীদের উপর আমার কিছুই ভরসা ছিল না; তবে মান্দ্রাজবাসীরাও কিছু করতে পারলে না। . . .

আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নাই। হরে হরে, বলি একটা কিছু করে দেখাও যে তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি . . . পাগলামি! আজ ঘণ্টা হলো, কাল তার উপর ভেঁপু হলো, পরশু তার ওপর চামর হলো, আজ খাট হলো, কাল খাটের ঠ্যাঙ্গে রূপো বাঁধান হলো—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০ মারা হলো—চক্র-গদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরেজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেষ্কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম **imbecile**—ঘণ্টা ডাইনে বাজবে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম দুবার ঘুরবে, বা চার বার—ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা, আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

যদি ভাল চাও ত ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ

ভগবান নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে—বিরাট আর স্বরাট। বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পূজো মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সামনে ধরে দশ মিনিট বসব কি আধ ঘণ্টা বসব—এ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলচে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়চেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ত এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন—এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাসপাতাল বানাচ্চে—মানুষগুলো মরে যাক। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস্—আমাদের দেশের মহা ব্যারাম—পাগলা গারদ, দেশ নয়। . . . যাক, তোদের মধ্যে যারা একটু মাথাওয়ালা আছে, তাঁদের চরণে আমার দণ্ডবৎ ও তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তাঁরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন—যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশতে হবে। খোস গল্প করতে কেমন মজবুত! একটা কাজের কথা ত নাই। পরমহংস মশাই নরেনকে কেশব সেন অপেক্ষা কত বড় বলতেন, তারি গল্প চলল বসে বসে। . . . তোরা যদি ভাল করতে পারবি না, লোকের নিন্দা করে শত্রু বাড়াস কেন?

. . . দুই-একজন বুদ্ধিওয়ালা আছে, বাকী সব 'এনে দাও, বসে মারি, তোমার বাপের পুণ্যে নড়তে নারি'র দল। . . . আমি দেশে যাব শীঘ্র কিনা জানি না; আমার যেতে ইচ্ছাও নাই—বুঝলে? . . . আষাঢ়ে গল্পের দলে যাবার ইচ্ছে অনেক দিন থেকে নাই। রাখালকে

হরিকে কত অনুরোধ করা গেল, একটা organisation (প্রতিষ্ঠান গঠন) করিতে—তাদের বৈরাগ্য প্রবল ! . . . Idea (ভাব) ছড়া গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগ বিশেষ। . . . Independent (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ . . . অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি ? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোড় তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। . . . যদি কাজ করে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে দু-চার লাখ চেলা ভারতে জায়গায় জায়গায় করতে পারিস্, তবে বুঝি তোদের উপর আমার ভরসা হবে, নইলে ইতি। . . .

সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোকরা মাথা মুড়িয়ে তারকদার সঙ্গে রামেশ্বরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তারকদা তাকে যেন শিষ্য করে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ! না দেখা, না শোনা—একি চেঙ্গ্ড়ামো নাকি ? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কাজ হয় না—ছেলেখেলা নাকি ? উড়ধামারা আমি শিষ্য—কচুপোড়া খাও। সে ছোঁড়াটা যদি দস্তুর মত পথে না চলে, দূর করে দেবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে, আবার তাঁর শিষ্যে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য—একি ছেলেখেলা নাকি ? আমাকে জগমোহন বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, সেই ছোকরা। গুরুভাই কি রে ? হাঁ চেলা বলতে লজ্জা করে ! একদম গুরু বনবে ! দূর করে দিও যদি দস্তুর মত পথে না চলে।

ঐ যে তুলসী ও খোকার মনের অশান্তি, তার মানে কোন কায

নাই। ঐ যে নিরঞ্জনের . . . তার মানে কোন কাজ নাই। গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক—আমার মুক্তির বাপ নির্ব্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাববে তুলসী, তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও ত বাবা। কোনও চিন্তা রেখ না; নরক, স্বর্গ, ভক্তি বা মুক্তি সব don't care (গ্রাহ্য করো না), আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাবাজী। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভালবাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর। গুণনিধি কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আনবে। তাকে আমার অনন্ত ভালবাসা। গুপ্ত কোথা? সে আসতে চায় আসুক। আমার নাম করে তাকে ডেকে আন। এই ক'টি কথা মনে রেখ—

১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি সব ত্যাগ!

২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত, তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভাবে নাও।

৪। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্ত্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্ত্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী—অশান্তি দূর হয়ে যাবে।

ভয় করো না—ভয়ের জায়গা কোথা? তোমরা ত কিছু চাও না—এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ—এখন organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। গুপ্তকেও এই কাজে লাগাও। কিন্তু মনে রেখ, পরকে মারতে ঢাল খাঁড়ার দরকার—"সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।" (যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন সৎ বিষয়ের জন্য দেহত্যাগই শ্রেয়ঃ।) ইতি

পুঃ— পূর্ব্বের চিঠি মনে রেখ—মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নেই, তাঁকে অবতার বল্লেই হয় না—শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কাজ নাই—ছেলেখেলার সময় নেই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাৎ হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া) চাই—কুড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও ছড়াও; আগুনের মত যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখ না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও। ইতি

নরেন্দ্র

(১৩৩)

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৪

প্রাণাধিকেষু,

তারকদাদা ও হরির আগের লিখিত একপত্র শেষে পাই। তাহাতে অবগত হইলাম যে, তাঁহারা কলিকাতায় আসিতেছেন। পূর্ব্বের পত্রে সমস্ত জানিয়াছ। রামদয়াল বাবুর পত্র পাই। তথামত ছবি পাঠান হইবে। মা ঠাকুরাণীর জন্য জমি খরিদ করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিবে—অর্থাৎ বিল্ডিং আপাততঃ মাটির হউক, পরে দেখা যাইবে। কিন্তু জমিটা প্রশস্ত চাই। কি প্রকারে কাহাকে টাকা পাঠাইব সমস্ত সন্ধান করিয়া লিখিবে। তোমাদের মধ্যে একজন বৈষয়িক কার্য্যের ভার লইবে। সাণ্ডেলকে সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপার সন্ধান করিয়া একপত্র লিখিতে বলিবে। সাণ্ডেল চাকরী বাকরী করছে কেমন? যদি প্রভুর ইচ্ছা হয় শীঘ্রই অনেক কাজ করিতে পারিব। হরমোহন কেদারবাবুর টাকার কথা কি লিখিয়াছে। আমি টাকা পত্রপাঠ পাঠাইব; কিন্তু কাহার নামে ও কাহাকে পাঠাইব জানি না। একজন সেখানে এজেণ্ট না হইলে কোনও কাজ চলিতে পারে না। বিমলা, কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা, এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন যে, তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে এখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি। আমাকে প্রতিষ্ঠা হইতে সাবধান হইবার জন্য অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন। এবং তাঁহার গুরু শশীবাবুর সাংসারিক দারিদ্র্যের কথা লিখিতেছেন। শিব শিব!

যাঁর বড় মানুষ শ্বশুর তিনি কিছুই পারেন না, আর আমার তিন কালে শ্বশুর মোটেই নাই !! শশীবাবুর প্রণীত এক পুস্তক পাঠাইয়াছেন। উক্ত পুস্তকে সূক্ষ্মতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিমলার ইচ্ছা যে, এতদ্দেশ হইতে উক্ত পুস্তক ছাপাইবার সাহায্য হয়। তাহার ত কোনও উপায় দেখি না, কারণ ইহারা বাঙ্গলা ভাষা ত মোটেই জানে না। তাহার উপর হিন্দুধর্ম্মের সহায়তা ক্রিশ্চিয়ানরা কেন করিবে? বিমলা এক্ষণে সহজ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—পৃথিবীর মধ্যে হিন্দু শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণমধ্যে শশী ও বিমলা—এই দুইজন ছাড়া পৃথিবীতে আর কাহারও ধর্ম্ম হইতে পারেই না; কারণ তাহাদের ঊর্দ্ধস্রোতস্বিনীবৃত্তি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং উক্ত দুইজনের কেবল উচ্চদিকে . . .। এই প্রকারে বিমলা এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মের যা আসল সার তাহা খিঁচিয়া লইয়াছেন!

ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলকেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে . . .। পূর্ব্বে মহতের লক্ষণ ছিল "ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ," এখন হচ্চে আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া ধরো হামারা পায়েরকা নীচে।

হরমোহন মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন। তাতে প্রধান খবর প্রায়ই এই রকম, যথা—"অমুক ময়রার দোকানে অমুক ছেলে আপনার নিন্দা করিল; তাহাতে অসহ্য হওয়ায় আমি লড়াই করি" ইত্যাদি। কে তাকে লড়াই করতে বলে, প্রভু জানেন! . . . যাক, তার ভালবাসাকে

বলিহারি যাই এবং তার **perseverance** (অধ্যবসায়)কে। মধ্যে যদি পার **immediately** হাওলাত করে কেদারবাবুর টাকা সুদসমেত দিও, আমি পত্রপাঠ পাঠাইয়া দিব। কাকে টাকা পাঠাই, কোথায় পাঠাই। তোমাদের যে হরিঘোষের গণ্ডগোল। আমার টাকার কিছুই অভাব নাই, **I am sorry**. কেদারবাবুর টাকা **twice over** দিব, তাকে ক্ষুণ্ণ হইতে মানা করিবে। আমি জানিতাম উপেন তাহা পরিশোধ করিয়াছে এতদিনে। যাক, উপেনকে কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই। আমি পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিব। যে মহাপুরুষ হুজ্জুক সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখছেন, তাঁকে বল, কুকুরের মত কারুর পা চাটা আমার স্বভাব নহে। যদি সে মরদ হয় ত একটা মঠ বানিয়ে আমায় ডাকতে বলো। নইলে কার ঘরে ফিরে যাব? এ দেশ আমার **more** (অধিক) ঘর—হিন্দুস্থানে কি আছে? কে ধর্ম্মের আদর করে? কে বিদ্যের আদর করে? ঘরে ফিরে এস !!! ঘর কোথা?

এবারকার মহোৎসব এমনি করবে যে, আর কখনও তেমন হয় নাই। আমি একটা পরমহংস মহাশয়ের জীবনচরিত লিখে পাঠাইব। সেটা ছাপিয়ে ও তর্জ্জমা করে বিক্রি করবে। বিতরণ করলে লোকে পড়ে না, কিছু দাম লইবে। হুজ্জুকের শেষ !!! . . . এই ত কলির সন্ধ্যে। তোর মত বোকা ঢের দেখেছি। আমি তোর মুক্তি চাই না, তোর ভক্তি চাই না; আমি লাখ নরকে যাব, "বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ" (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করেন)—এই আমার ধর্ম্ম। আমি কুড়ে, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। যার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাকার্য্যে সহায়তা কর্ত্তে পারে। . . . সাবধান, সাবধান! এ সকল কি ছেলে-খেলা, স্বপন-দেখা নাকি?

মধো, সাবধান! সুরেশ দত্তর রামকৃষ্ণচরিত পড়িলাম, মন্দ হয় নাই। তবে সুরেশ দত্ত কি পাগল হয়েছে নাকি? . . . মাগি, . . ., প্রস্রাব প্রভৃতি উদাহরণ কি ছাপিয়েছে? রাম, রাম! আমায় যে নাকে কাপড় দিতে হল বই দেখে। ওগুলো বাদ দিতে বলো এবার যখন ছাপাবে। শশী সাণ্ডেলের কোন উপকার যদি তোমাদের দ্বারা হয় করিবে। বেচারা ভক্ত মানুষ, বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। আমি ত দাদা এখানে বসে কোনও উপায় দেখি না। কিমধিকমিতি

দাদা, একবার গর্জ্জে গর্জ্জে মধুপানে লেগে যাও দিকি—মাষ্টার, জি. সি ঘোষ, অতুল, রামদা, নৃত্যগোপাল, শাঁকচুন্নি! বলি, শাঁক-চুন্নির কোনও কথাই ত তোমরা লেখ না! সে গেল কোথা? মাকে ভক্তি করছে তেমনি কি না? নৃত্যগোপাল দাদার শরীর বেশ ভাল হয়েছে কিনা, বাবুরাম, যোগেন সেরেছে কিনা—ইত্যাদি আমি সকলের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ জানিতে চাই। শরৎকে কি সাণ্ডেলকে একটি বিশেষ পত্রে সব খুলে লিখতে বলবে। কালীকৃষ্ণ, ভবনাথ, দাশু, সাতু, হরি চাটুয্যে সকলকে তোমরা ভালবাস কিনা—সব লিখবে। . . . তোরা একটা মানুষ হ দিকি রে বাবা! গঙ্গাধর খেতরি থেকে তো পালায় নাই। . . .

বলি, আর খবরের কাগজ পাঠাবার আবশ্যক নাই। তার ঢের মেরে গেছে। তোদের কারও organising power (সংগঠনশক্তি) নাই দেখিতেছি; বড়ই দুঃখের বিষয়। সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের help (সাহায্য) আমি চাই; কারুর সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ খবরদার যাতে না হয়। **Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning, it is character that can cleave**

through adamantine walls of difficulties,[১] মনে রেখো। লোকের সঙ্গে যাওয়া-আসা,—বিশেষ করিয়া মতামত pooh pooh (ছুৎ ছাই) করিবে না, তাতে লোক বড়ই চটে। যায়গায় যায়গায় এক একটা সেণ্টার করিতে হইবে—এ ত বড় সহজ! যেমন তোমরা যায়গায় যায়গায় ফের, অমনি একটি সেণ্টার করবে সেখানে। এই রকম করে কার্য্য হবে। যেখানে পাঁচজন লোক তাঁকে মানে সেখানেই এক ডেরা—এমনি করে চল এবং সর্ব্বদা সকল যায়গার সঙ্গে communication (খবরাখবর) রাখিতে হইবে। ইতি

চিরস্নেহাস্পদ

বিবেকানন্দ

(১৩৪) ইং

ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ষ্টেশন

২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌছেছি; তথায় ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ডিপোয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে—আমি তখনই ব্রুকলিনের দিকে রওনা হলাম ও সময়মত সেখানে পৌছলাম।

সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল—নীতিসাধন সমিতির (Ethical Culture Society) কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আসছে রবিবার একটা বক্তৃতা হবে। ডাঃ জেন্‌স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ

১ টাকায় কিছু হয় না; নামযশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ কর্ত্তে পারে।

খুব সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার করলেন আর মিঃ হিগিন্‌স্‌কে পূর্ব্বেরই মত দেখলাম—খুব কাজের লোক। বলতে পারি না কেন, অন্যান্য সহরের চেয়ে এই নিউইয়র্ক সহরেই দেখছি স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরা বেশী ধর্ম্মালোচনায় আগ্রহবান।

আমার ক্ষুরখানা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেটা ল্যাণ্ডস্‌বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সঙ্গে মিঃ হিগিন্‌স্ আমার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ছাপিয়েছেন তার এক কপি পাঠালাম—আশা করি, ভবিষ্যতে আরও পারবো।

মিস্ ফার্ম্মারকে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

সদা বশংবদ

বিবেকানন্দ

(১৩৫) ইং

জর্জ্জ ডবলিউ হেলের বাটী

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো

১৮৯৪

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ভট্টাচার্য্যের মাতার দেহত্যাগ-সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হলাম। তিনি একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। প্রভু তাঁর কল্যাণ করুন।

আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে বলে আমি ভুল করেছি। এ আমার একটা ভয়ানক

অন্যায় হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য দুর্ব্বলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করেছিল, এতে তাই প্রকাশ হচ্ছে।

এ দেশে দু-তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। আমি কতকটা চেষ্টা করেছি আর যদিও সাধারণে খুব আদরের সহিত আমার কথা নিচ্ছে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না—বরং ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং হে ভ্রাতঃ, আমি এই গ্রীষ্মকালেই ইউরোপ হয়ে ভারতে ফিরে যাব স্থির করেছি—এতে যা খরচ হবে তার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে—"তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"

ভারতের খবরের কাগজ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তা পড়লাম। তারা যে এরকম লিখবে এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক দাসজাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষ্যা। আবার এই ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের মর্ম্ম বুঝবে না। পাশ্চাত্ত্য জাতির কার্য্যসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে এই সহযোগিতা। এদের শক্তি অদ্ভুত আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস আর পরস্পরের কার্য্যের গুণগ্রাহিতা। আর জাতটা যত দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হবে, ততই তার ভেতর এই পাপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। যতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকটা সত্য না থাকলে কোন অপবাদই উঠতে পারে না, আর এখানে আসবার পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙ্গালী জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝতে পারছি। এরা সর্ব্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও পরনিন্দা-প্রবণ। কিন্তু হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা

করা উচিত নয়। ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে দেখলে কোন আশার কারণ থাকে না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সামনে খুলেই বলছি—তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভেতর—যাদের ভেতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নেই, যারা তাদের হিতৈষীদের ওপরই আক্রমণ করতে সদা প্রস্তুত—এরূপ মড়ার ভেতর প্রাণসঞ্চার করতে পার? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ করতে পার, যিনি একটা ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মাচ্ছে এবং ঔষধ খাব না বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলেছে?

— সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদেবের কাছে উত্তম মধ্যম তাড়া খেয়েছিল, সেই অবধি সে আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। একজন মার্কিন বা ইউরোপীয়ান তার বিদেশস্থ স্বদেশবাসীর পক্ষ সর্ব্বদাই নিয়ে থাকে, কিন্তু হিন্দু, বিশেষ বাঙ্গালী, তাকে অপমানিত দেখলে খুসী হয়। যাই হোক, ওসব নিন্দা-কুৎসার দিকে একদম খেয়াল করো না। ফের তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' —কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নেই। পাহাড়ের মত অটল হয়ে থাকো। সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণের সন্তানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তা হলে ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে থাকতে এর কোন ফল দেখে না যেতে পারি, কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, সেইরূপ নিঃসন্দেহ শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন—উহার জাতীয় ধমনীর ভিতর নব বিদ্যুদগ্নি-সঞ্চার। এরূপ কাজ চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে,

চিরকালই ধীরে হবে; এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুধু কাজ করেই খুসি থাক; সর্ব্বোপরি, পবিত্র ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও—এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা রামকৃষ্ণের শিষ্যদের কারও ভেতর কোন জিনিস লক্ষ্য করে থাক, সেটি এই—তারা একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। আমি যদি ভারতে এই রকম একশ জন লোক রেখে যেতে পারি, তা হলে আমি আনন্দিত চিত্তে মরতে পারব—আমি বুঝব আমার কর্ত্তব্য করা হয়ে গেছে। অজ্ঞ লোকে যা তা বকুক না কেন, তিনিই জানেন, সেই প্রভুই জানেন কি হবে। আমরা লোকের সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, অথবা সাহায্য এসে পড়লে ছেড়েও দিই না—আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাও। শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। দুঃখিত হয়ো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা কথা পর্য্যন্ত নষ্ট হবে না—হয়ত শত শত যুগ ধরে আবর্জ্জনাস্তূপে চাপা পড়ে লোকলোচনের অগোচরে থাকতে পারে কিন্তু শীঘ্র হোক, বিলম্বে হোক উহা প্রকাশ হবেই হবে। সত্য অবিনশ্বর, ধর্ম্ম অবিনশ্বর, পবিত্রতা অবিনশ্বর। আমাকে একটা খাঁটি লোক দাও দেখি, আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না। বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাক—কোন লোক তোমাকে এসে সাহায্য করবে, তার ভরসা রেখ না—সকল মানুষের সাহায্যের চেয়ে প্রভু কি অনন্তগুণে শক্তিমান নন? পবিত্র হও, প্রভুর ওপর বিশ্বাস রাখ, সর্ব্বদাই তাঁর ওপর নির্ভর কর—তা হলেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে—কেহ তোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী পত্রে আরও বিস্তারিত খবর দেবো।

আমি মনে কচ্ছি, এই গ্রীষ্মকালটাতে ইউরোপে যাব, আর শীতের

প্রারম্ভে ভারতে ফিরবো। বোম্বাই নেমে প্রথমেই বোধ হয় রাজপুতানায় যাব, সেখান থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে জাহাজে করে আবার মাদ্রাজ যাব। এস আমরা প্রার্থনা করি, "তমসো মা জ্যোতির্গময়" ;—তা হলে নিশ্চিত আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে—আমাদিগকে পরিচালিত করবার জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে। আমি সর্ব্বদা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর। এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচার-নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্ম্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে! কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা

প্রযুক্ত হোক—আমরা কাজে কিছু করে উঠতে না পেরে লোকের অজ্ঞাতভাবে দেহত্যাগ করতে পারি—কেউ হয়ত আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল পর্য্যন্ত ফেললে না—কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনও নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফলবেই ফলবে। আমার প্রাণের ভেতর এত ভাব আসছে, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও। যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটী লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর তুল্য থাকবে, ততদিন যেসব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগা বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। সকলে আমার বিশেষ ভালবাসা জানবে। ইতি

পুঃ—যদি তোমরা কিছু ছাপিয়ে না থাক ত ছাপা বন্ধ কর—নাম হুজুকের আর দরকার নেই। ইতি—

বিবেকানন্দ

(১৩৬) ইং

(স্যর এস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে লিখিত)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো
৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় মহাশয়,

প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আপনাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখি আমার জীবনে এমন অল্প কয়েক-জনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় ভাব ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সম্মিলনে সম্পূর্ণ, আবার যাঁহারা তাহার উপর মনের ভাবসমূহকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি রাখেন—আপনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। বিশেষতঃ আপনি অকপট—তাই আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটি মনের ভাব বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

ভারতের কার্য্য-আরম্ভ বেশ হইয়াছে, আর উহা শুধু যে কোনক্রমে বজায় রাখিতে হইবে তাহা নহে, মহা উদ্যমের সহিত উহার উন্নতি ও বিস্তারসাধন করিতে হইবে। এই সময়। এখন আলস্য করিলে পরে আর কার্য্যের সুযোগ থাকিবে না। আমি কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিয়া এক্ষণে উহাকে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সীমাবদ্ধ করিয়াছি। প্রথমে মান্দ্রাজে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে, আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায়, তাহা করিতে হইবে, উহার সহিত অন্যান্য ধর্ম্মসমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানি ইংরেজি ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।

প্রথমেই এইটি করিতে হইবে ; আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই বড় বড় বিষয় দাঁড়াইয়া থাকে। কয়েকটি কারণে মান্দ্রাজই এক্ষণে এই কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। বোম্বায়ে সেই চিরদিনের জড়ত্ব ; বাঙ্গালায় ভয়—এখন যেমন পাশ্চাত্য ভাবের মোহ, তেমনি পাছে তাহার বিপরীত ঘোর প্রতিক্রিয়া হয়। মান্দ্রাজই এক্ষণে এই প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জীবনপ্রণালীর যথার্থ গুণ গ্রহণ করিয়া মধ্যপথ অনুসরণ করিতেছে।

সমাজের যে সম্পূর্ণ সংস্কার আবশ্যক—এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ইহা করিবার উপায় কি ? সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আমার প্রণালী এই। আমি এখনও এটা মনে করি না যে, আমার জাতি এতদিন ধরিয়া কেবল অন্যায় করিয়া আসিতেছে ; কখনই নহে। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তাহা নহে—আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই —আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা হইতে সত্যে, মন্দ হইতে ভালতে যাইতে হইবে না ; সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, ভাল হইতে আরও ভালয়, আরও ভালয় যাইতে হইবে। আমি আমার স্বদেশবাসীকে বলি—এতদিন তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা বেশ হইয়াছে, এখন আরও ভাল করিবার সময় আসিয়াছে। এই জাতিবিভাগের কথাই ধরুন— সংস্কৃতে জাতি শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। এখন সৃষ্টির মূলেই ইহা বিদ্যমান। বিচিত্রতা অর্থাৎ জাতির অর্থ ই সৃষ্টি। 'একোঽহং বহু স্যাম্' (আমি এক—বহু হইব)—বিভিন্ন বেদে এইরূপ কথা দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক থাকে—বহুত্ব বা বিচিত্রতাই সৃষ্টি। যদি এই বিচিত্রতা না থাকে, তবে সৃষ্টিই লোপ পাইবে।

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে ততদিনই তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। যখনই উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয়, অথবা যখন উহার বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই উহা মরিয়া যায়। মূলে জাতির অর্থ ছিল—এবং সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থ প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি, খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থ-সমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে ভারতের পতনের কারণ কি? জাতি সম্বন্ধে এই ভাব পরিহার। যেমন গীতা বলিতেছেন, জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎও বিনষ্ট হইবে। এখন ইহা আমাদের সত্য বলিয়াই বোধ হয় যে এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎও নষ্ট হইবে। বর্ত্তমান বর্ণবিভাগ (caste) বাস্তবিক পক্ষে জাতি নহে, বরং উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উহা যথার্থই প্রকৃত জাতির অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতি রোধ করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতপক্ষে জাতিকে অব্যাহত গতিতে যাইতে দেয় না, আর যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশ-বাসিগণকে এই বলিতে চাই যে, জাতি উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রত্যেক বদ্ধমূল আভিজাত্য অথবা সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ই জাতির প্রতিবন্ধক—উহারা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব। এক্ষণে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত

করুন। যখনই উহা জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কৃতকার্য্য হইল, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ জাতি গঠন করিতে যে সকল বাধা আছে সেই সকল বাধার অধিকাংশই দূর করিয়া দিল, তখনই ইউরোপ উঠিল। আমেরিকায় প্রকৃত জাতির বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা—সেইজন্য তাহারা বড়। প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীরা জন্মিবামাত্র বালকবালিকার জাতি নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত জাতি—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজত্ব, ব্যক্তিত্ব, আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়াছেন। আমরা যদি পুনরায় ইহাকে পূর্ণ তেজে চলিতে দিই, তবেই আমরা কেবল উঠিতে পারিব। আবার এই বিচিত্রতার অর্থ বৈষম্য বা কাহারও বিশেষ সুবিধা নহে; আমার ইহাই কার্য্যপ্রণালী—হিন্দুদের দেখান যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষিগণ-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীর দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব ছাড়িতে হইবে। অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতিস্রোত বন্ধ হইয়াছিল; তাহার কারণ—তখন জীবনমরণের সমস্যা—উন্নতির সময় কৈ? এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই—এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে—স্বধর্ম্মত্যাগী ও মিশনরিগণের উপদিষ্ট ভাঙ্গাচোরার পথে নয়—আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে উন্নতি করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। শত শত শতাব্দীর অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্ম্মাণ একেবারে বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করা হউক—তাহা হইলে সবই যথাস্থানে স্থাপিত বলিয়া মানাইবে ও সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্য্যপ্রণালী। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা নাই। প্রত্যেক

জাতির জীবনে একটি করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল স্রোত ধর্ম্ম ; উহাকে প্রবল করা হউক—তবেই পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্রোতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। আমার চিন্তাপ্রণালী অনুযায়ী একটা বিষয় বলা হইল। আশা করি, সময়ে আমার সমুদয় চিন্তারাশি প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই দেশে এবং কেবল এখানেই সাহায্যের প্রত্যাশা করি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল আমার ভাববিস্তার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই। এখন আমার ইচ্ছা—ভারতেও একটা চেষ্টা হউক। কেবল একমাত্র মান্দ্রাজেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আ— ও অন্যান্য যুবকগণ খুব খাটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা 'উৎসাহশীল যুবক' মাত্র। এই কারণে আমি তাহাদিগকে আপনার নিকট সমর্পণ করিলাম। যদি আপনি ইহাদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চয় ধারণা—উহারা কৃতকার্য্য হইবে। আমি জানি না কবে ভারতে যাইব। তিনি যেমন চালাইতেছেন আমি সেইরূপ চলিতেছি ; আমি তাঁহার হাতে।

"এই জগতে ধনের অনুসন্ধান করিতে গিয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ; হে প্রভো, তোমার নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।

"ভালবাসার পাত্র খুঁজিতে গিয়া তোমাকেই একমাত্র ভালবাসার পাত্র পাইয়াছি। আমি তোমার নিকট আপনাকে বলি দিলাম।"

—যজুর্ব্বেদসংহিতা

প্রভু আপনাকে চিরকাল আশীর্ব্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরকৃতজ্ঞ

বিবেকানন্দ

পুঃ—এই পত্র প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

(১৩৭) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

নিউইয়র্ক

৬ই জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

নববর্ষে তোমার প্রীতিসম্ভাষণের জন্য বহু ধন্যবাদ। বিশিষ্ট ভদ্র-মহোদয়টীর ওখানে ছয় সপ্তাহ তোমার বেশ আনন্দে কেটেছে জেনে সুখী হলাম, যদিও তারা কেবল গল্‌ফই খেল্‌ত। ইংলণ্ডে দেখলাম আমি যথার্থ অধিকারী পরিবেষ্টিত। ইংরেজরা আন্তরিক অভ্যর্থনা করেছে; এই ইংরেজ জাত সম্বন্ধে আমার ধারণাও অনেকখানি বদলেছে। প্রথমেই দেখলাম লাণ্ড্ প্রভৃতি যে লোকগুলো আমার সঙ্গে বিরোধের জন্য ইংলণ্ড থেকে এখানে এসেছিল ওখানে তাদের কোন পাত্তাই নাই। ইংরেজ তাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপেক্ষা করে। ইংলিশ চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত যারা নয় তারা ভদ্র বলেই গণ্য নয়। কয়েক জন যথার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ঐ চার্চ্চভুক্ত। প্রতিষ্ঠা ও পদমর্য্যাদায় অগ্রণীদের কেহ কেহ আমার অকৃত্রিম বন্ধু হয়েছেন। ইংলণ্ডের অভিজ্ঞতা আমেরিকার তুলনায় একেবারে অন্য রকমের। এখানে প্রেস্‌বিটিরিয়ন্ প্রভৃতি গোঁড়াদের ও হোটেলগুলির আমার প্রতি আচরণের কথা শুনে ইংরেজ ত হেসেই অস্থির। উভয় দেশের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা ও আচার-ব্যবহারে প্রভেদ লক্ষ্য করতে বিলম্ব হল না। বুঝলাম কেন আমেরিকান্ মেয়েরা দলে দলে ইউরোপীয়দিগকে বিবাহ করতে যায়। সকলের কাছে সদয় ব্যবহার পেয়েছি। স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে অনেক উদারহৃদয় বন্ধু এখন সেখানে বসন্তকালে আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় আছে। সেখানে আমার

কাজের কথা বলতে গেলে, বেদান্তের ভাব সমাজের উচ্চস্তরে অনুপ্রবেশ করেছে। বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, যাঁদের মধ্যে ধর্ম্মযাজকের সংখ্যাও কম নয়, আমাকে বলেন যে, এ যেন ইংলণ্ডে গ্রীস্ কর্ত্তৃক রোম বিজয়ের পুনরভিনয়।

ইংরেজদের যারা ভারতবর্ষে থেকেছে, তারা এখানে দুই শ্রেণীর; এক শ্রেণীর চক্ষে ভারতীয় যা কিছু সবই হেয়—এরা কিন্তু অশিক্ষিত। অপর শ্রেণীর নিকট ভারত পুণ্যভূমি, ভারতের বায়ু পর্য্যন্ত পবিত্র। এদের হিন্দুয়ানা হিন্দুদেরও হার মানায়। এরা প্রচণ্ড নিরামিষাশী; এমন কি এখানে জাতিভেদ-প্রবর্ত্তনেও উদ্যত। ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই জাতিভেদের দারুণ পক্ষপাতী। সাধারণ বক্তৃতা ছাড়া সপ্তাহে আরও আটটি করে ক্লাশ নিতাম; এত লোকসমাগম হত যে, অনেকে এমন কি অভিজাত মহিলাগণও নিঃসঙ্কোচে মেজের উপরই বসতেন। ইংলণ্ডে দৃঢ়সঙ্কল্প নরনারী দেখতে পেলাম, যারা কাজের ভার নিয়ে জাতিসুলভ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত চালাতে থাকবে। এ বৎসর নিউইয়র্কে আমার কাজ চমৎকার চলেছে। মিষ্টার লেগেট্ এখানকার এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি। তিনি আমার একান্ত অনুরক্ত। এদেশে নিউইয়র্কবাসীরা অধিকতর দৃঢ়চিত্ত, এবং তাই এখানেই আমার কেন্দ্রস্থাপনের সঙ্কল্প করেছি। এখানকার মেথডিষ্ট ও প্রেস্‌বিটিরিয়ন্ সম্প্রদায়ের গণ্যমান্যগণ আমার উপদেশাদি অসঙ্গত মনে করেন। ইংলণ্ডের ধার্ম্মিক সম্ভ্রান্তগণের নিকট ইহা উচ্চতম দার্শনিক তত্ত্বরূপে পরিগণিত।

তা ছাড়া মার্কিন স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক অপবাদ ও অপপ্রসঙ্গ-প্রিয়তা ইংলণ্ডে প্রায়ই দেখা যায় না। ইংরেজ মহিলা বিলম্বে ভাব গ্রহণ করে। তবে একবার ঠিকমত গ্রহণ করতে পারলে উহা আয়ত্ত করে নেবেই।

ওখানে ওরা যথারীতি কাজ চালাচ্ছে ও প্রতি সপ্তাহে আমাকে কাজের বিবরণ পাঠাচ্ছে। বুঝে দেখ! আর এখানে সপ্তাহ্ খানেকের জন্যও যদি অনুপস্থিত থাকি ত কাজের দফা রফা। সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও এবং শ্যাম ও তুমি জেনো। ভগবান তোমাকে চিরসুখী করুন। ইতি

তোমাদের স্নেহশীল ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

(১৩৮) ইং

(জি. জি. নরসিংহাচারিয়ারকে লিখিত)

চিকাগো
১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় জি. জি.,

তোমার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্র এইমাত্র পেলাম। ঐ সঙ্গেই আলাসিঙ্গার ও মহীশূরের মহারাজার পত্র পেলাম। নরসিংহ যে আমেরিকা এসেছিল, সে ভারতে ফিরে তথা হতে মিসেস্ হেগ্‌কে একখানা পত্র লিখেছে—তাতে হিন্দুদের বর্ব্বর আখ্যা দিয়েছে, আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখে নি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। যাতে সে আরোগ্যলাভ করে, তার চেষ্টা কর। চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না।

ডাঃ ব্যারোজ তোমার পত্রের জবাব কেন দিলেন না জানি না, আর কলকাতার লোকদের যা উত্তর দিয়েছেন, দেখি নি।

এখানকার ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল সব ধর্ম্মের চেয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্তু উহার উদ্যোক্তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে

তার বিপরীত হয়ে গেল। ডাঃ ব্যারোজ ও ঐ ধাঁজের লোকেরা বেজায় গোঁড়া—তারা সর্ব্বান্তঃকরণে আমায় ঘৃণা করে, কিন্তু প্রভুই আমার সহায়। আমি তাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। প্রভু এদেশে আমায় যথেষ্ট বন্ধু দিচ্ছেন আর তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ওরা আমার অনিষ্ট করবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেছে, এখন হয়রান হয়ে আমায় ছেড়ে দিয়েছে—প্রভু ওদের মঙ্গল করুন।

ডাঃ ব্যারোজ ও ঐ ধরনের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ, ওদের সঙ্গে আমার কোনপ্রকার সংস্রব নেই। বাল্টিমোরের ঘটনা নিয়ে যে বাজে গুজব উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই, তথায় এখন আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু রয়েছেন আর বরাবরই তথায় আরও অধিকসংখ্যক বন্ধু পাব। আর আমি এক মুহূর্ত্তও অলসভাবে কাটাচ্ছি না—আমি এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র—বষ্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি। এর মধ্যে বষ্টনকে মস্তিষ্ক ও নিউইয়র্ককে টাকার থলে বলা যেতে পারে। এই উভয় স্থানেই আমার কার্য্যের আশাতীত সফলতা হয়েছে, আর যদি তোমাদের সংবাদপ্রেরকগণ তোমাদের নিকট ও-সম্বন্ধে কিছু না পাঠিয়ে থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নেই। যা হোক, বৎসগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি, আর আমি তোমাদের নিকট ওগুলো পাঠাব আশা করো না। কাজ আরম্ভ করবার জন্য একটু হুজুগ দরকার হয়েছিল, এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে। আমি মণি আয়ারকে চিঠি লিখেছি এবং তোমাকে আমার নির্দ্দেশ পূর্ব্বেই জানিয়েছি। এখন আমাকে দেখাও, তোমরা কি করতে পার। আহাম্মকের মত বাজে বকলে চলবে না—এখন আসল কাজ আরম্ভ করতে হবে। আমি কিভাবে কাজ আরম্ভ করতে হবে,

তা তোমাদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি; আয়ারকেও পত্র লিখেছি। হিন্দুরা যে বড় বড় কথা বলে, তার সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে। তা যদি তারা না পারে, তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। বাস্, এই কথা। তোমাদের নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেরিকা টাকা দিতে যাচ্ছে না। কেনই বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি চাই যথার্থ সত্য শিক্ষা দেওয়া হোক; তা এখানেই হোক আর অন্যত্রই হোক—আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।

এখন আর আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে কান দিয়ো না। সিংহবিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমার যতদিন না দেহত্যাগ হচ্ছে সদাসর্ব্বদা কাজ করে যাব, আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকব। অসত্যের চেয়ে সত্য অনন্তগুণে গুরুত্বপূর্ণ। সাধুতারও তাই। তোমাদের যদি ঐগুলি থাকে, তবে তাদের জোরেই পথ তৈরী হয়ে যাবে।

থিওজফিষ্টদের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। বলছ তারা আমায় সাহায্য করবে। দূর! তোমরা যেমন খাজা আহাম্মক! তোমরা কি মনে কর, এখানে আমাকে লোকে তাদের সঙ্গে একদরের মনে করে? তাদের এখানে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, কিন্তু হাজার হাজার ভাল ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এইটি জেনে রাখ ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাসসম্পন্ন হও।

খবরের কাগজে হুজুগ করে আমাকে যতটা না বাড়াতে পেরেছে, তার চেয়ে এদেশে আমার প্রভাব লোকের ওপর ধীরে ধীরে অনেকগুণ বেশী বিস্তারলাভ করেছে। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝছে, তারা কোনমতে এটা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, তাই যাতে আমার প্রভাবটা

একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠবে না—প্রভু একথা বলছেন।

এটা হচ্ছে চরিত্রের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের প্রভাব। যতদিন এগুলি আমার থাকবে, ততদিন কোন চিন্তার কারণ নেই, ততদিন তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোওগে, কেউ আমার মাথার একগাছা কেশও স্পর্শ করতে পারবে না। বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ করতে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয়, সেইটিই হচ্ছে প্রধান উপায়; সেই ভাষার ভেতর দিয়ে সেই ব্যক্তির ভেতর যে ভাবের বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলছে, তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা ত এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে গভীরতর অন্তর্দ্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর। . . .

ওসব বাজে বকুনি ছেড়ে দাও, প্রভুর কথা কও, জুয়াচোর ও মাথাপাগলা লোকদের কথা নিয়ে আলোচনা করবার সময় আমাদের নেই—জীবন যে আমাদের ফুরিয়ে এল বলে।

সদাসর্ব্বদা তোমাদের এটি মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্ধারসাধন করতে হবে। সুতরাং অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করো না। আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারি—এই পর্য্যন্ত। যদি ওর ওপর ভরসা করে তোমাদের থাকতে হয়, তবে বরং কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দাও। আরও জেনে রাখ যে, আমার ভাব বিস্তার করবার এটি বিশেষ উপযুক্ত জায়গা, আর আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক, আর খ্রীষ্টিয়ানই

হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না—যারা প্রভুকে ভালবাসে তাদেরই সেবা করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি জানবে।

আমাকে বাজে খবরের কাগজ আর পাঠিও না—ও দেখলেই আমার গা আঁৎকে ওঠে। আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ করতে দাও—প্রভু আমার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা রয়েছেন। যদি ইচ্ছা হয় ত সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অনুসরণ কর। আমার আশীর্ব্বাদ তোমাদের ওপর রয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশংসা-বিনিময় করবার আমাদের সময় নেই। যখন এই জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন প্রাণভরে কে কতদূর কি করলাম তুলনা করব ও পরস্পরকে সুখ্যাতি করব। এখন কথা বন্ধ কর—কেবল কাজ—কাজ—কাজ। ভারতে তোমরা স্থায়ী কিছু করেছ, তা ত দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোন কেন্দ্র স্থাপন করেছ—তাও দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা কোন মন্দির বা হল প্রতিষ্ঠা করেছ—তাও ত দেখছি না। অপর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে—তাও কিছু দেখছি না। কেবল চীৎকার—চীৎকার—চীৎকার। আমরা খুব বড়—আমরা খুব বড়! পাগল—আমরা পশু—তা ছাড়া আমরা আর কি?

এই জঘন্য নাম যশ ও অন্যান্য বাজে ব্যাপারগুলি—ওগুলিতে আমার কি হবে? ওগুলি আমি কি গ্রাহ্যের ভেতর আনি? শত শত ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে—কোথায় তারা? আমি তাদের চাই—তাদের দেখতে চাই। তোমরা ত এরূপ লোক আমার কাছে এনে দিতে পার নি—তোমরা আমায় কেবল নাম যশ দিয়েছ। নাম যশ চুলোয় যাক্; কাজে লাগ, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগ। আমার ভেতর যে কি আগুন জ্বলছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয়

অগ্নিময় হয়ে ওঠে নি। তোমরা এখন পর্য্যন্তও আমায় বুঝতে পারো নি। তোমরা এখনও আলস্য ও ভোগের পুরাতন রাস্তায় চলেছ। দূর করে দাও যত আলস্য—দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোকে ভোগের বাসনা—আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এস।

ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মরতে পার—ইহা সদাসর্ব্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

পুঃ—আলাসিঙ্গা, কিডি, ডাক্তার বালাজী এবং আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং বলবে, তারা যেন রাম শ্যাম যদু আমাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি বলছে, এই নিয়ে দিন রাত মাথা না ঘামায়—তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কাজে লাগায়। জগতে যত রাম শ্যাম আছে, সকলকে আশীর্ব্বাদ কর—তারা ত শিশু মাত্র—আর তোমরা কাজে লেগে যাও। ইতি—

বি

পুঃ—সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা গ্রহণ করতে হবে। কারণ, যদি কোন রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ করতে না দেওয়া হয়, সে গিয়ে যা তা কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয়। সেই জন্যই ত তোমরা বাল্টিমোর-সংক্রান্ত বাজে খবরগুলো পেয়েছ। লোকগুলো কি করে ঐসব লেখবার উপাদান পেলে, আমি ত নিজেই তা জানি না। আমেরিকার কাগজগুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুসী তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্টগুলোও বার-

আনা বাজে কথায় ভরা। রিপোর্টাররা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিস পূরণ করে দেয়। আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপাবার সময় খুব সাবধান। ইতি—

বি

(১৩৯) ইং

আমেরিকা

১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি গতকল্য জি. জি-কে পত্র লিখেছি, কিন্তু আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার বোধ হচ্ছে—তাই তোমায় লিখছি :—

প্রথমতঃ, আমি পূর্ব্বে কয়েকখানি পত্রে তোমাদের লিখেছি যে, বই-টই ও খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না, কিন্তু দেখছি তথাপি তোমরা পাঠাচ্ছ—এতে আমি বিশেষ দুঃখিত। কারণ, আমার ঐগুলি পড়বার এবং ঐগুলি সম্বন্ধে খেয়াল করবার সময় মোটেই নেই। অনুগ্রহপূর্ব্বক ওগুলি আর পাঠিও না। আমি মিশনরি, থিওজফিষ্ট বা ঐরূপ লোকদের মোটেই আমলে আনি না—তারা সবাই যা পারে তা করুক। তাদের কথা নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই তাদের দর বাড়ান হবে। মান্দ্রাজ অভিনন্দনের উত্তরটা মিসেস্ —কে পাঠিয়ে তোমরা ঠিক কর নি। তিনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান, সুতরাং গোঁড়াদের সম্বন্ধে ওতে আমি যে সমালোচনা করেছি, তা তাঁর ভাল লাগবেনা। যাই হোক, সব ভাল যার শেষ ভাল।

এখন তোমরা চিরদিনের জন্য জেনে রাখ যে আমি নাম যশ বা ঐরূপ বাজে জিনিস একদম গ্রাহ্য করি না। আমি জগতের কল্যাণের

জন্য আমার ভাবগুলি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছ বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হয়েছে, তাতে শুধু আমার নাম যশই হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্য জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের আরও বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। ঐসব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নেই জানবে। তোমরা ভারতে ভাবগুলি বিস্তারের জন্য ও সংঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছ?—কই, কিছুই না।

একটি সংঘের বিশেষ প্রয়োজন—যা হিন্দুদের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করতে ও ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে। আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কলকাতায় ৫০০০ লোক জড় হয়েছিল—অন্যান্য স্থানেও শত শত লোক এসেছিল—বেশ কথা, কিন্তু তাদের প্রত্যেককে এক একটা করে পয়সা সাহায্য করতে বল দেখি—অমনি তারা সরে পড়বে। আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রটা বালসুলভ পরনির্ভরতায় পূর্ণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত, আবার কারও কারও সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। আমেরিকা তোমাদের কিছু টাকা কড়ি পাঠাতে পারবে না—কেনই বা পারবে? যদি তোমরা নিজেকে নিজে সাহায্য করতে না পার তবে ত তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও। তুমি যে পত্র লিখে আমার কাছে জানতে চেয়েছ—আমেরিকার কাছ থেকে বছরে বছরে কয়েক হাজার টাকার নিশ্চিন্ত ভরসা করা যেতে পারে কিনা, তাই পড়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেছি। তোমরা এক পয়সাও পাবে না। সব টাকাকড়ি যোগাড় নিজেদেরই করে নিতে হবে—কেমন, পারবে কি?

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত

তা ছেড়ে দিয়েছি। ও ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকের দল। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা, সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা এবং বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদ শিক্ষা দেবার জন্য মান্দ্রাজে একটি কলেজ করতেই হবে। ওর মুখপত্রস্বরূপ ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় কাগজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে। এর মধ্যে একটা কিছু কর—তা হলে জানবো, তোমরা কিছু করেছ—কেবল আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না।

তোমাদের জাতটা দেখাক্ যে তারা কিছু করতে প্রস্তুত। তোমরা ভারতে যদি এরূপ কিছু করতে না পার, তবে আমাকে একলা কাজ করতে দাও। আমার জগৎকে কি দেবার আছে—যারা তা আদরপূর্ব্বক নেবে ও কাজে পরিণত করবে, তাদের কাছে তা দিতে দাও। কোন্ ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ তা নেয়, আমি তা গ্রাহ্য করি না। "যারা আমার পিতার কার্য্য করবে,"[১] তারাই আমার আপনার জন।

যাই হোক, আবার বলছি, এই জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করো—একেবারে ছেড়ে দিও না। এইটি মনে রেখো, আমার নাম খুব বেজে যায়, এটি আমি চাই না। আমি চাই দেখতে যেন আমার ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল গুরুর উপদেশগুলির সঙ্গে সেই ব্যক্তিটিকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছে, এবং অবশেষে ব্যক্তিটির জন্য তাঁর ভাবগুলোকে নষ্ট করে দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণকে এই প্রকার কাজ না করিতে সর্ব্বদাই অবশ্য সতর্ক

[১] 'He who doeth the will of my Father.'—Bible

থাকতে হবে। তোমরা ভাবগুলি বিস্তারের চেষ্টা কর, প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

(১৪০)

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

১৮৯৫

প্রাণাধিকেষু,

এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ ইত্যাদি এককাট্টা হইয়া গেল। আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজ্জুক এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক। বোধ করি তোমরা এতদিনে কলিকাতায় আসিয়া থাকিবে। তারকদার পত্র শেষ, তারপর আর কোনও সংবাদ নাই।

কালী কলিকাতায় থাকিয়া কাগজপত্র ছাপাইতেছে—সে বড় ভাল কথা, কিন্তু এখানে আর পাঠাবার আবশ্যক নাই।... কিন্তু এই যে দেশময় একটা হুজ্জুক উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে স্থানে branch (শাখা) স্থাপন করিবার প্রযত্ন কর। ফাঁকা আওয়াজ না হয়। মান্দ্রাজবাসীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে। যে খবরের কাগজ বাহির হইবার কথা হইতেছিল, তাহার কি হইল? খবরের কাগজ চালাইবার তোমার ভাবনা কি আমরা জানি না; এখন লোক যে অল্প? চিঠি লিখে, ইত্যাদি করে সকলের ঘাড়ে গতিয়ে দাও; তার পর গড় গড়

করে চলে যাবে। বাহাদুরি দেখাও দেখি। দাদা, মুক্তি নাই বা হল, দুচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। এ কথা কি মিথ্যে ?—

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মাণঃ
পরগুণপরমাণুং পর্ব্বতীকৃত্য কেচিৎ
নিজহৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ ॥ [১]

নাইক হলো তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানুষি কথা! রাম রাম! আবার নেই নেই বললে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না? ও কোন্ দিশী বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন্ দেশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপ্! ও রকম দীনাহীনা ভাবকে দূর করে দিতে হবে! আমি জানি নি ত কোন্ শালা জানে? তুমি জান না ত এতকাল কল্লে কি? ও সব নাস্তিকের কথা, লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব কর্ত্তে পারি, সব করব, যার ভাগ্যে আছে সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আসবে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেড়ালের মত কোণে বসে মেউ মেউ করবে। এক মহাপুরুষ লিখছেন, "আর কেন? হুজ্জুক খুব হল, ঘরে ফিরে এস।" শালা বেকুব, তোকে মরদ বলতুম, যদি একটা ঘর করে আমায় ডাকতে পারতিস্। ও সব আমি দশ বৎসর দেখে দেখে পাকা হয়ে গেছি। কথায় আর চিঁড়ে ভিজে না। যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক, বাকী কাউকে আমি চাই

১ কতকগুলি সাধু আছেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণ্যরূপ অমৃতপূর্ণ হইয়া নানারূপ উপকার করিয়া ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া পরের গুণ পরমাণুতুল্য অল্প হইলেও উহাকে পাহাড়ের মত বাড়াইয়া নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন।

না—মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। আমার একটি কাজ হয়ে গেলেই আমি নিশ্চিন্ত। রাখাল ভায়া, তুমি উদ্যোগ করে সেইটি করে দেবে—মা ঠাকুরাণীর জন্য একটা জায়গা। আমার টাকা কড়ি সব মজুত; খালি তুমি উঠে পড়ে লেগে একটা জমী দেখে শুনে কেনা। জমীর জন্য ৩।৪ অথবা ৫ হাজার পর্য্যন্ত লাগে ত ক্ষতি নাই। ঘর দ্বার এক্ষণে মাটীর ভাল। ১ তলা কোঠার চেয়ে মাটীর ঘর ঢের ভাল। ক্রমে ঘর দ্বার ধীরে ধীরে উঠবে। যে নামে বা রকমে জমী কিনলে অনেকদিন চলবে, তাই উকিলদের পরামর্শ করিবে। আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা—তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাট্টা হয়ে কায করে, আর আমাদের সকল কায বৈরিগ্যি (অর্থাৎ কুড়েমী), হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।

হরমোহন মধ্যে মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন—তা আমি অর্দ্ধেক পড়িতে পারি না—ইহা আমার পক্ষে পরম মঙ্গল। কারণ, অধিকাংশ খবরই এই ডৌলের যথা "অমুক ময়রার দোকানে বসে অমুক ছেলেরা আপনার বিরুদ্ধে এই সকল কথা বলিতেছিল, আর তাহাতে আমি অসহ্য বোধে তাহার সহিত কলহ করিলাম ইতি।" আমার পক্ষসমর্থনের জন্য তাহাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু জেলে মালা আমার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, ইহা সবিশেষ শুনিবার বিশেষ বাধা এই যে "স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ" (সময় অল্প, বিঘ্ন অনেক)। . . .

একটা Organized Society (সঙ্ঘবদ্ধ সমিতি) চাই। শশী ঘরকন্না দেখুক, সান্ন্যাল টাকাকড়ি, বাজারপত্রের ভার নিক, শরৎ সেক্রেটারী হক অর্থাৎ চিঠিপত্র সব লেখা ইত্যাদি। একটা ঠিকানা

কর—মিছে হাঙ্গাম কি করছ—বুঝতে পারলে কি না? খবরের কাগজে ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে আর দরকার নাই। এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ বানাতে পার, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোড়ার ডিম। মান্দ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কায করবে। তাদের কায করবার অনেক শক্তি আছে। এবারকার মহোৎসব এমনি হুজুক করে করবে যে, এমন আর কখনও হয় নাই। খাওয়া দাওয়ার হুজুক যত কম হয় ততই ভাল। দাঁড়া-প্রসাদ, মালসা ভোগ যথেষ্ট। সুরেশ দত্তর শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী পাঠ করিলাম। খুব ভাল; তবে বাহ্যে প্রস্রাব . . . প্রভৃতি উদাহরণগুলি ছাপিয়েছেন কেন? কি মহাপাপ, ছি ছি!

আমি একটা ইংরাজীতে রামকৃষ্ণের জীবনী **very short** (অতি সংক্ষিপ্ত) লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গানুবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রী করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই। খুব ধুমধামের সঙ্গে মহোৎসব করিবে। কিছু collection (চাঁদা) নেবে। তাতে দু এক হাজার টাকা হতে পারবে। তা হলে মা ঠাকুরাণীর জমীর উপর দস্তুর মত ঘর দ্বার হয়ে যাবে। ইতি

চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কার্য হয়। যে গ্রামে বা সহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরেণ্ডা ভাজ্‌লে নাকি? হরিসভা প্রভৃতিগুলোকে ধীরে ধীরে স্বাহা করতে হবে। কি বলব তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মত পেতুম! ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন। . . . শক্তি থাকলেই বিকাশ দেখাতে হবে। . . . মুক্তি ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায়—পরোপকারায়

হি সতাং জীবিতং, পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধু-দিগের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্য সমুদয় ত্যাগ করবেন)। তোমার ভাল কল্লেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নেই, একেবারেই নেই। হে ভগবান, হে ভগবান! আরে ভগবান হেন করবেন, তেন করবেন—আর তুমি বসে বসে কি করবে? ... তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব কচ্চে; আবার ভগবান কি গাছের উপর বসে আছেন? এই ত বুদ্ধির দৌড়, তারপর— ... যদি কল্যাণ চাস, ওসব হিংসে ঝগড়া ছেড়ে দিয়ে কাজে লেগে যা। যারা তা করতে পারবে না, তাদের বিদায় করে দে।

বিমলা ... শশী সাণ্ডেলের লিখিত এক পুস্তক পাঠিয়েছেন এবং লিখেছেন যে, শশী বাবুর সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ—তাই জন্য তাঁর পুস্তকের যদি এ দেশে কেহ কেহ সহায়তা করে। দাদা, সে পুঁথি হল বাঙ্গলা ভাষায়—এদেশের লোক কি সাহায্য করবে? ... পুঁথি পড়ে বিমলা অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম্ম হবার যোটি নাই, কেবল ভারতবর্ষের একমুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন তাঁদেরই ধর্ম্ম হতে পারবে। আবার তাঁদের মধ্যে শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলাচরণ—এঁরা হচ্ছেন চন্দ্র-সূর্য্যস্বরূপ। সাবাস, কি ধর্ম্মের জোর রে বাপ! বিশেষ বাঙ্গালা দেশে ঐ ধর্ম্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা ত আর নাই। তপ জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র! পৈশাচিক ধর্ম্ম, রাক্ষসী ধর্ম্ম, নারকী ধর্ম্ম! যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্যগ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধুম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ,

আমায় কেউ কিছু দেয় না। বিমলা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভারত শুদ্ধ লোক শশী (সাণ্ডেল) আর বিমলার পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শশী বাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বিমলা তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বলি, শশী বাবুকে মালাবারে যেতে বলো। সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্ব্য চোষ্য খানা, আবার নগদ। . . . ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হইলেই স্নান, কেন না ব্রাহ্মণেতর অপবিত্র জাতি—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। সাধু সন্ন্যাসী, আর ব্রাহ্মণ বদ্‌মাস দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। দেহি দেহি চুরি বদ্‌মাসি—এরা আবার ধর্ম্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্ব্বনাশ করবে আবার বলে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কায ত ভারি—"আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?" "১৪ বার হাতে মাটি না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ" এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ ২ হাজার বৎসর ধরে। এদিকে $\frac{1}{4}$ of the people are starving (সিকি ভাগ লোক না খেতে পেয়ে মরছে)। ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আটখানা। . . . আবার ও কাজে মানা কল্লে বলেন, আমাদের ধর্ম্ম যায়! ৮ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন্ দেশী ধর্ম্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে!! সব গৃহ্যসূত্রগুলো পড়ে দেখ দেখি, 'হস্তাৎ যোনিং ন গূহতি' যতদিন ততদিন

কন্যা, এর পূর্ব্বেই তার বে দিতে হবে। সমস্ত গৃহ্যসূত্রেরই এই আদেশ।

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ কর—"তদনন্তরং মহিষীং অশ্বসন্নিধৌ পাতয়েৎ" ইত্যাদি! আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্গাতা প্রভৃতিরা বেভোল মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারি করত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ করলেন শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম বাবা!

একথা সমস্ত ব্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার করেছেন। না করবার যোটি কি!

এ সকল কথা বলবার মানে এই—প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত—Future India—Ancient India-র (ভবিষ্যৎ ভারত—প্রাচীন ভারতের) অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন সেইদিন থেকেই Modern India (বর্ত্তমান ভারত)— সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর— এই বিশ্বাসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বল রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তারপরই বল আমরা কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি liar (মিথ্যাবাদী) চোর ঝুঠ বিলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হন, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। . . . তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভেতর ঘোড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তি বিকাশ হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—"দয়া দীন উপকার" —মানুষ ভগবান, নারায়ণ—আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্ম ক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত নারায়ণ। কীট less manifested (অল্প অভিব্যক্ত),

ব্রহ্ম more manifested (অধিক অভিব্যক্ত)। Every action that helps a being manifest its divine nature more and more is good, every action that retards it is evil.

The only way of getting our divine nature manifested is by helping others do the same.

If there is inequality in nature still there must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger.[১]

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ, যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম্ম। The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God.[২]

মহা দঁক সামনে—সাবধান, ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পরে প্রাণ খুইও না।

১ যে কোন কার্য্য জীবের ব্রহ্মভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে, তাহাই ভাল। যে কোন কার্য্যে উহার বাধা হয়, তাহাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করিবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক, কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্ব্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে।

২ দরিদ্র, পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা এক টুকরা রুটী গরীবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করিবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান। All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore love for love's sake, because it is only law of life, just as you breathe to live [১] This is the secret of নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম &c. (ইহাই নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম প্রভৃতির রহস্য)... শশীর (সাণ্ডেল) যদি কিছু উপকার করিতে পার চেষ্টা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরদুঃখকাতরতা সকলের ভাগ্যে হয় না—হে প্রভো! হে প্রভো! সকল অবতারের মধ্যে চৈতন্য প্রভু বড়, কিন্তু তাঁহাতে (প্রেমের সমান) জ্ঞানের অভাব ছিল—রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিস নি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ (কেহ কেহ ইহার বিষয় শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought in ages, he *lived* in one life.

১ সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক, তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মৃত। অতএব যেহেতু প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি,—যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস না লইলে বাঁচা যায় না, প্রেম ব্যতীত যখন সেইরূপ জীবনধারণই অসম্ভব, সেইজন্য অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

His life is the living commentary to the Vedas of all the nations.[১] ক্রমশঃ লোকে বুঝবে—আমার পুরাণ বোল—**struggle, struggle up to light. Onward.** (প্রাণপণে আলোকের দিকে অগ্রসর হও)। অলমিতি—

দাস
নরেন্দ্র

(১৪১) ইং

(মিসেস্ ওলি বুলকে তাঁহার পিতার দেহত্যাগে লিখিত)

ব্রুকলিন
২০শে জানুয়ারী, ১৮৯৫

... আপনার পিতা যে তাঁর জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবেন, আমি পূর্ব্বেই তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম, কিন্তু যখন এরূপ গোলমেলে মায়ার তরঙ্গ কাউকে আঘাত করতে যাবার উপক্রম করে, তখন তাকে সে বিষয় লেখাটা আমার দস্তুর নয়। তবে এই সময়গুলি জীবনের এক একটা অধ্যায় পাল্টানর মত—আর আমি জানি, আপনি এতে সম্পূর্ণ অবিচলিত আছেন। সমুদ্রের উপরিভাগটা পর্য্যায়ক্রমে উঠে নামে বটে, কিন্তু যে আত্মা ধীরভাবে তা পর্য্যবেক্ষণ করছেন, সেই জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পতন ওর ভেতরদিকটা এবং নিম্নদেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবালসমূহকে বেশী বেশী করে প্রকাশ করে দেয়। আসা যাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আত্মা কখন আসেনও না, যানও না। যখন সমুদয় দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে তখন সে স্থানই বা কোথায় যেখানে আত্মা

১ সমগ্র হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি এক জীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত টীকাস্বরূপ।

যাবেন? যখন সমুদয় কাল আত্মাতেই রয়েছে তখন ওর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার এবং ও ছাড়বার সময়ই বা কোথায়?

পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু ঐ পৃথিবীর ঘোরাতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে সূর্য্য ঘুরছে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সূর্য্য ঘুরছে না। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুরছে, পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর আবরণ উন্মোচন করছে, এই মহান্ গ্রন্থের পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে—এদিকে সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী আত্মজ্ঞান সুধাপানে বিভোর আছেন। যত জীবাত্মা পূর্ব্বে ছিল বা বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে, সকলেই বর্ত্তমান কালে রয়েছে আর জড় জগতের একটি উপমা ব্যবহার করলে বলা যায় যে, তারা সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে রয়েছে। যেহেতু আত্মাতে দেশের ভাব থাকতে পারে না, সেইহেতু যাঁরা সকলে আমাদের ছিলেন, আমাদের রয়েছেন, এবং আমাদের হবেন, তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই রয়েছেন, সর্ব্বদাই ছিলেন এবং সর্ব্বদাই থাকবেন। আমরা তাঁদের মধ্যে রয়েছি এবং তাঁরাও আমাদের মধ্যে রয়েছেন।
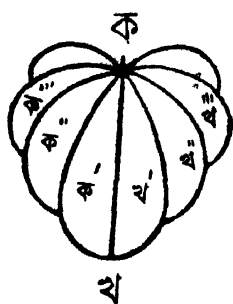
এই কোষগুলির কথা ধর। যদিও তারা প্রত্যেকটি পৃথক্ কিন্তু তথাপি সকলেই ক ও খ (দেহ ও প্রাণ) এই দুই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে। সেখানে তারা এক হয়েছে। প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু সকলেই ঐ ক খ নামক অক্ষে সম্মিলিত। কোনটাই সেই অক্ষরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, আর ঐ সকল কোষের পরিধি যতই ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, কিন্তু

ঐ অঙ্কেতে দাঁড়িয়ে আমরা এর মধ্যে যে কোন ঘরে ঢুকতে পারি। এই অঙ্কটিই ঈশ্বর (ব্রহ্ম ও শক্তি)। এইখানেই আমরা তাঁর সঙ্গে এক—ইহাতেই সকলের সঙ্গে সকলের যোগ আর সকলেই সেই ভগবানে সম্মিলিত।

একখানা মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে চাঁদটাই চলেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ, জড়—এইগুলিই সচল, গতিশীল—এদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান (অথবা দৈবপ্রেরণা ?) দ্বারা সর্ব্বজাতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক, মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর এই সব নক্ষত্ররাজি ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্ম্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা—যাঁরা আমাদের চক্রবালের (দৃষ্টির) অতীত প্রদেশে চলে গেছেন তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম্ম জিনিসটার আরম্ভ; আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হল—যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম। সুতরাং ভিতরের কথা হচ্ছে এই যে, আপনার পিতা যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন, তা ত্যাগ করেছেন এবং অনন্তকালের জন্য যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত রয়েছেন। তিনি কি এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আর একটি ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে পরিধান করবেন ? আমি ভগবৎসমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করছি,

তা যেন তাঁকে না করতে হয়, যতক্ষণ না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত না করতে পারছেন। আমি প্রার্থনা করি কেউ যেন তার নিজকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মের অদৃশ্য শক্তিতে পরিচালিত হয়ে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও না যায়। আমি প্রার্থনা করি যে, সকলেই যেন মুক্ত হতে পারে অর্থাৎ জানতে পারে যে আমরা মুক্ত। আর যদিই তাদের আবার স্বপ্ন দেখতে হয়, তবে তাদের স্বপ্ন যেন শান্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৪২) ইং

নিউইয়র্ক

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মনে হয় এ বৎসর আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে, কারণ অবসাদ অনুভব করছি। এক দফা বিশ্রামের বড় বেশী দরকার। সুতরাং মার্চ্চ মাসের শেষভাগে বষ্টনের কাজে হাত দেওয়ার সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাবটি সমীচীন বটে। এপ্রিলের শেষাশেষি আমি ইংলণ্ড যাত্রা করব।

ক্যাট্‌স্‌কিল অঞ্চলে অতি অল্পমূল্যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড পাওয়া যেতে পারে। একশত-এক একার পরিমাণ একটি জমি আছে; মূল্য মাত্র দু-শ ডলার। অর্থ মজুত রয়েছে। কিন্তু আমার নামে ত আর কিনতে পারি না। এ দেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু। আপনি সম্মত হলে উক্ত জমিটী আপনার নামে খরিদ করি। গ্রীষ্মকালে শিক্ষার্থীরা ওখানে গিয়ে ইচ্ছামত কুটীর নির্ম্মাণ বা শিবির রচনা করে ধ্যানাভ্যাস করতে পারবে। পরে অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলে তারা সেখানে পাকা ইমারতাদি নির্ম্মাণ করতে পারবে।

কাল এ মাসের শেষ রবিবাসরীয় বক্তৃতা। আগামী মাসের প্রথম রবিবাসরীয় বক্তৃতা হবে ব্রুক্‌লিন সহরে; অবশিষ্ট তিনটি নিউইয়র্কে। এ বৎসরের মত নিউইয়র্ক বক্তৃতাবলীর ঐখানেই উপসংহার।

প্রাণ ঢেলে খেটেছি। আমার কাজের মধ্যে সত্যের বীজ যদি কিছু থাকে কালে তা অঙ্কুরিত হবেই। অতএব আমি নিশ্চিন্ত—সকল বিষয়েই। বক্তৃতা এবং অধ্যাপনাতেও আমার বিতৃষ্ণা এসে যাচ্ছে। ইংলণ্ডে কয়েক মাস কাজ করার পর ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে বৎসর কয়েকের জন্য অথবা চিরতরে গা-ঢাকা দেব। আমি যে 'নিষ্কর্ম্মা সাধু' হয়ে থাকি নি সে বিষয়ে অন্তর থেকে আমি নিঃসন্দেহ। একটি লেখবার খাতা আমার আছে। এটী আমার সঙ্গে পৃথিবীময় ঘুরেছে। দেখছি সাত বৎসর পূর্ব্বে এতে লেখা রয়েছে—"এবার একটী একান্ত স্থান খুঁজে নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় পড়ে থাকতে হবে।" কিন্তু তা হলে কি হয়, এই সব কর্ম্মভোগ বাকি ছিল! আমার বিশ্বাস, এবার কর্ম্মক্ষয় হয়েছে, এবং ভগবান আমাকে প্রচারকার্য্য তথা শুভকর্ম্মের বন্ধনবৃদ্ধি হতে অব্যাহতি দেবেন।

আত্মাই এক এবং অখণ্ড সত্তাস্বরূপ আর সব অসৎ—এই জ্ঞান হয়ে গেলে আর কি কোন ব্যক্তি বা বাসনা মানসিক উদ্বেগের হেতু হতে পারে? মায়ার প্রভাবেই পরোপকার করা ইত্যাদি খেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন আবার সরে যাচ্ছে। চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী করা ছাড়া কর্ম্মের যে আর কোন সার্থকতা নাই—এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে।

দুনিয়া তার ভাল মন্দ নিয়ে নানা আকারে চলতে থাকবে। ভাল মন্দের নাম ও স্থানভেদ হবে—এই মাত্র। নিরবচ্ছিন্ন চিরপ্রশান্তি ও

বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। "একাকী বিচরণ কর! একাকী বিচরণ কর! যিনি একাকী অবস্থান করেন, কাহারও সহিত কদাচ তাঁহার বিরোধ হইতে পারে না। তিনি অপরের উদ্বেগের হেতু হন না, অপরেও তাঁহার উদ্বেগের হেতু হন না।" সেই ছিন্ন বস্ত্র (কৌপীন), মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন-ভোজন—হায়! ইহারাই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়! শত অপূর্ণতা সত্ত্বেও সেই ভারতভূমিই একমাত্র স্থান, যেথানে আত্মা মুক্তির সন্ধান—ভগবানের সন্ধান পায়। পাশ্চাত্যের আড়ম্বর সর্ব্বথা অন্তঃসারবিহীন ও আত্মার বন্ধনস্বরূপ। জীবনে আর কখনও এর চেয়ে তীব্রভাবে জগতের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করি নি। ভগবান সকলের বন্ধন ছিন্ন করে দিন—সকলেই মায়া-মুক্ত হউন, ইহাই বিবেকানন্দের চিরন্তন প্রার্থনা।

(১৪৩) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

৫৪ পশ্চিম, ৩৩নং রাস্তা, নিউইয়র্ক
১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

এইমাত্র তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইলাম। মাদার চার্চ্চ কনসার্টে যাইতে পারেন নাই শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। নিষ্কামভাবে কাজ করিতে বাধ্য হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাধন—যদি তাহাতে নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ হইতে বঞ্চিতও হইতে হয় সেও স্বীকার।

ভগিনী জোসেফাইন লক্‌ও একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। তোমার সমালোচনাগুলি পড়িয়া আমি মোটেই দুঃখিত হই নাই বরং

বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সেদিন মিস্ থার্সবির বাড়ীতে আমার এক প্রেসবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সহিত তুমুল তর্ক হইয়াছিল। যেমন হইয়াই থাকে, ভদ্রলোকটি অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া গালাগালি আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, মিসেস্ বুল আমাকে এজন্য খুব ভর্ৎসনা করিয়াছেন, কারণ এ সকল আমার কাজের পক্ষে হানিকারক। তোমারও উহাই মত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি যে এ সম্বন্ধে ঠিক এই সময়েই লিখিয়াছ, ইহা আনন্দের বিষয়, কারণ আমি ঐ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিতেছি। প্রথমতঃ আমি এই সকল ব্যাপারের জন্য আদৌ দুঃখিত নহি; হয়ত তুমি ইহাতে বিরক্ত হইবে—হইবার কথা বটে। মধুরভাষী হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতকটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি ঐরূপ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, কিন্তু যেখানে উহাতে আমার অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপস করিতে হয়, সেইখানেই আমি পিছাইয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নহি—আমি সমদর্শিত্বের ভক্ত।

সাধারণ মানবের কর্ত্তব্য তাহার 'ঈশ্বর'-স্বরূপ সমাজের আদেশসকল পালন করা; জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না। ইহাই সনাতন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাহার সর্ব্বশুভদাতা সমাজের নিকট হইতে সর্ব্ববিধ সুখসম্পদ প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যক্তি একাকী দণ্ডায়মান থাকিয়া সমাজকে তাঁহার দিকে টানিয়া লয়েন।

যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে তাহার পথ কুসুমাবৃত, আর যিনি তাহা করেন না তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু

লোকমতের উপাসকেরা নিমিষেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চীরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্তশক্তিসম্পন্ন ক্ষয়কারী (corrosive) পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া থাকি—উহা যেখানে পড়ে সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়; নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট্ পাথরে বিলম্বে, কিন্তু পথ করিবেই। "যাহা লিখিত আছে, তাহার আর বদল চলে না।" ভগিনি, আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টমুখে আপস করিতে পারি না তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমি উহা পারি না। আমি সারাজীবন এজন্য ভুগিয়াছি, কিন্তু আমি উহা করিতে পারি না। আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না। অবশেষে আমি উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে যাহা ভিতরে আছে তাহা ফুটিয়া উঠুক। আমি এমন কোন রাস্তা দেখি নাই, যাহা সকলের মনস্তুষ্টি করিবে; আর আমি প্রকৃত যাহা, তাহাই আমাকে থাকিতে হইবে—আমায় নিজ অন্তরাত্মার প্রতি স্থিরলক্ষ্য থাকিতে হইবে; যৌবন ও সৌন্দর্য্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম যশ নশ্বর, এমন কি পর্ব্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও। আমার বয়স হইয়াছে, এখন আর শুধু মিষ্ট, শুধু মধু হওয়া চলে না। আমি যেমন আছি যেন তেমনই থাকি। "হে সন্ন্যাসিন্, তুমি নির্ভয়ে দোকানদারী ত্যাগ করিয়া, শত্রু মিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাক।" এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি ইহামুত্রফল-ভোগবিরাগী হইলাম—ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার

ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। "হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও।" আমার ধনের কামনা নাই, নামযশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট খড়কুটা। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিতে চাই। কিরূপে সহজে অর্থোপার্জ্জন হয় সে জ্ঞান আমার নাই—ইহা ঈশ্বরেরই কৃপা। আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সত্যের বাণী না শুনিয়া, আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? ভগিনি, আমার মন এখনও দুর্ব্বল আছে, ইহা বাহ্য জগতের সাহায্য আসিলে সময়ে সময়ে যন্ত্রচালিতবৎ উহা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করে। কিন্তু আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ইহাই আমার ধর্ম্মের শিক্ষা।

প্রেসবিটেরিয়ান যাজক মহাশয়ের সহিত আমার যে শেষ তর্ক এবং তৎপরে মিসেস্ বুলের সহিত যে দীর্ঘ তর্ক, তাহা হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, কেন মনু সন্ন্যাসিগণকে "একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে," এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধুত্ব বা ভালবাসামাত্রেই বন্ধন —বন্ধুত্বে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধুত্বে, চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তি-বিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তাহা হইলেই প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। জীবন কিছুই নহে। মৃত্যু ভ্রমমাত্র! এইসব যাহা কিছু দেখিতেছ সে-সকলের অস্তিত্বই নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প, আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে। আমার আদবকায়দা পরিপাটি করিবার সময়

নাই। আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি সংস্বভাবা, তুমি পরম দয়াবতী। আমি তোমার জন্ত সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি তোমাদের সকলকে শিশু দেখি—আর স্বপ্ন দেখিও না। হৃদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না। এক কথায় আমার জগৎকে কিছু দিবার আছে। আমার জগৎকে মনযোগান কথা বলিবার সময় নাই এবং উহা করিতে গেলেই আমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। আমার স্বদেশবাসিগণ এবং বিদেশীয়গণ সকলেই নির্ব্বোধ। এই নির্ব্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে, তাহা করিতে গেলে আমাকে এক নিম্নতম স্তরের জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। তদপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। মিসেস্ বুল ভাবেন আমার কোন কার্য্য আছে। তুমিও যদি সেইরূপ ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কার্য্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব। আমি আমার বক্তব্যগুলি হিন্দু ছাঁচেও ঢালিব না, খৃষ্টানী ছাঁচেও ঢালিব না, বা অন্য কোন ছাঁচেও ঢালিব না। আমি উহাদিগকে শুধু নিজের ছাঁচে ঢালিব—এইমাত্র। মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আর যাহা কিছু উহাকে সঙ্কোচ করিতে চাহে, তাহাকে আমি দূরে রাখিব—উহার সহিত সংগ্রাম করিয়াই হউক বা উহা হইতে পলায়ন করিয়াই হউক। কী! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব!! ভগিনি, দুঃখিত হইও না। কিন্তু তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীন থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসের আস্বাদ পাও নাই, যাহা "হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে, মর্ত্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পরিণত করে এবং মানুষকে

দেবতা করিয়া দেয়।" শক্তি থাকে ত লোকে যাহাকে এই 'জগৎ' নামে অভিহিত করে, সেই মূর্খতার পাশসমূহ হইতে বাহির হইয়া আইস। তখন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলিব। যাহারা এই আভিজাত্য নামক ঝুটা ঈশ্বরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, যদি তুমি তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে না পার, তবে চুপচাপ থাক; কিন্তু আপস ও মনস্তুষ্টিকরারূপ মেকি অসার জিনিসের দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগ্ন করিবার চেষ্টা করিও না।

আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে, এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তাহার গীর্জ্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমায়েসিগুলোকে, তাহার মিষ্টমুখ ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্ম্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে, এবং সর্ব্বোপরি তাহার ধর্ম্মের নামে দোকানদারীকে আমি ঘৃণা করি। কী! সংসারের ক্রীতদাসসমূহ কি বলিতেছে তদ্দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিব! ছিঃ! ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, "সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ", কারণ তিনি গীর্জ্জা, ধর্ম্মমত, ঋষি (prophet), শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না, তা মিশনরিই হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায়েরই হউক। তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক, আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না। ভর্তৃহরির ভাষায়—

"চণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽয়ং কিং তাপসঃ
কিংবা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্।
ইত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈঃ সম্ভাষ্যমাণা জনৈ-
র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ ॥"

—বৈরাগ্যশতক, ৯৬

—ইনি কি চণ্ডাল, অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর?—এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা করিতে থাকিলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না, তাঁহারা আপন মনে চলিয়া যান। তুলসীদাসও বলিয়াছেন—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার
সাধুওঁকা দুর্ভাব নহী জব্ নিন্দে সংসার।

—যখন হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায়, তখন হাজার কুকুর পিছু-পিছু চীৎকার করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু হাতী ফিরিয়াও চাহে না। সেরূপ যখন সংসারী লোকেরা নিন্দা করিতে থাকে, তখন সাধুগণ তাহাতে বিচলিত হন না।

আমি ল্যাণ্ড্স্বার্গের (Landsberg) বাটীতে অবস্থান করিতেছি। ৩৩নং রাস্তা, পশ্চিমে ৫৪নং বাড়ী। ইনি সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি। প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কখনও কখনও আমি গার্ণিদের (Guerneys) ওখানে শয়ন করিতে যাই। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে চিরকালের জন্য কৃপা করুন। তিনি তোমাদিগকে অচিরে এই জগৎ নামক বৃহৎ ভূয়া-বাজীর মধ্য হইতে উদ্ধার করুন। তোমরা যেন কদাপি এই জগৎরূপ জীর্ণা ডাইনীর কুহকে না পড়! শঙ্কর তোমাদিগের সহায় হউন! উমা তোমাদিগের সমক্ষে সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া তোমাদের সকল মোহ অপনোদন করুন! সস্নেহাশীর্ব্বাদ—

তোমাদের
বিবেকানন্দ

(১৪৪)

(শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যালকে লিখিত)

৫৪ পশ্চিম, ৩৩নং রাস্তা, নিউইয়র্ক
৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় সান্ন্যাল,

তোমার এক পত্র পাইলাম, তাহাতে টাকা পৌঁছিবার সংবাদ লিখিয়াছ ; কিন্তু বষ্টন হইতে কয়েকটি বন্ধু যে টাকা পাঠান তাহার সংবাদ এখনও পাই নাই—বোধ হয় দুই এক সপ্তাহের মধ্যে পাইব। গোপাল দাদা কাশী হইতে এক পত্র লেখে। জমির বিষয় যাহা লিখিয়াছ, তাহা কিছুই নহে। পরঞ্চ রাখাল একপত্রে জমির বিষয় লিখিতেছেন, তাহাও কিছু বিশেষ নহে। দুটো ঘরওয়ালা যে জমির বিষয় লিখিয়াছ, তাহাতে আমার আপত্তি আছে—অর্থাৎ ঘরের জন্য জমিটার কমি না হয়। জমিটা যাহাতে বড় হয় তাহার চেষ্টা করিবে। তোমাদের পরস্পরের উপর যে দ্বেষবুদ্ধি, তার উপর তোমাদের ঐ যে গোঁড়ামি, তাহাতে তোমাদের নিয়ে যে কিছু করা—তা আমার দ্বারা হবে না। পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন, আমি তাঁকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা ভাববে কেন? এবং সেইটা চাপাচাপি করলে সব ফেঁসে যাবে। গুরুপূজার ভাব বাঙ্গলা দেশ ছাড়া অন্যত্র আর নাই—তথাপি অন্য লোকে সে ভাব লইবার জন্য প্রস্তুত নহে। তোমাদের ভেতর একটা মস্ত মূর্খতা আছে যে, তোমরা একটা কি! বলি কলিকাতার দশ ক্রোশ তফাতে না তোমাদের কেউ জানে, না তোমাদের গুরুকে কেউ জানে। আর তোমরা সেই "পরমহংসদেব অবতার" নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি। ফল—আমি শশী প্রভৃতিকে

কিঞ্চিৎ বোঝাবার চেষ্টা করে দেখলাম যে, সে চেষ্টা নিষ্ফল। অতএব তাঁদের দিল্লীর লাড্ডু দিয়ে সরে পড়াই ভাল।

মা ঠাকুরাণীর জন্য জমি কিনে দিলে আমি আপনাকে ঋণমুক্ত মনে করব। তারপর আমি আর কিছু বুঝিসুঝি না। তোমরা ত আমার নামটি টেনে নেবার বেলা খুব তৈয়ার—যে আমি তোমাদেরই একজন। কিন্তু আমি একটা কাজ করতে বল্লে অমনি পেছিয়ে পড়, "মতলবকী গরজী জগ্ সারো" এজগৎ মতলবের গরজী।

তোমরাও ত্যাগী, আমিও ত্যাগী—দল বাঁধবার বা মত চালাবার আবশ্যক কি? যে দেশে যেখানে প্রভুর ইচ্ছা, চলে যাও ভায়া—গুরুই বা কি, শিষ্যই বা কি? কে গুরু, কে শিষ্য?

আমি বাঙ্গলা দেশ জানি, ইণ্ডিয়া জানি—লম্বা কথা কইবার এক জন, কাজের বেলায়—০ (শূন্য)। অবতারের চেলারা রোগে ভোগেন, খেতে পান না—দুনিয়াটা কি humbug (ধাপ্পাবাজি) বাবা!! আবার তারি মধ্যে পরস্পর বড় হতে চান। . . .

আমি এখানে জমিদারীও কিনি নাই, বা ব্যাঙ্কে লাখ টাকাও জমা নাই। এই ঘোর শীতে পর্ব্বত পাহাড়ে বরফ ঠেলে, এই ঘোর শীতে রাত্তির দুটো-একটা পর্য্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার করে দু-চার হাজার টাকা করছি—মা ঠাকুরাণীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত। গুঁতোগুঁতির আড্ডা করে দেবার শক্তি আমার নাই। অবতারের বাচ্চারা কোথায়—ছোট ছোট অবতারেরা—ওহে অবতারের পিল্লা!

অলমিতি। তোমাদের হতে আমার কোনও আশা নাই। তোমরাও আমার কোনও আশা করো না। যে যার আপনার পথে চলে যাও। শুভমস্তু। এ দুনিয়া এইরকম মতলব ভরা!

চিঠিপত্র উপরোক্ত ঠিকানায় লিখবে এখন হতে। এই ঠিকানা এখন হতে আমার নিজের আড্ডা। যদি পার একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ **English translation** (ইংরেজী অনুবাদ) পাঠাবে। মহিনকে দাম দিতে বলবে। ইতি

পূর্ব্বে যে বইয়ের কথা লিখেছি অর্থাৎ সংস্কৃত নারদ ও শাণ্ডিল্য সূত্র, তাহা ভুলো না। ইতি

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।" ইতি

নরেন্দ্র

(১৪৫) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

২২৮ ডব্লিউ, ৩৯ নং ষ্ট্রীট
নিউইয়র্ক
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

এখনও আমার পত্র পাও নাই জেনে বিস্মিত হলাম। তোমার পত্র পাবার ঠিক পরেই আমি তোমাকে লিখি ও নিউইয়র্কে দেওয়া আমার তিনটী বক্তৃতা-সংক্রান্ত কয়েকখানি পুস্তিকা পাঠাই। রবিবাসরীয়, সাধারণে প্রদত্ত, এই ভাষণগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিত ও পরে মুদ্রিত হয়েছে। এইরূপ তিনটী বক্তৃতা দুইখানি পুস্তিকায় মুদ্রিত হয়, তারই কয়েকখানি তোমাকে পাঠাই। নিউইয়র্কে আরও দুই সপ্তাহ আছি। অতঃপর ডেট্রয়েট্। তারপরে বষ্টনে সপ্তাহখানেক বা সপ্তাহ দুই।

এ বৎসর অবিরাম কাজের ফলে আমি ভগ্নস্বাস্থ্য। স্নায়ুই বিশেষভাবে

আক্রান্ত। সারা শীতে এক রাত্রিও সুনিদ্রা হয় নি। দেখছি—অতিরিক্ত খাটুনি হয়ে যাচ্ছে। আবার সামনে ইংলণ্ডে মস্ত কাজ।

কাজগুলো করতে হবে। তারপর ভারতে ফিরে গিয়ে বাকী জীবনভর বিশ্রাম! ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্মের ফল সমর্পণ করে, আমি জগতের কল্যাণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

এখন বিশ্রামই আমার অভীপ্সিত। আশা করি কিছু অবসর পাব ও ভারতীয়গণ আমাকে নিষ্কৃতি দেবে।

হায়! যদি কয় বছরের জন্য আমি নির্ব্বাক হতে পারতাম এবং আমাকে মোটেই কথা না বলতে হত! বস্তুতঃ এসব পার্থিব দ্বন্দ্বের জন্য আমি জন্মি নি। আমি স্বভাবতঃই কল্পনাপ্রবণ ও কর্ম্মবিমুখ। আদর্শবাদী হয়েই আমি জন্মেছি এবং স্বপ্নরাজ্যেই আমি বাস করতে পারি। জাগতিক বিষয়সমূহ আমাকে উত্যক্ত করে তোলে এবং আমার দুঃখের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

তোমরা ভগিনী চারজনা আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছ। এ দেশে আমার যা কিছু তার মূলে তোমরা। তোমরা চিরসুখী ও সৌভাগ্যশালিনী হও। আমি যেখানেই থাকি গভীর কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ভালবাসাসহ সর্ব্বদাই তোমাদের মনে রাখব। জীবন স্বপ্নের ধারা। স্বপ্নের মধ্যে দ্রষ্টার মতই থাকা আমার অভিপ্রেত। বস্। সকলের প্রতি, ভগিনী জোসেফাইনের প্রতি আমার শুভেচ্ছা।

তোমার চিরস্নেহশীল ভ্রাতা

বিবেকানন্দ

(১৪৬) ইং

নিউইয়র্ক
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

... আপনার জননীর ন্যায় সৎপরামর্শের জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন; আশা করি আমি জীবনে উহা পরিণত করতে পারব।

আমি যে বইগুলির কথা আপনাকে লিখেছিলাম, সেগুলি আপনার বিভিন্ন ধর্মের পুস্তক-সম্বলিত গ্রন্থাগারের জন্য। আর আপনারই যখন কোথা থাকা হবে-না-হবে ঠিক নেই, তখন ওগুলির আর এখন প্রয়োজন নেই। আমার গুরুভাইদের উহার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁরা ভারতে ওগুলি পেতে পারেন; আর আমাকেও যখন সর্ব্বদা ঘুরতে হচ্ছে, তখন আমার পক্ষেও সেগুলি বয়ে নিয়ে সর্ব্বত্র যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার এই দানের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

আপনি আমার এবং আমার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই যা করেছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে কি করে করব তা বলতে পারি না। এই বৎসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানবেন।

তবে আমার অকপট বিশ্বাস এই যে, এ বৎসর আপনার সমুদয় সাহায্য মিস্ ফার্ম্মারের গ্রীনএকারের কার্য্যে করা উচিত। ভারত এখন অপেক্ষা করে বসে থাকতে পারে—শত শত শতাব্দী ধরে ত অপেক্ষা

করছেই। আর হাতের কাছে এখনই করবার যে কাজটা রয়েছে সেইটার দিকে চিরকালই আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর এক কথা, মনুর মতে সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্য্যের জন্য পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে, ঐ সকল প্রাচীন মহাপুরুষ যা বলে গেছেন, তা অতি ঠিক কথা।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"

—আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই পরম সুখ। এই যে আমার এ করব ও করব, এ রকম ছেলেমানষি ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন ঐসকল বাসনা ত্যাগ হয়ে আসছে। 'সব বাসনা ত্যাগ করে সুখী হও।' 'কেউ যেন তোমার শত্রু মিত্র না থাকে,—তুমি একাকী বাস কর।' 'এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শত্রুমিত্রে সমদৃষ্টি হয়ে, সুখদুঃখের অতীত হয়ে, বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ করে, কোন প্রাণীকে হিংসা না করে, কোন প্রাণীর কোন প্রকার অনিষ্ট বা উদ্বেগের কারণ না হয়ে, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াব।'

'ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কারও কাছ থেকে কিছু সাহায্য চেয়ো না—কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করো না। এই যে সব দৃশ্যজাল একের পর এক করে দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে সাক্ষিরূপে দর্শন কর—সেগুলি সব চলে যাক।'

হয়ত এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য ঐসব উন্মত্ত বাসনার প্রয়োজন ছিল। আর আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আমি আর মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ মিলে কিছু চাল ডাল বা যব রাঁধি—চুপচাপ খাই, তারপর হয় ত লিখলুম বা পড়লুম বা উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকদের কেউ দেখা করতে এলো—তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলুম। আর এইরকম ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর ভাবে জীবনযাপন করছি—আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন তা অনুভব করি নি।

'ধন থাকলে দারিদ্র্যের ভয় আছে, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয় আছে, রূপে বার্দ্ধক্যের ভয় আছে, গুণে খলের ভয় আছে, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয় আছে, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত, তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন।'[১]

আমি সেদিন মিস্ কর্বিনের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম—মিস্ ফার্ম্মার ও মিস্ থার্সবিও তথায় ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে বেশ আনন্দে কাটল। তাঁর ইচ্ছা আগামী রবিবার থেকে তাঁর বাড়ীতে কোনরকম ক্লাস খুলি।

আমি আর এখন এসবের জন্য ব্যস্ত নই। আপনা আপনি যদি এসে পড়ে, তবে তাতে প্রভুরই জয়জয়কার—আর যদি না আসে, তা হলে তাতেও প্রভুর আরও জয়জয়কার দিই।

পুনরায় আমার অপার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনার অনুগত সন্তান
বিবেকানন্দ

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥
—বৈরাগ্যশতক

(১৪৭) ইং

১৯ ডবলিউ, ৩৮ ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক

১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

. . . তথাকথিত সমাজসংস্কার নিয়ে ঘেঁটোনা, কারণ গোড়ায় আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে কোনপ্রকার সংস্কারই হতে পারে না। . . . প্রভুকে প্রচার করে যাও, সামাজিক কুসংস্কার এবং গলদ সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছু বলো না। হতাশ হয়ো না, গুরুর ওপর বিশ্বাস হারিও না, ভগবানের ওপর বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস, যতক্ষণ তোমার এই তিনটি জিনিস আছে, কিছুই তোমার অনিষ্ট করতে পারবে না। আমি দিন দিন সবল হয়ে উঠছি। হে সাহসী বালকবৃন্দ, কাজ করে যাও।

সাশীর্ব্বাদ

বিবেকানন্দ

(১৪৮) ইং

আমেরিকা

৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দরুন তুমি হয়ত কত কি ভাবছো। কিন্তু হে বৎস! আমার বিশেষ কিছু লেখবার ছিল না—খবরের মধ্যে সেই পুরাতন কথা—কেবল কাজ, কাজ, কাজ।

তুমি ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ও ডাঃ ডে-কে যে পত্র লিখেছো, তার দুখানাই আমি দেখেছি—সুন্দর লেখা হয়েছে। আমি যে কোনরূপে এখনি ভারতে ফিরে যেতে পারবো, তা ত বোধ হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও

ভেবো না যে, ইয়াঙ্কিরা ধর্ম্মটাকে কাজে পরিণত করবার এতটুকু মাত্র চেষ্টা করে—এ বিষয়ে কেবল হিন্দুরই বচন ও আচরণের সামঞ্জস্য আছে। ইয়াঙ্কিরা টাকা রোজগারে খুব মজবুত। সুতরাং আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্ম্মভাব জেগেছে সবটাই উড়ে যাবে। সুতরাং চলে যাবার পূর্ব্বে কাজের ভেতরটা পাকা করে যেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না করে সম্পূর্ণ করা উচিত।

আমি —আয়ারকে একখানা পত্র লিখেছিলাম ; তাতে যা লিখেছিলাম, তোমরা সেইসব বিষয়ে কি করছ ?

তোমরা লোককে পীড়াপীড়ি করে রামকৃষ্ণের নাম প্রচার করতে যেয়ো না। আগে ভাবটা দাও, ঐ ভাবটা গ্রহণ করলেই লোকে যার ভাব সেই লোকটাকে মানবে। যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে মানুষটাকে মানে, তারপর তার ভাবটা লয়। কিডি ছেড়ে দিয়েছে—বেশ ত সে একবার সবদিক চেখে চেখে দেখুক—সে যা খুসি তাই প্রচার করুক না—কেবল গোঁড়ামি করে যেন অপরের ভাবের ওপর আক্রমণ না করে। তুমি ওখানে তোমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পার করবার চেষ্টা কর, আমিও এখানে একটু আধটু সামান্য কাজ করবার চেষ্টা করছি। কিসে ভাল হবে, তা প্রভুই জানেন। আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখেছিলাম, সেগুলি পাঠিয়ে দিতে পার ? গোড়াতেই একেবারে বড় বড় মতলব নিয়ে পড়ো না—ধীরে ধীরে আরম্ভ কর—আগে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেটাকে শক্ত করে ধরে ক্রমে ওপরে ওঠবার চেষ্টা কর। . . .

হে সাহসী বালকগণ! কাজ করে যাও—আমরা একদিন না একদিন আলো দেখতে পাবই পাব।

জি. জি., কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরহৃদয় মাদ্রাজী যুবক-বৃন্দকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

পুঃ—যদি সুবিধা হয়, কতকগুলি কুশাসন পাঠাবে।

পুঃ—যদি লোক পছন্দ না করে তবে সমিতির 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা বদলে আর যা খুসি করে দাও না কেন।

সকলের সঙ্গে মিলেমিশে শান্তিতে থাকতে হবে—ল্যাণ্ডস্‌বার্গের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান কর। এইরূপে কাজটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নি। মহীশূরের মহারাজার দেহত্যাগ হল—তিনি আমাদের অন্যতম বিশেষ আশার স্থল ছিলেন। যাই হোক, প্রভুই মহান—তিনিই অপরাপর ব্যক্তিকে আমাদের সাহায্যার্থ পাঠাবেন।

ইতি—

বি

(১৪৯) ইং

নিউইয়র্ক

৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা

২১শে মার্চ্চ, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি যথাসময়ে আপনার কৃপালিপি পেলাম এবং তাতে আপনার এবং মিস্ থার্সবি ও মিসেস্ এডামস্ সম্বন্ধে খবরাখবর পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম।

আপনার সঙ্গে মিসেস্ ও মিস্ হেলের দেখা হয়েছে শুনে খুব সুখী হলাম, চিকাগোয় আমার যে কয়জন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন তন্মধ্যে তাঁরা অন্যতম।

রমাবাঈ-এর দল আমার বিরুদ্ধে যে সকল নিন্দা প্রচার করছে তা শুনে আমি আশ্চর্য্য হলাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আমার অসচ্চরিত্রতার দরুন ডিট্রয়েটের মিসেস্ ব্যাগ্‌লিকে তাঁর এক অল্পবয়স্কা দাসীকে তাড়াতে হয়েছিল!!! মিসেস্ বুল! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না যে, কোন লোক যেরূপই চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাকবে, যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা রচনা করে প্রচার করবেই। চিকাগোতে ত এরূপ আমার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু প্রত্যহই লেগে থাকত। আর এই মহিলাগুলিই, সর্ব্বদাই দেখবেন—সেরা খৃষ্টিয়ান!

হিন্দুরা যে এদের অস্পৃশ্য বলে, আর বিধিপূর্ব্বক স্নান না করলে যে তাদের স্পর্শদোষ থেকে শুদ্ধ হওয়া যায় না বিশ্বাস করে, এটা কি আর আশ্চর্য্যের বিষয়? প্রাচীনেরা যা বলে গেছেন, তা খুব ঠিক—ইহা দিন দিন আমি হৃদয়ঙ্গম করছি।

আমার বাড়ীটার নীচু তলায় আমি কয়েকটি বক্তৃতা পয়সা নিয়ে দেবার সঙ্কল্প করছি—ঐ ঘরে প্রায় ১০০ লোকের জায়গা হবে—ঐতেই খরচা উঠে যাবে।

আমি ভারতবর্ষে পাঠাবার টাকার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, আমি উহার জন্য অপেক্ষা করব।

মিস্ ফার্ম্মার কি আপনার সঙ্গে আছেন? মিসেস্ পিক্ কি চিকাগোয় আছেন? আপনার সঙ্গে কি জোসেফাইন লকের দেখা হয়েছে?

মিস্ হ্যামলিন আমার প্রতি খুব দয়া প্রকাশ করছেন—তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করছেন।

আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আগে আমাদিগকে ঐগুলো ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। উহারা নিজেদের শুভকারিণী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—এখন উহারা কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে—উহাদের কুৎসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ গুণী তাঁরা পর্য্যন্ত অসুরবৎ ব্যবহার করে থাকেন। এখন আমাদিগকে ঐগুলি ভাঙ্গবার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত কৃতকার্য্য হব।

সেই জন্যই ত আমার একটা কেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য এতটা আগ্রহ। সংঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা ব্যতীত কিছু হবারও জো নাই। এইখানেই আমার আশঙ্কা, আপনার সঙ্গে মতভেদ হবে। সেই বিষয়টি এই যে, কেউ কখন সমাজকেও সন্তুষ্ট করবে, অথচ বড় বড় কাজ করবে, তা হতে পারে না।

ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণা আসে সেইরূপ কাজ করা উচিত, আর যদি সেই কাজটা ঠিক ঠিক এবং ভাল কাজ হয়, সমাজকে নিশ্চিতই, হয়ত তিনি মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে, তাঁর দিকে ঘুরে আসতেই হবে। আমাদিগকে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে কাজে লেগে যেতে হবে। আর যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা আর যা কিছু সব, একটা—কেবল একটা ভাবের জন্য—ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন আমরা কোন কালে আলোক দেখতে পাব না।

যাঁরা মানবজাতিকে কোনপ্রকার সাহায্য করতে চান, তাঁদিগকে

এইসকল সুখ দুঃখ, নাম যশ, আর যত প্রকার স্বার্থ আছে, সেইগুলির একটা পোঁটলা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আসতে হবে। সকল আচার্য্যেরাই এই কথা বলে গেছেন ও করে গেছেন।

আমি গত শনিবার মিস্ কর্ব্বিনের কাছে গেছলাম, আর তাঁকে বলে এসেছি যে আর ওখানে যেতে পারব না। জগতের ইতিহাসে কি এরূপ কখন হয়েছে যে বড় মানুষের দ্বারা কোন বড় কাজ হয়েছে? হৃদয় ও মস্তিষ্ক থেকেই চিরকাল যা কিছু বড় কাজ হয়েছে—টাকা থেকে নয়।

আমি আমার ভাবকে নিয়ে সমগ্র জীবন উহার জন্য উৎসর্গ করেছি। ভগবান আমায় সাহায্য করবেন—আমি অপর কারুর সাহায্য চাই না। ইহাই সিদ্ধির একমাত্র রহস্য—এ বিষয়ে নিশ্চিত আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন।

আপনারই চির কৃতজ্ঞ ও স্নেহের সন্তান

বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস্ ফার্ম্মার ও মিসেস্ এডামস্‌কে আমার ভালবাসা জানাবেন।

বি

(১৫০) ইং

আমেরিকা

৪ঠা এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। কোন ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করলেও তুমি তাতে ভয় পেয়ো না। যতদিন প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন, ততদিন আমি অভেদ্য থাকব। তোমার আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা বড় অস্পষ্ট। মিসেস্ হেল ছাড়া গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে

আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তবে এখানে উদারভাব ও চিন্তাও যথেষ্ট আছে। মিঃ লণ্ড বা ঐ ধাঁজের গোঁড়া লোকেরা পর্ব্বসমূহে নিজের খরচায় এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুঁদে তারপর বাড়ী ফিরে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ ব্যক্তিই ধর্ম্মের ধার ধারে না। শতকরা ৯৯'৯ জন লোক ঐ ধরনের। ওদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম দাঁড়িয়ে আছে শুধু একটা জাতীয়তাবোধকে অবলম্বন করে, তা ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুরা এখানে কোনরূপ চেষ্টাচেষ্টা করলে তার ফলে একটা গুরুতর কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়াবে; কারণ গোঁড়ারাও দলত্যাগীর উপর একটা ঘৃণা পোষণ করে।

প্রিয় বৎস! সাহস হারিও না। আমি —আয়ারকে একখানি পত্র লিখেছিলাম, তোমাদের পত্রে ওর কোন উল্লেখ না দেখে মনে হয়, তোমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জান না; আর আমি তোমাদের নিকট যে কতকগুলি বই চেয়েছিলাম, তার সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখ নি। যদি তোমরা সব সম্প্রদায়ের ভাষ্যের সহিত বেদান্তসূত্র আমায় পাঠাতে পার ত ভাল হয়; সম্ভবতঃ সামান্না তোমায় এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারে। আমার জন্য একবিন্দুও ভয় পেয়ো না। তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন। ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে? ভারত ত আমার ভাবরাশি-বিস্তারের সাহায্য করতে পারবে না। এই দেশ আমার ভাবে খুব আকৃষ্ট হচ্ছে। আমি যখন আদেশ পাব, তখন ফিরে যাব। ইতিমধ্যে তোমরা সকলে ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে কাজ করে যাও। যদি কেউ আমার উপর আক্রমণ করে, তা হলে সে লোকটার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যাও। যদি কেউ ভালমন্দ বলে, তবে পার ত তাকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ দাও আর কাজ করে যাও। আমার ভাব হচ্ছে, তোমরা এমন একটা শিক্ষালয়

স্থাপন কর, যেখানে ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ান যেতে পারে। উপস্থিত এইভাবে কাজ করে যাও, তা হলেই বোধ হয়, এক্ষণে মান্দ্রাজীদের কাছে খুব বেশী সহানুভূতি পাবে। এইটি জেনে রেখো যে, যখনই তুমি সাহস হারাও তখন তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট করছ তা নয়, তুমি কাজেরও ক্ষতি করছ। অসীম বিশ্বাস ও শক্তিই কৃতকার্য্য হবার একমাত্র উপায়।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

পুঃ—জি. জি , ডাক্তার, কিডি, বালাজি এবং আর সবাইকে আনন্দ করতে বল—তারা যেন কারও বাজে কথা শুনে মনকে চঞ্চল না করে। তোমরা সকলে নিজেদের আদর্শকে ধরে থাক আর অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল করো না—সত্যের জয় হবেই হবে। সর্ব্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা তাদের উপর শাসন করতে অথবা ইয়াঙ্কিরা যেমন বলে, অপরের উপর 'boss' (মাতব্বরী) করতে যেও না—সকলের দাস হও।

বি

(১৫১)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা
১১ই এপ্রেল, ১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,

. . . তুমি লিখিয়াছ যে তোমার অসুখ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে এখন হইতে অতি সাবধান হইতে হইবে। পিত্তি পড়া, বা

অস্বাস্থ্যকর আহার, বা পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচা দুষ্কর। প্রথমতঃ একটা ছোটখাট বাগান বা বাটী ভাড়া লওয়া উচিত, ৩০৲।৪০৲ টাকার মধ্যে হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ খাবার এবং রান্নার জল যেন ফিল্টার করা হয়। বাঁশের ফিল্টার বড় রকম হইলেই যথেষ্ট। জলেতেই যত রোগ—পরিষ্কার অপরিষ্কার নহে, রোগবীজপূর্ণতাই রোগের কারণ। জল উত্তপ্ত করে ফিল্টার করা হউক। সকলকে স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম নজর দিতে হইবে। একজন রাঁধুনী, একটা চাকর, পরিষ্কার বিছানা, সময়ে খাওয়া—এসকল অত্যাবশ্যক। যে প্রকার বলচি সমস্তই যেন করা হয়, ইহাতে অন্যথা না হয়। ... টাকাকড়ির খরচের সমস্ত ভার রাখাল যেন লয়, অন্য কেহ তাহাতে উচ্চবাচ্য না করে। নিরঞ্জন বাড়ী ঘরদ্বার, বিছানা, ফিল্টার যাতে দস্তুর মত ঠিক সাফ থাকে তাহার ভার লইবে। আর হুটকো গোপালের যদি চাকরি বাকরি না থাকে, তাকে বাজার হাট ইত্যাদি করিতে নিযুক্ত করিবে। তাকে মাসে মাসে ১৫৲ টাকা দেওয়া হইবে। অর্থাৎ তার ৫।৭ মাসের মাহিয়ানা একেবারে দেওয়া যাবে; কারণ ১৫৲ টাকা মাসে মাসে পাঠান এত দূর হতে ছেলেমানুষি। আর তার মাহিয়ানা ঐ ৫০৲ টাকা ছাড়া ৫০৲ টাকা তার দেনাশোধের জন্য মাত্র। একথা গুপ্ত রাখিবে, কারণ বাহির হইলে হুটকোর উপর কোনও কোনও মহাপুরুষ ঘৃণাদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন। গুণধর অনেক আছেন কি না গো! সমস্ত কার্য্যের সফলতা তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বেষ, ঈর্ষা, অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকিবে ততদিন কোনও কল্যাণ নাই। ... কালীর Pamphlet খুব উত্তম হয়েছে, তাতে কোন অতিপ্রসঙ্গ নাই। ঐ যে কানে কানে

গুজোগুজি করা তাহা মহাপাপ বলে জানবে, ঐটা ভায়া, একেবারে ত্যাগ দিও। মনে অনেক জিনিস আসে, তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়। মহোৎসব খুব ধুমধামের সহিত হয়ে গেছে, ভাল কথা। আসছে বারে এক লাখ লোক যাতে হয় তারই চেষ্টা করতে হবে বৈকি। মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পার, তার চেষ্টা দেখ দিকি। লজ্জাবতী লতার কি আর কাজ? সারদা যে এত লোকের সঙ্গে প্রীতি করছে, তারা মঠে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ টাকা পাঠাক না কেন? বলি লোকভয় অত করতে হবে নারে ভাই। লোক পোকগুলো ছাতা দিয়ে কী মাথাই রাখছে? কালী বলছেন, "আমরা ত্যাগী।" ওরে বাপা, খুব ত্যাগী আমরা; তাতে কারু আর সন্দেহ নাই। . . . দাদা, সাদা বাঙ্গলা যেমনটি বলছি, চেষ্টা কর। ওস্তাদি-ফোস্তাদিগুলো শিকেয় তুলে রাখ দিকি! সারদার মঠে ভাল লাগে না—মঠে গুঁতোগুতি। ওরে বাপা, আমি বাঙ্গারামদের তা দিয়ে বাচ্চা করলুম, আমাকেই ১৫ বার লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়। তা বলে কি ওদের ত্যাগ করতে হবে, না পালিয়ে যেতে হবে? অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত উদ্যোগ যাহার সহায় সেই কার্য্যে সিদ্ধি হবে। পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শশী? মেলা মূখ্যু ফুখ্যু জড় করিস নি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মত এককাট্টা কর দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাই নি। তোমরা মহোৎসবে ত লুচিসন্দেশ বাঁটলে আর কতকগুলো নিষ্কর্ম্মার দল গান করলে, . . . তোমরা কী **spiritual food** (আধ্যাত্মিক খোরাক) দিলে তা ত শুনলাম না? তোদের যে পুরাণ ভাব **nil admirari**— কেউ কিছুই জানে না ভাব—যতদিন না দূর হবে, ততদিন তোরা কিছুই

করতে পারবি নি, ততদিন তোদের সাহস হবে না। **Bullies are always cowards.**[১]

সকলকে sympathyর (সহানুভূতির) সহিত গ্রহণ করিবে, রামকৃষ্ণ পরমহংস মানুক বা নাই মানুক। বৃথা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সহিত নিজে নিরস্ত হবে। মাষ্টার মহাশয় কতদিন মুখে বোজলা দিয়ে থাকবেন ? বোজলাতেই যে জন্ম গেল দেখছি ! সকল মতের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। এই সকল মহৎ গুণ যখন তোমাদের মধ্যে আসবে, তখন তোমরা মহাতেজে কাজ করতে পারবে, অন্যথা জয় গুরু ফুরু কিছুই চলবে না। যাহা হউক এবারকার মহোৎসব অতি উত্তমই হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই এবং তার জন্য তোমরা বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু you must push forward. Do you see ?[২] শরৎ কি করছে ? "আমি কি জানি," "আমি কি জানি,"— ওরকম বুদ্ধিতে তিন কালেও কিছু জানতে পারবে না। ঠাকুরদাদার কথা, শাঁকচুন্নির নাকী সুর ভাল বটে, কিন্তু কিছু উঁচুদরের চাই, that will appeal to the intellect of the learned.[৩] খালি খোলবাজান হাঙ্গামার কী কাজ ? Not only this মহোৎসব will be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines.[৪] তোকে কি বলব ? তোরা এখনও বালক। সব

১ যারা লোককে তর্জ্জন গর্জ্জন করে বেড়ায়, তারা ত চিরকালকার কাপুরুষ।

২ তোমাদের এগিয়ে পড়তে হবে, বুঝলে কি না ?

৩ যা লেখাপড়াজানা লোকেরা পড়ে আনন্দ পাবে।

৪ এই মহোৎসব যে শুধু তাঁর স্মারকই হবে তা নয়, কিন্তু তাঁর ধর্ম্মমতসমূহের বহুল প্রচারের এক মূল কেন্দ্রস্বরূপ হবে।

ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে **I fret and stamp like a leashed hound.**[১] **Onward and forward** (এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়)—আমার পুরাণ বুলি। এখন এই পর্য্যন্ত। আমি আছি ভাল। দেশে তাড়াতাড়ি যেয়ে ফল নাই। তোরা উঠে পড়ে লেগে যা দিকি—সাবাস বাহাদুর! ইতি

নরেন্দ্র

(১৫২) ইং

নিউইয়র্ক
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
১৭ই এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনার পত্র পেলাম—ঐ সঙ্গে মনিঅর্ডার ও ট্রান্সক্রিপ্ট কাগজটাও (Boston Evening Transcript) পেলাম। আজ ব্যাঙ্কে যাব—ডলারগুলি ভাঙ্গিয়ে পাউণ্ড করে আনতে। কাল মিঃ লেগেটের কাছে চলে যাচ্ছি কয়েকদিন পল্লীতে বাস করবার জন্য। আশা করি, একটু বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে আমার ভালই হবে।

এ বাড়ী এখনই ছেড়ে দেবার কল্পনা ত্যাগ করেছি—কারণ তাতে অত্যন্ত বেশী খরচা পড়বে। অধিকন্তু এখনই বাড়ী বদলান যুক্তিযুক্ত নহে ; আমি ধীরে ধীরে সেটি করবার চেষ্টা করছি।

কুষ্ঠব্যাধির ঔষধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—আমার ওতে তত বিশ্বাস নেই। ঐ দুরকম তেল কুষ্ঠব্যাধি ও অন্যান্য চর্ম্মরোগের জন্য

১ একটা শিকারী কুকুর শিকারের সামনে ছাড়া না পেলে যেমন করে, তেমনি ছটফট করি।

ভারতে স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে; আর সকলেই উঁহাদের কথা জানে। যা হোক, আমি ভারত থেকে সব শেষ যে খবর পেয়েছি তাতে জানতে পেরেছি, আমার গুরুভাই ভালই আছেন।

আমি এই সঙ্গে খেতড়ি মহারাজের পত্র এবং কুষ্ঠব্যাধির জন্য গর্জ্জন তেলের বর্ণনাসম্বলিত কাগজখানা পাঠালাম।

মিস্ হ্যাম্লিন আমায় যথেষ্ট সাহায্য করছেন—আমি তজ্জন্য তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করছেন—আশা করি তাঁর ভাবের ঘরেও চুরি নাই। তিনি আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকদের' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান—আমার ভয় হয়, পূর্ব্বে যেমন একবার "নিজেকে সামলে রেখো, যার তার সঙ্গে মিশো না" শেখান হয়েছিল, এ ব্যাপার তারই দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভু যাদের পাঠান তাঁরাই যথার্থ ঠিক ঠিক লোক; আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই ত আমি বুঝেছি। তাঁরাই যথার্থ সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই সাহায্য করবেন। আর অবশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রভু দলবল শুদ্ধ তাদের সকলের কল্যাণ করুন, আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

আমার বন্ধুরা সবাই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্রপল্লীতে এইভাবে থাকলে এবং প্রচার করলে কিছুই হবে না; আর কোন ভদ্রমহিলা কখনই সেখানে আসবেন না। বিশেষতঃ মিস্ হ্যাম্লিন মনে করেছিলেন, তিনি কিম্বা তাঁর মতে যারা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে দরিদ্রোচিত কুটীরে নির্জ্জনবাসী একজন লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ ঠিক ঠিক লোক ঐ স্থানে দিনরাত আসতে লাগলো, আর উপরোক্ত মিস্

মহাশয়াও আসতে লাগলেন। হে প্রভো, মানবের পক্ষে তোমার ওপর এবং তোমার দয়ার ওপর বিশ্বাসস্থাপন কি কঠিন ব্যাপার !!! শিব শিব ! মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, 'ঠিক ঠিক লোকই' বা কোথায়, আর বে-ঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায় ? এ সবই যে তিনি !! হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি, মৃগশিশুর ভেতরও তিনি, পাপীর ভেতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভেতরও তিনি—সবই যে তিনি !! আমি আমার দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা দিয়ে তাঁর শরণ নিয়েছি—তিনি কি সারা জীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন পরিত্যাগ করবেন ? ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, তবে সমুদ্রে এক ফোঁটাও জল থাকে না গভীর জঙ্গলেও এক টুক্‌রো কাঠ পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডারেও একমুঠো অন্ন মেলে না ; আর তাঁর ইচ্ছা হলে মরুভূমিতে নির্ম্মল-তোয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয় এবং ভিক্ষুকেরও প্রচুর ঐশ্বর্য্য জুটে যায়। একটা চড়ুই পাখী কোথায় উড়ে পড়ছে—তাও তিনি দেখতে পান। মা, এগুলি কি কেবল কথার কথা—না অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা ?

এই 'ঠিক ঠিক লোকের' সঙ্গে আলাপ পরিচয় ইত্যাদি চুলোয় যাক্। হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি। বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই যাই, আর হিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশেই থাকি, পর্ব্বতচূড়ায় হোক বা মহাসমুদ্রের অতল তলেই হোক, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবে। তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার নিয়ন্তা, তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ। তুমি আমায় কখনই ত্যাগ করবে না—কখনই না। এটি আমি নিশ্চিত করে জানি। হে আমার ঈশ্বর, আমি

কখনও কখনও একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দুর্ব্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমায় চিরদিনের জন্য এই সব দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত করে দাও, যেন আমি তোমা ছাড়া কখনও আর কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কোন লোক কোন ভাল লোকের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনও তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি প্রভু সকল ভালর সৃষ্টিকর্ত্তা—তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে? তুমি ত জান, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে—যাতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা আমি মন্দের দিকে ঢলে পড়ব?

মা, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, তিনি আমায় কখনই ত্যাগ করবেন না।

আপনার চির আজ্ঞাবহ সন্তান

বিবেকানন্দ

(১৫৩) ইং

(মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে লিখিত)

৫৪নং পশ্চিম, ৩৩নং রাস্তা, নিউইয়র্ক

২৪শে এপ্রিল, ১৮৯৫

. . . যে রহস্যবাদ বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগতে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে তাহার মূলে কিছু সত্য যে আছে, তাহা আমি সম্যক অবগত আছি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহাদের পশ্চাতে কোন না কোন হীন কিংবা উন্মাদোচিত মতলব বিদ্যমান থাকে। আর এই জন্যই ভারতে কিংবা অন্য কোথাও ধর্ম্মের এই অঙ্গটির সহিত আমি কোন

সম্বন্ধ রাখি নাই এবং রহস্যবাদী সম্প্রদায়মাত্রই আমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট নহে।

প্রাচ্যে কিংবা পাশ্চাত্ত্যে সর্ব্বত্র, একমাত্র অদ্বৈতদর্শনই যে মানবজাতিকে 'ভূতপূজা' এবং ঐ জাতীয় কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারে এবং উহাই যে কেবল মানবকে তাহার স্ব স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া শক্তিমান করিয়া তুলিতে সমর্থ, সে বিষয়ে আমি তোমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। এবং ভারতের নিজেরও পাশ্চাত্য দেশেরই ন্যায় বা তদপেক্ষাও অধিক এই অদ্বৈতবাদের প্রয়োজন আছে। অথচ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ; কারণ প্রথমতঃ আমাদিগকে সকলের মনে অনুরাগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে; তারপর চাই শিক্ষা; এবং সর্ব্বশেষে সমগ্র সৌধটি নির্ম্মাণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে।

চাই অকপট সরলতা, পবিত্রতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি। ঐরূপ মুষ্টিমেয় লোক যদি কাজে লাগে তবে দুনিয়া ওলট্ পালট্ হইয়া যায়। গত বৎসর এদেশে আমি যথেষ্ট বক্তৃতা দিয়াছিলাম এবং বাহবাও অনেক পাইয়াছিলাম; কিন্তু পরে দেখিলাম, সে-সব কাজ আমি যেন নিছক নিজের জন্যই করিয়াছিলাম। চরিত্রগঠনের জন্য ধীর ও অবিচলিত যত্ন এবং সত্যোপলব্ধির জন্য তীব্র প্রচেষ্টাই কেবল মানবজাতির ভবিষ্যৎ জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। তাই এ বৎসর আমি সে ভাবেই আমার কার্য্যপ্রণালী নিয়মিত করিব স্থির করিয়াছি। গুটি কয়েক বাছা বাছা স্ত্রী-পুরুষকে অদ্বৈত বেদান্তের উপলব্ধি সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে আমি চেষ্টা করিব—কতদূর সফল হইব জানি না। বর্ত্তমান সময়ে জনহিতকর কোন কাজ করিবার পক্ষে অন্য কোন দেশ বা সম্প্রদায় অপেক্ষা পাশ্চাত্যই সমধিক উপযোগী।

কেহ যদি শুধু নিজের সম্প্রদায়বিশেষ বা দেশের জন্য না খাটিয়া সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে ব্রতী হইতে চায়, তবে পাশ্চাত্য দেশই তাহার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

পত্রিকা বাহির করা বিষয়ে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত জানিবেন; কিন্তু এসব কিছু করিবার মত ব্যবসাবুদ্ধি আমার একেবারে নাই। শিক্ষাদান ও ধর্ম্মপ্রচার করিতে এবং মধ্যে মধ্যে কিছু লিখিতে পারি। কিন্তু সত্যের উপর আমার গভীর বিশ্বাস। প্রভুই আমাকে সাহায্য করিবেন এবং প্রয়োজনমত তিনিই আমাকে কর্ম্মীও পাঠাইবেন, আমি শুধু এই চাই যে, আমি যেন কায়মনোবাক্যে পবিত্র, নিঃস্বার্থ এবং অকপট হইতে পারি।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্। সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ॥"—অথর্ব্ববেদ। বৃহত্তর জগতের কল্যাণার্থ নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ যে বিসর্জ্জন দিতে পারে সমগ্র জগৎ তাহার আপনার হইয়া যায়। . . . আমার ইংলণ্ডে যাওয়া এখনও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সেখানে আমার পরিচিত কেহই নাই; অথচ এখানে কিছু কিছু কাজও হইতেছে। প্রভুই যথাসময়ে আমাকে পথ দেখাইবেন।

(১৫৪) ইং

(মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে লিখিত)

নিউইয়র্ক
১৯নং পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা

প্রিয় বন্ধু,

আপনার পত্র আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। এই আগষ্ট মাসের শেষভাগে ইউরোপে যাইবার একটা ব্যবস্থা পূর্ব্বেই হইয়াছিল বলিয়া আপনার নিমন্ত্রণ ভগবানের আহ্বান বলিয়া মনে করি।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।' মিথ্যার কিঞ্চিৎ প্রলেপ থাকিলে সত্য-প্রচার সহজ হয় বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কালে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বিষ এক ফোঁটা মিশ্রিত হইলেও সমস্ত খাদ্য দূষিত করিয়া ফেলে। যে পবিত্র ও সাহসী সেই জগতে সব করিতে পারে।

প্রভু আপনাকে সর্ব্বদা মায়ামোহের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার সহিত কাজ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি এবং যদি আমরা নিজেরা খাঁটি থাকি তবে প্রভুও আমাদিগকে শত শত বন্ধু প্রেরণ করিবেন, "আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুঃ"।

চিরকালই ইউরোপ হইতে সামাজিক এবং এসিয়া হইতে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হইয়াছে এবং এই দুই শক্তির বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণেই জগতের ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান মানবেতিহাসের আর একটি পৃষ্ঠা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইতেছে এবং দিকে দিকে তাহারই চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। কত নূতন পরিকল্পনার উদ্ভব ও বিলয় হইবে, কিন্তু একমাত্র যোগ্যতমেরই প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত—আর সত্য ও শিব অপেক্ষা যোগ্যতম কি হইতে পারে?

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

(১২৫) ইং

নিউইয়র্ক
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

গত পরশ্ব দিবস মিস্ ফার্ম্মারের একখানি কৃপালিপি পেলাম—তার সঙ্গে বার্ব্বার হাউস বক্তৃতাগুলির জন্য একশত ডলারের একখানি চেকও

এল। আগামী শনিবার তিনি নিউইয়র্কে আস্‌ছেন। অবশ্য আমি মিস্ ফার্ম্মারকে তাঁর বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে মানা করব। আমি বর্ত্তমানে গ্রীনএকারে যেতে পারছি না। আমি সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাবার বন্দোবস্ত করেছি—উহা যেখানেই হোক। তথায় আমার জনৈকা ছাত্রী মিস্ ডাচারের এক কুটীর আছে। আমরা কয়েক জন তথায় নির্জ্জন বাস করে বিশ্রাম ও শান্তিতে কাটাব মনে করেছি। আমার ক্লাসে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে যোগী তৈয়ারী করতে চাই। আর গ্রীনএকারের মত কর্ম্মের চাঞ্চল্যপূর্ণ হাট ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। প্রত্যুত অপর যায়গাটি লোকালয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে বলে, যারা শুধু মজা চায় তারা কেউ সেখানে যেতে সাহস করবে না।

জ্ঞানযোগের ক্লাসে যাঁরা আসতেন তাঁদের ১৩০ জনের নাম মিস্ হ্যামলিন টুকে রেখেছিলেন—এতে আমি খুব খুসী আছি। আরও ৫০ জন বুধবারের যোগ ক্লাসে আসতেন—আর সোমবারের ক্লাসেও আরও ৫০ জন। মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ সব নামগুলি টুকেছিলেন—আর নাম টোকা থাক বা নাই থাক এঁরা সকলেই আসবেন। মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আমার সংস্রব ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নামগুলি সব এখানে আমার কাছে ফেলে গেছেন। তারা সকলেই আসবে—আর তারা যদি না আসে ত অপরে আসবে। এইরূপেই চলবে—প্রভু, তোমারি মহিমা !!

নাম টুকে রাখা এবং বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা মস্ত কাজ সন্দেহ নাই; আর আমার জন্য এই কাজ করছেন বলে তাঁদের উভয়ের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, অপরের উপর নির্ভর করা আমার নিজেরই আলস্য মাত্র, সুতরাং উহা অধর্ম্ম—আর

আলস্য থেকে সর্ব্বদা অনিষ্টই হয়ে থাকে। সুতরাং এখন থেকে ঐ সব কাজ আমিই করছি এবং পরেও নিজে নিজেই সব করব। তাতে আর ভবিষ্যতে অপরের বা নিজেরও কোন উদ্বেগের কারণ থাকবে না।

যাই হোক, আমি মিস্ হ্যামলিনের 'ঠিক ঠিক লোকদের' মধ্যে যাকে হোক নিতে পারলে ভারি সুখীই হব; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে তেমন একজনও ত এখনও এল না। আচার্য্যের চিরন্তন কর্ত্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত 'অঠিক' লোকদের ভিতর থেকে 'ঠিক ঠিক লোক' তৈয়ারী করে নেওয়া। মোদ্দা কথাটা এই, মিস্ হ্যামলিন নামক সম্ভ্রান্ত যুবতী মহিলাটি আমাকে নিউইয়র্কের 'ঠিক ঠিক লোকগুলির' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং কার্য্যতঃ তিনি আমায় যেরূপ সাহায্য করেছিলেন, তার জন্য যদিও আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ, তথাপি আমি মনে করছি আমার যা অল্পস্বল্প কাজ আছে তা আমার নিজের হাতে করাই ভাল। এখনও অপরের সাহায্য নেবার সময় হয় নি—এখন কাজ অতি অল্প। আপনার যে উক্ত মিস্ হ্যামলিনের প্রতি অতি উচ্চ ধারণা, তাহাতে আমি খুসীই আছি। আপনি যে তাঁকে সাহায্য করবেন, এ জেনে অন্যে যা হোক আমি ত বিশেষ খুসী; কারণ তাঁর সাহায্যের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় কোন মানুষের মুখ দেখলেই আমি আপনা আপনি যেন স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবলে তার ভিতর কি আছে জানতে পারি আর তা প্রায়ই ঠিক ঠিক হয়। আর ইহার ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আপনি আমার সব ব্যাপার নিয়ে যা খুসী করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্য্যন্ত প্রকাশ করব না। আমি মিস্ ফার্ম্মারের পরামর্শও খুব আনন্দের সহিতই নেব—তিনি যতই ভূত-প্রেতের কথাই বলুন না কেন। এ সব ভূত-প্রেতের অন্তরালে আমি

একটি অগাধপ্রেমপূর্ণ হৃদয় দেখতে পাচ্ছি। কেবল ওর ওপর একটা প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম আবরণ রয়েছে—তাও কয়েক বৎসরে নিশ্চিত নষ্ট হবে। এমন কি ল্যাণ্ডস্‌বার্গও মাঝে মাঝে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে তাতে কোন আপত্তি করব না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এঁদের ছাড়া অন্য কোন লোক আমার সাহায্য করতে এলে আমি বেজায় ভয় পাই—এই পর্য্যন্ত আমি বলতে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুন নয়—আমার স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃই (অথবা যাকে আমি আমার গুরুমহারাজের অনুপ্রাণন বলে থাকি) আপনাকে আমি আমার মায়ের মত দেখে থাকি। সুতরাং আপনি আমাকে যে কোন পরামর্শ দেবেন, তা আমি সর্ব্বদাই পালন করব—কিন্তু ঐ পরামর্শ বা আদেশ সাক্ষাৎ আপনার কাছ থেকে আসা চাই। আপনি যদি আর কাকেও মাঝখানে খাড়া করেন, তা হলে আমি নিজে বেছে নেওয়ার দাবী প্রার্থনা করি। এই কথা আর কি!

এই সঙ্গে আমি ইংরেজ ভদ্রলোকের পত্রখানি পাঠালাম। আমি হিন্দুস্থানী শব্দগুলি বোঝাবার জন্য পত্রের কিনারে গোটাকতক কথা লিখেছি।

আপনার চিরানুগত সন্তান

বিবেকানন্দ

পুঃ—মিস্ হ্যাম্‌লিন এখনও এসে পৌছেন নি। তিনি এলে আমি সংস্কৃত বইগুলি পাঠাব। তিনি কি আপনার নিকট মিঃ নাওরজী-কৃত ভারত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পাঠিয়েছেন? আপনি যদি আপনার ভাইকে বইখানি একবার আগাগোড়া দেখতে বলেন, তবে আমি খুব খুসী হব। গান্ধী এখন কোথায়? বি

(১৫৬) ইং

(কলিকাতার জনৈক ব্যক্তিকে লিখিত)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো

২রা মে, ১৮৯৫

ভাই,

তোমার অনুকম্পাপূর্ণ সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাদের কার্য্য আদরপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। নাগমহাশয় একজন মহাপুরুষ। এরূপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান। এই জগতে মহাপুরুষের কৃপালাভই জীবের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য। তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ। "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ," তুমি যখন তাঁহার একজন শিষ্যকে তোমার জীবনের পথপ্রদর্শক-রূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাঁহাকেই পাইয়াছ জানিবে।

তুমি সংসারত্যাগের কল্পনা করিতেছ। তোমার এই ইচ্ছায় আমার সহানুভূতি আছে। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা জগতে বড কিছু নাই। কিন্তু তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রভু যাহাদিগের ভার তোমার উপর দিয়াছেন, তাহাদের কল্যাণোদ্দেশ্যে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন করা বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ ও তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবনী অনুসরণ করিও এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারবর্গেরও তত্ত্বাবধান করিও। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও, আর যাহা কিছু তাঁহার ভার।

প্রেমে মানুষে মানুষে, আর্য্যে ম্লেচ্ছে, ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, এমন কি, পুরুষে নারীতে পর্য্যন্ত ভেদ করে না। প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার

গৃহসদৃশ করিয়া লয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু উহা অব্যর্থ। সেই সকল যুবকদের মধ্যে কার্য্য কর যাহারা ভারতের নিম্নশ্রেণীগণের উত্তোলনরূপ একমাত্র কর্ত্তব্যে মনেপ্রাণে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। তাহাদিগকে জাগাও, সঙ্ঘবদ্ধ কর এবং এই ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। ভারতের যুবকগণের উপরই ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া। গুরুজনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না। কলিকাতার মঠটি প্রধান কেন্দ্র। অন্যান্য সকল শাখার সভ্যদের উচিত এই কেন্দ্রের নিয়মাবলীর সহিত এক-যোগে একতানে কার্য্য করা।

ঈর্ষা ও অহংভাব তাড়াইয়া দাও—সঙ্ঘবদ্ধভাবে অপরের জন্য কাজ করিতে শিখ। আমাদের দেশে এইটির বিশেষ অভাব।

শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ

পুঃ—নাগমহাশয়কে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবে।

বি

(১৫৭) ইং

(হেল্ ভগিনীদিগকে লিখিত)

নিউইয়র্ক

৫ই মে, ১৮৯৫

যা ভেবেছিলাম তাই হয়েছে। যদিও দেখতাম অধ্যাপক ম্যাক্স্-মূলর তাঁর হিন্দুধর্ম্মবিষয়ক রচনাসমূহের শেষভাগে অপবাদমূলক একটী

মন্তব্য না দিয়ে ক্ষান্ত হতেন না। তথাপি সর্ব্বদাই আমার মনে হত, কালে সমগ্র তত্ত্বই তাঁর নিকট পরিস্ফুট হবে। 'বেদান্তবাদ' (Vedantism) নামে তাঁর শেষ বইখানা যত শীঘ্র পার সংগ্রহ কর। বইখানিতে দেখবে তিনি সবই সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন—মায় জন্মান্তরবাদ।

আমি তোমাদিগকে এ যাবৎ যা বলেছি তারই কিয়দংশ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ; সুতরাং বইখানি দুরূহ হবে না।

অনেক বিষয়ে দেখবে চিকাগোয় আমি যা সব লিখেছি তারই অনুরূপ।

বৃদ্ধ যে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন—ইহা বড় আনন্দের কথা। আধুনিক বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রাতিকূল্যে, যথার্থ বোধ ব্যতিরেকে, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

আশা করি টড্ লিখিত 'রাজস্থান' ভাল লাগছে।

প্রভূত প্রীতিসহ তোমাদের ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

পুঃ—মেরী কবে বষ্টনে আসছে?

(১৫৮) ইং

আমেরিকা
৬ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের প্রথম ভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছিলাম।—আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি।

আমি ভাল আছি—কাজ কর্ম্ম সেই পূর্ব্বের মত চলেছে। তুমি লণ্ড বলে একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ। তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তার কিছুই জানি না। হতে পারে তিনি বক্তা। কারণ তিনি যদি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিতেন, তা হলে আমরা তাঁর কথা নিশ্চয় শুনতাম। হতে পারে তিনি কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট বার করেছেন এবং ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর মিশনরিরা তাঁর সাহায্যে নিজেদের পসার জমাবার চেষ্টা কচ্ছেন। আমি তোমার চিঠির সুর থেকে ত এই পর্য্যন্ত অনুমান করছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভেতর এমন কিছু সাড়া পড়ে যায় নি, যাতে আমাকে তার জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কারণ তা হলে এখানে প্রত্যহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম বেজে গেছে এবং ডাঃ ব্যারোজ এবং অন্যান্য গোঁড়ারা সবাই মিলে এই আগুনটা নিভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ, গোঁড়াদের ভারতের বিরুদ্ধে এই বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। এখানকার গোঁড়া নরনারীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসিৎ গল্প রচনা করে প্রচার করছে, তার কিছু যদি শোন্, তা হলে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এখন তোমরা কি বলতে চাও, এখানকার কুচরিত্র নরনারীরা আমার ওপর যে সকল কুৎসিত, পাশব, কাপুরুষোচিত আক্রমণ করছে, সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে সেইগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আত্মসমর্থন করে যেতে হবে? এখানে আমার কতকগুলি অকপট বন্ধু আছেন, তাঁরা মাঝে মাঝে উঠে এঁদের কথায় জবাব দিয়ে এঁদের চুপ করিয়ে দেন। আর হিন্দুরা যদি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমায় তবে হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করতে আমার এত

মাথা ঘামাবার দরকার কি বল? তোমরা বিশ কোটি হিন্দু—বিশেষ যাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে এত গর্ব্বিত, তাঁরা—কি কচ্ছ বল দেখি? লড়াই করবার ভারটা তোমরা নিয়ে আমাকে কেবল প্রচারকার্য্য ও উপদেশের জন্য ছেড়ে দাও না কেন? এখানে আমি দিনরাত অচেনাদের ভেতর থেকে প্রাণপণে কাজ করবার চেষ্টা করছি, প্রথমতঃ নিজের অন্নের জন্য, দ্বিতীয়তঃ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করে আমাদের ভারতীয় বন্ধুগণকে সাহায্য করবার জন্য। ভারত কি সাহায্য পাঠাচ্ছে বল? জগৎ কি কখন ওদেশের মত স্বদেশহিতৈষণাশূন্য আর কোন জাত দেখেছে? যদি তোমরা দ্বাদশজন সুশিক্ষিত, দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠাতে এবং কয়েক বৎসরের জন্য তাদের এখানে থাকবার খরচ যোগাতে পারতে, তা হলে তোমরা ভারতের পক্ষে নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় প্রকার বিপুল উপকারই করতে পারতে। যদি কোন ব্যক্তি নৈতিক হিসাবে ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়, সে রাজনৈতিক বিষয়েও তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্ত্যের অনেকে তোমাদিগকে অর্দ্ধ উলঙ্গ বর্ব্বর জাতি মনে করে; সুতরাং ভাবে যে, চাবুক মেরে তোমাদের ভেতর সভ্যতা ঢোকাতে হবে। তোমরা ইহার বিপরীত দিকটা দেখাও না কেন? তোমরা কুকুর বিড়ালের মত কেবল বংশবৃদ্ধি করতে পার। . . . যদি তোমরা বিশ কোটি লোক দুষ্ট মিশনরিদের ভয়ে ভীত হয়ে বসে থাক এবং একটা কথা বলতেও সাহস না কর, তবে এই সুদূর দেশে একটা লোক আর কি করবে বল? আমি তোমাদের জন্য যতটা করেছি, তোমরা তারও উপযুক্ত নও। তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করে কেন লিখে পাঠাও না? কে তোমাদের ধরে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক

সব বিষয়ে কাপুরুষের জাত—পশুতুল্য—তোমরা যেমন—তদ্রূপ ব্যবহার পাচ্ছ। দুটো জিনিসে কেবল তোমাদের লক্ষ্য—কাম ও কাঞ্চন। তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াই করাতে চাও, আর তোমরা নিজেরা সাহেব লোকের, এমন কি মিশনরিদের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে! আবার তোমরা বড় বড় কাজ করবে—হাঁ! কেন, তোমরা কয়েকজন মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম্ম সমর্থন করে বষ্টনের এরিনা পাব্‌লিশিং কোম্পানীর কাছে পাঠাও না! এরিনা একখানি সাময়িক পত্র—উহা খুব আনন্দের সহিত উহা ছাপাবে আর হয় ত উহার পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমাদের যথেষ্ট টাকা দেবে। তা হলেই ত চুকে গেল। যখনই তোমাদের মিশনরিদের আক্রমণে আহাম্মকের মতন লেখবার ইচ্ছে হবে, তখনই তোমরা এই কথাটা ভেবো! এইটে মনে রেখো যে, এ পর্য্যন্ত যে সব হতভাগ্য হিন্দু এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে, তারা অর্থ বা সম্মানের জন্য নিজের দেশ ও ধর্ম্মের কেবল কু-সমালোচনা করেছে। তোমরা জান, আমি এখানে নাম যশ খুঁজতে আসি নি—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এটা এসে পড়েছে। ভারতে গিয়ে আমি কি করব? কে আমায় সাহায্য করবে? ভারতের কি দাসসুলভ স্বভাব বদ্‌লেছে? তোমরা ছেলে মানুষ—ছেলেমানুষের মত কথা বলছ—তোমরা কিসে কি হয় তা জান না। মান্দ্রাজে তেমন লোক কোথায় যারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সংসার ত্যাগ করবে? দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি একদিনও একসঙ্গে চলতে পারে না। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছে; আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশাই করে নি, তাই আমি তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইট মেরেছে, তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি—সুদে

আসলে। এখন তারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কখনও তোমাদের মত কাপুরুষ হব না। আমি কাজ করতে করতেই মরব—পালাব না।

কিন্তু এই দেশে হাজার হাজার লোক রয়েছে যারা আমার বন্ধু এবং শত শত ব্যক্তি রয়েছে যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ করবে। কপট হিন্দু শিষ্যগণের মত নহে। প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বাড়বে; আর যদি এখানে আমি তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করি, তবে আমার ধর্ম্মের আদর্শ, জীবনের আদর্শ সফল হবে—বুঝলে?

আমেরিকায় যে সার্ব্বজনীন মন্দির (Temple Universal) প্রতিষ্ঠা হবার কথা উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাচ্য শুনতে পাই না। তবে মার্কিন জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্কে আমার আড্ডা গেড়ে বসেছে এবং আমার কাজ চলতে থাকবে। আমি আমার শিষ্যদের যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তির জন্য একটি গ্রীষ্মকালোপযোগী নির্জ্জন স্থানে লয়ে যাচ্ছি—যাতে তারা পরে কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে।

যাহা হউক, বৎস, আমি তোমাদের যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। তোমাদের তিরস্কার করার দরকার হয়েছিল। এখন কাজে লাগ—কাগজখানার জন্য এখন উঠে পড়ে লাগ। আমি কলকাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি; মাসখানেকের ভেতর কাগজের জন্য তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারব। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাব, কিন্তু পরে নিয়মিতরূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারব। এখন কাজে লাগ। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেয়ো না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং দৃঢ় দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব করব। এখানে বা ভারতে

আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কলকাতা ও মান্দ্রাজ দু জায়গায় কাজের জন্য টাকার যা দরকার তা নিজেই রোজগার করব। রামকৃষ্ণকে অবতার বলে মানবার জন্য লোককে বেশী পীড়াপীড়ি করো না। আমি এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বলব। সমগ্র ধর্ম্মটাই বেদান্তের মধ্যে আছে—অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি স্তর বা ভূমিকার ভেতর আছে—একটি আর একটির পর এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। ইহার প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। ইহাই ধর্ম্মের কথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহার ও ধর্ম্মমতের ভেতর প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটে হচ্ছে হিন্দুধর্ম্ম ; এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম্ম ; আর সেমিটিক জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম্ম। অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ধর্ম্ম বলতে বোঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ অবশ্যই হবে। তোমরা দেখতে পাবে যে, মূল দার্শনিক তত্ত্ব যদিও এক, তথাপি শাক্ত, শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির ভেতর তাকে রূপায়িত করে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন বাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে ওদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে, এই ভাবে ওদের সামঞ্জস্য দেখাও—আর আনুষ্ঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও। অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবটার প্রচার কর ; লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিক্‌। আমি এই

বিষয়ে একখানি বই লিখতে চাই—সেইজন্য আমি সব ভাষ্যগুলি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার কাছে উপস্থিত কেবল রামানুজভাষ্যের একখণ্ড মাত্র এসেছে।

আমেরিকান থিওজফিষ্টরা অন্য থিওজফিষ্টদের দল ছেড়ে দিয়েছে—এখন তারা ভারতকে ঘৃণা করে। গরিব বেচারারা করবে কি? মিথ্যার কখনও জয় হয়? ইংলণ্ডের ষ্টার্ডি সাহেব, যিনি সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে আমার গুরুভ্রাতা শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি আমাকে এক পত্র লিখে জানতে চেয়েছেন আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁকে একখানি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র লিখেছি। বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের খবর কি? আমি তাঁর কাছ থেকে আর কিছু খবর পাই নি। মিশনরিগণ ও অপরাপর সকলকে তাদের যা প্রাপ্য, তা দিয়ে দাও। আমাদের দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢ়চেতা লোককে ধর—ভারতে বর্ত্তমান ধর্ম্মের সম্বন্ধে বেশ সুন্দর ওজস্বী অথচ বেশ সুরুচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখ আর উহা আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও। আমার ঐরূপ দু একখানা কাগজের জানা শুনা আছে। তোমরা ত জান, আমি একজন বিশেষ লিখিয়ে নই; আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানরও আমার অভ্যাস নেই। আমি চুপ চাপ বসে থাকি আর যা কিছু আসবার আমার কাছে আসে—তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করি নি। নিউইয়র্ক থেকে 'দার্শনিক পত্র' (Metaphysical Magazine) বলে একখানা নূতন কাগজ বের হয়েছে—ওখানা বেশ ভাল কাগজ। পল কেরসের কাগজটা মন্দ নয়, তবে ওর গ্রাহক সংখ্যা ওখানে বড় কম। বৎসগণ! আমি যদি বিষয়ী কপট হতাম তবে এখানে একটা বড় সংঘ গঠন করে খুব বাজিমাৎ করতে পারতাম।

হায়, হায়, এখানে ধর্ম্ম বলতে তার বেশী কিছু বুঝায় না। টাকার সঙ্গে নাম যশ এই হলো পুরোহিতের দল; আর টাকার সঙ্গে কাম যোগ দিলে হল সাধারণ গৃহস্থের দল। আমাকে এখানে একদল নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবে না। অবশ্য এটি ধীরে—অতি ধীরে হবে। ইতিমধ্যে তোমরা কাজ করে চল আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে এবং সাহস থাকে, তবে মিশনরিরা যা পাবার উপযুক্ত, তাদের তাই দাও। যদি আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাই, আমার শিষ্যেরা চমকে যাবে। মিশনরিরা ত আর তর্ক করে না, তারা কেবল গালাগাল করে; সুতরাং আমাকে ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে চলবে না। সেদিন রমাবাঈ নামক খ্রীষ্টিয়ান মহিলাটি আমার একজন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেম্‌সের কাছ থেকে খুব জোর ধাক্কা খেয়েছেন—কাগজের সেই অংশটা তোমাকে পাঠালাম। সুতরাং তোমরা দেখছো তারা আমার এখানকার বন্ধুবর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধাক্কা খাবে আর তোমরাও ভারতে মধ্যে মধ্যে তাদের ঐরূপ দু-চার ঘা দিতে থাক—আর ঐ দুটোর মধ্যে আমি আমার নৌকো সিধে চালিয়ে নিয়ে যাই। এখন আমার কাগজখানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে। ওর সুর যেন ছেব্‌লা না হয়—ধীর গম্ভীর উঁচু সুরে বাঁধা চাই। আমি তোমাদের টাকা পাঠাব—ভয় করো না—কাজ আরম্ভ করে দাও। আমি তোমাদের টাকা পাঠাব, আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় করে দেব, আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখব এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখক-দের ধর। তোমার ভগিনীপতি ত একজন খুব ভাল লেখক। তারপর

আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাসভাই, খেতড়ির রাজা, লিমডির ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেব, তারা কাগজটার গ্রাহক হবে—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ করে যাও। আমরা বড় বড় কাজ করব—ভয় করো না। এইটি একটা নিয়ম করো যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যায় পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের মধ্যে কোন না কোন একটার খানিকটা অনুবাদ থাকবে। আর এক কথা—তুমি সকলের সেবক হও, একদম অপরের উপর প্রভুত্ব করতে চেষ্টা করো না। ঐ রকম করতে গেলে তার ভেতর ঈর্ষ্যার উদ্রেক হবে, তাইতেই সব মাটি করে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি ওর জন্য একটা প্রবন্ধ লিখব। আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ লও। তার মধ্যে একটা যেন দ্বৈত ভাষ্যের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। কাগজের ওপর পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাকবে। আর ঐ ওপরের পৃষ্ঠার চারধারে খুব ভাল প্রবন্ধগুলির ও ওদের লেখকদের নাম থাকবে। আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাব। কাজ করে চল। তুমি এ যাবৎ চমৎকার কাজ করেছ। আমরা আমাদের ভেতর থেকে ছাড়া অন্য সাহায্য চাই না। হে বৎস! আমরাই এটা কাজে পরিণত করব—তোমরা বিশ্বাসী হও ও ধৈর্য্য ধরে থাক। আশা করি, সামান্য তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারে। আমার অপর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যেও না—সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চল। সকলকে আমার অসীম ভালবাসা জানাইও।

সদা আশীর্ব্বাদক

তোমাদের বিবেকানন্দ

পুঃ— —আয়ার এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করে চলবে। যদি তুমি নিজেকে নেতারূপে সামনে দাঁড় করাও তা হলে কেউ তোমার সাহায্য করতে আসবে না, আর বোধ হয় তোমার কৃতকার্য্য না হবার গুপ্ত রহস্য ইহাই। —আয়ারের নামটাই যথেষ্ট; তাঁকে যদি না পাও, অন্য কোন বড় লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য্য হতে চাও, অহংটাকে আগে নাশ করে ফেল। ইতি

বি

(১৫৯) ইং

নিউইয়র্ক

৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা

৭ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিস্ ফার্ম্মারের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেলবার দরুন আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম; তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠান হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে। মিস্ থার্সবি আপনাকে সেটা পাঠিয়ে দেবেন।

গতকল্য আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দন সভার সভাপতির কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম—তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্যবাদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার মান্দ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে বলেছিলাম। এই ভদ্রলোকটি মান্দ্রাজ সহরের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আর মান্দ্রাজের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের একজন বিচারপতি—ভারতে ইহা একটি অতি উচ্চপদ।

আমি নিউইয়র্কে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আর দুটি বক্তৃতা দেব—'মট্ স্মৃতি-মন্দিরের' ওপর তলায় এই দুটি বক্তৃতা হবে। প্রথমটি আগামী সোমবার হবে; বিষয়—'ধর্ম্ম-বিজ্ঞান'। দ্বিতীয়টির বিষয় 'যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা'।

মিস্ থার্সবি প্রায় ক্লাসে আসেন। মিঃ ফ্লন এক্ষণে আমার কার্য্যের ওপর বিশেষ অনুরাগ দেখাচ্ছেন ও ওর প্রসারের জন্য যত্ন নিচ্ছেন। ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আসে না। আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার প্রতি বেজায় বিরক্ত হয়েছে। মিস্ হ্যাম্‌লিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমার ইচ্ছা, আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বোঝেন যে ইংরেজ শাসন বলতে ভারতে কি বুঝায়।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ সন্তান

বিবেকানন্দ

(১৬০) ইং

নিউইয়র্ক

১৪ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

বইগুলি সব নিরাপদে পৌঁছেছে। তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। শীঘ্রই তোমায় আমি কিছু টাকা পাঠাতে পারব—খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন কয়েক শতমাত্র; তবে যদি বেঁচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাব।

এখন নিউইয়র্কের ওপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে—আশা করছি, একদল স্থায়ী কর্ম্মী পাব—যারা, আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে, কাজ চালাবে। বৎস দেখছো, এই সব খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই

পুঃ— —আয়ার এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করে চলবে। যদি তুমি নিজেকে নেতারূপে সামনে দাঁড় করাও তা হলে কেউ তোমার সাহায্য করতে আসবে না, আর বোধ হয় তোমার কৃতকার্য্য না হবার গুপ্ত রহস্য ইহাই। —আয়ারের নামটাই যথেষ্ট; তাঁকে যদি না পাও, অন্য কোন বড় লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য্য হতে চাও, অহংটাকে আগে নাশ করে ফেল। ইতি

বি

(১৫৯) ইং

নিউইয়র্ক

৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা

৭ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিস্ ফার্ম্মারের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেলবার দরুন আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম; তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠান হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে। মিস্ থার্সবি আপনাকে সেটা পাঠিয়ে দেবেন।

গতকল্য আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দন সভার সভাপতির কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম—তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্যবাদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার মান্দ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে বলেছিলাম। এই ভদ্রলোকটি মান্দ্রাজ সহরের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আর মান্দ্রাজের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের একজন বিচারপতি—ভারতে ইহা একটি অতি উচ্চপদ।

আমি নিউইয়র্কে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আর দুটি বক্তৃতা দেব—'মট্ স্মৃতি-মন্দিরের' ওপর তলায় এই দুটি বক্তৃতা হবে। প্রথমটি আগামী সোমবার হবে; বিষয়—'ধর্ম্ম-বিজ্ঞান'। দ্বিতীয়টির বিষয় 'যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা'।

মিস্ থার্সবি প্রায় ক্লাসে আসেন। মিঃ ফ্লন এক্ষণে আমার কার্য্যের ওপর বিশেষ অনুরাগ দেখাচ্ছেন ও ওর প্রসারের জন্য যত্ন নিচ্ছেন। ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আসে না। আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার প্রতি বেজায় বিরক্ত হয়েছে। মিস্ হ্যাম্‌লিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমার ইচ্ছা, আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বোঝেন যে ইংরেজ শাসন বলতে ভারতে কি বুঝায়।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ সন্তান

বিবেকানন্দ

(১৬০) ইং

নিউইয়র্ক

১৪ই মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

বইগুলি সব নিরাপদে পৌঁছেছে। তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। শীঘ্রই তোমায় আমি কিছু টাকা পাঠাতে পারব—খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন কয়েক শতমাত্র; তবে যদি বেঁচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাব।

এখন নিউইয়র্কের ওপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে—আশা করছি, একদল স্থায়ী কর্ম্মী পাব—যারা, আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে, কাজ চালাবে। বৎস দেখছো, এই সব খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই

নয়। যখন আমি চলে যাব, তখন এখানে আমার কার্য্যের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া উচিত। আর প্রভুর আশীর্ব্বাদে তা শীঘ্রই হবে। অবশ্য টাকাকড়ি লাভের দিক দিয়ে ধরলে এতে সফলতা দাঁড়াল না বলতে হবে। কিন্তু জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান।

অতএব তুমি আমার জন্য মাথা ঘামিও না—প্রভু সদাই আমায় রক্ষা করছেন। আমার এদেশে আসা আর এত পরিশ্রম করা বৃথা হতে দেওয়া হবে না। প্রভু দয়াময়—আর যদিও এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আবার এরূপ লোকও অনেক আছে, যারা শেষ পর্য্যন্ত আমার সহায়তা করবে। অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়—এই তিনটি জিনিস থাকলে যে কোনও সাধু আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়—সিদ্ধির ইহাই রহস্য।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

(১৬১) ইং

নিউইয়র্ক
মিস্ মেরি ফিলিপ্স-এর বাটী
১৯নং পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা
২৮শে মে, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে আমি একশ ডলার অথবা ইংরেজী মুদ্রা হিসাবে ২০ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম। আশা করি, এতে তোমাদের কাগজটা

বার করবার কিঞ্চিৎ সাহায্য হবে, পরে ধীরে ধীরে আরও সাহায্য করতে পারবে।

সদা আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

পুঃ—পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তিস্বীকার করবে। এখন থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানা। অবশেষে আমি এদেশে কিছু করে যেতে সমর্থ হলাম। বি

(১৬২) ইং

নিউইয়র্ক
৫৪ পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা
মে, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি গতকল্য মিস্ থার্সবির নিকট ২৫ পাউণ্ড দিয়াছি। ক্লাসগুলি চলছে বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, কিন্তু তারা যা দেয়, তাতে ঘর ভাড়াটাও সঙ্কুলান হয় না। এই সপ্তাহটা চেষ্টা করে দেখব, তারপর ছেড়ে দেব।

আমি এই সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) আমার ক্লাসের জনৈকা ছাত্রী মিস্ ডাচারের ওখানে যাচ্ছি। ভারতবর্ষ থেকে বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যসমূহ আমার নিকট শীঘ্র পাঠান হচ্ছে। এই গ্রীষ্মকালে সহস্রদ্বীপে থাকাকালে আমি বেদান্ত দর্শনের তিনটি বিভিন্ন সোপান সম্বন্ধে ইংরেজীতে একখানি গ্রন্থ লিখব মনে করছি; তারপর গ্রীনএকারে যেতে পারি।

মিস্ ফার্ম্মার আমার নিকট জানতে চান এই গ্রীষ্মে গ্রীনএকারে কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা করব, আর কোন্ সময়েই বা তথায় যাব। আমি এর উত্তরে কি লিখব বুঝতে পাচ্ছি না। আশা করি, আপনি কৌশলে ঐ অনুরোধ কাটিয়ে দেবেন—এ বিষয়ে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম।

আমি বেশ ভাল আছি—মুদ্রাঙ্কণ-সমিতির (Press Association) জন্য 'অমরত্ব' (Immortality) বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুত একটি প্রবন্ধ লিখতে বিশেষ ব্যস্ত আছি।

আপনার অনুগত
বিবেকানন্দ

(১৬৩) ইং

পার্সি, নিউ হ্যাম্প্সায়ার
৭ই জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

অবশেষে আমি এখানে মিঃ লেগেটের কাছে এসে পৌছেছি। আমি জীবনে যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান দেখেছি, এটা তাদের মধ্যে অন্যতম। কল্পনা করুন, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড বনের দ্বারা আচ্ছাদিত পর্ব্বতশ্রেণী ও তাহার মধ্যে একটি হ্রদ—আর সেখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নাই। কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! সহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখানে কি আনন্দ পাচ্ছি তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এখানে এসে আমি যেন আবার নব জীবন লাভ করেছি। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই

আছি। দিন দশেকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাব। সেখানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান করব এবং একলা নির্জ্জনে থাকব। এই কল্পনাটাই মনকে উঁচু করে দেয়।

ভবদীয়

বিবেকানন্দ

(১৬৪) ইং

(ভূর্জপত্রে মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

পার্সি, এন্. এইচ:

১৭ই জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

আগামী কাল যাচ্ছি সহস্রোদ্যানে। ঠিকানা— মিস্ ডাচারের বাটী, থাউস্যাণ্ড্ আইল্যাণ্ড্ পার্ক, এন্. ওয়াই। তুমি এখন কোথায় আছ? গ্রীষ্মের সময় তোমরা সব কোথায় থাকবে? আগষ্ট মাসে আমার ইউরোপ যাবার সম্ভাবনা আছে। যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো। সুতরাং পত্র দিও। তাছাড়া ভারত হতে কতকগুলি বই ও চিঠি আসবার কথা। অনুগ্রহ ক'রে সেগুলো মিস্ ফিলিপ্সের বাটীতে— ১৯ ডব্লিউ ৩৮নং ষ্ট্রীট্, নিউইয়র্কে পাঠিয়ে দিও। ভারতবর্ষে যাবতীয় পবিত্র লিপি এই ভূর্জপত্রে লেখা হয়। আমিও সংস্কৃতে লিখলাম। উমাপতি সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।

তোমরা সকলে অনন্তকাল সুখে থাক।

বিবেকানন্দ

(১৬৫) ইং

(মিস্ মেরী হেল্‌কে লিখিত)

৫৪ ডব্‌লিউ, ৩৩নং ষ্ট্রীট্
নিউইয়র্ক
২২শে জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

ভারত থেকে প্রেরিত পত্রগুলি ও বইর পার্শ্বেল নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছেছে। মিঃ শ্যামের আগমন সংবাদে আমি খুবই আনন্দিত। একদিন রাস্তায় মিঃ শ্যামের এক বন্ধুর সহিত দেখা হয়। ভদ্রলোক ইংরাজ, তাঁর নামের শেষাংশ "নি" ; বেশ লোক। বললেন ওহিউর কোন স্থানে মিঃ শ্যামের সঙ্গে এক বাড়ীতে আছেন।

আমার দিনগুলো পূর্ব্বের মতই প্রায় একভাবে চলেছে। অবসর মত হয় অনর্গল বক্‌ছি, নয়ত একদম চুপ্‌চাপ। এ গ্রীষ্মে গ্রীন্‌একার যাওয়া হয়ে উঠবে কি না জানি না। সেদিন মিস্ ফার্ম্মারের সহিত দেখা করি; তখন কিন্তু ভদ্রমহিলা স্থানান্তরে যেতে খুব ব্যস্ত। সুতরাং বাক্যালাপ অতি অল্পই হয়। খুব চমৎকার মানুষ।

ক্রীষ্টান সায়ান্সের চর্চ্চা কেমন চলেছে? আশা করি তুমি গ্রীন্‌একার যাচ্ছ। সেখানে ও-দলের ও ভূতুড়েদের অনেককে দেখবে, তা ছাড়া দেখবে সামুদ্রিকবিদ্ জ্যোতিষী আরও কত কি! মিস্ ফার্ম্মারের নেতৃত্বে সেখানে মিলবে রোগের যাবতীয় প্রতিকার ও ধর্ম্মবিষয়ক যাবতীয় মতবাদ।

ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আর কোথায় চলে গেছে। আমি একাই আছি। আজকাল দুধ, ফল, বাদাম—এই সব আমার আহার। ভাল লাগে,

আছিও বেশ। এই গ্রীষ্মের মধ্যেই মনে হয় শরীরের ওজন ৩০।৪০ পাউণ্ড কমবে। শরীরের আকার অনুসারে ওজন ঠিকই হবে। ঐ-য-যা! বেড়ান বিষয়ে মিসেস্ এডাম্‌সের উপদেশের কথা একেবারে ভুলে গেছি। তাঁর নিউইয়র্কে এসে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আবার সেগুলি অভ্যাস করতে হবে। গান্ধী সম্ভবতঃ বষ্টন হতে ভারত রওনা হয়েছিল। পথে ইংলণ্ড হয়ে যাবেন।

তাঁর অভিভাবিকা (বালিকাদের) মিস্ হাওয়ার্ড শোকগ্রস্ত হয়ে কেমন আছেন। কম্বলগুলো যে আট্‌লাণ্টিক্‌গর্ভে মগ্ন হয় নি, সত্যসত্যই এসে পৌছেছে—এটা সুখবর বলতে হবে।

বক্তৃতা না দিলেও, এ বৎসর মাথা তোলবার সময় পাই নি। ভারত থেকে বেদান্তের উপর দ্বৈত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত—এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের ভাষ্য পাঠিয়েছে। আশা করি নির্ব্বিঘ্নে এসে পৌছবে। চর্চ্চা করে খুব আনন্দ হবে। এই গ্রীষ্মে বেদান্তদর্শন-বিষয়ক এক পুস্তক রচনার সঙ্কল্প। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখের সংমিশ্রণই জগৎ। চক্র চিরকালই উঠা নামা করবে; ভাঙ্গা গড়া বিধির অলঙ্ঘ্য বিধান। যাঁরা এ সবের পারে যাবার চেষ্টা করছেন তাঁরাই ধন্য। মেয়েরা সব ভাল আছে জেনে সুখী হলাম। পরিতাপের বিষয় এবারকার শীতেও কেউ ধরা পড়ল না। এদিকে শীতের পর শীত চলে যাচ্ছে। আশাও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এখানে আমার বাসার কাছে অবস্থিত ওয়ালডর্ফ হোটেল। আমেরিকান ধনী কন্যারা ক্রয় করবেন বলে বহু খেতাবধারী কিন্তু কপর্দ্দকহীন ইউরোপীয় দর্শনডালি পুরুষের সমাবেশস্থান এটা। আমদানী এত প্রচুর ও বিবিধ যে, ইচ্ছানুরূপ নির্ব্বাচন বাস্তবিকই সুলভ। কেউ আছেন একেবারেই ইংরেজি বলতে পারেন না, আবার আছেন জনকয়েক

যারা আধ আধ ইংরেজি বলেন, যাহা অন্যের বোধগম্য নয়। ভাল ইংরেজি। বলতে পারেন, এমন সব লোকও আছেন। কিন্তু নির্ব্বাকদের তুলনায় তাদের আশা বড় কম। কারণ যাঁরা ইংরেজি ভাল বলতে পারেন, মেয়েগুলো তাদেরকে ঠিক 'বিদেশী' বলে মনে করে না।

এক মজার বইয়ে পড়লাম, সমুদ্রে এক আমেরিকান জাহাজ ডুবু ডুবু। লোকেরা হতাশ হয়ে অন্তিম সান্ত্বনার জন্য কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করল। প্রেস্‌বিটিরিয়ন চার্চ্চের বিশিষ্ট এক ধর্ম্মযাজক জাহাজে ছিলেন—জস্ খুড়ো। সকলেই তাঁহাকে ধরে বসল "আর ত মরতে বসেছি এখন কিছু ধর্ম্মানুষ্ঠান করুন, দোহাই জস্ খুড়ো।" খুড়ো মাথার টুপি হাতে উল্টে ধরে তখনই দান সংগ্রহ ক'রতে শুরু করলেন।

ধর্ম্ম বলতে তিনি এর বেশী বুঝতেন না। এই জাতীয় লোকের অধিকাংশেরই এই অবস্থা। এদের বুদ্ধিতে দানসংগ্রহেই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য। ভগবান এদের মঙ্গল করুন। এখনকার মত আসি। কিছু খেতে যাচ্ছি! বড় খিদে পেয়েছে। ইতি—

তোমাদের স্নেহের
বিবেকানন্দ

(১৬৬) ইং

১৯নং পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
২২শে জুন, ১৮৯৫

প্রিয় কিডি,

তোমাকে এক লাইন না লিখে একখানা গোটা চিঠি লিখছি।

তুমি দিন দিন উন্নতি করছ জেনে খুব সুখী হলাম। তুমি যে

ভাবছ, আমি আর ভারতে ফিরব না, এটা তুমি ভুল বুঝেছ। আমি শীঘ্রই ভারতে ফিরব। তবে কোন বিষয়ে অসিদ্ধকাম হয়ে ছেড়ে দেওয়া আমার অভ্যাস নয়। এখানে আমি একটা বীজ পুঁতেছি, উহা শীঘ্রই বৃক্ষে পরিণত হবে—হবেই হবে। তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, যদি আমি তাড়াতাড়ি করে উহার প্রতি যত্ন নেওয়া বন্ধ করি, তবে তাতে উহার বাড়ের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাগজটা বার করে ফেল। তোমাদের সঙ্গে আমার এখানকার লোকদের যোগাযোগ করে দিয়ে আমি ভারতে যাচ্ছি আর কি।

বৎস, কাজ করে যাও—রোম একদিনে নির্ম্মিত হয় নি। আমি প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। সুতরাং শেষে সব ভালই দাঁড়াবে। চিরদিনের জন্য আমার ভালবাসা জানবে।

তোমার
বিবেকানন্দ

(১৬৭) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

সহস্রদ্বীপোদ্যান, এন্. ওয়াই
মিস্ ডাচার-এর বাটী
২৬শে জুন, ১৮৯৫

প্রিয় ভগিনি,

ভারতীয় পত্রগুলির জন্য বহু ধন্যবাদ। এবার অনেক সুখবর এলো। 'আত্মার অমরত্ব' শীর্ষক অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলরের প্রবন্ধগুলি মাদার চার্চকে পাঠিয়েছি। আশা করি এখন তুমি সেগুলি পড়ে আনন্দ পাচ্ছ। বৃদ্ধ বেদান্তের কোন অংশই উপেক্ষা করেন নাই। সাবাস তাঁহার নির্ভীক

কৃতিত্ব। ঔষধগুলি এসে পৌঁছেছে শুনে সমধিক সুখী হলাম। শুল্ক কিছু লাগল নাকি? যদি লেগে থাকে আমি দিয়ে দিব; আপত্তি করো না। খেতড়িরাজের প্রেরিত শাল, কিংখাব আর ছোটখাট কয়েক রকম সুন্দর জিনিসের একটা বড় প্যাকেট আসছে। এগুলি বন্ধুদিগকে উপহার দিতে চাই। তবে এসে পৌঁছতে এখনও অন্ততঃ মাস কয়েক লাগবে।

ভারতের চিঠিগুলোয় দেখবে আমাকে দেশে ফিরে যাবার জন্য বারংবার অনুরোধ করছে। ওরা অস্থির হয়ে পড়েছে। ইউরোপে যদি যাই ত নিউইয়র্ক অঞ্চলের মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের অতিথি হয়ে যাব। তিনি ছয় সপ্তাহ ধরে জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডের সর্ব্বত্র ঘুরবেন। ওখান থেকে ভারতে ফিরবো। চাই কি এখানেও ফিরতে পারি। এদেশে যে বীজ বপন করলাম তার পরিণতি কামনা করি। এই বারের শীতে চমৎকার কাজ হয়েছে নিউইয়র্কে। সহসা ভারতে চলে গেলে সব পণ্ড হয়ে যেতে পারে। তাই যাওয়া সম্বন্ধে এখনও মন স্থির করি নাই।

সহস্রদ্বীপপুঞ্জে অবস্থানকালে লক্ষ্য করার মত তেমন কিছু ঘটে নি। দৃশ্য রমণীয় বটে। কয়েক জন বন্ধু রয়েছেন; তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধে ইচ্ছামত প্রসঙ্গ হয়। ফল দুগ্ধাদি আহার করি আর বেদান্তবিষয়ক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ি, যেগুলি ওরা ভারত থেকে অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছে।

চিকাগোয় যদি ফিরি ত ছয় সপ্তাহের পূর্ব্বে নয়, চাই কি আরও দেরী হতে পারে। বেবী যেন আমার জন্য তার ব্যবস্থার কোনও পরিবর্ত্তন না করে। ফিরে যাবার আগে যে কোনও উপায়ে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করবো—নিশ্চয় জেনো।

মাদ্রাজ অভিনন্দনের উত্তর পড়ে তুমি খুবই বিচলিত হয়েছিলে; সেখানে কিন্তু তার খুব ফল হয়েছে। সেদিন মাদ্রাজ 'খ্রীষ্টান কলেজের' অধ্যক্ষ (President) মিষ্টার মিলার তাঁর এক ভাষণে আমার চিন্তাগুলি অনেকাংশে সন্নিবিষ্ট ক'রে বলেছেন যে, ঈশ্বর ও মানুষ সম্বন্ধে ভারতের তত্ত্বগুলি প্রতীচ্যের খুব উপযোগী, আর যুবকগণকে তথায় গিয়ে প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হবার জন্য আহ্বান করেছেন। এতে ধর্ম্মযাজক মহলে বেশ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছে। 'এরিণা' পত্রে প্রকাশিত যে প্রবন্ধের কথা তুমি লিখেছ, কিছুই তার আমি একেবারেই দেখি নাই। নিউইয়র্কের মহিলাগণ আমার সম্পর্কে কোনরূপ হৈচৈ করেন নাই। তোমার বন্ধুটীর বিবরণ কল্পনাপ্রসূত। প্রভুত্ব করা তাদের প্রকৃতিগত নহে। আশা করি ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ ইউরোপে যাচ্ছেন। দেশভ্রমণ জীবনে খুবই আনন্দদায়ক। আমাকে এক জায়গায় বেশী দিন আটকে রাখলে সম্ভবতঃ মারা পড়ব। পরিব্রাজক জীবনের তুলনা হয় না।

চতুর্দ্দিকে অন্ধকার যতই ঘনিয়ে আসে, ততই উদ্দেশ্য নিকটবর্ত্তী হয়, ততই জীবনের যথার্থ তত্ত্ব, জীবনের স্বপ্নময়ত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠে। কেন যে মানুষ তত্ত্বান্বেষণে বিফলপ্রযত্ন হয় তাহাও হৃদয়ঙ্গম হয়। সে যে একান্ত অর্থহীনের মধ্যে অর্থসঙ্গতির আশাপ্রয়াসী! স্বপ্নের মধ্যে বাস্তবের সন্ধান শিশু-সুলভ উদ্যম বই আর কি! "সবই ক্ষণিক, সবই পরিবর্ত্তন-শীল।" এইটুকু নিশ্চয় করে জেনে জ্ঞানী ব্যক্তি (বিবেকী পুরুষ) সুখ দুঃখ ত্যাগ করে জগদ্‌বৈচিত্র্যের সাক্ষিমাত্ররূপে অবস্থান করেন, কোন কিছুতে আসক্ত হন না।

"চিত্ত যাঁদের সাম্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁরা ইহজীবনেই যথার্থ স্বর্গজয়ী। ভগবান নির্দ্দোষ ও সমদর্শী এবং সকলের প্রতি সমবুদ্ধি, সুতরাং তাঁরা

ভগবানেই অবস্থিত।"—গীতা। বাসনা, অজ্ঞান ও ভেদদৃষ্টি—এই ত্রিতয়ই বন্ধন। জীবনে অনাসক্তি, জ্ঞান ও সমদর্শিতা—এই তিনই মুক্তি। মুক্তিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লক্ষ্য।

না আসক্তি, না বিদ্বেষ, না সুখ, না দুঃখ, না মৃত্যু, না জীবন, না ধর্ম্ম, না অধর্ম্ম; নেতি, নেতি, নেতি।

চিরতরে তোমার

বিবেকানন্দ

(১৬৮) ইং

(মিস্ মেরী হেলকে লিখিত)

মিস্ ডাচার-এর বাটী

সহস্রদ্বীপোদ্যান, এন্. ওয়াই.

প্রিয় ভগিনি,

ভারতীয় পত্রাদির জন্য বহু ধন্যবাদ। ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মাদার চার্চকে অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলার-লিখিত 'অমরত্ব' নামক যে প্রবন্ধটী পাঠাই, তাহা পাঠে দেখিয়া থাকিবে তাঁর মতে ইহজীবনে যারা আমাদের প্রীতিভাজন, অতীত জন্মে তারা নিশ্চয় তদ্রূপ ছিল। তাই মনে হয় কোনও পূর্ব্ব জন্মে আমি এই ভক্ত পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। ভারত থেকে কয়েকখানি বই আসবার কথা, হয়ত এসে গেছে। যদি এসে থাকে তবে অনুগ্রহ করে এখানে পাঠিয়ে দিও। ডাকমাশুল বাবদ যদি কিছু দেয় থাকে, সংবাদ পাবামাত্র পাঠাব জানবে। কম্বলগুলির জন্য শুল্কের কথা তুমি কিছু ত লেখ নাই। খেতড়ি থেকে আর একটী বড় প্যাকেট আসবে—কার্পেট, শাল, কিংখাব ও অন্যান্য ছোট ছোট

জিনিসের। বোম্বাইয়ে আমেরিকান কন্সালের মারফৎ শুল্ক ওখানেই দিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হ'লে, ওখানেই দিয়ে দিতে লিখেছি। নয়ত আমাকেই এখানে দিতে হবে। মনে হয় মাস কয়েকের পূর্ব্বে আসছে না। বইগুলির জন্য উদ্‌গ্রীব রইলাম। এলেই, অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দিও।

মা, ফাদার পোপ্ ও ভগিনীগণের সকলের প্রতি আমার ভালবাসা। এ স্থানটী বড় ভাল লাগছে। আহার যৎসামান্য, অধ্যয়ন আলোচনা ধ্যানাদি কিন্তু খুব চলছে। অপূর্ব্ব এক শান্তির আবেগে প্রাণ ভরে উঠছে। প্রতিদিনই মনে হচ্ছে আমার করণীয় কিছু নাই। আমি সর্ব্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ একমাত্র তিনিই করছেন। আমরা যন্ত্রমাত্র। ধন্য তাঁর নাম। বর্ত্তমানে অনুভব হচ্ছে কাম, কাঞ্চন ও প্রতিষ্ঠারূপ ত্রিবিধ বন্ধন যেন সাময়িকভাবে খসে পড়েছে। ভারতে মধ্যে মধ্যে আমার যে প্রকার উপলব্ধি হ'তো, এমন কি এখানেও তদ্রূপ হচ্ছে—আমার ভেদবুদ্ধি, ভালমন্দবোধ, ভ্রম ও অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি। কোন্ বিধিবিশেষ মানব, কোন্‌টাই বা লঙ্ঘন করব? সে উচ্চ ভাবভূমি হ'তে সারা বিশ্ব মনে হয় যেন একটা পচা খানা-ডোবা। হরি ওঁ তৎ সৎ। একমাত্র তিনিই আছেন আর কিছু নাই। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। হে প্রভো! তুমি আমার চির আশ্রয় হয়ো। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। সতত প্রীতিশুভেচ্ছাযুক্ত—

তোমার ভ্রাতা
বিবেকানন্দ

(১৬৯) ইং

নিউইয়র্ক

৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা

জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি এইমাত্র বাড়ী পৌছলাম। এই অল্প ভ্রমণে আমার উপকার হয়েছে। সেখানকার পল্লী ও পাহাড়গুলি—বিশেষতঃ মিঃ লেগেটের নিউইয়র্ক প্রদেশের পল্লীভবনটী আমার খুব ভাল লেগেছিল।

ল্যাণ্ডস্‌বার্গ বেচারী এই বাড়ী থেকে চলে গিয়েছেন। তিনি তাঁর ঠিকানা পর্য্যন্ত আমাকে জানিয়ে যান নি। তিনি যেখানেই যান, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে দু-চার জন অকপট লোক দেখবার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তিনি তাঁদেরই মধ্যে একজন।

যা কিছু ঘটে, সবই ভালর জন্য। সকল প্রকার মিলনের পরেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আশা করি আমি একাই সুন্দররূপে কাজ করতে পারব। মানুষের কাছ থেকে যত কম সাহায্য লওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে ততই বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে। এইমাত্র আমি লণ্ডনস্থ জনৈক ইংরেজের একখানি পত্র পেলাম—তিনি আমার দুইজন গুরু-ভাইয়ের সঙ্গে কিছুদিন ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশে বাস করেছিলেন। তিনি আমায় লণ্ডনে যেতে বলছেন। আপনাকে চিঠি লেখার পর, আমার ছাত্রেরা আমায় খুব সাহায্য করছে এবং এখন যে ক্লাসগুলো খুব ভালভাবে চলবে, তাতে সন্দেহ নাই। আমি ইহাতে খুব আহ্লাদিত হয়েছি। কারণ, খাওয়া-দাওয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় শিক্ষাদান করাটা আমার জীবনের একটা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুঃ— — সম্বন্ধে 'বর্ডারল্যাণ্ড' নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে অনেক বিষয় পড়লুম। তিনি হিন্দুদিগকে তাদের নিজেদের ধর্মের গুণ গ্রহণ করতে শিখিয়ে ভারতবর্ষে যথার্থই সৎকার্য্য করছেন। . . . আমি উক্ত মহিলার লেখা পড়ে তার মধ্যে কোনরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেলাম না, . . . কিম্বা কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবও পেলাম না। যা হোক, যে কেউ জগতের উপকার করতে চান ভগবান তাঁরই সহায় হউন।

এই জগৎ কত সহজেই না বুজরুকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে! আর সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় থেকে বেচারা মানবজাতিকে ভালমানুষ পেয়ে তার উপর কত প্রবঞ্চনাই না চলেছে।

আপনার স্নেহের

বিবেকানন্দ

(২৭০) ইং

(মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্লাউডকে লিখিত)

২১ ডব্লিউ ৩৪নং ষ্ট্রীট্

নিউইয়র্ক

জুন, ১৮৯৫

প্রিয় জো,

নানা ঝড়-ঝাপটা তোমার উপর দিয়ে যাচ্ছে, দেখছি। ফলে আরও বহু আবরণ অপসৃত হবে—নিঃসন্দেহ।

মিষ্টার লেগেট্ তোমার ফনোগ্রাফের কথা বলছিলেন। তাঁকে কয়েকটি চোঙা (cylinders) সংগ্রহ করতে বলেছি। "কারও একটী ফনোগ্রাফে ঐগুলি দিয়ে কথা বলি, পরে ঐগুলি জো-কে পাঠিয়ে দি" —আমার এই কথা শুনে বললেন, "আমি ত একটী ফনোগ্রাফ কিনে

দিতে পারি। জো যা বলে আমি তাই করি।" লোকটার অন্তরে এতটা কবিত্ব প্রচ্ছন্ন আছে দেখে সুখী হলাম।

আজ গার্ণসিদের ওখানে থাকতে যাচ্ছি। ডাক্তার আপন তত্ত্বাবধানে রেখে আমাকে রোগমুক্ত করতে চান। অন্য সব পরীক্ষার পর ডাঃ গার্ণসি আমার নাড়ী দেখছিলেন; এমন সময় সহসা ল্যাণ্ডস্‌বার্গ—তাঁর ওঁদের বাড়ী আসা নিষিদ্ধ ছিল—এসে হাজির ও আমাকে দেখামাত্র সরে পড়লেন। ডাক্তার গার্ণসি খুব হেসে উঠলেন ও বললেন যে ঠিক ঐ সময়ে আসার জন্য তিনি লোকটীকে পুরস্কৃত করতে ইচ্ছুক, কারণ তাঁর আসাতে রোগটা ঠিক ঠিক নির্ণয় করা গেল। তাঁর আসবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাড়ীর স্পন্দন ঠিক ছিল, কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র মানসিক উত্তেজনার ফলে স্পন্দন প্রায় থেমে গেল। নিশ্চয় হলো রোগ স্নায়ু-সংক্রান্ত। তিনিও আমাকে ডাক্তার হেল্‌মারের চিকিৎসাই চালাতে জোর করে বললেন। তাঁর বিশ্বাস হেল্‌মার আমাকে রোগমুক্ত করবেন। লোকটী বেশ উদার।

আজই সহরে 'পবিত্র গাভী' (sacred cow) দেখতে যাবার ইচ্ছা। নিউইয়র্কে আর দিন কয়েক আছি। হেল্‌মার বলেছেন, সপ্তাহে তিনবার করে চার সপ্তাহ, তার পর দুইবার করে আর চার সপ্তাহ চিকিৎসা করালেই সম্পূর্ণ সুস্থ হব। যদি ইতিমধ্যে বষ্টনে যাই তিনি ওখানকার এক ওস্তাদ চিকিৎসককে আবশ্যকমত নির্দ্দেশ দেবেন।

ল্যাণ্ডস্‌বার্গের সহিত সামান্য শিষ্টালাপের পর বেচারীকে অব্যাহতি দেবার জন্য, উপরতলায় মাদার গার্ণসির নিকট চলে গেলাম। ইতি

সতত প্রভুপদে তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৭১)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা

১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের এক পত্রে অনেক সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তবে সকলের বিশেষ সমাচার লিখ নাই। নিরঞ্জনের এক পত্র মধ্যে পাই—সে সিলোন যাইতেছে সম্বাদ পাই। সারদা যাহা করিতেছে তাহাই আমার অভিমত; তবে রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন, নিজের নাম ঘোষণা করিতে নহে। চেলারা গুরুর নাম নাম করে, গুরু যা শেখাতে এসেছিলেন তাতে জলাঞ্জলি দেয়, আর দলাদলি ইত্যাদি তার ফল। অক্ষয়কুমার বাবু তোমাদের নিকট গিয়াছিল। আলাসিঙ্গা লিখে চারু বাবুর বিষয়। আমি তাহাকে থাস্ত করিতেছি না। চারু বাবুর বিষয় সবিশেষ লিখিবে ও তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ দিবে। সকলের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবে —বৃথা বার্ত্তা করিবার সময় কুলায় না। আমার জীবনে বোধ হয় কারুর সহিত ঠাট্টা বটকেরা করার অপেক্ষা অনেক কার্য্য আছে। কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে; ঘণ্টা নাড়া সন্ন্যাসীর নহে এবং যাবৎ জ্ঞান না হয়, তাবৎ কর্ম্ম। আমিই ঐ অনর্থের মূল। এক্ষণে দেখিতেছি যে, ঐ ঘণ্টা-পত্র লইয়া রামকৃষ্ণ অবতারের দল বাঁধিবে এবং তাঁহার শিক্ষায় ধূলি নিক্ষেপ হইবে। তোমরা ঘণ্টা ত্যাগ করিতে পার ভালই; নচেৎ আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারিব না। দলাদলি, দলবাঁধা, কূপমণ্ডুকের মধ্যে আমি নাই, আর যেথায় আমি থাকি ইতি। তা— দাদা

থিয়োসফিষ্ট হইয়াছেন, ভালই—রুচীনাং বৈচিত্র্যং, মঙ্গলমস্তু তেষাং কিমহং ব্রবীমি (রুচির বৈচিত্র্য! তাদের মঙ্গল হউক, আমি আর কি বলব)? Universal brotherhood (সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব), বেশ কথা—শিবাঃ বঃ সন্তু পন্থানঃ। তার চেয়ে সুখের বিষয় কি আছে? আমাকেও বোধ হয় তোমাদের সংস্রব শীঘ্র ত্যাগ করিতে হবে। কারণ রামকৃষ্ণ পরমহংসের উদারভাব প্রচার করে আবার দলবাঁধা কেমন করে হয়? দলের বীজ হচ্ছে ঐ ঘণ্টা-পত্র। আমি হাজার বার ঠুকেছি, এবারও ঠুকলাম—ফলে কিছু হয় না। আমার নামে যদি তোমাদের দলবাঁধার সহায়তা হয়, তা হলেই আমি লীডার (নেতা) বটি, নইলে আমি কেউ নই! এই সত্য বটে! আমি ওতে নাই। আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য এবং তোমরাও যে তাই, এইটি বই লিখে ছাপাতে যত্ন ত যথেষ্ট হয়েছে; কিন্তু আমি যে আজ ৬ বৎসর ঘণ্টা-পত্র ত্যাগ করার জন্য বলছি, তাতে কারুর কান পাতা নাই। সেইজন্য তোমাদের সঙ্গে আমার যোগদান দুষ্কর। আমি একমাত্র কর্ম্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। বুঝতে পারছ? তোমাদের সঙ্গে আমার এখন অনেক তফাৎ হয়ে যাচ্ছে, ফল কথা—আমি বৈদান্তিক; সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্ রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখতে পাচ্ছি না। অবতার মানে, যাঁহারা সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত। অবতারবিশেষত্ব আমি দেখিতে পাইতেছি না। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম্ম, বাকি অধর্ম্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম্ম, বাকি কুকর্ম্ম; আর আমি কিছু দেখছি না। অন্যবিধ তান্ত্রিক

শ. বৈদিক কর্ম্মে ফল থাকিতে পারে; কিন্তু তদবলম্বন কেবল বৃথা জীবনক্ষয়—কারণ কর্ম্মের ফল যে পবিত্রতা তাহা কেবল পরোপকার মাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব। অতএব সন্ন্যাস অবলম্বন করে জীবকে উচ্চগতি শিক্ষা না দিয়ে পুনঃ পুনঃ অনর্থকর কর্ম্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা আমার মতে দূষণীয়। মূর্খ গৃহস্থ কর্ম্মপর হউক, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ত্যাগী !! . . . সমস্তই প্রত্যেকের আত্মাতে বর্ত্তমান। যে বলে আমি মুক্ত, সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীন হীন ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"[১] "অস্তি ব্রহ্ম বদসি চেদস্তি ভবিষ্যসি, নাস্তি ব্রহ্ম বদসি চেৎ নাস্ত্যেব ভবিষ্যসি।"[২] যে সদা আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান্ হইবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে, সে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।"[৩] দ্বিতীয়তঃ রামকৃষ্ণ পরমহংস কোনও নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই—প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ He was the embodiment of all past religious thoughts of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras.[৪]

১ দুর্ব্বল ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

২ ব্রহ্ম, আত্মা আছেন যদি বল ত অস্তিই হইবে, আর ব্রহ্ম, আত্মা নাই যদি বল ত নাস্তিই হইয়া যাইবে।

৩ পিঞ্জর হইতে সিংহের ন্যায় জগজ্জাল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া যায়।

৪ তিনি ভারতের সমগ্র অতীত চিন্তার সাকার বিগ্রহস্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তাহারা কি প্রণালীতে এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।

মিশনরি ফিসনরি এদেশে বড় চলল না। এরা ঈশ্বরেচ্ছায় আমায় ভালবাসে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার ideas (ভাব) যেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পারে না এবং এরা বড় স্বার্থপর নয়। অর্থাৎ ঐ jealousy (ঈর্ষ্যা) আর হামবড়া ভাবগুলো এরা কাজের বেলা দূর করে দেয়। তখন সকলে মিলে একজন কাজের লোকের কথামত চলে। তাহাতেই এরা এত বড়। তবে এরা হচ্ছে টাকা-দেবতার জাত, সকল কথায় পয়সা; আমাদের দেশের লোক টাকার বিষয়ে বড় উদার, এরা তত নয়। কৃপণ ঘরে ঘরে। ওটি ধর্ম্মের মধ্যে। তবে দুষ্কর্ম্ম করলে পর পাদরিদের হাতে পড়ে। তখন টাকা দিয়ে স্বর্গে যায়! এগুলো সব দেশেই সমান—priestcraft (পুরোহিতদের তুকতাক্)। আমি কবে দেশে যাব, কি না যাব, কিছুই বলতে পারি না। এখানে ঘুরে বেড়ান, সেখানেও তাই। তবে এখানে হাজারো লোক আমার কথা শোনে, বোঝে—হাজারো লোকের উপকার হয়; সেখানে কি? রামকৃষ্ণ পরমহংসের বিষয় মজুমদার যা লিখেছিল, আমি খালি তাই চাহিয়াছিলাম। তা না হয়ে কতকগুলো জর্ম্মাণ ছেঁড়া পুঁথি পাঠিয়ে দিয়েছ, আর তার মধ্যে দু'খানা আমার লেকচার; কি আপদ!! সারদা যা করছে, তা আমার সম্পূর্ণ অভিমত। তাকে আমার শত শত ধন্যবাদ। বলি, তোমরা যা কিছু করছ, আমি বুঝতে পারি না। এইজন্য বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে আমার মিল হতে পারবে না। যা হোক, মান্দ্রাজ ও বম্বেতে আমার মনের মত লোক আছে। তারা বিদ্বান এবং সকল কথা বোঝে এবং তারা দয়াল; অতএব পরহিতচিকীর্ষা বুঝিতে পারে। কিমধিকমিতি। মা ঠাকুরাণীকে আমার শত শত দণ্ডবৎ দিবে এবং সকলকে আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ দিবে। আমি বই-টই কিছু ছাপাই

নাই। এখানে লেকচার করে বেড়াই মাত্র। গুপ্ত, তুলসী প্রভৃতির বিষয় কিছুই লেখ নাই কেন? কালী কি করছে? শরৎ যোগেন সেরে গেছে কি না? আমার জীবনের প্রতি দেখে আমার আপসোস হয় না। দেশে দেশে কিছু না কিছু লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছি, তার বদলে রুটীর টুকরা খেয়েছি। যদি দেখতুম যে, কোনও কাজ করি নি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তা হলে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তুম। যারা লোকশিক্ষা দিতে আপনাকে অযোগ্য মনে করে, তারা শিক্ষকের কাপড় পরে লোক ঠকিয়ে কেন খায়? এটা কি মহাপাপ নয়? এই রকম অনেক বিষয়ে—বিশেষ তোমার, বাবুরাম ও নিরঞ্জনের মতের সঙ্গে আমার মত মিলবে না। অতএব প্রথম থেকে তফাৎ হওয়াই ভাল।

সারদাকে আমায় একটা চিঠি লিখতে বলবে। তার সঙ্গে আমার মত মিলবে বোধ হয়। আর আমাকে তোমাদের একজন বলে প্রচার করবার কোনও আবশ্যক নাই। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের চেলা নই, আমি কারুর চেলাপত্র নই ইতি; আমি সারদার চেলা। যারা আমার মনের মত কার্য্য করবে, আমি তাদের চেলা। যারা তা না করবে, তাদের কোনও খবর আমি চাই না, আমার কোনও খবর তাদের জন্য নাই। ইতি

নরেন্দ্র

(১৭২) ইং

আমেরিকা

১লা জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমাদের প্রেরিত মিশনরিদের বইখানা ও রামনাদের রাজার ফটো পেলাম। আমি রাজা ও মহীশূরের দেওয়ান উভয়কেই পত্র

লিখেছি। রমাবাঈয়ের দলের লোকদের সঙ্গে ডাঃ জেন্‌সের বাদ-প্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনরিদের পুস্তিকাখানা এখানে বহুদিন পূর্ব্বে পৌঁছেছে। ঐ পুস্তিকাখানাতে একটা অসত্য কথা আছে। আমি এদেশে খুব বড় হোটেলে কখনও খাই নি, আর কোনরূপ হোটেলেও খুব কমই গেছি। বাল্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা নিগ্রো ভেবে কোন কালা আদমিকে স্থান দেয় না। সেইজন্য ডাঃ ভ্রুম্যান্‌কে—আমি যাঁর অতিথি ছিলাম—ঐখানে একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল; কারণ তারা নিগ্রো ও বিদেশীদের মধ্যে প্রভেদ জানে। আলাসিঙ্গা, তোমায় বলছি শুন, তোমাদের নিজেদেরই নিজেদের সমর্থন করতে হবে। তোমরা কচি খোকার মত ব্যবহার করছ কেন? যদি কেউ তোমাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ করে, তোমরা নিজেরাই উহার সমর্থন করতে এবং আক্রমণকারীকে মুখের উপর জবাব দিতে পার না কেন? আমার সম্বন্ধে বলছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। আমার এখানে শত্রুর চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী। আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাত্র খৃষ্টিয়ান; আর শিক্ষিতদের ভেতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনরিদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে। আবার মিশনরিরা কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে লাগলে, যেহেতু মিশনরিরা তার বিপক্ষ, সে হেতুতেই শিক্ষিতেরা সেটি পছন্দ করে। এখন মিশনরিদের শক্তি এখানে অনেক কমে গেছে এবং দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। যদি তারা হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করলে তোমাদের কষ্ট হয়, তবে তোমরা অভিমানী ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে কেন আস? তোমরা কি লিখতে পার না এবং তাদের ধর্ম্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পার না? কাপুরুষতা ত আর ধর্ম্ম নয়!

এখানে ইতিমধ্যেই ভদ্রসমাজের ভেতর একদল লোক আমার ভাব নিয়েছে। আগামী বর্ষে আমি তাদের এমনভাবে সংঘবদ্ধ করব যাতে তারা কার্য্যক্ষম হতে পারে; তখন কাজটা চলতে থাকবে। তারপর আমি ভারতে চলে গেলেও এখানে এমন অনেক বন্ধু থাকবে, যারা এখানে আমার পৃষ্ঠপোষক হবে এবং ভারতেও আমায় সাহায্য করবে। সুতরাং তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। তবে তোমরা যতদিন মিশনরিদের আক্রমণে কেবল চীৎকার করবে এবং কিছু না করতে পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি তোমাদের দিকে চেয়ে হাসব। তোমরা ছেলেদের হাতের ছোট ছোট পুতুলের মত, তা ছাড়া তোমরা আর কি? 'স্বামিজী, মিশনরিরা আমাদের কামড়াচ্ছে—উঃ জ্বলে মলুম—উঃ—উঃ।' স্বামী আর বুড়ো খোকাদের জন্য কি করতে পারে?

বৎস! আমি বুঝছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মানুষ তৈরী করতে হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও ক্লীবের বাস। সুতরাং বিরক্ত ও অস্থির হয়ো না। আমাকে ভারতে কাজ করবার জন্য উপায়ের যোগাড় করতেই হবে। আমি কতকগুলো মস্তিষ্কহীন অপদার্থ লোকের হাতে গিয়ে পড়ছি না।

তোমাদের অস্থির হবার দরকার নেই, তোমরা খুব অল্প হোক না কেন, যতটুকু পার করে যাও। আমাকে একলা আগা পাস্তলা সব করে যেতে হবে। কলকাতার লোকদের এত সঙ্কীর্ণভাব! আর তোমরা মান্দ্রাজীরা কুকুরের ডাকে মূর্চ্ছা যাও! 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' 'কাপুরুষেরা কখন এই আত্মাকে লাভ করতে পারে না।' তোমাদের আমার জন্য ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা কেবল নিজেদের আত্মরক্ষা করে যাও; আমাকে দেখাও যে,

তোমরা ঐটুকু করতে পার, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট হব। কে আমার সম্বন্ধে কি বলছে তাই নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত করো না। কোন আহাম্মকের আমার সম্বন্ধে সমালোচনা শুনবার জন্য আমি বসে নেই। কচি ছেলে তোমরা, তোমরা জান কি যে, কেবল প্রবল ধৈর্য্য, মহান সাহস ও কঠোর চেষ্টার দ্বারাই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়ে থাকে? আমার আশঙ্কা হয়, কিডির অন্তরাত্মা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তর যেমন ঘুরপাক খেয়ে থাকে, সেইরূপ ঘুরপাক খেয়ে তার ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। একটু কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কলম ধরুক না। মান্দ্রাজীরা 'স্বামী,' 'স্বামী' বলে না চেঁচিয়ে ঐ দুষ্টুদের বিরুদ্ধে কি এখন যুদ্ধঘোষণা করতে পারে না, যাতে তারা দয়ার জন্য 'ত্রাহি ত্রাহি' করে চীৎকার করতে থাকে? তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড বড় কাজ করতে পারে—কাপুরুষেরা পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, চিরকালের জন্য জেনে রেখো যে, প্রভু আমায় হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন। যতদিন আমি পবিত্র থাকব এবং তাঁর দাস হয়ে থাকব, ততদিন কেউ আমার একটা কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে পারবে না।

তোমাদের কাগজখানা বার করে ফেল। যে কোন রকমে হোক, আমি খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে থাকব। তোমরা কাজ করে চল। এই জাতের জন্য কিছু কর—তা হলে তারা তোমায় সাহায্য করবে। আগে মিশনরিদের বিরুদ্ধে চাবুক ধরে—তাদের কশে লাগাও। তবে সমগ্র জাতটা তোমাদের দিকে হবে। সাহসী হও, সাহসী হও,—মানুষ একবারমাত্রই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোনমতে কাপুরুষ না হয়। সদা প্রেমাবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(১৭৩) ইং

(খেতড়ির মহারাজকে লিখিত)

আমেরিকা

৯ই জুলাই, ১৮৯৫

. . . আমার ভারতে ফেরা সম্বন্ধে বলতে গেলে, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই। মহারাজ ত বেশ ভালই জানেন, আমার স্বভাবটা হচ্ছে, যে বিষয়ে লাগি, সেটাকে অধ্যবসায়ের সহিত কামড়ে ধরে থাকি। আমি এ দেশে একটি বীজ পুঁতেছি ; সেটি ইতিমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আশা করি অতি শীঘ্রই ইহা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি ; আমি কতকগুলি সন্ন্যাসী করব, তারপর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগছে, ততই তাদের দেশে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে। এই খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিরা টাকার জন্য এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য যা ইচ্ছা তাই সব করে থাকে। তবু তারা তাদের বিদ্যাবুদ্ধি, কলা-কৌশল যতই খাটাক না কেন, তারা প্রতিদিনই বুঝছে, আমাকে চেপে মেরে ফেলা তাদের পক্ষে একটু কঠিন কাজ। ইতিমধ্যে লণ্ডনে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি আগষ্টের শেষে সেখানে যাব মনে করেছি—দেখি, ওদিকে পাদ্রিদের কিরূপ ঘাঁটাতে পারা যায়। যাই হোক, আগামী শীতকাল কতকটা লণ্ডনে ও কতকটা নিউইয়র্কে কাটাতে হবে—তারপরেই আমার ভারতে ফেরবার বাধা থাকবে না। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে এই শীতটার পরে এখানকার কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেক কার্য্যকেই তিনটি অবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে কোন ব্যক্তি তার

সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং বাধা অত্যাচার আসুক, স্বাগতম—কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে এবং ভগবানে প্রবল বিশ্বাস রাখতে হবে, তবেই এ সব উড়ে যাবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৭৪) ইং

১৯ পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
৩০শে জুলাই, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ঠিক করেছ। নাম আর 'মটো'[১] ঠিকই হয়েছে। বাজে সমাজসংস্কার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে সমাজসংস্কার হতে পারে না। কে তোমায় বল্লে, আমি সমাজসংস্কার চাই? আমি ত তা চাই না! ভগবানের নাম প্রচার কর, কুসংস্কার ও সমাজের আবর্জ্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলো না। 'সন্ন্যাসী গীতি'[২] এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না।

১ স্বামীজীর উৎসাহে মান্দ্রাজ হইতে এই সময়ে (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) "ব্রহ্মবাদিন্" নামক পাক্ষিক (পরে মাসিক) ইংরেজী পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম এবং মটো 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'কে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্র উঠিয়া গিয়াছে।

২ Song of the Sannyasin নামক স্বামীজী-রচিত বিখ্যাত কবিতা 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

হে বৎস! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই তিনটি জিনিস থাকবে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পারবে না। আমি দিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব করছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

৪২৮

(১৭৫) ইং

(মিঃ ই. টি. স্টার্ডিকে লিখিত)

১৯ পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা

নিউইয়র্ক

২রা আগষ্ট, ১৮৯৫

সুহৃদ্বরেষু,

আপনার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানি আজ পাইলাম। আমি জনৈক বন্ধুর সহিত প্রথমে প্যারিসে যাইতেছি এবং ১৭ই আগষ্ট ইউরোপ যাত্রা করিতেছি। কিন্তু প্যারিসে আমি আমার বন্ধুর বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত মাত্র এক সপ্তাহ থাকিব, তারপর লণ্ডনে চলিয়া যাইব।

একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা সম্বন্ধে আপনার পরামর্শটি চমৎকার, এবং আমি ঐভাবেই অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি।

এখানে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, তাঁহাদের অধিকাংশই দরিদ্র। সুতরাং কাজও মন্থরগতিতে চলিতে বাধ্য। অধিকন্তু নিউইয়র্কে বলিবার মত কিছু গড়িয়া তোলার আগে, আরও কয়েক মাস খাটিতে হইবে। কাজেই এই শীতের

গোড়াতে আমাকে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিতে হইবে, এবং গ্রীষ্মে আমি পুনরায় লণ্ডনে যাইব। এখন যতদূর মনে হইতেছে, তাহাতে এবারে আমি সপ্তাহ কয়েক মাত্র লণ্ডনে থাকিতে পারিব। কিন্তু ভগবানের কৃপায় হয়তো ঐ অল্প সময়েই গুরুতর বিষয়ের সূচনা হইতে পারে। আমি লণ্ডনে কবে পৌঁছিব তাহা আপনাকে তার করিয়া জানাইব।

থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায়ের জনকয়েক আমার নিউইয়র্কের ক্লাসে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ যখনই বেদান্তের মহিমা বুঝিতে পারে তখনই তাহাদের হিজি-বিজি ধারণাগুলি দূর হইয়া যায়।

আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, যখন মানব বেদান্তের মহান্ গৌরব উপলব্ধি করিতে পারে, তখন মন্ত্রতন্ত্রাদি আপনা আপনি দূর হইয়া যায়। যে মুহূর্তে মানুষ একটি উচ্চতর সত্যের আভাস পায়, নিম্নতর সত্যটি তন্মুহূর্তে স্বতঃই অন্তর্হিত হয়। সংখ্যাবাহুল্যে কিছুই যায় আসে না। বিশৃঙ্খল জনতা শত বৎসরেও যাহা করিতে পারে না —মুষ্টিমেয় কয়েকটি অকপট, সঙ্ঘবদ্ধ এবং উৎসাহী যুবক এক বৎসরে তদপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারে। এক দেহের উত্তাপ তৎপার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেহেও সংক্রমিত হয়—প্রকৃতির ইহাই নিয়ম। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে সেই জ্বলন্ত অনুরাগ, সত্যানুরাগ, প্রেম ও সরলতা সঞ্জীবিত থাকিবে—ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্, সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।"

—এই সনাতন সত্য আমার বৈচিত্র্যময় জীবনে বহুবার পরীক্ষিত হইয়াছে। —সৎ স্বরূপে যিনি আপনার অন্তরে বিরাজিত—তিনিই সর্বক্ষণ আপনার অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক হউন এবং অচিরে মুক্তির আলোকে স্বয়ং উদ্ভাসিত হইয়া অন্যকে মুক্ত হইতে সাহায্য করুন।

(১৭৬)

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

নিউইয়র্ক
১৯ পশ্চিম, ৩৮নং রাস্তা
১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

. . . মাঠাকুরাণীকে আমার বহুত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবে। . . . —এর চিঠি খুলিয়া ভাল করে নাই। সেই ঘরের মধ্যে বসে বাজারে পরের চিঠি পড়া, আমি তা বিশেষ জানি। বড়ই দুঃখের বিষয়। . . .

শিব শিব!

এখন আমি নিউইয়র্ক সহরে। এ সহর গরমীকালে ঠিক কল্‌কেতার মত গরম, অজস্র ঘাম বয়ে পড়ছে, হাওয়ার লেশ নাই। দুই মাস উত্তর দিকে গিয়াছিলাম, সেথায় বেশ ঠাণ্ডা। এ পত্রপাঠ জবাব কেয়ার অব্ অক্ষয় সি ঘোষ মূলার, য়ুয়ান্ ডাফ্ হাউস, রিজেণ্ট ষ্ট্রীট, ক্যাম্ব্রিজ, ইংলণ্ডে লিখিবে। এ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ইংলণ্ডে চলিলাম। ইতি

নরেন্দ্র

(১৭৭) ইং

(মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডিকে লিখিত)

১৯ পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা
নিউইয়র্ক
৯ই আগষ্ট, ১৮৯৫

. . . আমার ব্যক্তিগত মতামতের একটু আভাস আপনায় দেওয়া দরকার! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মানব সমাজে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস

মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া থাকে এবং তেমনি এক সাময়িক উচ্ছ্বাস বর্ত্তমানেও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দেখা দিয়াছে। প্রত্যেক উচ্ছ্বাসবেগ আবার বহু ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত বলিয়া বোধ হইলেও মূলতঃ তাহারা যে একই তত্ত্ব বা তত্ত্বসমষ্টি হইতে উদ্ভূত তাহাও তাহাদের পরস্পরের সাদৃশ্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যে ধর্ম্মভাব দিন দিন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবাদ উহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাহারা সকলেই সেই এক অদ্বৈত তত্ত্বের অনুভূতি ও অনুসন্ধানেই সচেষ্ট। জাগতিক, নৈতিক এবং আত্মিক সমস্ত ক্ষেত্রেই এই একটি ভাব দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন মতবাদসমূহ ক্রমেই উদার হইতে উদারতর হইয়া সেই শাশ্বত অদ্বৈততত্ত্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং ধরিয়া লইতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে তাহারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই সেই অদ্বৈত বেদান্তেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র; আর মানব আজ পর্য্যন্ত যত প্রকার একত্ববাদের দর্শন আবিষ্কার করিয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোত্তম। আবার ইহাও সর্ব্বদাই দেখা যায় যে, প্রতিযুগে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে শেষ পর্য্যন্ত একটি মাত্র মতবাদই টিকিয়া যায় এবং অন্য সব তরঙ্গগুলি উঠে শুধু উহারই অঙ্গে মিশিয়া গিয়া উহাকে একটি বিপুল ভাবতরঙ্গে পরিণত করিবার জন্য। তখন সেই প্রবল ভাবস্রোত সমাজের উপর দিয়া অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যায়।

ভারতবর্ষে, আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে অর্থাৎ যাহাদের ইতিবৃত্ত আমি অবগত আছি সেই সব দেশে বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ শত শত মতবাদের সংঘর্ষ চলিতেছে। ভারতবর্ষে দ্বৈতবাদ এখন ক্রমেই হীনবীর্য্য হইতেছে

কেবল অদ্বৈতবাদই সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতাপবান। আমেরিকাতেও বহু মতবাদের ভিতর প্রাধান্যলাভের জন্য সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাদের সবগুলিই অল্পবিস্তর অদ্বৈত ভাবের প্রতিচ্ছবি, আর যে ভাবপরম্পরা যত দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে, সেইগুলি অদ্বৈত বেদান্তের তত বেশী অনুরূপ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। আর আমি স্পষ্টই বুঝিতেছি যে অন্য সবগুলিকে গ্রাস করিয়া লইয়া উহাদের একটি ভবিষ্যতে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইবেই। কিন্তু সেটি কোন্‌টি? ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, যে অংশটি যোগ্যতম তাহাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে। আর নিষ্কলুষ চরিত্রের মত অন্য কোন্ শক্তি মানুষকে যথার্থ যোগ্যতাদানে সমর্থ? অনাগত ভবিষ্যতে অদ্বৈত বেদান্তই যে ভাবুকমাত্রের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আবার সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারাই মাত্র জয়লাভ করিবে যাহারা জীবনে চরিত্রের চরম উৎকর্ষ দেখাইতে পারিবে; পরন্তু সে সম্প্রদায় কোন্ সুদূর ভবিষ্যতে আসিবে তাহা বিবেচ্য নহে।

আমার নিজ জীবনের একটু অভিজ্ঞতা তোমাকে জানাইতেছি। যখন মদীয় আচার্য্যদেব দেহত্যাগ করিলেন, তখন আমরা দ্বাদশ জন অজ্ঞাত অখ্যাত কপর্দ্দকহীন যুবক ছিলাম। আর বহুসংখ্যক শক্তিশালী সঙ্ঘ আমাদিগকে পিষিয়া মারিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হইতে আমরা এক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলাম—কেবল বাক্‌-সর্ব্বস্ব না হইয়া যথার্থ জীবনযাপনের জন্য একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বিরামহীন সাধনার অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট আমরা লাভ করিয়াছিলাম। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাকে জানে এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পায়ে মাথা নত করে। তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ

আজ দাবানলের মত দিকে দিকে ছড়াইয়া পাড়তেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্মতিথি-উৎসবে এক শত ব্যক্তি আমি একত্র করিতে পারি নাই, আর গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার লোক তাঁহার জন্মতিথিতে সমবেত হইয়াছিল।

কেবল সংখ্যাধিক্যেই কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না—অর্থ, ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য কিংবা বাক্‌চাতুরী—ইহাদের কোনটিরই বিশেষ কোন মূল্য নাই। পবিত্রতা, খাঁটি জীবন এবং প্রত্যক্ষানুভূতি-সম্পন্ন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরাই জগতে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি প্রত্যেক দেশে এইরূপ দশ-বারটি মাত্র সিংহবীর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন—যাঁহারা নিজেদের সমুদয় মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যাঁহারা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের সমগ্র চিত্ত ব্রহ্মানুধ্যানে নিমগ্ন, অর্থ যশঃ ও ক্ষমতার স্পৃহামাত্রহীন—তবে এই কয়েক ব্যক্তিই সমগ্র জগৎ তোলপাড় করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইহাই নিগূঢ় রহস্য। যোগপ্রবর্ত্তক পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "মানুষ যখন সমুদয় অলৌকিক যোগবিভূতির লোভ ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহার ধর্ম্মমেঘ নামক সমাধি লাভ হয়।"[১] সে অবস্থায়ই তাঁহার ভগবদ্দর্শন লাভ হয়, তিনি ভগবৎস্বরূপে স্থিত হন, এবং অপরকে তদ্রূপ হইতে সাহায্য করেন। শুধু এই বাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে চাই। জগতে বহু মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ পুস্তকও লিখিত হইয়াছে; কিন্তু হায়, সঙ্কল্পমাত্রও যদি কেহ অনুষ্ঠান করিত!

সমাজ ও সঙ্ঘের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, উহারা আপনা আপনি গড়িয়া উঠিবে। যেখানে হিংসার কোন বিষয় নাই, সেখানে

১ প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।

হিংসা থাকিবে কিরূপে? আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতে চায় এইরূপ অসংখ্য লোক মিলিবে। কিন্তু তাহাতেই কি প্রমাণিত হইবে না যে, সত্য আমাদেরই পক্ষে? আমি নিজ জীবনে যত বাধা পাইয়াছি ততই আমার শক্তির স্ফুরণ হইয়াছে। এক টুকরা রুটির জন্য আমি গৃহ হইতে গৃহান্তরে বিতাড়িত হইয়াছি। আবার রাজা মহারাজাগণ কর্তৃকও আমি বহুভাবে পূজিত এবং বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছি; বিষয়ী লোক এবং পুরোহিতকুল সমভাবে আমার উপর নিন্দাবর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কি যায় আসে? ভগবান তাহাদের কল্যাণ করুন, তাহারাও আমার আত্মার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। বস্তুতঃ ইহারা সকলে আমাকে স্প্রিং বোর্ডের[১] (spring board) ন্যায় সাহায্য করিয়াছে—উহাদের প্রতিঘাতে আমার শক্তি উচ্চ হইতে উচ্চতর বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বাক্‌সর্ব্বস্ব ধর্ম্মপ্রচারক দেখিয়া আমার যে ভয় পাইবার কিছুই নাই, তাহা আমি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি। সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ কখনও অন্যের শত্রুতা করিতে পারেন না। 'বচনবাগীশ'রা বক্তৃতা করিতে থাকুক! তদপেক্ষা ভাল কিছু তাহারা জানে না। নাম যশঃ ও কামিনী-কাঞ্চন লইয়া তাহারা বিভোর হইয়া মাতিয়া থাকুক। আর আমরা যেন ধর্ম্মোপলব্ধি, ব্রহ্মলাভ ও ব্রহ্ম হওয়ার জন্যই দৃঢ়ব্রত হই। আমরা যেন মৃত্যু পর্য্যন্ত এবং জীবনের পর জীবন ব্যাপিয়া সত্যকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকি। অন্যের কথায় আমরা যেন মোটেই কর্ণপাত না করি। সমগ্র জীবনের সাধনার ফলে যদি আমাদের মধ্যে একজনও জগতের

১ স্প্রিং-এর ন্যায় স্থিতিস্থাপক কাষ্ঠবিশেষ, যাহা লাফাইয়া উঠিয়া লম্ফদানকারীকে লম্ফপ্রদানকালে অধিকতর শক্তি দান করে।

কঠিন বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারে, তবেই আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হইল। হরি ওঁ।

আর একটী কথা। ভারতকে আমি সত্য সত্যই ভালবাসি, কিন্তু প্রতিদিন আমার দৃষ্টি খুলিয়া যাইতেছে। আমাদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকা ইত্যাদি আবার কি? ভ্রান্তিবশতঃ যাহাদিগকে লোকে 'মানুষ' বলিয়া অভিহিত করে, আমরা সেই 'নারায়ণেরই' সেবক। যে ব্যক্তি বৃক্ষমূলে জলসেচন করে, সে প্রকারান্তরে সমস্ত বৃক্ষটিতেই জলসেচন করে না কি?

কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই যথার্থ মঙ্গলস্থাপনের একটিমাত্র সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে—সে সূত্র হইতেছে এইটুকু জানা যে, "আমি ও আমার ভাই এক।" সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতির পক্ষেই এ সত্য সমভাবে প্রযোজ্য। আর আমার বিশ্বাস, প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্যই এ সত্য সহজে ধারণা করিতে পারিবে। কারণ এই সূত্রটির প্রণয়নে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকটি অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির উদ্ভবেই প্রাচ্য তাহার সমুদয় ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছে।

এস আমরা নাম, যশঃ এবং প্রভুত্ব-স্পৃহা বিসর্জ্জন দিয়া কর্ম্মে ব্রতী হই। এস আমরা কাম, ক্রোধ এবং লোভের বন্ধন হইতে মুক্ত হই। তাহা হইলে সত্য আমরাই লাভ করিব।

ভগবৎপদাশ্রিত
আপনার বিবেকানন্দ

(১৭৮) ইং

(পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে লিখিত)

নিউইয়র্ক

আগষ্ট, ১৮৯৫

এখানকার কাজ চমৎকার চলিতেছে। এখানে আসার পর হইতেই আমি দৈনিক দুইটি ক্লাসের জন্য অবিরাম খাটিতেছি। আগামীকাল এক সপ্তাহের অবকাশ লইয়া মিঃ লেগেটের সহিত সহরের বাহিরে যাইতেছি। আপনাদের দেশের জনৈকা প্রসিদ্ধ গায়িকা ম্যাদাম্ এ্যাণ্টয়েনেট্ স্টার্লিংকে আপনি জানেন কি? তিনি আমার কাজে সবিশেষ আগ্রহশীলা।

আমি আমার কাজের বৈষয়িক দিকটা সম্পূর্ণভাবে একটি কমিটির হাতে দিয়া ঐসমস্ত ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত হইয়াছি। বৈষয়িক ব্যবস্থাদির ক্ষমতা আমার নাই—তাদৃশ কাজ আমাকে যেন শতধা ভাঙ্গিয়া ফেলে।

'নারদসূত্রের' কি হইল? আমার বিশ্বাস ঐ বইখানি এখানে প্রচুর বিক্রয় হইবে। আমি এখন 'যোগসূত্র' ধরিয়াছি এবং এক একটি সূত্র লইয়া উহার সহিত সকল ভাষ্যকারের মত আলোচনা করিতেছি। এই সমস্তই লিখিয়া রাখিতেছি এবং এই লিখার কাজ শেষ হইলে উহাই ইংরেজীতে পতঞ্জলির পূর্ণতম সটীক অনুবাদ হইবে। অবশ্য গ্রন্থখানি অনেকটা বড় হইয়া পড়িবে।

আমার বোধ হয় ট্রুব্‌নারের দোকানে কূর্ম্মপুরাণের একটি সংস্করণ আছে। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু পুনঃ পুনঃ ঐ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি গ্রন্থখানি নিজে কখনও দেখি নাই। আপনি কি একবার একটু সময় করিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন যে, ঐ গ্রন্থে যোগ

সম্বন্ধে গোটা কয়েক পরিচ্ছেদ আছে কি না? যদি থাকে তবে দয়া করিয়া আমায় একখানি বই পাঠাইয়া দিবেন কি? 'হঠযোগপ্রদীপিকা', 'শিবসংহিতা' এবং যোগের উপর অন্য কোন গ্রন্থ থাকিলে তাহাও একখানি করিয়া চাই। অবশ্য মূল গ্রন্থগুলিই আবশ্যক। পুস্তকগুলি আসিলেই আমি আপনাকে মূল্য পাঠাইয়া দিব। জন্ ডেভিসের সম্পাদিত ঈশ্বরকৃষ্ণের 'সাংখ্যকারিকা'ও একখানি পাঠাইবেন।

এইমাত্র ভারতীয় চিঠিগুলির সহিত আপনার চিঠিও পাইলাম। একমাত্র যে প্রস্তুত আছে, সে অসুস্থ। অপরেরা বলে যে, তাঁহারা মুহূর্ত্তের আহ্বানে চলিয়া আসিতে পারে না। এই পর্য্যন্ত সবই দুরদৃষ্ট মনে হয়। তাহারা না আসিতে পারায় আমি দুঃখিত। কি আর করিব? ভারতে সবই মন্থরগতি! "বদ্ধ আত্মা বা জীবে তাঁহার পূর্ণত্ব অব্যক্ত কিংবা সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে, আর যখনই সেই পূর্ণত্বের বিকাশ সাধিত হয় তখনই জীব মুক্ত হয়"—এই হইল রামানুজের মত। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত কোনটাই প্রকৃত অবস্থা নহে, দৃশ্যতঃ উহারা ঐরূপ প্রতীত হয় মাত্র। উভয় প্রণালীই মায়া পরিদৃশ্যমান অবস্থা মাত্র।

প্রথমতঃ, আত্মা স্বভাবতঃ জ্ঞাতা নহেন। 'সচ্চিদানন্দ' সংজ্ঞায় তাঁহাকে আংশিকভাবেই প্রকাশ করা হয় মাত্র, 'নেতি নেতি', সংজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ যথাযথ বর্ণনা করে। সোপেন্‌হাওয়ার তাঁহার 'ইচ্ছাবাদ' বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাসনা, তৃষ্ণা, বা তণ্হা (পালি) প্রভৃতি শব্দেও ঐ ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও ইহা স্বীকার করি যে বাসনাই সর্ব্ববিধ অভিব্যক্তির মূল কারণ এবং প্রকাশমাত্রই উহার পরিণামবিশেষ। কিন্তু যাহাই 'হেতু' বা 'কারণ'

তাহাই সেই ব্রহ্ম এবং মায়া এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। এমন কি 'জ্ঞান'ও একটি যৌগিক পদার্থ বলিয়া অদ্বৈতবস্তু হইতে একটু স্বতন্ত্র। তবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সর্ব্বপ্রকার বাসনা হইতেই উহা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠতর এবং অদ্বিতীয়ের নিকটতম বস্তু। সেই অদ্বৈত তত্ত্ব প্রথমে জ্ঞান এবং তৎপর ইচ্ছার সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হন।

উদ্ভিদমাত্রেই 'অচেতন' অথবা বড় জোর 'চৈতন্য-বিবর্জ্জিত ক্রিয়াশক্তি মাত্র' বলিয়া যদি আপত্তি উত্থাপিত হয়, তবে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এই অচেতন উদ্ভিদশক্তি ও সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী বুদ্ধিশক্তি—যাহাকে সাংখ্যকার 'মহৎ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—এক চেতন ইচ্ছারই অভিব্যক্তি।

"বস্তুজগতের সব কিছুই সেই 'এষণা' বা 'সঙ্কল্প'রূপ আদি বস্তু হইতে উদ্ভূত"—বৌদ্ধদিগের এই মতবাদ অসম্পূর্ণ; কারণ প্রথমতঃ 'ইচ্ছা' একটি যৌগিক পদার্থ এবং দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান বা চেতনারূপ যে প্রাথমিক যৌগিক পদার্থ, উহা ইচ্ছারও পূর্ব্বে বিরাজ করে। জ্ঞানই ক্রিয়াতে পরিণত হয়। প্রথমে ক্রিয়া তারপর প্রতিক্রিয়া। মন প্রথমে অনুভব করে এবং তৎপর প্রতিক্রিয়ারূপে উহাতে সঙ্কল্পের উদয় হয়। মনেই সঙ্কল্পের স্থিতি, সুতরাং সঙ্কল্প মূল বস্তু বলা ভুল।

ডয়সন্ ডার্‌উইনমতাবলম্বিগণের হাতে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। বস্তুতঃ ক্রমবিকাশবাদকে উচ্চ পদার্থবিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 'ব্যক্ত' এবং 'গুপ্তভাব' যে পরস্পরকে নিত্য অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে—এ তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞানই প্রমাণ করিতে পারে। কাজেই 'বাসনা' বা 'সঙ্কল্পে'র যে অভিব্যক্তি তাহার পূর্ব্বাবস্থায় 'মহৎ' বা 'বিশ্বচেতনা' গুপ্ত অথবা সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে। জ্ঞান ভিন্ন সঙ্কল্প

অসম্ভব। কারণ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান না থাকে তবে আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে কিরূপে?

বিশ্ব-চেতনা বা মহৎ (Universal Consciousness)

এ তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে যেটুকু দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয় তাহা সেই মুহূর্তে অন্তর্হিত হইবে যে মুহূর্তে জ্ঞানের 'চেতন' ও 'অবচেতন' এই দুই অবস্থার কল্পনা করিবে এবং তাহা না হইবার বা কি হেতু আছে? যদি 'সঙ্কল্প' বস্তুটিকেই আমরা ঐরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারি তবে উহার মূল বস্তুকেই বা করা যাইবে না কেন?

(১৭৯) ইং

সহস্র দ্বীপোদ্যান
আগষ্ট, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিঃ ষ্টার্ডির—যাঁর কথা সেদিন আপনাকে লিখেছি—কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম। এখানি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, সমস্ত কেমন আগে থেকে তৈরী হয়ে আস্‌ছে! এখানি ও মিঃ লেগেটের

নিমন্ত্রণপত্র একসঙ্গে দেখলে, আপনার কি ইহাকে দৈব আহ্বান বলে মনে হয় না? আমি ঐরূপ মনে করি। সুতরাং ঐ আহ্বানের অনুসরণ করছি। আগষ্টের শেষাশেষি মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমি প্যারিস্ যাব এবং সেখান থেকে লণ্ডন। . . . হেল পরিবারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে চিকাগো যেতে হবে। সুতরাং গ্রীনএকার-সম্মিলনীতে যোগ দিতে পারলাম না।

আমার গুরুভাইদের ও আমার কাজের জন্য আপনি যতটুকু সাহায্য করতে পারেন, কেবল সেইটুকু সাহায্যই আমি এখন চাই। আমি আমার স্বদেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য কতকটা করেছি। এক্ষণে জগতের জন্য—যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্য—যাহা আমাকে ভাব দিয়েছে, মনুষ্যজাতির জন্য—যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বলতে পারি—কিছু করব। যতই বয়স বাড়ছে, ততই 'মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী' হিন্দুদের এই মতবাদের তাৎপর্য্য বুঝতে পাচ্ছি। মুসলমানগণও তাহাই বলেন। আল্লা দেবদূতগণকে (Angels) আদমকে প্রণাম করতে বলেছিলেন। ইব্‌লিস্ করে নাই, তজ্জন্য সে সয়তান (Satan) হইল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ—ইহাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। আর মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর—কারণ, তাহারা আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করতে পারে না। তথাকথিত উচ্চপ্রাণিগণ অর্থাৎ মৃতগণ অপর একটি দেহধারী মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে; ঐ শরীর সূক্ষ্ম হইলেও বস্তুতঃ তাহাও হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ। তাহারা এই পৃথিবীতে অপর কোন আকাশে বাস করে এবং একেবারে অদৃশ্যও নহে। তাহারাও চিন্তা করে এবং আমাদের ন্যায় তাহাদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য সমস্তই আছে—সুতরাং

তাহারাও মানুষ। দেবগণ, এঞ্জেলগণও তাহাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয় এবং অন্যান্য সকলে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। ম্যাক্সমূলারের শেষ প্রবন্ধটি আপনার কেমন লাগিল? ইতি

বিবেকানন্দ

(১৮০) ইং

আমেরিকা

আগষ্ট, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমি প্যারিসে উপস্থিত হব। সুতরাং কলকাতা ও খেতড়িতে লিখে দিও যে, উপস্থিত যেন সেখান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় না লেখে। তবে আগামী শীতেই আবার নিউইয়র্কে ফিরছি। সুতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকে, তবে নিউইয়র্কে ১৯নং পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, ঠিকানায় পাঠাবে। এ বছর আমি অনেক কাজ করেছি, আস্‌ছে বছর আরও অনেক কিছু করবার আশা রাখি। মিশনরিদের বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিও না। তারা চেঁচাবে, এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত দুই বৎসর মিশনরি ফণ্ডে মস্ত ফাঁক পড়েছে আর সেটা বেড়েই চলেছে। যাই হোক, আমি মিশনরিদের সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর ওপর অনুরাগ থাকবে, আর সত্যের উপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন হে বৎস! কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যে একটাও নষ্ট হয়ে গেলে তা বড় বিপজ্জনক। তুমি বেশ বলছো আমার ভাবগুলি ভারত

অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে অধিক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে। আর প্রকৃতপক্ষে ভারত আমার জন্য যা করেছে, আমি ভারতের জন্য তার চেয়ে বেশী করেছি। এক টুকরো রুটি ও তার সঙ্গে ঝুড়িখানেক গালাগাল—আমি সেখানে এই পেয়েছি। আমি সত্যে বিশ্বাসী; আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভু আমার জন্য দলে দলে কর্ম্মী প্রেরণ করেন। আর তারা ভারতীয় শিষ্যগণের মতও নয়, তারা তাদের গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ করতে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি কর্ত্তব্যে বিশ্বাসী নহি, কর্ত্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিশাপ, উহা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। কর্ত্তব্য ত একটা বাজে কথামাত্র। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে—এই শরীর কোথায় যায় বা না যায়, আমি তা কি গ্রাহ্য করি? তোমরা আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহায্য করে এসেছ—প্রভু তোমাদিগকে তার পুরস্কার দেবেন। আমি ভারত বা আমেরিকা থেকে প্রশংসা কখনও চাইও নি আর ঐরূপ ফাঁকা জিনিস এখনও খুঁজছি না। আমার—ভগবানের সন্তান আমার—একটা সত্য শিক্ষা দেবার আছে। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন, তিনিই পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বীর্য্যবত্তমদের মধ্য হতে আমাকে সহকর্ম্মী সব প্রেরণ করবেন। তোমরা—হিন্দুরা কয়েক বর্ষের ভেতরই দেখবে, প্রভু পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড করেন! তোমরা সেই প্রাচীনকালের য়াহুদী জাতির মত—জাবপাত্রশায়ী কুকুরের মত—তোমরা নিজেরাও খাবে না, অপরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের ধর্ম্মভাব মোটেই নেই—তোমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন রান্নাঘর, তোমাদের শাস্ত্র হচ্ছে ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয়—দলে দলে তোমাদের নিজেদের মত রাশি রাশি অপত্যোৎপাদনে। তোমরা কয়েকটি ছেলে খুব সাহসী, কিন্তু

কখনও কখনও আমার মনে হয়, তোমরাও বিশ্বাস হারাচ্ছ। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে। তোমাদের মধ্যে — সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, সর্ব্বদা তার সঙ্গ করবে। বড় বড় ব্যাপার কখনও সহজে বিনা বাধায় হয়ে থাকে ? সময়, ধৈর্য্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তবে কাজ হয়। আমি তোমাদের এখন অনেক কথা বলতে পারতাম যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে উঠত, কিন্তু আমি তা বলব না। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না। দৃঢ়ভাবে লেগে থাক। প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক—
বিবেকানন্দ

(১৮১) ইং

(মিঃ ই. টি. ষ্টার্ডিকে লিখিত)

মিস্ ম্যালাউড্-এর বাটী
হোটেল হলাঁদ,
রু দ লা প্যায়্ প্যারিস
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

সুহৃদ্‌বর,

আপনার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অনাবশ্যক। কারণ ভাষায় তাহা ব্যক্ত হবার নয়।

মিস্ মুলারের এক প্রীতিপূর্ণ নিমন্ত্রণ উপস্থিত। আর তাঁর বাসস্থানও আপনার বাড়ীর সন্নিকটে। সুতরাং প্রথমে ২।১ দিনের তরে তাঁর ওখানে উঠে, তারপর আপনার বাড়ী গেলে বেশ হবে, মনে করেছি।

আমার শরীর কয়েকদিন যাবৎ বিশেষ অসুস্থ থাকায় পত্র দিতে বিলম্ব হল।

অচিরে মনে প্রাণে আপনার সহিত মিলিত হবার সুযোগের অপেক্ষায় আছি।

প্রেম ও ঈশ্বরপ্রীতি-সূত্রে আপনার সহিত চির আবদ্ধ

বিবেকানন্দ

(১৮২) ইং

প্যারিস

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার ও জি. জি-র পত্র যুক্তরাজ্য, আমেরিকা ঘুরে আমার কাছে পৌঁছুল।

তোমরা যে মিশনরিদের আহাম্মকি বাজে কথাগুলোর ওপর এতটা গুরুত্ব আরোপ কর, তাতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কলকাতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দুখাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের বলো, তারা যেন আমায় একটা রাঁধুনি ও তাকে রাখবার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কড়া কানাকড়ি সাহায্য করবার মুরোদ নেই—এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া—এতে আমার হাসিই আসে।

অপরদিকে, যদি মিশনরিরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগরূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বলো যে, তারা মস্ত মিথ্যাবাদী। মিশনরি হিউমকে পরিষ্কাররূপে লিখে জিজ্ঞাসা করবে, তিনি যেন তোমায় লেখেন তিনি আমার কি কি অসদাচরণ

দেখেছিলেন; অথবা তিনি যাদের কাছে শুনেছেন তাদের নাম যেন তোমায় দেন এবং জানতে চাইবে যে তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কি না। এইরূপ করলেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে, আর তাদের দুষ্টামি ধরা পড়ে যাবে। ডাঃ জেন্‌স ঐ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, কারও কথায় আমি চলব না। আমার জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর আমার জাতিবিশেষের উপর তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি আমি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকলে চলবে না, আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—তোমরা এখন নিজেদের সামলাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা আর বাজে আহাম্মকি বকো না।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি—আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, সব কলকাতা ও মান্দ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত করবার পর তাদের আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চলতে হবে! তোমরা কি লজ্জিত হচ্ছ না? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি? আমি কি তাদের প্রশংসার এতটুকু তোয়াক্কা রাখি, না—তাদের নিন্দার ভয় করি? বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্য্যন্ত এখনও আমায় বুঝতে পারবে না। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও; তা যদি না পার, চুপ করে থাক। কিন্তু তোমাদের আহাম্মকি দিয়ে তোমাদের মনোমত কাজ করবার চেষ্টা করো না। আমার পেছনে আমি এমন একটা শক্তি দেখছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণে বড়। আমার

কারও সাহায্যের দরকার নেই। আমিই ত সারাজীবন অপরকে সাহায্য করে আসছি। আমাকে সাহায্য করেছে, এমন লোক ত আমি এখনও দেখতে পাই নি। বাঙ্গালীরা, তাদের দেশে যত লোক জন্মেছে, তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কটা টাকা তুলতে পারে না, এদিকে তারা ক্রমাগত বাজে বকছে, আর যার জন্যে তারা কিছুই করে নি, বরং যে তাদের জন্য তার যথাসাধ্য করেছে, তারই উপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!! তোমরা কি বলতে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, সেই জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দয়া-লেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ করবার ও মরবার জন্য আমি জন্মেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই নি। আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।

আমি কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমার তথাকার ঠিকানা হবে —ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী, ; হাইভিউ, কেভারস্থাম, রেডিং, ইংলণ্ড।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ

পুঃ—আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার করব মনে করছি। সুতরাং তোমাদের কাগজের জন্য তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার ওপর নির্ভর করলে চলবে না। তোমরা ছাড়াও আমার অনেক জিনিস দেখবার আছে।

বি

(১৮৩)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী
হাই ভিউ, ক্যাভার্স্যাম
রিডিং, ইংল্যাণ্ড
১৮৯৫

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার সঙ্কল্প বড়ই উত্তম। কিন্তু তোমাদের জাতির মধ্যে organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। Organization-এর প্রথম আবশ্যক এই যে, obedience (আজ্ঞাবহতা), যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম, তারপর ঘোড়ার ডিম—তাতে কাজ হয় না—plodding industry and perseverance (স্থির ধীর ভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই। Regular correspondence (নিয়মিত পত্র ব্যবহার) অর্থাৎ কি কায কচ্চ—কি ফল হল, প্রতিমাসে বা মাসে দুইবার রীতিমত লিখিয়া পাঠাইবে। একজন উত্তম ইংরেজী ও সংস্কৃত জানা সন্ন্যাসী এখানে (ইংলণ্ডে) আবশ্যক। আমি এখান হইতে শীঘ্রই পুনরায় আমেরিকা যাইব, আমার অবর্ত্তমানে সে এখানে কার্য্য করিবে। শরৎ ও শশী এই দুইজন ছাড়া আমি ত আর কাকেও দেখছি না। শরৎকে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ চলে আসতে লিখেছি। রাজাজীকে লিখেছি যে, তাঁর বম্বের agent

(এজেণ্ট—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) যেন শরৎকে দেখে শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। আমি লিখতে ভুলে গেছি, তুমি যদি মনে করে পার শরতের সঙ্গে এক বস্তা মুগের ডাল, ছোলার ডাল, অড়র ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দিবে।[১] পণ্ডিত নারায়ণ দাস, মাঃ শঙ্করলাল, ওঝাজী, ডাক্তার ও সকলকে আমার প্রণয় বলিবে। গোপীর চোকের ওষুধ এখানে কি আছে, পেটেণ্ট ওষুধ সব জুয়াচুরি সর্ব্বত্র। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবে ও আর আর সব চেলাগুলোকে। যজ্ঞেশ্বর বাবু মিরাটে একটা কি নি— সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কায কর্ত্তে চান। ভাল তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কালীকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কালী যদি পারে একটা মীরাটে centre (কেন্দ্র) করুক এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দী ভাষাতে হয়, এমন চেষ্টা করুক—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কালী মিরাট গিয়ে আমাকে যথাযথ রিপোর্ট করলে আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। আজমীরে একটা centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। . . . সাহারাণপুরে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী কি একটা সভা করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাঁদের সঙ্গে correspondence (পত্র ব্যবহার) রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলা মেশা etc., work, work (কায, কায)। এই রকম centre (কেন্দ্র) কর্ত্তে থাক— কল্‌কেতায়,—মান্দ্রাজে already (পূর্ব্ব হইতেই) আছে, যদি মিরাটে ও আজমীরে পার ত বড়ই ভাল হয়। ঐ প্রকার ধীরে ধীরে যায়গায় যায়গায় centre (কেন্দ্র) কর্ত্তে থাক। এখানে আমার সকল চিঠি পত্র মিঃ ই. টি ষ্টার্ডির বাটী, হাই ভিউ, ক্যাভারস্হাম, রিডিং, ইংলণ্ড। আমেরিকায় মিস্ ফিলিপ্‌সের বাটী, ১৯ ডবলিউ ৩৮ ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক।

১ স্বামীজী সেই সময়ে একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন।

ক্রমে দুনিয়া ছাপিয়ে ফেলতে হবে। Obedience (আজ্ঞাবহতা) প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে—তবে কাজ হয়। . . . ঐরকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc.

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

(১৮৪) ইং

ই টি. ষ্টার্ডির বাটী
হাই ভিউ, ক্যাভার্স্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিঃ ষ্টার্ডি এবং আমি ইংলণ্ডে সমিতি গঠন করিবার জন্য অন্ততঃ দুই-চার জন দৃঢ়চেতা ও মেধাবী লোক চাই এবং সেইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম হইতে সতর্ক হইতে হইবে—যাহাতে কতকগুলি 'খেয়ালী' লোকের পাল্লায় না পড়ি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমেরিকাতেও আমার উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল। মিঃ ষ্টার্ডি কিছুদিন ভারতবর্ষে আমাদের সহিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের রীতি নীতি মানিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অতীব উদ্যমশীল লোক। এ পর্য্যন্ত উত্তম।

পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম এই তিনটি গুণ আমি একসঙ্গে চাই। যদি এইরূপ ছয় জন লোক এখানে পাই, আমার কাজ চলিতে থাকিবে। এইরূপ দুই-চার জন লোক পাবার সম্ভাবনাও আছে। ইতি—

বিবেকানন্দ

(১৮৫) ইং

(মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখিত)

ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী
হাইভিউ, ক্যাভার্স্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

তোমাকে শীঘ্র চিঠি না দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ক্ষমা চাইছি। লণ্ডনে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছেছি। বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি; তাঁর বাড়ীতে বেশ আছি। চমৎকার পরিবার। স্ত্রীটী তাঁর বাস্তবিকই দেবীতুল্যা, আর তিনি নিজে যথার্থ ভারতপ্রেমিক। সাধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করে, তাঁদেরই মত খেয়ে দেয়ে তিনি ভারতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কাজেই তাঁর এখানে আমি খুব আনন্দে আছি। এর মধ্যেই ভারত থেকে ফেরা, অবসরপ্রাপ্ত কয়েক জন উচ্চপদস্থ সৈনিককে দেখলাম; তারা আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করল। "শ্যামবর্ণ ব্যক্তি মাত্রই নিগ্রো" আমেরিকানদের এই অদ্ভুত ধারণা এখানে মোটেই দেখা যায় না। রাস্তায় কেহ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়েও থাকে না। ভারতের বাহিরে আর কোথাও এরূপ স্বস্থির বোধ করি নি। ইংরেজেরা আমাদের বোঝে আমরাও তাদের বুঝি। এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা বেশ উচ্চ স্তরের; সে কারণে, আর বহুদিন ধরে শিক্ষার ফলে, এতটা পার্থক্য।

টার্টল্‌ডাভেরা ফিরেছেন কি? তাঁদের ও তাঁদের স্বজনের উপর ভগবানের কৃপা সদা বর্ষিত হোক। 'বেবি'গুলি কেমন আছে? আর

ক্রমে দুনিয়া ছাপিয়ে ফেলতে হবে। Obedience (আজ্ঞাবহতা) প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে—তবে কাজ হয়। . . . ঐরকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc.

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ

(১৮৪) ইং

ই টি. ষ্টার্ডির বাটী

হাই ভিউ, ক্যাভার্স্যাম

রিডিং, ইংলণ্ড

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিঃ ষ্টার্ডি এবং আমি ইংলণ্ডে সমিতি গঠন করিবার জন্য অন্ততঃ দুই-চার জন দৃঢ়চেতা ও মেধাবী লোক চাই এবং সেইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম হইতে সতর্ক হইতে হইবে—যাহাতে কতকগুলি 'খেয়ালী' লোকের পাল্লায় না পড়ি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমেরিকাতেও আমার উদ্দেশ্য এইরূপ ছিল। মিঃ ষ্টার্ডি কিছুদিন ভারতবর্ষে আমাদের সহিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের রীতি নীতি মানিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অতীব উদ্যমশীল লোক। এ পর্যন্ত উত্তম।

পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম এই তিনটি গুণ আমি একসঙ্গে চাই। যদি এইরূপ ছয় জন লোক এখানে পাই, আমার কাজ চলিতে থাকিবে। এইরূপ দুই-চার জন লোক পাবার সম্ভাবনাও আছে। ইতি—

বিবেকানন্দ

(১৮৫) ইং

(মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্লাউড্কে লিখিত)

ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী
হাইভিউ, ক্যাভার্স্যাম
রিডিং, ইংলণ্ড
সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

তোমাকে শীঘ্র চিঠি না দেওয়ার জন্য অনেক অনেক ক্ষমা চাইছি। লণ্ডনে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছেছি। বন্ধুর সন্ধান পেয়েছি; তাঁর বাড়ীতে বেশ আছি। চমৎকার পরিবার। স্ত্রীটী তাঁর বাস্তবিকই দেবীতুল্যা, আর তিনি নিজে যথার্থ ভারতপ্রেমিক। সাধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করে, তাঁদেরই মত খেয়ে দেয়ে তিনি ভারতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। কাজেই তাঁর এখানে আমি খুব আনন্দে আছি। এর মধ্যেই ভারত থেকে ফেরা, অবসরপ্রাপ্ত কয়েক জন উচ্চপদস্থ সৈনিককে দেখলাম; তারা আমার সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করল। "শ্যামবর্ণ ব্যক্তি মাত্রই নিগ্রো" আমেরিকানদের এই অদ্ভুত ধারণা এখানে মোটেই দেখা যায় না। রাস্তায় কেহ আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়েও থাকে না। ভারতের বাহিরে আর কোথাও এরূপ সুস্থির বোধ করি নি। ইংরেজেরা আমাদের বোঝে আমরাও তাদের বুঝি। এদেশের শিক্ষা, সভ্যতা বেশ উচ্চ স্তরের; সে কারণে, আর বহুদিন ধরে শিক্ষার ফলে, এতটা পার্থক্য।

টার্টল্ডাভেরা ফিরেছেন কি? তাঁদের ও তাঁদের স্বজনের উপর ভগবানের কৃপা সদা বর্ষিত হোক। 'বেবি'গুলি কেমন আছে? আর

এলবার্টা ও হলিষ্টার? তাদের আমার অনেক অনেক ভালবাসা জানাবে ও তুমি নিজে জানবে।

বন্ধুটি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। সুতরাং শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যদের ভাষ্যপাঠে আমরা সর্ব্বদা নিযুক্ত আছি। এখানে এখন কেবল ধর্ম্ম ও দর্শন চলেছে। জো জো! অক্টোবর মাসে লণ্ডনে ক্লাস নেবার চেষ্টায় আছি।

চির প্রীতি স্নেহ শুভেচ্ছা সহ
বিবেকানন্দ

(১৮৬) ইং

রিডিং
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিঃ ষ্টার্ডিকে সংস্কৃত শিখতে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্য্যন্ত আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজই করি নাই। আমি আমেরিকায় চলে গেলে যাতে তাঁকে সাহায্য করতে পারে এইজন্য তিনি ভারতবর্ষ থেকে আমার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীকে আনবার জন্য আমায় বলেছেন। আমি একজনের জন্য ভারতবর্ষে লিখেছি। এ পর্য্যন্ত সব ভাল ভাবেই চলছে। এখন পরবর্ত্তী ঢেউয়ের জন্য অপেক্ষা করছি। "পেলেও ছেড়ো না, পাবার জন্য ব্যস্তও হয়ো না—ভগবান স্বেচ্ছায় যা পাঠান, তার জন্য অপেক্ষা কর"—ইহাই আমার মূলমন্ত্র। আমি খুব কম চিঠি লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৮৭) ইং

(নিবেদিতাকে লিখিত)

রিডিং, ইংলণ্ড

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয়—,

. . . জীবনটা কতকগুলো যুদ্ধ ও ভুলভাঙ্গার সমষ্টিমাত্র। . . . জীবনের রহস্য হচ্ছে—নানারূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ—ভোগ করা নহে। কিন্তু হায়, যে মুহূর্ত্তে আমরা যথার্থ শিক্ষালাভ করতে আরম্ভ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ওপারে ডাক পড়ে। অনেকের মতে, আমাদের মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের পক্ষে এ একটা প্রবল যুক্তি। . . . সব স্থলেই কাজের ওপর একটা ঝড় বয়ে যাওয়া খুব ভাল। তাতে হাওয়াটাকে পরিষ্কার করে দেয় এবং আমাদিগকে সব জিনিসের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ অন্তর্দ্দৃষ্টি দিয়ে থাকে। কাজ নূতন করে আরম্ভ হয়, এবং তখন বজ্রদৃঢ় ভিত্তির ওপর উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। . . .

আমার শুভেচ্ছাদি জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৮৮) ইং

(নিবেদিতাকে লিখিত)

রিডিং, ইংলণ্ড

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয়—,

. . . পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। . . . আমার ভালবাসা জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৮৯)

(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী
হাইভিউ, ক্যাভারস্থাম, রিডিং
৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

তুমি অবগত আছ যে, আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। প্রায় এক মাস যাবৎ এস্থানে থাকিয়া পুনঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীষ্মকালে পুনঃ ইংলণ্ডে আসিব। এক্ষণে ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে শরৎকে আসিবার টাকা পাঠাইয়াছি ও পত্র লিখিয়াছি। শরৎ বা শশী দুই জনের একজন যাহাতে আইসে তাহা করিবে। শশীর রোগ যদি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইবে। চর্ম্মরোগ শীতপ্রধান দেশে বড় প্রবল হইতে পারে না—উহা এই দারুণ শীতে একদম সারিয়া যাইতে পারে। নতুবা শরৎকে। . . . — এক্ষণে আসা অসম্ভব। অর্থাৎ Sturdy (ষ্টার্ডি) সাহেবের টাকা, সে যেপ্রকার লোক চায়, সেইপ্রকার আনাইতে হইবে। উক্ত মিঃ Sturdy (ষ্টার্ডি) আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন। থিয়োসফির হাঙ্গামায় পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বড়ই আপশোস।

প্রথমতঃ এরূপ লোক চাই, যাহার ইংরাজী এবং সংস্কৃতে বিশেষ বোধ। — শীঘ্র ইংরাজী শিখিতে পারিবেন এস্থানে আসিলে, সত্য বটে, কিন্তু এদেশে শিখিতে লোক এখনও আনিতে পারি না, যাহারা শিখাইতে

পারিবে, তাহাদের প্রথম চাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহারা সম্পদে বিপদে আমায় ত্যাগ করিবে না, তাহাদের আমি বিশ্বাস করি। ... অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, তারপর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যার ইচ্ছা গোলমাল কর, ভয় নাই। ... দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্ম্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, কিছুমাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি"। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বল বলবে, কিন্তু ঐটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম, এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।

পেটের কথা খুলে বললুম দাদা, রাগ করো না। আমি তোমাদের গোলাম, যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম—একচুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। ... সমাজ ফমাজ যত দেখছ দেশে বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (ইহারা পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও)। আজ বা কাল ও-সব তোমাদের অঙ্গে মিশিয়ে যাবে যে। হায় রে অল্প বিশ্বাস! তাঁর

কৃপায় "ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে।" (ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ হইয়া যায়।) নিমকহারাম হয়ো না, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ সুকাজ যজ্জুহোসি যত্তপস্যসি যদশ্নাসি &c. (ইত্যাদি) সব তাঁর পায়ে সঁপে দেও। আমাদের আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়াছেন, আবার কি চাই? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা—আবার চাই কি? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে মানুষ করলেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিনরাত দেখলে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি !!! তোর বুদ্ধ, কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই ত নয়, . . . অমন ঠাকুরের দয়া ভোল ! বুদ্ধ, কেষ্ট, যীশু জন্মেছিলেন কি না, তার কোনই প্রমাণ নাই আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়! ধিক্ তোদের জীবনে !! আর আমি কি বলিব? দেশে বিদেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা করছে আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে !!! তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী করে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলা পেয়েছিস। আমি কি করিব, আমাকে কাজেই গোঁড়া হতে হচ্ছে। আমি যে তাঁর জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখতে পাই না। সকল যায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি। কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি যে রক্ষে কচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে? না, তিনি রক্ষা কচ্ছেন? তাঁর জন ছাড়া যে আমি কাউকেই একটা টাকা, একটা মেয়ে মানুষের কাছে বিশ্বাস করি নে। যার তাঁকে বিশ্বাস নাই আর মাঠাকুরাণীতে

ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙ্গালা বললুম, মনে রেখ।

. . . হরমোহন দুরবস্থা জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই স্থান ছাড়া হতে হবে বলছেন। লেক্‌চার চেয়েছেন—লেক্‌চার ফেক্‌চার এখনও কিছু নাই, তবে কিছু টাকা এখনও গাঁটে আছে—তাকে পাঠিয়ে দেব, ভয় নাই। পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে যে, আমার টাকা মারা গেছে—সে জন্যই পাঠাই নাই। দ্বিতীয়তঃ কোন্ ঠিকানায় পাঠাব, তা ত জানি না। মাদ্রাজীরা দেখছি, কাগজ বার কর্ত্তে পারলে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজাতির যে একেবারেই নাই। যে সময়ে যে কায প্রতিশ্রুত হও, ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়। টাকাকড়ির কথা পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়। . . . মাষ্টার মহাশয় যদি রাজি হন, তা হলে তাঁকে কলিকাতার এজেণ্ট হতে বলবে, কারণ তাঁর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তিনি এই সকল বিষয় অনেক বুঝেন, ছেলেমানুষি হুড়দঙ্গুলের কায নয়। একটা Centre (কেন্দ্র)—ঠিকানা তাঁকে কর্ত্তে বলবে, যে ঠিকানা—ঘড়ি ঘড়ি বদ্‌লাবে না ও যে ঠিকানায় আমি কলকেতার সমস্ত চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেব। . . . কিমধিকমিতি

নরেন্দ্র

(১৯০) ইং

(মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখিত)

হাইভিউ, ক্যাভারস্থাম্
রিডিং, ইংলণ্ড
অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

তোমার পত্র পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। মনে হয়েছিল, বুঝি বা আমায় ভুলে গেলে। লণ্ডনে ও লণ্ডনের কাছেপিঠে কয়েকটা বক্তৃতা দেব; ২২ তারিখে সাড়ে আটটার সময় প্রিন্‌সেস্ হলে দেব সাধারণের জন্য একটা।

এখানে চলে এসে একটা ক্লাস গড়ে ফেল না। বলতে গেলে এখানে এখনও কিছুই করে উঠতে পারি নি। কাজ ঠিক মত চালু করতে বেশ সময় লাগে। আমেরিকায় নিউইয়র্কে সামান্য যা হয়েছে তাতেই আমার দুই বৎসর লেগে গেল।

সকলের প্রতি ভালবাসা জানাচ্ছি।

তোমাদের বিবেকানন্দ

(১৯১) ইং

রিডিং
৬ই অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় মিসেস্ বুল,

. . . আমি মিঃ ষ্টার্ডির সহিত ভক্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ করিতেছি, প্রচুর টীকা সমেত উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই মাসে আমাকে লণ্ডনে দুইটি এবং মেডেনহেডে একটি বক্তৃতা দিতে হইবে।

ইহাতে কতকগুলি ক্লাস খুলিবার ও পারিবারিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইবার সুবিধা হইবে। আমরা কতকগুলি হৈ চৈ না করে চুপচাপ করে কাজ করিতে চাই। . . . আমার শুভেচ্ছাদি জানিবেন।

আপনার

বিবেকানন্দ

(১৯২) ইং

(মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখিত)

হাইভিউ, ক্যাভারস্থাম্

রিডিং, ইংলণ্ড

২০ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

এই পত্রে লেগেট্‌দিগকে লণ্ডনে স্বাগত জানাচ্ছি। এক হিসাবে এদেশ আমার মাতৃভূমি, সুতরাং পূর্ব্বেই তোমাদিগকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। পরে আগামী মঙ্গলবার ২২ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় প্রিন্সেস্ হলে আমি তোমাদের সম্বর্দ্ধনা গ্রহণ করব।

মঙ্গলবার পর্য্যন্ত আমি এত ব্যস্ত থাকব যে, এর মধ্যে কোনক্রমেই তোমার সহিত দেখা করে উঠতে পারব না। তারপর যে-কোনও দিন দেখা করব। চাই কি মঙ্গলবার দিনও গিয়ে পড়তে পারি।

চির ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ জানবে।

তোমাদের

বিবেকানন্দ

(১৯৩) ইং

ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী
হাইভিউ, ক্যাভারস্থাম্‌,
রিডিং, লণ্ডন
২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিনের' দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চল। কাগজের কভারটা একটু ভাল করবার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার করবার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও। মিঃ ষ্টার্ডি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখবেন। আমি তোমাকে কয়েকখানা কাগজও পাঠাচ্ছি—তার মধ্যে দুখানা যথাক্রমে ধর্ম্মমহাসভা ও মিশনরিগণ সম্বন্ধে। কাগজখানা ইংলিশ চার্চ্চের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপাত্র—আমার অনুমান, সম্পাদকপত্নী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন—কারণ, তাঁর বৈঠকখানায় আমি শীঘ্র বক্তৃতা দেব। সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস—তিনি ইংলিশ চার্চ্চের একজন বিখ্যাত পুরোহিত।

ইতিমধ্যেই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে আর 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজের মন্তব্য পড়লেই বুঝতে পারবে, লোকে তা কেমন ভালভাবে নিয়েছে। 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড' রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম। আগামী মঙ্গলবার থেকে আমি লণ্ডনে গিয়ে তথায় ৮০ ওক্‌লি ষ্ট্রীট, চেল্‌সী, লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম, ঠিকানায় একমাস থাকব। তারপর আমি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীষ্মে

এখানে আসব। এ পর্য্যন্ত দেখছ, ইংলণ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে মিঃ ষ্টার্ডি আমার এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা যিনি শীঘ্রই এখানে আসছেন, তাঁর সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চালাবেন। সাহস অবলম্বন কর ও কাজ করে যাও। ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত কাজ করে যাওয়া—ইহাই একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে তোমাদের যে টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিরাপদে পৌঁছেছে। উহার প্রাপ্তিস্বীকার আমেরিকায় করবে, কারণ এই পত্র তোমাদের নিকট পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমি আমেরিকায় ফিরব। তোমাদের অবশ্য আমার ১৯নং পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক, আমেরিকা—এই ঠিকানাটা স্মরণ আছে। তোমরা অবশ্য ক্যাভারস্থাম্ ইত্যাদি ঠিকানায় মিঃ ষ্টার্ডিকে পত্র লিখবে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহার করবে। মান্দ্রাজের সঙ্গে পত্রব্যবহারের প্রতিনিধি হবে তুমি, কলকাতায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আমেরিকার মিস্ মেরি ফিলিপ্স্, ১৯নং পশ্চিম, ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক—এইরূপ চলতে থাকুক। এখন কাগজটার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। এটা যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়, তার চেষ্টা কর। মিঃ ষ্টার্ডি সময়ে সময়ে উহাতে লিখবেন—আমিও লিখব। এখন আমি আর টাকা পাঠাতে পারব না—ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না, সুতরাং আমাকে এখানে সব টাকা খরচ করতে হয়েছিল, এক পয়সাও লাভ হয় নি। ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যারা সাময়িক পত্র প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ করবে। কাজ করে চল—ধৈর্য্য, পবিত্রতা, সাহস ও দৃঢ়তার সহিত কাজ করে যাওয়া—এই কটি বিষয় মনে রেখো। আমার সঙ্গে লণ্ডনে কে. মেননের কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এখন কাগজখানাকে দাঁড় করাবার জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর। যতদিন

পর্য্যন্ত তুমি অকপট ও পবিত্র থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত কখনও অকৃতকার্য্য হবে না—মা তোমায় ত্যাগ করবেন না, তোমার ওপর তাঁর সর্ব্বপ্রকার শুভাশীষ বর্ষিত হবে। ইতি

তোমার
বিবেকানন্দ

(১৯৪)

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত)

ই. টি. ষ্টার্ডির বাটী
হাইভিউ, ক্যাভারস্থাম্
রিডিং, ইংলণ্ড
১৮৯৫

প্রিয় শশী,

তোমার চিঠি, চুনীবাবুর চিঠি, সাণ্ডেলের চিঠি পূর্ব্বে পাইয়াছি। রাখালের চিঠি আজ পাইলাম। রাখাল gravel-এ (পাথরীতে) ভুগিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, বদহজমের কারণ হইয়া থাকিবে। . . . মঠের business (কাজকর্ম্ম) মাষ্টার মহাশয় যদি রাজী হন, তাঁকে দিয়ে করাবে, অথবা হুটকোকে দিয়ে। সাণ্ডেলকে তার সংসার দেখতে বলবে, মঠের কাজে টাজে বৃথা সময় সে ব্যয় না করে। হুটকোর দেনা শোধ হয়ে গেছে। এখন মাথা মুড়িয়ে নিতে বলবে। সংসারি-বুদ্ধি মলেও যায় না। তাকে দু-চার টাকা মাসে মাসে দিবে। সে মঠে এসে কাজ করুক। সংসার করতে করতে অনেক দুর্ব্বুদ্ধি আসে। যদি মাথা মুড়ুতে না চায়, সরে পড়তে বলবে। আমি আধা জলে-স্থলে লোক চাই না। হরমোহনকে

বলবে, লেকচার ফেকচার এখন আমার কিছুই নাই। সুরেশ দত্তের এক 'নারদসূত্র' তোমরা পাঠিয়েছিলে। কেন, দুনিয়ায় কি আর নারদসংহিতা ছাপা ছিল না? তাঁর বই ছাপান খালি লোক ঠকাবার জন্য। বই ত নয়, এক এক সূত্রে ১৭টা ভুল—মানে মাথা মুণ্ড কিছুই হয় না। তিনি কি আকাশ থেকে তর্জ্জমা করেন নাকি? হরমোহন কি-একটা Lord রামকৃষ্ণ পরমহংস করেছে। Lordটা আবার কি—English Lord না Duke? রাখালকে বলবে, লোকে যা হয় বলুক গে। লোক না পোক। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitism-এর (কপটতার) দিক মাড়াবে না। Orthodox (আনুষ্ঠানিক) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে, বা আচারী হিন্দু কোন্ কালে? I do not pose as one.[১] বাঙ্গালীরাই আমাকে মানুষ করলে, টাকাকড়ি দিয়ে পাঠালে, এখনও আমাকে এখানে পরিপোষণ করছে—অহ হ!!! তাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে হবে—না? বাঙ্গালীরা কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বার বছরের মেয়ের ছেলে হয়। যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! বাঙ্গলা দেশে বুঝি যাব আর মনে করেছ। ওরা ভারতবর্ষের নাম খারাপ করেছে। . . . মঠ করতে হয় পশ্চিমে রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে even (এমন কি) বোম্বায়। বাঙ্গালী! . . . লণ্ডনে কতকগুলো কাফ্রির মত, আবার টুপি টাপা মাথায় দিয়ে ঘুরতে দেখতে পাই। কাল হাতে খানা ছুঁলে ইংরাজরা খায় না—এই আদর। ঝি চাকরের দলে ইয়ারকি দিয়ে দেশে গিয়ে বড়লোক হয়!! রাম! রাম! আহার গেঁড়ি গুগলী,

১ আমি এরূপ একজন লোক বলিয়া ত নিজেকে জাহির করি না।

পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলাপাতা এবং ছেলের গু-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস, ভগবানের মুখ দেখ্‌। শরৎ ভাষ্যমাষ্যগুলো Dictionary (অভিধান) দেখে একরকম এদের পড়িয়ে দিতে পারবে ত, গীতা উপনিষদ?—না শুধুই বৈরাগ্যি? শুধু বৈরাগ্যির কি আর কাল আছে? নিধে পেলা সকলেই কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই! শরৎ বোধ হয় এতদিনে রওনা হয়েছে। একখানা পঞ্চদশী, একখানা গীতা (যতগুলো পার ভাষ্য সহিত), একখানা কাশীর ছাপা নারদ ও শাণ্ডিল্য-সূত্র (সুরেশ দত্তর ছাপা এক ছত্রে আঠারটা ভুল, মানে হয় না), পঞ্চদশীর যদি তরজমা (ভাল, হাবাতে নয়) থাকে ও শাঙ্কর ভাষ্যের কালীবর বেদান্তবাগীশের তরজমা ও পাণিনিসূত্রের বা কাশিকাবৃত্তি বা ফণিভাষ্যের যদি কোনও বাঙ্গালা বা ইংরাজী (এলাহাবাদের শ্রীশ বসুর) তরজমা থাকে ত পাঠাবে। (—গুলোকে টাকাকড়ির কাজে একদম বিশ্বাস করবে না; অত কাঞ্চন ত্যাগ করতে হবে না। নিজেরা কড়ি-পাতির খরচ-আদায় সমস্ত করবে। মধ্যে, যা বলি করে যা, ওস্তাদি চালাস না আর আমার ওপর)। এখন তোদের বাঙ্গালীদের বল দিকি আমাকে একখানা বাচস্পত্য অভিধান পাঠিয়ে দিতে—দেখি বচন-বাগীশের দল! ইংরেজের দেশে ধর্ম্মকর্ম্মের কাজ বড়ই ধীরে ধীরে। এরা হয় গোঁড়া, না হয় নাস্তিক। গোঁড়াগুলো আবার অমনি নমো নমো ধর্ম্ম করে, 'Patriotism (স্বদেশসেবা) আমাদের ধর্ম্ম,' এই মাত্র।

বই আমেরিকায় পাঠাবে। C/o Miss Mary Philips, 19 W.,

228 W. 38th Street, New York, U. S., America. আমার ঐ হল আমেরিকার address (ঠিকানা)। নভেম্বর মাসের শেষাশেষি আমেরিকায় যাব, অতএব বই পত্র ঐখানে পাঠাবে। শরৎ যদি পত্রপাঠ ছেড়ে থাকে তাহলেই আমার সঙ্গে দেখা হবে, নতুবা নয়। Business is business[১]—ছেলে খেলা নয়। Sturdy (ষ্টার্ডি) সাহেব তাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখবে ইত্যাদি। আমি এবার ইংলণ্ডে খালি একটু খবর নিতে এসেছি ; আসছে গরমীকালে কিছু বেশী রকম হুজুগ করবার চেষ্টা করা যাবে। তারপর next winter India (আসছে শীতে ভারতে) তোমার উপর আমার এখনও বিশ্বাস আছে। খেতড়ির রাজা যা কিছু খবর চান, তুমি নিজে লিখবে, অন্য কাউকেই জানতে পর্য্যন্ত দেবে না। যে সকল লোক আমাদের সহিত interested (সহানুভূতিসম্পন্ন) তাদের regularly (নিয়মিতভাবে) চিঠিপত্র লিখবে। Interest (ঔৎসুক্য) জাগিয়ে রাখবে। বাঙ্গালাদেশময় জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) করবার চেষ্টা কর। তোমরা ত কোনও কিছু এ পর্য্যন্ত করে উঠতে পারলে না দেখছি ; খালি বচন ঝাড়ছ ! তোমারই যেন শরীর খারাপ, বাকীগুলো করছে কি ? খালি আমরা লর্ড রামকৃষ্ণের শিষ্য ! বলি, ও লর্ড রামকৃষ্ণ ব্যাপারটা কি হে ? হরমোহনটা ত আধপাগলা বই নয়—ও একটা কি লর্ড রামকৃষ্ণ লেখে বল ত ? লর্ড, ডিউক আবার কি হে ? ক্ষেপাগুলোর জ্বালায় অস্থির ! এখন এই পর্য্যন্ত। পরের চিঠিতে হাল চাল লিখব। Sturdy (ষ্টার্ডি) সাহেবটি বড়ই ভাল, ভাড়ি গোঁড়া বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু আধটু বোঝে। বহুৎ পরিশ্রম করলে তবে একটু আধটু কাজ হয় এ সব দেশে—বড়ই শক্ত কাজ, আর শীতে বাদলে।

১ কাজকর্ম্ম তৎপরতার সাহত করিতে হয়

তার ওপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। ইংরাজেরা লেক্‌চার ফেক্‌চার শুনতে একটি পয়সাও দেয় না। যদি শুনতে আসে ত তোমার ভাগ্যি, যেমন আমাদের দেশে। তার ওপর এদেশে সাধারণে আমায় জানেও না এখন। তার ওপর ভগবান টগবান বললে ওরা পালিয়ে যায়, বলে, ঐ রে পাদ্রি বুঝি! তুমি বসে বসে একটা কাজ কর—ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে, সামান্য পুরাণ তন্ত্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ, নরক, আত্মা, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয়, মুক্তি, সংসার (পুনর্জ্জন্ম) সম্বন্ধে কি কি বলে, একত্র করতে থাক। ছেলেখেলা করলে কি হয়? Real scholarly work (রীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই) চাই। Material (উপাদান) জোগাড় হচ্ছে আসল কাজ। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি

নরেন্দ্র

(১৯৫) ইং

(মিঃ ই. টি ষ্টার্ডিকে লিখিত)

৮০ ওকলি ষ্ট্রীট, চেলসিয়া
৩১শে অক্টোবর, ১৮৯৫
বৈকাল ৫টা

প্রিয় বন্ধু,

এইমাত্র দুইজন যুবক ভদ্রলোক, মিঃ সিলভারলক্ এবং তাঁহার বন্ধু চলে গেলেন। মিস্ মূলার ত আজ বিকালে এসেছিলেন এবং এঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গে চলে যান।

এঁদের একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যটি শস্যের ব্যবসা করেন। দর্শন ও বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ এঁরা পড়েছেন এবং উভয়ে শাস্ত্রের আধুনিকতম

সিদ্ধান্তগুলির সহিত হিন্দুদিগের প্রাচীন চিন্তাধারার অপূর্ব্ব মিল দেখে বিস্মিত হয়েছেন। উভয়েই চমৎকার লোক—বেশ বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। একজন গির্জ্জার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছেন আর একজনও করবেন কিনা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ হবার পর দুটি জিনিস আমার মনে জাগছে। প্রথমতঃ, ঐ বইখানি আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এর ভেতর দিয়ে আমরা এমন একদল লোকের সংস্পর্শে আসতে পারব যাঁরা দার্শনিক ভিত্তিতে ধর্ম্মকে গ্রহণ করেন এবং অলৌকিকতা একদম পছন্দ করেন না। দ্বিতীয়তঃ, এঁরা উভয়েই আমার ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা জানতে চান। এতে আমার চোখ খুলেছে। জগতের সাধারণ লোক চায় কোন প্রকার অবলম্বন। বস্তুতঃ সাধারণ ভাবে বলতে গেলে অনুষ্ঠানের মধ্যে যখন দর্শন রূপ পরিগ্রহ করে তখন তাকেই ধর্ম্ম বলা হয়। তাই ধর্ম্মমন্দির ও কিছু ক্রিয়াকলাপ থাকা নিতান্তই আবশ্যক অর্থাৎ আমাদিগকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কিছু ক্রিয়া-কলাপ ঠিক করে ফেলতে হবে। যদি আপনি শনিবার সকালে বা তৎপূর্ব্বে আসতে পারেন, তবে আমরা 'এসিয়াটিক সোসাইটিতে' যাব, কিংবা আপনিই আমার জন্য 'হেমাদ্রিকোষ' নামক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করতে পারেন; ঐ পুস্তকে আমরা যা চাই তা পাব। উপনিষদ্‌গুলিও নিয়ে আসবেন। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুকালের মধ্যে আমরা একটা কিছু অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করে ধরতে পারব; অসম্বদ্ধ দার্শনিক মতবাদ মানবজীবনের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

আমরা যদি আমাদের ক্লাসগুলি শেষ হবার পূর্ব্বেই পুস্তকটি শেষ করে ফেলতে পারি এবং দু-একটা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে উহা সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করতে পারি, তবে পুস্তকখানি চালু হয়ে যাবে।

এরা চায় সঙ্ঘবদ্ধ হতে আর চায় ক্রিয়াকলাপ। আর ঠিক এটিই একটি কারণ যার জন্য —রা পাশ্চাত্য জনসাধারণের উপর কোনদিনই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

নৈতিক সমিতির প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় তারা আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছে এবং তাদের একখানা ফরমও পাঠিয়েছে। তাদের ইচ্ছা যে আমি একখানা বই সঙ্গে নিয়ে যাই এবং তা থেকে দশ মিনিট পাঠ করি। আপনি দয়া করে গীতার অনুবাদ এবং বৌদ্ধ জাতকের অনুবাদটি নিয়ে আসবেন কি? আপনার সঙ্গে দেখা না করে আমি এ বিষয়ে কিছুই করব না। আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি

বিবেকানন্দ

(১৯৬) ইং

(মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাক্‌লাউড্‌কে লিখিত)

৮০ ওক্‌লি ষ্ট্রীট, চেল্‌সিয়া

৩১ অক্টোবর, ১৮৯৫

প্রিয় জো জো,

শুক্রবার দিন সানন্দে তোমার ওখানে মধ্যাহ্নভোজন ও এলবেমার্লে মিষ্টার কয়েটের সহিত আলাপ করব।

মিসেস্ ও মিস্ নেটার নামে দুইজন আমেরিকান মহিলা—মাতা ও কন্যা—গত রাত্রের ক্লাসে যোগদান করেন। তাঁরা যথার্থ অনুরক্ত বলে মনে হয়। মিস্ চেমিয়ার্সের ওখানে যে ক্লাস হতো তা শেষ হল। আগামী শনিবার রাত্র থেকে আমার বাসাতেই হবে। আমার ক্লাসের জন্য দুই একখানা চলনসই বড় ঘর পাব, আশা করি। মন্‌কিওর কন্‌ওয়ের নৈতিক

সমিতির (Moncure Conway's Ethical Society) নিমন্ত্রণে ১০ তারিখে তাদের ওখানে বক্তৃতা দেবো। আগামী মঙ্গলবার ব্যাল্‌বোয়া সমিতিতে (Balboa Society) বক্তৃতা। প্রভু সাহায্য করবেন। শনিবার তোমার সঙ্গে বেরুতে পারব কিনা ঠিক নাই। তবুও সহরের বাহিরে তোমার খুবই ভাল লাগবে, তাছাড়া মিষ্টার ও মিসেস্ ষ্টাডি অতি চমৎকার লোক।

ভালবাসা, আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

বিবেকানন্দ

পুনশ্চ— আমার জন্য কিছু নিরামিষ তরকারির ব্যবস্থা রেখো। ভাতের তেমন পক্ষপাতী নই, রুটী হলেও বেশ চলবে। আজকাল যা নিরামিষাশী হয়েছি বলবার নয়।

পরিচয়

অক্ষয়—অক্ষয়কুমার ঘোষ নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবক; ইনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন।

অখণ্ডানন্দ, স্বামী (গঙ্গাধর; গঙ্গা)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৃতীয় অধ্যক্ষ (১৯৩৪-৩৭)।

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী—পণ্ডিত সন্ন্যাসী; পূর্ব্বনাম গুণনিধি ভট্টাচার্য্য, স্বামীজী সৌজন্যবশতঃ ইঁহাকে 'গুরুভাই' বলিয়াছেন।

অতুল বাবু—অতুলচন্দ্র ঘোষ; নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

অদ্বৈতানন্দ, স্বামী (বুড়ো গোপাল)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

অদ্ভুতানন্দ, স্বামী (লাটু)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

অভেদানন্দ, স্বামী (কালী)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

আলাসিঙ্গা—আলাসিঙ্গা পেরুমল; স্বামীজীর মান্দ্রাজবাসী অনুগত শিষ্য। স্বামীজীর যে-সকল মান্দ্রাজী উৎসাহী যুবক শিষ্য তাঁহার আমেরিকা যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহের নিমিত্ত চাঁদা তুলিয়া দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

ইঙ্গারসোল—রবার্ট ইঙ্গারসোল; আমেরিকাবাসী বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী লেখক ও বক্তা।

ইন্দুমতি মিত্র—শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রের স্ত্রী; স্বামীজীর শিষ্যা।

ইন্দু—বলরাম বসুর দৌহিত্রী।

ওলি বুল, মিসেস্—নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদকের স্ত্রী ; স্বামীজী শিষ্যা। স্বামীজী কখনও কখনও তাঁহাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধ করিয়াছেন। বেলুড় মঠ স্থাপনোদ্দেশ্যে তিনি স্বামীজীকে অং সাহায্য করিয়াছিলেন।

কালীচরণ বাঁড়ুয্যে, রেভারেণ্ড—এই দেশীয় প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্মাবলম্বী ধর্মযাজক; এক সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

কালী—স্বামী অভেদানন্দ দ্রষ্টব্য।

কালীকৃষ্ণ বাবু—কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ; কলিকাতা, পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার।

কিডি—সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র ; মান্দ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক ; স্বামীজীর শিষ্য। স্বামীজী তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন এবং 'কিডি' বলিয়া ডাকিতেন।

কৃষ্ণময়ী—শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর কনিষ্ঠা কন্যা।

কৃপানন্দ, স্বামী— সান্ন্যাল দ্রষ্টব্য।

কৃপানন্দ, স্বামী— ল্যাণ্ডসবার্গ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গাধর (গঙ্গা ; Ganges)—স্বামী অখণ্ডানন্দ দ্রষ্টব্য।

গার্ণসী, মিসেস্—স্বামীজীর নিউইয়র্কবাসিনী শিষ্যা ; স্বামীজী ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কিছুদিনের জন্য গার্ণসী পরিবারে বাস করিয়াছিলেন।

গিরিশ বাবু—নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য।

গুরু মহারাজ—শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

গুপ্ত ; শরৎ চন্দ্র গুপ্ত—স্বামী সদানন্দ দ্রষ্টব্য।

গোপাল দাদা—স্বামী অদ্বৈতানন্দ দ্রষ্টব্য।

গোপালের মা—পানিহাটিবাসিনী অঘোরমণি দেবী; শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ইনি গোপালভাবে দেখিতেন এবং সেই ভাবের অদ্ভুত দর্শনাদি তাঁহার হইত।

গোবিন্দ সহায়—আলোয়ারনিবাসী লালা গোবিন্দ সহায়; স্বামীজীর শিষ্য।

গোলাপ মা—গোলাপমণি দেবী; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা; বহুকাল শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছেন।

গৌর মা (গৌরী মা; গৌরদাসী)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা; কলিকাতা সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী।

চক্রবর্ত্তী—জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এলাহাবাদে অধ্যাপক ছিলেন; পরবর্ত্তী কালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন।

চারু—চারুচন্দ্র বসু; পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত; প্রসিদ্ধ পালিগ্রন্থ 'ধম্মপদের' বাংলা অনুবাদক এবং 'অশোক-অনুশাসন' প্রভৃতি পুস্তকের লেখক

চুনী বাবু—বাগবাজারনিবাসী চুনীলাল বসু; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য।

জগমোহন—মুন্সী জগমোহনলাল; খেতড়ির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী।

জি. সি.—গিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্রষ্টব্য।

জি. জি.—ব্যাঙ্গালোরের জি. জি. নরসিংহাচারিয়ার।

জি. ডবলিউ. হেল, মিঃ ও মিসেস্—তাঁহারা উভয়ে স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। চিকাগো ধর্ম্মমহাসভা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বদিন স্বামীজী যখন দেখিলেন এই অপরিচিত দেশে তিনি নিতান্তই অসহায়, ঠিক সেই সময় মিসেস্ হেলের সঙ্গে ঘটনাচক্রে তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি বিশেষ যত্নসহকারে তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া

যান এবং ধর্ম্মমহাসভায় যাহাতে তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে পারেন, তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। স্বামীজী পরবর্ত্তীকালে এই পরিবারের সকলের সহৃদয় ব্যবহারের কথা প্রায়ই বলিতেন। তিনি মিসেস্ হেলকে মা এবং তাঁহার কন্যাদের ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন; কখনও কখনও মিসেস্ হেলকে 'মাদার চার্চ্চ' এবং মিঃ হেলকে 'ফাদার পোপ' বলিতেন।

জেনস্, ডক্টর—লুই জি. জেনস্; প্রসিদ্ধ বক্তা এবং পণ্ডিত; তিনি দীর্ঘকাল ব্রুক্লিন এথিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

জেমস্, উইলিয়ম—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত; 'Varieties of Religious Experience', 'Pragmatism' ইত্যাদি দার্শনিক গ্রন্থের লেখক।

জ্ঞানানন্দ, স্বামী—পূর্ব্ব নাম যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়; কাশী ভারতধর্ম্মমহা-মণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা।

ডাক্তার—ডাক্তার নাঞ্জুণ্ড রাও দ্রষ্টব্য।

ডাচার, মিস্—স্বামীজীর শিষ্যা; স্বামীজী সহস্রদ্বীপোদ্যানে ইঁহারই বিশ্রামভবনে সশিষ্য কিছু দিন অবস্থান করিয়া তাঁহাদের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।

তারক (তারক দাদা)—স্বামী শিবানন্দ দ্রষ্টব্য।

তুলসী—স্বামী নির্ম্মলানন্দ দ্রষ্টব্য।

তুলসী বাবু—তুলসীরাম ঘোষ, স্বামী প্রেমানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বহু বার দর্শন করিয়াছেন।

ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী (সারদা)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

থার্সবি, মিস্—এম্মা থার্সবি, বিখ্যাত গায়িকা; পাশ্চাত্যদেশে বেদান্ত-প্রচারকার্য্যে তিনি অশেষ প্রকারে স্বামীজীর সহায়তা করিয়াছেন।

দক্ষ (দক্ষরাজা)—স্বামী জ্ঞানানন্দ; স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য।

ধর্ম্মপাল—অনাগারিক ধর্ম্মপাল; কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটি এবং সারনাথ মহাবোধি মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

নরেন (নরেন্দ্রনাথ)—স্বামী বিবেকানন্দ।

নরসিংহাচারিয়ার, রাও বাহাদুর—মহীশূর সরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডিরেক্টার।

নাগ মহাশয়—দুর্গাচরণ নাগ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য।

নাঞ্জুণ্ড রাও, ডাক্তার—মান্দ্রাজের (মায়লাপুর) অধিবাসী তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ডাক্তার; স্বামীজীর অনুগত ভক্ত।

নিরঞ্জন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

নির্ম্মলানন্দ, স্বামী (তুলসী)—স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য।

পল কেরস, ডাঃ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী; বুদ্ধসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির লেখক।

প্যারী বাবু—উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

প্রমদাদাস মিত্র—কাশীর অধিবাসী; অগাধ পাণ্ডিত্য এবং ধর্ম্মানুরাগের জন্য স্বামীজী তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রেমানন্দ, স্বামী (বাবুরাম)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

ফকির—যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য; বলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর গৃহশিক্ষক।

ফার্ম্মার, মিস্—স্বামীজীর জনৈকা আমেরিকাবাসিনী ভক্ত, কোন একটি প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষা; স্বামীজী কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানে বাস করিয়াছিলেন।

বলরাম বসু—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য।

বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ দ্রষ্টব্য।

বালাজী—ডি. আর. বালাজী রাও; ইনি পরে মান্দ্রাজ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন।

বিমলা—শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের জামাতা।

বিহিমিয়া চাঁদ—লিমডির (রাজপুতানা) অধিবাসী।

ব্রহ্মানন্দ, স্বামী (রাখাল)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ (১৮৯৯-১৯২২)।

ভট্টাচার্য্য—মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য; মান্দ্রাজের এসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্টেণ্ট জেনারেল; পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী মান্দ্রাজে ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভবনাথ—বরাহনগরনিবাসী ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য।

মণি আয়ার—সুব্রহ্মণ্য আয়ার দ্রষ্টব্য।

মহিন—মহেন্দ্রনাথ দত্ত; স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

মাতাঠাকুরাণী—শ্রীশ্রীসারদাদেবী; শ্রীশ্রীমা; মাঠাকরুণ।

মাদার চার্চ্চ—জি. ডবলিউ. হেল দ্রষ্টব্য।

মাষ্টার মহাশয়—ম; মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য; 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-প্রণেতা।

মূলার, মিস্—হেনরিয়েটা মূলার; স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজ শিষ্যা।

মেরী হেল্, মিস্—মিঃ জি. ডবলিউ. হেলের কন্যা।

যজ্ঞেশ্বর বাবু—জ্ঞানানন্দ দ্রষ্টব্য।

যোগানন্দ, স্বামী (যোগেন)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

যোগীন মা—যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা।

রমাবাঈ—মহারাষ্ট্রদেশীয়া ক্রীষ্টিয়ান মহিলা; স্বামীজীর আমেরিকা থাকা-কালে তিনি তথায় ছিলেন।

রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ দ্রষ্টব্য।

রাম—রামকৃষ্ণ বসু; বলরাম বসুর পুত্র।

রামলাল—রামলাল চট্টোপাধ্যায়; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র।

রামদয়াল—আঁটপুরনিবাসী রামদয়াল চক্রবর্ত্তী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত; বলরাম বসুর পুরোহিতবংশীয়; কলিকাতা হোর মিলার কোম্পানীতে কর্ম্ম করিতেন।

রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী (শশী)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

লাটু—স্বামী অদ্ভুতানন্দ দ্রষ্টব্য।

লেগেট, মিঃ ও মিসেস্—ফ্রান্সিস্ এইচ্. লেগেট; আমেরিকার বিখ্যাত ধনী পরিবার। উভয়ে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন। স্বামীজী সময় সময় মিঃ ফ্র্যান্সিস্ লেগেটকে আদর করিয়া 'Frankincense' বলিয়া ডাকিতেন।

ল্যাণ্ডস্বার্গ—স্বামী কৃপানন্দ; পূর্ব্ব নাম হের লিয়ন ল্যাণ্ডস্বার্গ; রাশিয়াবাসী ইহুদী। নিউইয়র্কে বিখ্যাত কোন খবরের কাগজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; পরে স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হন।

শরৎ—স্বামী সারদানন্দ দ্রষ্টব্য।

শরৎ চন্দ্র গুপ্ত—স্বামী সদানন্দ দ্রষ্টব্য।

শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দ্রষ্টব্য।

শশী সান্ন্যাল—কাশীনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ; তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।

শঙ্করলাল—পণ্ডিত শঙ্করলাল ; স্বামীজীর খেতড়িনিবাসী ভক্ত। স্বামীজী তাঁহাকে 'পণ্ডিতজী মহারাজ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শিবানন্দ, স্বামী (তারক)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ (১৯২২-৩৪)।

শ্রীশ বাবু—এলাহাবাদনিবাসী শ্রীশচন্দ্র বসু।

সদানন্দ, স্বামী (গুপ্ত)—শরৎ চন্দ্র গুপ্ত ; স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিষ্য ; হাতরাস নামক স্থানে তিনি রেলকর্ম্মচারী ছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সান্ন্যাল—বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

সারদানন্দ, স্বামী (শরৎ)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য ; শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সম্পাদক (১৮৯৯-১৯২৭)।

সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দ্রষ্টব্য।

সারা সি. বুল—মিসেস্ ওলি বুল দ্রষ্টব্য।

সুবোধানন্দ, স্বামী (খোকা ; সুবোধ)—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য।

সুব্রহ্মণ্য আয়ার—মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ বিচারপতি স্যর সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

সুরেশ বাবু—সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য। ঠাকুর ইঁহাকে সুরেশ বলিয়া ডাকিতেন।

স্টার্ডি—মিঃ ই. টি. স্টার্ডি ; একজন ইংরেজ ভক্ত ; ইংলণ্ডে বেদান্ত-প্রচারকার্য্যে স্বামীজীকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। প্রথম জীবনে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং আলমোড়া অঞ্চলে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন।

স্বামীজী—স্বামী বিবেকানন্দ।

হরমোহন—হরমোহন মিত্র ; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত এবং স্বামীজীর বন্ধু।

হরিদাস বিহারীদাস দেশাই—জুনাগড়ের দেওয়ান; স্বামীজী তাঁহাকে দেওয়ানজী সাহেব এবং কখনও কখনও হরিদাস ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

হরিপদ মিত্র—বেলগাঁয়ের ফরেষ্ট অফিসার; স্বামীজীর শিষ্য; পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী কয়েক দিনের জন্য ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিবাস বৰ্দ্ধমান জেলার বৈঁচী গ্রাম।

হ্যাম্‌লিন, মিস্—স্বামীজীর ভক্ত; নিউইয়র্কে ক্লাস করিবার কাজে স্বামীজীকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

নির্ঘণ্ট